শিল্পপতির আসন

ক্যামেরন হলি

[*Bengali translation of the book*
EXECUTIVE SUITE
by CAMERON HAWLEY]

অনুবাদক :

যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

পার্ল পাব্লিকেশন্‌স্‌ প্রাইভেট লিমিটেড
বোম্বাই - ১

মূল্য এক টাকা

আমেরিকা-যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক-এর
হ্যারল্ড ওবার এ্যাসোসিয়েসন-এর
সহিত বন্দোবস্তক্রমে ভারতে প্রকাশিত।
মূল পুস্তকের বাঙলা ভাষায় প্রথম অনুবাদ।

প্রথম সংস্করণ
১৯৫৮

এই উপন্যাসে বর্ণিত সমুদয় চরিত্র ও ঘটনা
সম্পূর্ণভাবে কল্পনা-প্রসূত এবং কোনও জীবিত
বা মৃত ব্যক্তির সহিত কোনও সাদৃশ্য থাকিলে
তাহা প্রকৃতই অভাবিত।

প্রকাশক :
জি. এল্. মিরচন্দানি
পার্ল পাব্লিকেশন্‌স্ প্রাইভেট লিমিটেড
১২, ওয়াটার্লু ম্যানসন্‌স্ (ত্রিতল)
[রিগ্যাল সিনেমার সম্মুখে]
১৭০, মহাত্মা গান্ধী রোড
বোম্বাই-১

মুদ্রক :
এল্. সি. রায়
গসেন অ্যাণ্ড কম্প্যানি (প্রিন্টার্স)
প্রাইভেট লিমিটেড
৭।১, গ্রান্ট লেন
কলিকাতা-১২

শিল্পপতির আসন

(১)

নিউইয়র্ক শহর

বেলা ২-৩০

বাইশে জুন, বেলা আড়াইটের দু-এক মিনিট আগে কি পরে অ্যাভেরি বুলার্ডের যে-অসুস্থতা দেখা দিল, পরে তাকে মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণের লক্ষণ হিসেবে ধরা হয়। ছাপ্পান্ন বছর বয়সে মস্তিষ্কের কুণ্ডলী-পাকানো কোটরের গভীরে কোন এক অংশে ধাবমান রক্তস্রোতের অবিরাম প্রবাহে ছোট একটি শিরা শেষ পর্যন্ত ছিঁড়ে গেল। সেই সূক্ষ্মতম ব্যর্থতার মুহূর্তে পৃথিবীর মধ্যে আর একটি পৃথিবীর রূপ-রেখাও পালটে গেল। একটি শিল্প-সাম্রাজ্য অকস্মাৎ সম্রাটহীন হয়ে পড়ল। ট্রেড্ওয়ে কর্পোরেশনের প্রেসিডেন্ট আর ইহজগতে রইলেন না—অথচ তাঁর শূন্য স্থান পূরণ করবার জন্যে কোন ভাইস-প্রেসিডেন্ট মনোনীত হননি।

অ্যাভেরি বুলার্ড তাঁর মৃত্যুর আগের মুহূর্তে নূতন কার্যনির্বাহক ভাইস-প্রেসিডেন্ট পদে কাকে নির্বাচিত করা যেতে পারে সেকথাই যে ভাবছিলেন তা হঠাৎ-কিছু নয়। জন ফিট্জ্জেরাল্ড-এর মৃত্যুর পর এই তিন মাস এ-প্রশ্ন অনেকবারই তাঁর মনে হয়েছে। আজ সারাটা দিন বলতে গেলে তিনি আর কিছুই ভাবেন নি। আজ সকালেই জর্জ ক্যাস্ওয়েল আবার তাঁকে সতর্ক ক'রে জানিয়েছেন, ইন্ভেস্টমেন্ট ফাণ্ডের কর্মকর্তারা জিজ্ঞেস করছেন, ট্রেড্ওয়ে কর্পোরেশনের দ্বিতীয় অধিনায়ক নির্বাচন করা হয়নি কেন। ক্যাস্ওয়েল বলছিলেন, "আপনি তাঁদের দোষ দিতে পারেন না। যাঁরাই শিল্প-ব্যবসায়ে বেশী পরিমাণে বন্ধকী কাগজ রাখেন, তাঁদের কাছেই ব্যবসায়গুলির পরিচালনা একটানা চলছে কিনা সেটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।"

ক্যাস্ওয়েল অবশ্য ঠিকই বলেছিলেন। অ্যাভেরি বুলার্ড তা স্বেচ্ছায়

স্বীকারও করেছিলেন। এই শরৎকালেই বাজারে ঋণপত্র ছাড়তে হ'লে ইন্‌ভেস্ট্‌মেণ্ট ট্রাস্টের সমর্থন পাওয়া দরকার। খাটো-ক'রে-ছাঁটা-চুল ছেলেগুলি তাঁদের বন্ধকগুলি পরীক্ষা করে, তারা দেখতে চায় যে, সব জিনিসই তাদের হার্ভার্ড ব্যবসায়-বিদ্যালয়ের পড়ার বইগুলিতে যেমন লেখা আছে, ঠিক সেইভাবে করা হচ্ছে বড় কর্পোরেশনে একজন কার্যনির্বাহক ভাইস-প্রেসিডেণ্ট থাকবার কথা, তা নইলে অফিসের কর্মকর্তাদের তালিকা ঠিক মানায় না। বুলার্ড তাই ক্যাস্‌ওয়েলকে বলেছিলেন যে, আর দেরি হবে না। মঙ্গলবার বোর্ডের সভায় একজন কার্যনির্বাহক ভাইস-প্রেসিডেণ্ট নির্বাচন করা যাবে। আজ মধ্যরাত্রের আগেই তিনি সে-ব্যক্তি কে তা ঠিক ক'রে নেবেন। তিনি যে এতটা দেরি করেছেন, তার একমাত্র কারণ, তিনি কর্পোরেশনের বাইরে কয়েকটি উচ্চস্থানীয় লোকের নির্বাচন-সম্ভাবনা পরীক্ষা ক'রে দেখবার সুযোগ নিতে চেয়েছিলেন। তাঁর নিজের ভাইস-প্রেসিডেণ্টদের চেয়ে অন্য কোন ভাল লোক যে পাওয়া যাবে না, সে-বিষয়ে তিনি নিশ্চিত হ'তে চেয়েছিলেন। এক এক ক'রে তালিকার শেষ নামটিতে তিনি পৌঁছলেন: ব্রুস পিল্‌চার। আর সব নামই কেটে দেওয়া হয়েছিল। দুপুরে পিল্‌চারের সঙ্গে তাঁর লাঞ্চে বসবার কথা। এ-ব্যাপারে পিল্‌চারের নামটা যে বিবেচনাযোগ্য ক্যাস্‌ওয়েল তা স্বীকার করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "প্রায় সবাই মনে করে ওডেসার প্রেসিডেণ্ট হয়ে ঢোকার পর তিনি বেশ ভাল কাজ করেছেন। দেখা যাচ্ছে কর্মী হিসেবে তিনি খুবই চতুর।"

মৃত্যুর পাঁচ মিনিট আগে অ্যাভেরি বুলার্ড চিপেণ্ডেল বিল্ডিং-এর ছ'তলায় তাঁর ব্যক্তিগত ডাইনিং রুম থেকে বেরোলেন, সেখানে তিনি পিল্‌চার আর ওডেসা স্টোর্স কর্পোরেশন বোর্ডের চেয়ারম্যান বৃদ্ধ জুলিয়াস স্টাইগেলের সঙ্গে দুপুরের খাওয়াটা শেষ করেছিলেন। লিফ্‌টের জন্যে অপেক্ষা করবার সময়েও তাঁর সামনে যে-বিপর্যয় ঘনিয়ে আসছে, তার সামান্যতম আভাসও তিনি পেলেন না। অত্যন্ত স্বস্তিবোধ করছিলেন তিনি। লাঞ্চটাও নিখুঁত হয়েছিল। যাচাই ক'রে তিনি বুঝতে পেরেছেন যে ব্রুস পিল্‌চার এ-কাজের যোগ্য ব্যক্তি নন; আর মনে মনে এজন্যে মজা অনুভব করছিলেন যে, তাঁর জানাটা এমনভাবে হয়েছে যে পিল্‌চার বা স্টাইগেল তাঁর আসল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এতটুকুও সন্দেহ করতে পারেন নি।

জনশূন্য বারান্দার নিভৃত আশ্রয়ে পিল্‌চারের সম্বন্ধে যেকথা ক্যাস্‌ওয়েল বলেছিলেন, তা স্মরণ ক'রে অ্যাভেরি একটু সতর্ক হাসি হাসলেন। কর্মী হিসেবে খুব চতুর? ফাঁদে ধরা দিতে মিঃ পিল্‌চারের দু' মিনিটও লাগেনি। যে-কোম্পানির হাতে ওডেসার আসবাবপত্রের ছাব্বিশটি দোকান রয়েছে, তার নিট মূল্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেন পিল্‌চারকে। প্রশ্ন করলেন নিতান্ত হাল্কা গলায়—যেন কোনই

উদ্দেশ্য নেই তার পিছনে। কেবল এইটুকুতেই ফাঁদ পাকা হয়ে গেল। উপবাসী নেকড়ের মতই পিল্‌চার ঝাঁপিয়ে পড়লেন। হিসেবী ধূসর চোখের পিছনে তাঁর যে-মন কাজ ক'রে চলেছে, তা যেন স্পষ্ট দেখা গেল......টাকার মানুষ তিনি, লক্ষ লক্ষ ডলারের কারবারের ঠিক গন্ধটি পেয়ে গেছেন।

লিফ্‌টের দরজা খুলতে লাগল, অ্যাভেরি বুলার্ড যেন ঝাঁপিয়ে পড়লেন তার মধ্যে। দেহ তাঁর বিরাট, ছ' ফুট চার ইঞ্চি লম্বা, আর পেশীগুলি ভারী; কিন্তু তিনি এত তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলেন যে লিফ্‌টের দরজা সম্পূর্ণ খোলবার আগেই তার দিকে মুখ ক'রে তিনি ঘুরে দাঁড়িয়েছেন।

হাঁ, পিল্‌চার টাকার মানুষ। এরা এই এক ধরনের লোক; সহজেই এদের চেনা যায়। এদের চোখে যে-আগুন জ্বলে তাতে কোন উত্তাপ থাকে না, তা দেখেই এদের বুঝতে পারা যায়। বিপদের আশঙ্কা ক'রেও নিজের স্বপ্নে যে কখনও বাধা দিতে চায় না, তার মত তপ্ত আগুন নয়; যে-মানুষের মন টাকার খেলার নিয়মে বাঁধা পড়েছে, তারই উত্তাপহীন আগুন এটা। এ-খেলা খেলতে হয় কাগজের টুকরায় সংখ্যা বসিয়ে...সাধারণ শেয়ার থেকে অগ্রদাবি শেয়ার, অগ্রদাবি শেয়ার থেকে ঋণপত্র, ঋণপত্র থেকে ডলার, ডলার থেকে দীর্ঘমেয়াদী মূলধনী মুনাফা। ট্যাক্স বাদ দিয়ে মোট ডলারই শুধু দরকারী। সেই হ'ল স্কোর-বোর্ডে যে-সংখ্যা ওঠে, প্লেট-পার-হওয়া 'রান', অপর পক্ষের গোলের দিকে বল নিয়ে যাওয়া, গোলের হিসেব। টাকার মানুষদের খেলায় জয়ের চিহ্ন হ'ল নিট ডলার-গুলি। আর কোন কিছুতেই কিছু এসে যায় না। কারখানা তাদের কাছে একটা জীবন্ত, নিশ্বাস-নেওয়া প্রাণী নয় - শুধু ডলারের চিহ্ন মাত্র, দেনাপাওনার খাতে কল ও যন্ত্রপাতির খাতে একসারি সংখ্যা মাত্র। যখন ন' নম্বর কলের করাতটি ক্যাচ ক্যাচ ক'রে মজবুত ম্যাপ্‌ল্‌ কাঠের উপর দাঁত বসাতে থাকে, তখন তাদের দেহের শিরা শক্ত হয়ে ওঠে না। ওয়াল্‌নাট পালিশের সুগন্ধে বা তৈরী কামরার তীব্র, ঝাঁঝালো বাতাসে তাদের নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হয় না। উৎপাদনের কোন কাজ চোখে পড়লে তারা চোখ বুজে দেখে; এমন অনুভূতি নেই যে হৃদয় তারই তালে তাল মিলিয়ে চলবে, বা তাদের তপ্ত রক্তে সেই ঢেউ দুলতে থাকবে; কিংবা তাদের শ্বাসযন্ত্রগুলি বন্দুকের গুলি ছোঁড়বার আগের মুহূর্তের মত এমন উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে না যে, প্রতিবার কাজের এতটুকু ব্যতিক্রমে হৃৎপিণ্ডের গতি মুহূর্তের জন্যে স্তব্ধ হয়ে থাকে।

না, পিল্‌চার তেমন লোক নয়; আর তালিকার শেষ নামটিই হ'ল পিল্‌চারের। কেউই উপযুক্ত হবে না—ক্লার্ক, বাটলেজ, ইউনাইটেডের সেই লোকটি বা বাকী আর কেউই। সকলেরই কিছু-না-কিছু ত্রুটি রয়েছে।

ক্যাস্‌ওয়েলের কথাগুলি মনে পড়েছে তাঁর, "আপনার কি মনে হয় না যে, এক্ষেত্রে মানটা আপনি একটু বেশী উঁচুতেই ফেলেছেন ? আপনি যদি আর একজন অ্যাভেরি বুলার্ডকে চান, তবে আমি এখনই ব'লে দিতে পারি, তা আপনি কখনই পাবেন না। তেমন মানুষ নেইও। একটিই তৈরি হয়েছিল, তারপর সে-ছাঁচটাই ভেঙ্গে ফেলা হয়।"

সেদিন একথা তিনি অস্বীকার করেছিলেন, এখন মনে মনে আবার অস্বীকার করলেন। তিনি আর একজন অ্যাভেরি বুলার্ড খুঁজছেন না ; আর, কেনই বা তিনি তা খুঁজবেন ? তাঁর বয়েস মাত্র ছাপ্পান্ন, পঁয়ষট্টি পেঁৗছবার আগে পুরা নয়টি বছর রয়েছে তাঁর সামনে। এইগুলিই হবে তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ অধ্যায়। এখনও তিনি দ্রুত চলাফেরা করতে পারেন। তাঁর হাত স্থির ও ধীর। ট্রেড্‌ওয়ে গ'ড়ে তোলবার প্রথম কয়েক বছর যেমন তাঁকে হাতড়ে বেড়াতে হয়েছে, অনেক, অনেক ভুল হয়েছে, অভিজ্ঞতা না থাকায় ত্রুটি হয়েছে,—যার জন্যে তাঁর গতি মন্থর হয়ে গেছে—এখন আর সেসব কিছুই হবে না। গত কুড়ি বছরে যতখানি কাজ করেছেন, আগামী নয় বছরে ঠিক ততখানিই তিনি করতে পারবেন। ছাপ্পান্ন বছরে মানুষ বুড়া হয় না। এই তো সবে জীবনের আরম্ভ !

ক্যাস্‌ওয়েল বলেছিলেন, "আশা করি এমন কোন লোক আপনি পেয়ে যাবেন যে আপনাকে একটু হাল্কা হ'তে দেবে। যেভাবে এগিয়ে চলেছেন, তাতে নিজেকে যথেষ্ট শাস্তিই দেয়া হচ্ছে।"

শাস্তি ? অ্যাভেরি বুলার্ড হাসলেন। জর্জ ক্যাস্‌ওয়েল ঠিক বোঝেন না। এ শাস্তি-টাস্তি নয় ! বেঁচে থাকতে গেলে মানুষের যা চাই, এ হ'ল তাই, এ-জিনিস যখন হারিয়ে যায়, তখন মানুষের দেহের মধ্যে আর জীবন থাকে না।

লিফ্‌টের দরজা খুলে গেল। বিশাল স্কন্ধ অ্যাভেরি বুলার্ড বাইরের ঘরের ভিড়ের মধ্যে পথ ক'রে এগিয়ে চললেন। তাঁর অপার শক্তির আগুনে নিজেকে উজ্জীবিত ক'রেই যেন তিনি এগিয়ে চললেন। স্ত্রী-পুরুষ সকলের দৃষ্টিই পড়ল তাঁর দিকে, চেনে ব'লে নয়, ওঁর চেহারায় এমন একটা কিছু আছে, যা মনোযোগ আকর্ষণ করবেই।

তিনি মন স্থির ক'রে ফেলেছেন। তাঁর নিজের লোকেদের মধ্যেই একজনকে তিনি কার্যনির্বাহক ভাইস-প্রেসিডেন্ট বেছে নেবেন। পাঁচজনের মধ্যে একজনকে তিনি মনোনীত করবেন। আজ রাত্রেই করবেন। আগামী সপ্তাহে বোর্ডের সভায় তা ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু কে ? পাঁচজনের মধ্যে সে-ব্যক্তিটি কে ?

তাঁর ক্ষিপ্র চঞ্চল দৃষ্টি বারান্দার শেষ প্রান্তে ওয়েস্টার্ন ইউনিয়নের এক চিহ্নের

গতি স্থির হয়ে রইল। মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের আগে শেষবারের মত ওদের সবাইকে আজ রাত্রে একবার তিনি একত্র করবেন। হাঁ, এই হবে ঠিক ব্যবস্থা। তাদের সামনে তিনি কোন একটা প্রস্তাব আনবেন, যা হোক একটা কিছু...উত্তর ক্যারোলিনায় নূতন কারখানা পত্তনের সম্ভাবনা। একেবারে হতভম্ব হয়ে যাবে ওরা। তিনি যে এ-বিষয়ে আদৌ ভাবছেন, সেটুকুও পর্যন্ত কেউ জানে না। হাঁ, এই পরীক্ষাই ভাল হবে। কথাটি পেড়েই আরামে ঠেস দিয়ে বসবেন...দেখবেন, শুনবেন, বিচার করবেন। তারপর যে সব চাইতে বুদ্ধির পরিচয় দেবে, তাকেই তিনি বেছে নেবেন। হাঁ, তাই তাঁকে করতে হবে...একজনকে নিতে হবে...মাত্র একজনকেই। অন্যেরা সম্ভবতঃ ভয়ঙ্কর চ'টে যাবে...মেজাজ বিগড়ে থাকবে কয়েকটা দিন। কিন্তু ঠিক সামলে নেবে। সবাই লোক ভাল...প্রত্যেকেই...হ'তেই হবে...নইলে তারা তাঁর লোক হ'তে পারত না। তারা বুঝবে কেন একজনই কেবল কার্যনির্বাহক ভাইস-প্রেসিডেন্ট হ'তে পারে...ওয়াল স্ট্রীটের টাকার বাজার তাই চায়। কিন্তু এটা একেবারেই অর্থহীন হবে...তালিকার উপর শুধুমাত্র একটি নাম। আসলে কিছুই বদলাবে না...কিছুই নয়...ন' বছরের জন্যে তো নয়। ন' বছর অনেক সময়; এর মধ্যে সব-কিছুই হ'তে পারে। এক বছর আগেও কে ভেবেছিল যে ফিট্‌জ্‌জেরাল্ডের মৃত্যু হবে?

ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন অফিসের কাউণ্টারের পিছনে যে-মেয়েটি আরামে বসেছিল, সে তাঁর দিকে টেলিগ্রাম-কাগজের প্যাডটি এগিয়ে দিলে।

কঠিন, মেজাজী গলায় তিনি বললেন, "টেলিগ্রাম, মিস এরিকা মার্টিন, ট্রেড্‌ওয়ে টাওয়ার, মিল্‌বার্গ, পেন্‌সিল্‌ভ্যানিয়া। পরের ট্রেন ধরছি। ছ'টার সময়ে কার্যনির্বাহক কমিটির সভা আহ্বান কর। নাম সই করবে—বুলার্ড।"

মেয়েটি মুখ তুলে চাইল, যাঁর তার তাঁকেই লিখতে হবে, অভ্যাস মত এই প্রতিবাদ জানাবার জন্যে কিছু একটা বলতেও চাইল সে। কিন্তু সে-মুহূর্তেই বুঝতে পারল সে, নিজেই কাগজের উপর পেন্‌সিল্‌টি তুলে ধরেছে। তাড়াতাড়ি লিখে ফেলল সে। সে তাঁকে অসন্তুষ্ট করতে পারে এমনই এক অকারণ ভয় তাকে তাড়া দিচ্ছিল। তারের কথাগুলি মেলাতে গিয়ে আর একবার যখন সে মুখ তুলল, তখন তিনি চ'লে গেছেন। কাউণ্টারে তার সামনে একটা মোচড়ানো ডলারের নোট প'ড়ে আছে।

ঘোরানো দরজার বাইরে গ্রীষ্মের রোদ জ্বলছে। বারান্দার ছায়ায় হঠাৎ অত্যন্ত উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তাই অ্যাভেরি বুলার্ড চোখ বাঁচাবার জন্যে নিচের দিকে তাকালেন। রাস্তায় ছোট একটি মুদ্রা চকচক করছে, কিছু ভাববার

ক্যাস্‌ওয়েলের কথাগুলি মনে পড়েছে তাঁর, "আপনার কি মনে হয় না যে, এক্ষেত্রে মানটা আপনি একটু বেশী উঁচুতেই ফেলেছেন? আপনি যদি আর একজন অ্যাভেরি বুলার্ডকে চান, তবে আমি এখনই ব'লে দিতে পারি, তা আপনি কখনই পাবেন না। তেমন মানুষ নেইও। একটিই তৈরি হয়েছিল, তারপর সে-ছাঁচটাই ভেঙ্গে ফেলা হয়।"

সেদিন একথা তিনি অস্বীকার করেছিলেন, এখন মনে মনে আবার অস্বীকার করলেন। তিনি আর একজন অ্যাভেরি বুলার্ড খুঁজছেন না; আর, কেনই বা তিনি তা খুঁজবেন? তাঁর বয়েস মাত্র ছাপ্পান্ন, পঁয়ষট্টি পেঁছিবার আগে পুরা নয়টি বছর রয়েছে তাঁর সামনে। এইগুলিই হবে তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ অধ্যায়। এখনও তিনি দ্রুত চলাফেরা করতে পারেন। তাঁর হাত স্থির ও ধীর। ট্রেড্‌ওয়ে গ'ড়ে তোলবার প্রথম কয়েক বছর যেমন তাঁকে হাতড়ে বেড়াতে হয়েছে, অনেক, অনেক ভুল হয়েছে, অভিজ্ঞতা না থাকায় ত্রুটি হয়েছে,—যাব জন্যে তাঁর গতি মন্থর হয়ে গেছে—এখন আর সেসব কিছুই হবে না। গত কুড়ি বছরে যতখানি কাজ করেছেন, আগামী নয় বছরে ঠিক ততখানিই তিনি করতে পাববেন। ছাপ্পান্ন বছরে মানুষ বুড়া হয় না। এই তো সবে জীবনের আরম্ভ!

ক্যাস্‌ওয়েল বলেছিলেন, "আশা করি এমন কোন লোক আপনি পেয়ে যাবেন, যে আপনাকে একটু হাল্কা হ'তে দেবে। যেভাবে এগিয়ে চলেছেন, তাতে নিজেকে যথেষ্ট শাস্তিই দেয়া হচ্ছে।"

শাস্তি? অ্যাভেরি বুলার্ড হাসলেন। জর্জ ক্যাস্‌ওযেল ঠিক বোঝেন না। এ শাস্তি-টাস্তি নয়! বেঁচে থাকতে গেলে মানুষের যা চাই, এ হ'ল তাই; এ-জিনিস যখন হারিয়ে যায়, তখন মানুষের দেহের মধ্যে আর জীবন থাকে না।

লিফ্‌টের দরজা খুলে গেল। বিশাল স্কন্ধ অ্যাভেরি বুলার্ড বাইরের ঘরের ভিড়ের মধ্যে পথ ক'রে এগিয়ে চললেন। তাঁর অপার শক্তির আগুনে নিজেকে উজ্জীবিত ক'রেই যেন তিনি এগিয়ে চললেন। স্ত্রী-পুরুষ সকলের দৃষ্টিই পড়ল তাঁর দিকে, চেনে ব'লে নয়, ওঁর চেহারায় এমন একটা কিছু আছে, যা মনোযোগ আকর্ষণ করবেই।

তিনি মন স্থির ক'রে ফেলেছেন। তাঁর নিজের লোকেদের মধ্যেই একজনকে তিনি কার্যনির্বাহক ভাইস-প্রেসিডেন্ট বেছে নেবেন। পাঁচজনের মধ্যে একজনকে তিনি মনোনীত করবেন। আজ রাত্রেই করবেন। আগামী সপ্তাহে বোর্ডের সভায় তা ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু কে? পাঁচজনের মধ্যে সে-ব্যক্তিটি কে?

তাঁর ক্ষিপ্র চঞ্চল দৃষ্টি বারান্দার শেষ প্রান্তে ওয়েস্টার্ন ইউনিয়নের এক চিহ্নের

প্রতি স্থির হয়ে রইল। মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের আগে শেষবারের মত ওদের সবাইকে আজ রাত্রে একবার তিনি একত্র করবেন। হাঁ, এই হবে ঠিক ব্যবস্থা। তাদের সামনে তিনি কোন একটা প্রস্তাব আনবেন, যা হোক একটা কিছু...উত্তর ক্যারোলিনায় নূতন কারখানা পত্তনের সম্ভাবনা। একেবারে হতভম্ব হয়ে যাবে ওরা। তিনি যে এ-বিষয়ে আদৌ ভাবছেন, সেটুকুও পর্যন্ত কেউ জানে না। হাঁ, এই পরীক্ষাই ভাল হবে। কথাটি পেড়েই আরামে ঠেস দিয়ে বসবেন...দেখবেন, শুনবেন, বিচার করবেন। তারপর যে সব চাইতে বুদ্ধির পরিচয় দেবে, তাকেই তিনি বেছে নেবেন। হাঁ, তাই তাঁকে করতে হবে...একজনকে নিতে হবে...মাত্র একজনকেই। অন্যেরা সম্ভবতঃ ভয়ঙ্কর চ'টে যাবে...মেজাজ বিগড়ে থাকবে কয়েকটা দিন। কিন্তু ঠিক সামলে নেবে। সবাই লোক ভাল...প্রত্যেকেই...হ'তেই হবে...নইলে তারা তাঁর লোক হ'তে পারত না। তারা বুঝবে কেন একজনই কেবল কার্যনির্বাহক ভাইস-প্রেসিডেন্ট হ'তে পারে.. ওয়াল স্ট্রীটের টাকার বাজার তাই চায়। কিন্তু এটা একেবারেই অর্থহীন হবে...তালিকার উপর শুধুমাত্র একটি নাম। আসলে কিছুই বদলাবে না...কিছুই নয়.. ন' বছরের জন্যে তো নয়। ন' বছর অনেক সময়; এর মধ্যে সব-কিছুই হ'তে পারে। এক বছর আগেও কে ভেবেছিল যে ফিট্‌জ্‌জেরাল্ডের মৃত্যু হবে?

ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন অফিসের কাউণ্টারের পিছনে যে-মেয়েটি আরামে বসেছিল, সে তাঁর দিকে টেলিগ্রাম-কাগজের প্যাডটি এগিয়ে দিলে।

কঠিন, মেজাজী গলায় তিনি বললেন, "টেলিগ্রাম, মিস এরিকা মার্টিন, ট্রেড্‌ওয়ে টাওয়ার, মিল্‌বার্গ, পেন্‌সিল্‌ভ্যানিয়া। পরের ট্রেন ধরছি। ছ'টার সময়ে কার্যনির্বাহক কমিটির সভা আহ্বান কর। নাম সই করবে—বুলার্ড।"

মেয়েটি মুখ তুলে চাইল, যাঁর তার তাঁকেই লিখতে হবে, অভ্যাস মত এই প্রতিবাদ জানাবার জন্যে কিছু একটা বলতেও চাইল সে। কিন্তু সে-মুহূর্তেই বুঝতে পারল সে, নিজেই কাগজের উপর পেন্‌সিল্‌টি তুলে ধরেছে। তাড়াতাড়ি লিখে ফেলল সে। সে তাঁকে অসন্তুষ্ট করতে পারে এমনই এক অকারণ ভয় তাকে তাড়া দিচ্ছিল। তারের কথাগুলি মেলাতে গিয়ে আর একবার যখন সে মুখ তুলল, তখন তিনি চ'লে গেছেন। কাউণ্টারে তার সামনে একটা মোচড়ানো ডলারের নোট প'ড়ে আছে।

ঘোরানো দরজার বাইরে গ্রীষ্মের রোদ জ্বলছে। বারান্দার ছায়ায় হঠাৎ অত্যন্ত উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তাই অ্যাভেরি বুলার্ড চোখ বাঁচাবার জন্যে নিচের দিকে তাকালেন। রাস্তায় ছোট একটি মুদ্রা চকচক করছে, কিছু ভাববার

আগেই সেটি কুড়িয়ে নেবার জন্যে ঝুঁকলেন তিনি, দেখলেন সেটি মুদ্রা নয়, বাসের চাকতি। মুহূর্তের জন্যে তাঁকে অপ্রতিভ মনে হ'ল, তিনি দেখলেন রাস্তার লোক সব তাঁর দিকেই চেয়ে আছে। চকিতে তিনি চাকতিটি পকেটে পুরলেন, আর চোখের দৃষ্টি সঙ্কুচিত ক'রে যানবাহনের ভিড়ের মধ্যে একটি খালি ট্যাক্সি খুঁজতে লাগলেন। বাতাস আন্দোলিত একটি কাঁচের উপর সূর্যের প্রতিবিম্ব পড়েছিল, ক্ষণিকের জন্যে তাতে তাঁর চোখে ধাঁধা লেগে গেল। কিছুই দেখতে পেলেন না তিনি। যেন তাঁর চোখের তারাগুলি আগুনের তাপে ঝলসে গেছে। কিন্তু এ-অনুভূতি যেমনই তাড়াতাড়ি এসেছিল, তেমনই চ'লেও গেল।

একটা ট্যাক্সি এসে থামল। রাস্তার একপাশে খোলা হাইড্র্যাণ্টের জল বয়ে যাচ্ছিল নর্দমা দিয়ে। ট্যাক্সির চাকায় সেই নোংরা জল খানিকটা ছিটকে এল। সেটা গ্রাহ্য না ক'রে অ্যাভেরি বুলার্ড এগিয়ে এসে গাড়ির দরজা খুলতেই তাতে মালিকের ভঙ্গিতেই হাত রাখলেন। স্ত্রীলোক যাত্রীটি চালককে একটা নোট এগিয়ে দিলেন, সে নিরুপায়ের ভঙ্গিতে কাঁধে ঝাকুনি দিল, অ্যাভেরি বুলার্ড তাড়াতাড়ি ব্যাগ বার ক'রে ভাঙানি দিয়ে দিলেন। মহিলাটি গাড়ি থেকে নামতেই তিনি তাড়াতাড়ি তাঁকে পাশ কাটিয়ে ঝুঁকে পড়লেন সামনের দিকে, ডান হাতটি বাড়িয়ে দিলেন—

তারপরই ব্যাপারটি ঘটল। তাঁর চোখের পিছনটা চাবুকের আঘাতের মত যন্ত্রণায় হঠাৎ ফেটে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গেই যেন এক প্রচণ্ড শক্তি তাঁর মাথাটিকে ডানদিকে মোচড়াতে লাগল, মনে হ'ল যেন ঘাড়ের শিরাগুলি কাঁধ থেকে উপড়ে যাচ্ছে। তাঁর মাথার মধ্যে সবকিছু ছিন্নভিন্ন হয়ে এক রক্তাক্ত স্রোতের ঘূর্ণিতে ধুয়ে গেল, তারপর এক স্তব্ধ গুহার অন্ধকারের মধ্যে তলিয়ে গেলেন তিনি।

বেলা ২-৩২

যে দুটি লোক হাইড্র্যাণ্টের ফুটো মেরামত করছিল, অলসভাবে তাদের দেখতে দেখতে পাহারাওয়ালা এড ক্যানেডির নজরে পড়ল চিপেণ্ডেল বিল্ডিং-এর সামনে একটা ট্যাক্সির চারধারে দ্রুত ভিড় জ'মে যাচ্ছে। সে কায়দাদুরস্ত ধীরভাবে সেদিকে অগ্রসর হ'ল, অর্ধচন্দ্রাকার ভিড়ের মধ্যে হাত বাড়িয়ে বাড়িয়ে পথ ক'রে নিল।

বিশালাকার এক মানুষের দেহ প'ড়ে আছে তার সামনে, অর্ধেকটা গাড়ির ভিতরে, মুখ নিচের দিকে, পা দুটি খোলা দরজার বাইরে অদ্ভুত ভঙ্গিতে ঝুলছে।

ক্যানেডি জোরে নিঃশ্বাস নিয়ে দেহটির উপর ঝুঁকে পড়ল। ভেবেই নিয়েছিল মদের গন্ধ পাবে, কিন্তু সে-গন্ধ ছিল না।

কাঁদুনে সুরে শোনা গেল, "খ্রীস্টের দোহাই, যত ঝামেলা সব আমারই ঘাড়ে এসে পড়বে?" ক্যানেডি তাকাল। ট্যাক্সিচালক বিষণ্ন ক্ষীণ দৃষ্টিতে পিছনদিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

ক্যানেডি মুখ গম্ভীর ক'রে বললে, "কি হয়েছে, ম্যাক?"

"কিছুই নয়, বলছি তোমায়। খ্রীস্টের দিব্যি, আমি কিছু জানি না। ভাড়ার পয়সা গুণছিলাম, বুঝলে? সেই সময়ে শুনলুম কি একটা ধপ্ ক'রে পড়ল গাড়িতে, আর একজন স্ত্রীলোক পাশ থেকে চ্যাঁচাচ্ছে। ব্যস, এই।"

ক্যানেডি গলার একটা শব্দ ক'রে তাকে থামিয়ে দিলে; ট্যাক্সির দরজার ভিতর দিয়ে কাঁধ ঘুরিয়ে নিয়ে পিছিয়ে এল সে।

একটি রেডিও-পাহারাদার গাড়ি রাস্তার ওপারে থামল, ক্যানেডি মুখের উপর হাত গোল ক'রে চাপা গলায় আস্তে চেঁচিয়ে বললে, "অ্যাম্বুলেন্স।"

পাহারা-গাড়ির সার্জেণ্ট ঘাড় নাড়ল। ক্যানেডি ফিরে দাঁড়িয়ে ভিড় হাটিয়ে দেবার যথারীতি চেষ্টা করল, কিন্তু ফল হ'ল না। আবার সে গাড়ির ভিতরে দেহটির উপর ঝুঁকে পড়ল, আঙুলের স্পর্শে বোঝবার চেষ্টা করল কোন পকেটে ব্যাগ বা সে-জাতীয় কিছু উঁচু হয়ে আছে কিনা—যার দ্বারা লোকটিকে সনাক্ত করা যেতে পারে। দেহটি না নড়িয়ে যে-পকেটগুলির নাগাল পাওয়া গেল, তাতে কিছুই মিলল না।

ক্যানেডি চালকের দিকে তাকাল, সে তখনও মুখভার ক'রে আসনের পিছন দিকে চেয়ে আছে। জিজ্ঞেস করল, "লোকটি তোমায় কোন ঠিকানা দিয়েছিল কি?"

"খ্রীস্টের দোহাই, আমি কি তোমায় বলিনি? লোকটা মুখও খোলেনি; আমি কিছু জানবার আগেই সে যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল গাড়ির মধ্যে।"

পাহারাওয়ালা ঠোঁট দুটি শক্ত ক'রে নিজের নোটবইটা নিল হাতের মধ্যে, পাতা উলটে একটা খালি পৃষ্ঠা বার করল। ছোট পেন্সিল দিয়ে সে লিখল, "বেলা ২-৩৫। একটি অজ্ঞাত লোক, চিপেণ্ডেল বিল্ডিং-এর সামনে রাস্তায় অজ্ঞান হয়ে প'ড়ে গেছে।"

নোটবই থেকে মুখ তুলে তাকাল সে। এতক্ষণে সে লক্ষ্য করল উপুড়-হয়ে-পড়া দেহটির ডান পা নর্দমায় ময়লা জলের স্রোতের মধ্যে ঝুলে পড়েছে। নিচু হয়ে পায়ের তলায় হাত দিয়ে পা-টাকে ওঠাতে গেল। কিন্তু স্পর্শের মধ্যে এক ভিজে ভিজে বাধা অনুভব করল। হাত আলগা ক'রে আবার পা-টাকে ছেড়ে দিল।

জলের স্রোত এসে জুতার চারদিকে জমল ; একফালি ভিজে কাগজ পায়ের সামনে জড়িয়ে গেল, একটি একটি ক'রে এমনি জমতে লাগল, শেষ পর্যন্ত জঞ্জালের রাশি জ'মে জুতাব চমৎকার পালিশ-করা চামড়া একেবারে ঢেকে গেল।

বেলা ২-৩৬

জুলিয়াস স্টাইগেলের খাস দপ্তরে ম্যাডিসন অ্যাভিনিউ-এর দিকে কারুকার্য খোদাই-করা জানলার কিনারায় ব্রুস পিল্‌চার ঠেস দিয়ে বসেছিলেন, এমন কায়দায় সিগারেট ফুঁকছিলেন যেন পাকা ওস্তাদের মতই কাজটা করছেন।

ইচ্ছে ক'রে ব্যঙ্গ প্রকাশের জন্যে গলার স্বর মিহি ক'রে ধীরে ধীরে তিনি বললেন, "আমার পেশাদারী মতটা শুনুন, এইমাত্র আমবা এক অতিসেয়ানা ঘোড়া-ব্যবসায়ীকে আপ্যায়িত করেছি।"

স্টাইগেল হাসলেন, তাঁব গাল দুটি ফুলে উঠল। তিনি গোলগাল ছোটখাট মানুষটি, আমুদে বুড়া কর্তাব মত চেহাবা। বললেন, "তা কি আমিই বলিনি? মিঃ অ্যাভেরি বুলার্ডের মত লোকের সঙ্গে ব্যবসা ক'রেও আনন্দ আছে। বুলার্ডের সঙ্গে ভাল কারবার ফাঁদা কচি ছেলের হাত থেকে মিঠাই কেড়ে নেওয়া নয়।"

পিল্‌চার অভিনয়ের ভঙ্গিতে মাথা নুইয়ে বললেন, "প্রিয় মিঃ স্টাইগেল, ঠিক এই কথাটি আপনাব সম্বন্ধেও বলা যায।"

বৃদ্ধ হাসলেন ; তাঁর ভাবটি খুশী, কিন্তু নম্র। তিনি জীবন শুরু করেন পূর্ব পেন্‌সিল্‌ভ্যানিয়ার অলিগলিতে টিনের জিনিস ফেরি ক'রে। এখন, সত্তর বছর বয়সে, তিনি একজন কোটিপতি ; কিন্তু এই ঐশ্বর্য তাঁর চরিত্রের বাইরের রূপটিকে, আশ্চর্য রকমে হ'লেও, আদৌ পালটাতে পারেনি। তিনি মনখোলা সাদাসিধে মানুষই র'য়ে গেছেন, প্রথম তাঁর যে-চাহনিতে মুগ্ধ হয়ে এক সময়ে পেন্‌সিল্‌ভ্যানিয়ার হিসেবী গৃহিণীরা সাধারণ দামের উপর দশ সেণ্ট বেশী দিয়েও তাঁর কাছে 'দেবভোগ্য কেকের টিন' কিনে ফেলতেন, সে-সারল্য এখনও তাঁর মধ্যে বর্তমান।

সিগাবেটের ধোঁয়া উড়ে চলেছে ধীরে ; পিল্‌চারের দৃষ্টি তারই অনুসরণ করছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার নিশ্চয় বিশ্বাস যে, বুলার্ডের এ-ব্যাপারে আগ্রহ আছে?"

বৃদ্ধ ঘাড় নেড়ে বললেন, "তিনি তা বলেন না। এটাই স্বাভাবিক। মিঃ অ্যাভেরি বুলার্ড খুবই পাকা লোক। আমার জিনিস কেনবার তাঁর ঝোঁক আছে, সেকথা তিনি বলেন না, যেমন আমি বলি না বিক্রি করবার জন্যে আমি ব্যস্ত। কিন্তু একটা ন্যাপ্‌কিন দেখলেই ব্যাপার বোঝা যাবে, দেখছেন ন্যাপ্‌কিনটা?

খাওয়া শেষ হবার পর যেই এটি তিনি টেবিলে রাখলেন, দেখা গেল সেটা দড়ির মত পাকিয়ে গেছে।"

পিল্‌চার আবার মাথা নোয়ালেন. "আপনার পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতার প্রশংসা করছি।"

"বন্ধু হে, ফেরিওয়ালা হ'লে কতকগুলি জিনিস শেখা যায়। ভদ্রমহিলাটি ঝাড়নের কাপড়টি মোচড়াচ্ছেন, মানে এখনই তিনি পয়সা বার ক'রে হাতে দেবেন। ঠিক যেমন মিঃ অ্যাভেরি বুলার্ড শীগ্‌গীরই আমাদের হাতে পঞ্চাশ লক্ষ ডলার দিচ্ছেন, হয়ত বা ষাট লক্ষ!"

ব্রুস পিল্‌চার তাঁর লম্বা পা দুটি সরিয়ে নিলেন, সরু আঙুল দিয়ে প্যান্টালুনের সেলাইয়ের জোড় সোজা করতে করতে বললেন, "আপনি নগদ টাকার কথা ভাবছেন না ত?"

স্টাইগেল মাথা দোলালেন, বললেন. "নগদ টাকা? হাঁ, তা ছাড়া আর কি?"

মুহূর্তের এক ভগ্নাংশতম ক্ষণ পর্যন্ত ব্রুস পিল্‌চারের মুখে কথা আটকে রইল, যতক্ষণ উপযুক্ত লগ্ন মনে করলেন না তিনি। তারপরে বললেন, "যখন আমি এই কারবারের বিষয়ে প্রথম প্রস্তাব করি, তখনই সেকথা উল্লেখ করেছিলাম, আপনি হয়ত ভুলে গেছেন। কিন্তু ট্রেড্‌ওয়েের খাজাঞ্চিখানায় দশ হাজার সাধারণ স্টক বিলি না হয়েই প'ড়ে আছে।"

স্টাইগেল অস্বস্তির স্বরে বললেন. "নগদ টাকাই ভাল।"

পিল্‌চারের গলায় ধূর্ততা প্রকাশ পেল, "তাই ত ভাবছি। ট্রেড্‌ওয়েের স্টক চারদিকে ছড়ানো আছে, বেশি জ'মে নেই কোথাও। দশ হাজার শেয়ারের মোটা তাড়াটি হাতে থাকলে ডিরেক্টরের বোর্ডে আপনার স্থায়ী আসন হবে। এর থেকে কোম্পানির কাজ হাতে-কলমে চালানো খুব দূরের কথা নয়। অ্যাভেরি বুলার্ডকে আপনি একেবারে হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়ে যাবেন।"

স্টাইগেল তাঁর হাত দুটি ছড়িয়ে মৃদু হেসে বললেন, "তাঁকে আমি মুঠোর মধ্যে চাইব কেন? এ-মুঠো বেশী বুড়ো হয়ে গেছে, এ-বছর আমার বয়স সত্তর হ'ল।"

পিল্‌চার অত্যন্ত সহজ স্বরে বললেন, "আপনাকেই বহন না করলেও চলবে। এ-বোঝা বইবার জন্যে আমি সব সময়েই প্রস্তুত। বোর্ডে বসব, আর আপনার স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করব।"

বৃদ্ধ কাঁধ কুঁজা করলেন, মনে হ'ল তাঁর গলাটি যেন অদৃশ্য হয়ে গেছে।

বাধা আসছে বুঝতে পেরে পিল্‌চার ব'লে চললেন, "ট্রেড্‌ওয়েতে অনেক কিছুই করা যায়। উৎপাদনের চমৎকার সুবিধা রয়েছে, কিন্তু পরিচালনা ভাল

নয়। আসল মুস্কিল অবশ্য এই যে বুলার্ড একাই সেখানে সর্বেসর্বা, আর কারুরই কোন হাত নেই।"

বৃদ্ধ মোলায়েম স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, "সেটা এমন কি মন্দ?"

"মন্দ বইকি! যা মূলধন খাটছে, তার উপর নিট আয়ের হারটি কেবল দেখলেই আপনি বুঝতে পারবেন যে—"

স্টাইগেল তাঁর ছোট মোটা-সোটা হাত নেড়ে তাঁকে থামিয়ে বললেন, "বন্ধু, আপনি ভাল আইন-ব্যবসায়ী, আপনার আইন জানা আছে। আর টাকা খাটানোর কারবারেতে আপনার অভিজ্ঞতা আছে; স্টক, বণ্ড, এইসব কথাও আপনি জানেন। আমিও কিছু কিছু জানি, কোম্পানি সম্বন্ধেও আমার কিছু জ্ঞান আছে। সারা জীবন আমি কোম্পানিই দেখেছি, কেন এগুলি সফল হয়েছে তা জানতে চেয়েছি। সর্বদাই তার একই জবাব, শুনুন, জবাব একই—সব সময়েই একজনই কর্তা। একথাটা মনে রাখবেন, মিঃ পিল্‌চার। যখনই আপনি কোন ভাল কোম্পানি দেখবেন, জানবেন সর্বদাই সেটি একটি লোকের তত্ত্বাবধানেই সম্ভব হয়েছে।"

"হয়ত সেটা গোড়ার দিকে—যখন সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের সময়, কিন্তু যখন কর্পোরেশন--"

"যদি ঠিক লোক পান, তবেই ভাল কোম্পানি। উপযুক্ত লোক পাওয়া না গেলে কিছুই নয়।"

পিল্‌চার ইতস্তত করলেন। বেতনের আকার অনুসারে সর্বদাই তাঁকে বুদ্ধি খাটিয়ে চলতে হয়, তবু তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষাই তাঁকে চালিয়ে নিয়ে চলল। "বোধ হয় যে-কথাটি আমি বোঝাতে চাচ্ছি, জুলিয়াস, তা হ'ল এই যে একটি কোম্পানির নানা স্তরে তাকে চালাবারও ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি দরকার হয়। যখন তাকে বৃহত্তর উন্নয়ন-সূচীর মধ্য দিয়ে যেতে হয়, এবং নূতন নূতন ক্ষেত্রে উদ্যম দেখা দেয়, তখন দু'হাতে চাবুক, বজ্রমুষ্টি, একছত্র প্রভু অ্যাভেরি বুলার্ডই দরকার, তাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু সে-সময় পার হয়ে গেলে, কাজের দক্ষতা আর মর্যাদা বজায় রাখার উপরেই ভবিষ্যতের সাফল্য নির্ভর করে। তখন অন্য রকম পরিচালনা প্রয়োজন হয়।"

জুলিয়াস স্টাইগেলের সজল চোখে কৌতুক খেলে গেল। "খাসা বক্তৃতা মিঃ পিল্‌চার।"

"একথা সত্যি। যে-কোনও বড় কর্পোরেশনের কথা ধরা যাক। যেসব প্রতিষ্ঠাতা এগুলিকে গ'ড়ে তুলেছেন, তাঁরা কিন্তু সেগুলির কাজ চালাবার জন্যে শেষ পর্যন্ত থেকে যাননি।"

"মিঃ বুলার্ড তেমন খারাপ কাজ করেন নি। গত বছর ট্যাক্স বাদে নিট লাভ করেছেন চল্লিশ লক্ষ।"

"যে-পরিমাণ কারবার তাঁরা করেন, তাতে লাভটা দ্বিগুণ হওয়া উচিত ছিল।"

কৌতুক হাসিতে রূপান্তরিত হ'ল। "মিঃ পিল্‌চার, ট্রেড্ওয়ে যদি এত খারাপ কোম্পানিই হবে, তবে আমাকে নগদের বদলে স্টক নিতে বলছেন কেন? বাজে কোম্পানির স্টকও ত খারাপ হবে।"

পিল্‌চার ঘাড় নাড়লেন। "ভবিষ্যতের কথা ভাবতে গেলে কোম্পানিটি চমৎকার। ওখানে যা দরকার তা হ'ল আধুনিক ধরনের পরিচালন-ব্যবস্থা, ভাল ব্যবস্থাপনা। আপনি কি বুঝতে পারেন না যে, বুলার্ডের একজন দ্বিতীয় কার্যনির্বাহক পর্যন্ত নেই? ফিট্‌জ্‌জেরাল্ড ছিলেন কার্যনির্বাহক ভাইস-প্রেসিডেন্ট, গত মার্চ মাসে তাঁর মৃত্যু হয়, আর বুলার্ড এখন পর্যন্ত তাঁর জায়গায় অন্য কাউকে নিযুক্ত করেন নি। পাঁচজন ভাইস-প্রেসিডেন্ট আছেন, তাঁদের সকলের ক্ষমতাই সমান। ভাবুন একবার।"

আবার স্টাইগেলের হাসি ফুটল। "মিঃ বুলার্ড আছেন, হয়ত সেই যথেষ্ট।"

জুলিয়াস স্টাইগেল যে তাঁকে নিয়ে একটু তামাসা করছেন সেটা স্পষ্ট, কিন্তু ব্রুস পিল্‌চার তা গ্রাহ্য করলেন না। "ধরুন, যদি অ্যাভেরি বুলার্ডের কিছু হয়?"

"তাঁর বয়েস অল্প।"

"উনিশে সেপ্টেম্বর ছাপ্পান্ন হবে," চট ক'রে পিল্‌চার জবাব দিলেন, আশা ছিল যে তাঁর এই নির্ভুল খুঁটিনাটি খবরে বৃদ্ধ অবাক হয়ে যাবেন।

স্টাইগেল কাঁধ নাড়লেন। "ছাপ্পান্ন বছরে মানুষ তরুণই থাকে। আমার বয়েস যখন ছাপ্পান্ন, তখন সবে আমি জীবন শুরু করেছি। জানেন, মিঃ পিল্‌চার, আমার বয়েস কত? আসছে জন্মদিনে আমার একাত্তর হবে।"

বুদ্ধিমানের মতই ব্রুস পিল্‌চার তাঁর বক্তব্যের ধুয়া ধ'রে বললেন, "সে কি মিঃ স্টাইগেল। কেউ কখনও ভাবতে পারবে কি?" বৃদ্ধ আবার বললেন, "একাত্তর।" নূতন প্রেসিডেন্টকে আবার তর্কে হারিয়ে দেবার তৃপ্তিতে তাঁর চোখে হঠাৎ উজ্জ্বলতা দেখা দিল। পিল্‌চারকে তিনি পছন্দ করেন না, কিন্তু তা অপ্রকাশিত রাখা খুবই দরকার। পিল্‌চারকে তাঁর প্রয়োজন। গত কয়েক বছর ব্যবসা এত জটিল হয়ে উঠেছে যে পিল্‌চারের মত একজন কাউকে চাই। কেবল দোকান চালানো আর আসবাব কেনাবেচাই এখন আর যথেষ্ট নয়। শুধু গত বছরেই পিল্‌চার প্রায় দু'লক্ষ ডলার ট্যাক্স বাঁচিয়ে দিয়েছেন।

জানলার নিচে রাস্তায় একটা সাইরেন আর্তনাদ ক'রে থেমে গেল।

স্টাইগেলের দৃষ্টি এড়াবার সুযোগ পেয়ে তিনি অন্য দিকে চোখ ফেরালেন। কায়দা ক'রে ট্রেড্‌ওয়েয়ের ডিরেক্টরের পদটি যোগাড় করতে না পেরে বড়ই নিরাশ হয়েছেন তিনি। ওডেসা ত উঁচুতে ওঠবার সিঁড়ির একটি ধাপ মাত্র, সিঁড়ির উপরে আছে ট্রেড্‌ওয়ে। যদি একবার ট্রেড্‌ওয়েয়ের বোর্ডে ঢুকতে পারেন, তা হ'লে তিনি যে কোথায় এসে পৌঁছবেন কিছুই বলা যায় না। অ্যাভেরি বুলার্ডকে চালানো বৃদ্ধ জুলিয়াস স্টাইগেলের চেয়ে বেশী কিছু কঠিন হবে না।

অ্যাম্বুলেন্স গাড়িটি থামল, আর ঘেঁষাঘেঁষি অর্ধচন্দ্রাকার লোকের ভিড় একটি খোলা সাঁড়াশির মতই খুলে গেল, আবার বন্ধ হ'ল ; সাদা পোশাক পরা লোকটিকে লোকের ভিড় যেন এক মুহূর্তে গ্রাস ক'রে ফেলল। বৃদ্ধ জুলিয়াসের বিরক্তিকর কথা বন্ধ রাখবার জন্যেই পিল্‌চার বাইরের দিকে বেশী আগ্রহ দেখালেন। সাদা পোশাকের লোকটি ইশারা করতে চালক একটি স্ট্রেচার টেনে বার করল। সেটি ঘুরিয়ে ভিড় হটানো হ'ল। স্ট্রেচারে দেহটি তোলবার জন্যে নিচু হ'ল সাদা পোশাক-পরা লোকটি। পিল্‌চার কি একটা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তাঁর গলার স্বর স্তব্ধ হয়ে গেল। যে-লোকটিকে তারা স্ট্রেচারে তুলছিল, তিনি যে অ্যাভেরি বুলার্ড সে-সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নেই।

বৃদ্ধ ততক্ষণে তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, জানলার আলসেতে ঝুঁকে তিনি একটু হাঁপাচ্ছেন, বললেন "মনে হচ্ছে যেন—"

ভয়ানক গম্ভীরভাবে পিল্‌চার বললেন, "হাঁ অ্যাভেরি বুলার্ড।"

জুলিয়াস স্টাইগেলের মুখ থেকে একটা ক্ষীণ আর্তনাদ বেরিয়ে এল।

স্ট্রেচারের উপর দেহটি একটি কম্বলে ঢেকে দেওয়া হ'ল। পিল্‌চার ঘুরে দাঁড়ালেন, সমস্ত শরীর তাঁর আড়ষ্ট, চোখ দুটি ছোট হয়ে গেল। "মারা গেছেন।"

জুলিয়াস স্টাইগেল বুড়ো মানুষ, এই মুহূর্তে তিনি যেন ভয়ানক বুড়ো হয়ে গেলেন, বিমূঢ় দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন তিনি। "মাত্র মিনিটখানেক আগে আপনি বলছিলেন, যদি কিছু ঘটে, কি হবে তা হ'লে।" পিল্‌চার তাঁর পাশ থেকে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে ডেস্কের উপর টেলিফোনটি ছোঁ মেরে তুলে নিলেন।

"আমি মিঃ পিল্‌চার বলছি, আমাকে ক্যাস্‌ওয়েল কোম্পানি দিন।" পর-মুহূর্তেই তাঁর মন সতর্ক হয়ে উঠল। জর্জ ক্যাস্‌ওয়েল অত্যন্ত কৌতূহলী হয়ে উঠবেন...তিনি ট্রেড্‌ওয়েয়েরই একজন ডিরেক্টর।

তিনি হুকুম করলেন, "দাঁড়ান। আমাকে স্লেড অ্যাণ্ড ফিঞ্চ দিন। মিঃ উইন্‌গেট।"

টেলিফোনের মুখে হাত চাপা দিয়ে তিনি বললেন, "দেখা যাক—এর মধ্যে থেকে কিছু উদ্ধার করা যায় কিনা।"

বৃদ্ধের কাঁধ নুয়ে পড়েছে, জানলার আলোর দিকে মুখ ফিরিয়ে তিনি দাঁড়িয়েছেন, অস্পষ্ট আর কালো দেখাচ্ছিল তাঁকে। সেদিকে তাকিয়েই কথা বলছিলেন পিল্‌চার। সাইরেনের শব্দ অস্পষ্ট হয়ে এল, শেষে মিলিয়ে গেল রাস্তার কলরবে।

টেলিফোনের ডাক এল। "কে উইন্‌গেট? আমি ব্রুস পিল্‌চার কথা বলছি, জলদি।" চট ক'রে তিনি হাতঘড়ি দেখে নিলেন। "ঘন্টা বাজতে মাত্র একুশ মিনিট বাকী। ট্রেড্‌ওয়ে কমন শর্ট স্টক বিক্রি করতে আরম্ভ করুন। বন্ধ হবার আগে যা কিছু পারেন, ছেড়ে দেবেন। কি? আমি বলছি যা কিছু ছেড়ে দিতে পারেন দিন। পরে আমার অফিসে আমাকে টেলিফোন করবেন।"

টেলিফোন রাখার শব্দে ঘরের নিস্তব্ধতা কেঁপে উঠল। স্টাইগেল তাঁর দিকে ফিরেছেন, মুখ ধূসরবর্ণ, মোটা ঠোঁট জিভ দিয়ে ভিজিয়ে ব'লে উঠলেন, "আপনি কি মনে করেন?"

"সকালে যখন শেয়ারবাজারে জানাজানি হয়ে যাবে যে অ্যাভেরি বুলার্ড মারা গেছেন, তখনই এই স্টক দশ ভাগ নেমে যাবে।" আবাব তিনি ঘড়ি দেখলেন। "কি মুস্কিল, মাত্র কুড়ি মিনিট। যদি এর মধ্যে শ দুই শেয়ার কমিয়ে নিতে পারি ত আমাদের সৌভাগ্য।" স্টাইগেল তাঁর দিকে তাকালেন, হাঁ ক'রে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন। এমন কতকগুলি সময় আছে যখন টাকা বাড়ানোর কথা চিন্তা করাটা যুক্তিযুক্ত নয়।

ব্রুস পিল্‌চারের মুখে ঠোঁট-বাঁকানো হাসি ফুটে উঠল। তিনি বললেন, "যদি আপনি চান, জুলিয়াস, তবে এই ব্যাপারটির সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিতে আমি প্রস্তুত আছি।"

দরজা বন্ধ ক'রে স্টাইগেল চ'লে গেলেন। পিল্‌চারের ডান হাতের লম্বা আঙুল ডেস্কের উপর দ্রুত টোকা মারতে লাগল। যে-রকম দ্রুত এবং দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি কাজ করলেন, তার জন্যে প্রবল উল্লাস ও গর্বে তাঁর বুক ভ'রে উঠল। জীবনে বহুবার এমন হয়েছে ইতস্তত করতে গিয়ে, সতর্কতা আর ভয়ে বাধা পেয়ে তিনি সুযোগ হারিয়েছেন। বুড়ো জুলিয়াস বেচারার বার্ধক্যের লক্ষণই দেখা যাচ্ছে। অতি সামান্য উত্তেজনাতেই বৃদ্ধকে এখন বাথরুমে ছুটতে হয়।

বেলা ২-৪৪

ট্রেড্‌ওয়ে কর্পোরেশনের নিউইয়র্ক শাখা অফিসের অ্যালেক্স ওল্ডহ্যামের বিকালটি আজ সেইভাবেই কাটছিল মিঃ বুলার্ড শহরে রয়েছেন জানলে যেমন

কাটে। তিনি হয়ত ঠিক করলেন একবার এসে পড়বেন, কিংবা না-ও আসতে পারেন,...কিছুই বলা যায় না চুপচাপ শুধু ব'সে গরমে সিদ্ধ হওয়া ছাড়া আর কিছু করবার নেই। ইতিমধ্যে ঘামতে থাক, নজর রাখ কেউ যেন অফিসে হুল্লোড় না বাধিয়ে বসে। যদি একটি মিনিট আরাম করতে গেছ আর কোন বেকুবির ব্যাপার কিছু ঘটেছে, জানবে ঠিক সেই মুহূর্তেই নির্ঘাত বুড়ো বুলার্ড সামনের দরজা দিয়ে হুড়মুড় ক'রে ঘরে এসে পড়বেন। এমনই লোক তিনি...সারা দোকানে হয়ত একটিই মাত্র অপরিষ্কার জিনিস রেখেছ, দেখবে সেটা ঠিক তাঁর চোখে পড়বেই। এমনই ভাগ্য।

টেবিলের উপর জলের বোতল থেকে ওল্ডহ্যাম এক গেলাস জল ঢাললেন। গরম জল, আর ধুলার আস্বাদ যেন গলায় আটকে থাকে। জলটা মুখ থেকে গ্লাসেই ফেললেন। মনে হ'ল বমি হয়ে যাবে।

"মিঃ ওল্ডহ্যাম, আমি—ওহো, দুঃখিত।" তাঁর সেক্রেটারী মেরী ভস্ক্যাম্প দরজাটা খুলেই অপ্রস্তুত হয়ে পিছিয়ে গেলেন।

তিনি বললেন, "না না, এস এখানে। মিস ভস্ক্যাম্প, কিছু মনে ক'রো না, সকাল বেলা যাতে একটু পরিষ্কার জল পাই তার ব্যবস্থা করবে কি?"

"কিন্তু আপনি ত প্রায়ই, বলতে গেলে, জল ছোঁনও না। আমি—আচ্ছা, ঠিক আছে। আমি দুঃখিত, মিঃ ওল্ডহ্যাম।"

"কি ব্যাপার?"

"মিঃ ফ্ল্যানারি এসেছিলেন। তিনি জানতে চান মিঃ স্কটকে সাড়ে চারটের সময়ে নিয়ে আসবেন কি না। সেই টেবিলগুলির ফিনিশের অভিযোগ সম্বন্ধে। কিন্তু আপনি যদি বেশী ব্যস্ত থাকেন—"

ওল্ডহ্যাম দ্বিধায় ঠোঁট নাড়তে লাগলেন। "আমি বলতে পারছি না ঠিক, মিঃ বুলার্ড শহরে রয়েছেন, তিনি এসেও পড়তে পারেন।"

"মিঃ বুলার্ড? তিনি কি তিনটে পাঁচের গাড়িতে মিল্‌বার্গ ফিরে যাচ্ছেন না?"

"তিনটে পাঁচ?"

"তাঁর জন্যে পুল্‌ম্যান গাড়ির টিকিট কিনে তাঁর হোটেলে পেঁৗছে দিয়েছি। দুপুরের লাঞ্চের ঠিক আগেই তিনি এসেছিলেন।"

তিনি রেগে উঠলেন। "আমায় বলতে পারতে?"

"আমি জানতাম না যে আপনি...আমি দুঃখিত, মিঃ ওল্ডহ্যাম।"

নিষ্ফল রাগ চেপে তিনি বললেন, "আচ্ছা, হয়েছে, তোমার দোষ নয়, মিস ভস্ক্যাম্প। কেবল—যাকগে! দিনটিই এমনি যাচ্ছে।"

"আমি মিঃ ফ্ল্যানারিকে ব'লে দেব কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করাই ভাল। তিনি বলেছেন, আপনি যদি ব্যস্ত থাকেন সে-ব্যবস্থাই হবে।"

কৃতজ্ঞভাবে ঘাড় নেড়ে তিনি বললেন, "হাঁ, কালই বন্দোবস্ত কর।"

দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ শোনা অবধি তিনি অপেক্ষা করলেন, তারপর পরদা ঢাকার মত দুহাতে মুখ ঢাকলেন, যেন কোন আতঙ্ক এড়াবার উদ্দেশ্যে। কি যেন আমার হয়েছে, কখনও কোন জিনিস আমাকে এমনভাবে বিচলিত করেনি, হয়ত আমি ভেঙ্গে পড়ছি ডেট্রয়েটের ওয়ালির মত। না! নিজেকে সামলে নিতে হবে। বুড়ো বুলার্ড একবার যদি বুঝতে পারে যে আমি পা হড়কাচ্ছি...যদি একবারও সে সন্দেহ করে...

"বেজন্মা," তিনি ফিসফিস ক'রে জোরেই ব'লে উঠলেন, তারপর আবার বললেন তিনি। কথাটি উচ্চারিত হবার সঙ্গে তাঁর ভিজে হাতের তেলোতে ছোট ছোট নিঃশ্বাসের গরম হাওয়া লাগল। এই অপেক্ষা করাটাই মানুষকে কাবু ক'রে দেয়, এতে ঘা হবে না ত কি...এরকম বিশ্রী অপেক্ষা করা...কখনই কি জানা যাবে না?

বেলা ২-৫১

অ্যান ফিনিক মেয়েদের স্নান ঘরের দরজাটি কেবল সেইটুকুই ফাঁক করল, যাতে সে নিশ্চিন্ত হ'তে পারে যে ভিতরে আর কেউ নেই। তারপর সে ভিতরে ঢুকে পড়ল, চট ক'রে একটা কাগজের তোয়ালে তুলে নিয়ে তাড়াতাড়ি তিন লাফে ছোট ঘরটার মধ্যে ঢুকে দরজা বন্ধ ক'রে দিল।

জোরে ঢোক গিলে সে তার হাত ব্যাগটি খুলল, তারপর একটি সপসপে নোংরা দাগলাগা পুরুষদের টাকার ব্যাগ বার করল। সন্তর্পণে ভিজে চামড়ার ব্যাগটি খুলে সে মোটা একতাড়া সবুজ নোট দেখতে পেল। মুহূর্তের জন্যে দ্বিধায় তার ঠোঁট কেঁপে উঠল, তারপরই নোটগুলি মুচড়ে সামনের দিকে ব্লাউসের ভিতরে গুঁজে দিল, তার উষ্ণ বুকের ফাঁকে ভিজে ঠাণ্ডা ছ্যাঁৎ ক'রে ওঠায় একট কেঁপে উঠল সে।

জোরে নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে পায়খানার উপর সে ব'সে পড়ল। সরু ঘেরা জায়গাটির চারদিকে চোরের মত চুপি চুপি তাকিয়ে ব্যাগটি নিয়ে কি করা যায় তাই স্থির করবার চেষ্টা করল। ব্যাগটা ছোট ছোট কার্ডে ভর্তি। ভিজে তাড়াটা থেকে এগুলি ছাড়াতে ছাড়াতে সে ছাপা অক্ষর আর জলে জেবড়ে যাওয়া নাম সইগুলি পড়তে লাগল। ক্লাবের সভ্যের কার্ড, হোটেলে

ধারে খাবার কার্ড, বীমার পরিচয়...অ্যাভেরি বুলার্ড...অ্যাভেরি বুলার্ড. মিল্‌বার্গ, পেন্‌সিল্‌ভ্যানিয়া...অ্যাভেরি বুলার্ড, প্রেসিডেন্ট, ট্রেড্‌ওয়ে কর্পোরেশন।

সে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে ফিসফিস ক'রে বললে "এমন লোকের টাকার দরকার নিশ্চয়ই আমার মত নয়।" এক একটি ক'রে কার্ডগুলিকে সে কুচি-কুচি ক'রে ছিঁড়ে ফেলল। ফ্লাশ টানবার সঙ্গে সঙ্গেই রঙ বেরঙের টুকরো কাগজগুলি চলন্ত ছবির মত ঘুরতে লাগল জলের মধ্যে।

ব্যাগটি ফেলে দিতে মন সরে না। নামের আদ্যক্ষরগুলি হয়ত আসল সোনার। শুকিয়ে গেলে ব্যাগটি আবার ঠিক হয়ে যাবে, তখন সে কারুকে সেটি দিতেও পারে। কিন্তু এডিকে নয়...এডিকে আর কোনদিন সে কিছু দেবে না। একেবারে বাজে ছোকরা, একজন মেয়েকে ভাবিয়ে ভাবিয়ে অসুস্থ ক'রে ফেলে রোজই বলে ডাক্তার দেখাবার জন্যে টাকা দেবে। এখন নিজেই টাকা পেয়ে গেছে সে। এবার গোল্লায় যেতে পারে এডি।

চোখ পিট পিট ক'রে চোখের জল সামলাল সে, আর ভীষণ কাঁপতে লাগল। এ-ব্যাপারটা আর একটু হ'লেই আর ঘটত না, না-ঘটার খুব কাছাকাছি গিয়েছিলও। পুরো একটি সপ্তাহ পরে আজই প্রথম সে একটি মল্টেড চকোলেটের জন্য বেরিয়েছিল। ঠিক সেই সময়টিতে যদি না সে গিয়ে পড়ত, তা হ'লে চিপেণ্ডেল বিল্ডিং-এর সামনে রাস্তার ধারে কাদা আর ময়লার মধ্যে ব্যাগটি প'ড়ে থাকতে কখনই সে দেখতে পেত না। এর পর কোন কিছু একটাতে বিশ্বাস ত মানুষের আসবেই।

স্নান-ঘরের দিকে কেউ আসছে। অ্যান ফিনিক আবার জলের ফ্লাশ টানল নিঃশব্দতার ভয় থেকে এই শব্দ তাকে মুক্তি দিল।

সে নিজের মনে বললে, "আমি ত এটা চুরি করছি না। কোনদিন যদি পেয়ে যাই, আমি এ শোধ ক'রে দেব। লোকটির নাম আমি ভুলব না—অ্যাভেরি বুলার্ড। সোনালী আদ্যক্ষরগুলির দিকে সে তাকাল ..এই থেকেই তার মনে রাখার সুবিধা হবে এ. বি.—অ্যাভেরি বুলার্ড।

(২)

মিল্‌বার্গ পেন্‌সিল্‌ভ্যানিয়া

বেলা ২-৫৪

অ্যাভেরি বুলার্ড নিউইয়র্কের চিপেণ্ডেল বিল্ডিং থেকে যে তার পাঠিয়েছেন সেটি পেন্‌সিল্‌ভ্যানিয়ার মিল্‌বার্গ-এ ওয়েস্টার্ণ ইউনিয়নের অফিসে বেলা ২-৫৪তে পাওয়া গেল। হলদে ফিতে খুলে খুলে যেই 'ট্রেড্‌ওয়ে টাওয়ার' কথাগুলি টক্ টক্ ক'রে আসতে লাগল তখনই মেরি হার তার চেয়ারটি ঘুরিয়ে নিয়ে যন্ত্রটির কী-বোর্ডের মুখোমুখি হয়ে বসল। তাই থেকে সে সংবাদটি ট্রেড্‌ওয়ে টাওয়ারের সারি সারি টেলিটাইপ যন্ত্রের একটিতে আবার পাঠিয়ে দেবে। ঘুরতে গিয়ে পলকের জন্যে তার জানলায় চোখ পড়ল, তার ভিতর দিয়ে সে টাওয়ারের আকাশ-ছোঁয়া চূড়াটি দেখতে পেল। আকাশের তাপবিবর্ণ নীল রঙে সেটা ঝকঝকে সাদা দেখাচ্ছে।

মেরি হার যে চট ক'রে ট্রেড্‌ওয়ে, টাওয়ারের দিকে তাকাল, তার সঙ্গে খবরটি নেওয়া দেওয়ার কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল না। মিল্‌বার্গের প্রায় অন্য সকলের মতই সে-ও দিনের মধ্যে একশবার এমনটা ক'রে আসছে।

শহরের এমন কোনই অংশ ছিল না যেখান থেকে টাওয়ারটি দেখা যেত না, আর এমন কোন পুরুষ বা স্ত্রীলোক ছিল না যার দৃষ্টি বেশীক্ষণের জন্যে চূড়াটি এড়িয়ে থাকত। প্রায় সময়েই তারা তাকাত, দেখত না—যেমন নাবিক আপনা হ'তে আকাশের দিকে তাকায় বা অফিসের কর্মী তাকায় ঘড়ির দিকে; কিন্তু অনেক সময়ে তারা সজ্ঞানে সবিস্ময়ে চেয়ে থাকত। যারা ভোরবেলা ওঠে, তারা কাজে যাবার পথে প্রায়ই অবাক হয়ে দেখত গরম রোদ কেমন ক'রে টাওয়ারের চূড়াটি স্পর্শ করছে, অথচ তখনও রাস্তায় ভোরের আগের শীত আর তার মধ্যেই তারা হেঁটে চলেছে। সন্ধ্যায় শহরের বাকী সব জায়গায় সূর্য অস্ত যাবার পরেও তারা দেখত টাওয়ারের চূড়াটি যেন অপার্থিব কোন আগুন-রঙের আলোর দীপ্তিতে স্নান করছে। যেসব দিনগুলিতে অ্যালেগেনি

গিরিসঙ্কটের মধ্য দিয়ে মেঘের দল ছুটে এসে নদীর সারা উপত্যকা ধূসর কুয়াশায় ভরিয়ে দিত, তখন টাওয়ারের চূড়াটি আকাশে কখনও কখনও ঢাকা প'ড়ে যেত। তখনই লোকে উপরে তাকাত, অস্বস্তির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত, যেন মন তাদের কল্পনার সঙ্গে সামঞ্জস্য খুঁজে পাচ্ছে না, যেন কোন প্রিয় জিনিস অন্যায়ভাবে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে।

যদি ট্রেড্ওয়ে টাওয়ার ম্যানহাটান দ্বীপে তৈরি হ'ত, তবে তার অবস্থা হ'ত জঙ্গলের সামান্য একটি গাছের মত, তার কোন বৈশিষ্ট্য বা আড়ম্বর থাকত না। কিন্তু মিল্‌বার্গে সেটি পরমতম বিস্ময়ের বস্তু। অন্য কোন বাড়িই ছ'তলার বেশী উঁচু নয়। ট্রেড্ওয়ে টাওয়ার অবিশ্বাস্যভাবে উঠে গেছে চব্বিশতলা পর্যন্ত। তেমনি বিস্ময়কর তার সাদা রঙটি। সে-সাদা এমন অদ্ভুত পরিষ্কার যে মনে হয় শহরের নিম্নাঞ্চলের অধিকাংশ পুরনো নিচু বাড়ি যে-কালির ঝুলে ময়লা হয়ে রয়েছে, টাওয়ারটি কোন অলৌকিক শক্তির বলে তা থেকে মুক্তি পেয়েছে।

মিল্‌বার্গে এমন খুব কম লোকই আছে যারা ট্রেড্ওয়ে টাওয়ারকে এক পরম সৌন্দর্যের বস্তু ব'লে মনে করে না। ডব্‌লু হ্যারিংটন ডড্‌স সেই অল্প কয়েক জনের মধ্যে একজন। এটি নির্মাণের পর কুড়ি বছর কেটে গেলেও তার পরিকল্পনা সম্বন্ধে মিঃ ডড্‌সের সমালোচনার ঝাঁঝ এখনও কমেনি। এখনও তিনি এটিকে বলেন, "স্থাপত্যশিল্পের এক বিকট বিকৃতি, এর গড়ন একটি ইতালীয় বিয়ের কেকের ছাঁদে আর পরিকল্পনা করেছে কোন মেকী স্থপতি যার কেক প্রস্তুতকারী ময়রা হওয়াই উচিত ছিল।" মিঃ ডড্‌সের এই রকম সব মন্তব্য সাধারণতঃ দ্রাক্ষাফল অতি টকের নিদর্শন হিসাবেই ধরা হয়। যখন টাওয়ার তৈরি হয়, তখন তিনি ছিলেন মিল্‌বার্গের সেরা স্থপতি, পেশার দিক দিয়ে তাঁর পদমর্যাদাও ছিল। মার্কিন স্থপতি-সংসদের রাজ্যশাখার তিনি ভূতপূর্ব ভাইস-প্রেসিডেন্ট। কিন্তু বুড়ো অরিন ট্রেড্ওয়ে তাঁকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য ক'রে নিউইয়র্কের কোনও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে সেটি নির্মাণের দায়িত্ব দেন। তিনি মুখ রক্ষার জন্যে হ্যারিংটন ডড্‌সকে, এমন কি, "পরামর্শদাতা" হিসাবেও ডাকেন নি।

মিঃ ডড্‌স-এর সমালোচনার সত্যতা খণ্ডন করবার মত স্বাভাবিক যুক্তি থাকা সত্ত্বেও তাঁর কতকগুলি কটু মন্তব্যের বেশ কিছু ন্যায্য কারণ আছে। সত্যিই প্রকাণ্ড এক বিয়ের কেকের সঙ্গে ট্রেড্ওয়ে টাওয়ারের যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। প্রথম বারোতলা ঘসা সাদা একটা অংশ, সেটি চারটি রাস্তার উপর এমনভাবে বসানো যে ইমারতটিকে কেক তৈরির বাসনের চার প্রান্ত ব'লেই মনে হয়।

এই বারোতলার ভিত্তির মাঝখানে বাড়ির চূড়াটি ক্রমাগত সরু হয়ে উপরে উঠে গেছে। সেটি যত উঁচুতে উঠেছে তার কারুকার্যের বাহুল্যও হয়েছে বেশী। ষোল ও কুড়ি তলায় খাঁজ কাটা গায়ের চারদিকে চকচকে সাদা বেলে মাটির সূক্ষ্ম কাজ-করা সব মালা, যাকে মিঃ ডড্স্ বলতে ভালবাসেন, "গথিক পদ্ধতিতে গড়া বড়দিনের ছোট কেকের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।" একজন বিখ্যাত ভাস্করের শ্রেষ্ঠ অবদান ব'লে সেগুলির খ্যাতি আছে, কিন্তু কখনও যদি কোন পায়রা অনেক উঁচুতে উড়ে যায়, একমাত্র সেই এগুলির শিল্পের উৎকর্ষ বিচার করতে পারবে; কারণ মাটির মানুষের কাছে এগুলি সম্পূর্ণই অদৃশ্য থাকে।

টাওয়ারের শেষ ভাগে বল্লমের আকার চূড়াটি এক ঝাঁক গম্বুজ দিয়ে সুশোভিত করা হয়েছে। রাস্তা থেকে মনে হয়, এই অংশটি বাড়ির বাকী অংশ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও পৃথক। ঠিক তাই। অরিন ট্রেড্ওয়েও সেই রকমই চেয়েছিলেন। তিনি নিজেই পরিকল্পনা করেন এবং স্থপতিরা তা নিয়ে তর্ক করেন নি। চব্বিশ তলায় তিনি তাঁর ভাইস-প্রেসিডেন্টদের দপ্তর বসিয়েছিলেন। পঁচিশ তলায় ইংলণ্ডে কেনা ষোড়শ শতাব্দীর এক জমিদার বাড়ির তিনটি ঘর যেন উপড়ে নিয়ে বসিয়ে দিয়েছিলেন। মিউজিয়ামের কর্মীরা দেয়ালের ওক কাঠের ফালিগুলি এক এক ক'রে খুলে আবার বসাবার জন্যে দাগ দিয়ে রেখেছিল, আর টাওয়ারের পঁচিশ তলাটির পরিকল্পনায় এই ঘরগুলি উঠিয়ে এনে বসাবার উপযুক্ত স্থান ছাড়া আর অন্য কোনও কথা বিবেচনা করা হয়নি। এক সময়ে যেটি এক ইংরেজ লর্ড বংশের নয় পুরুষের লাইব্রেরী ঘর ছিল এখন তা হ'ল অরিন ট্রেড্ওয়ের দপ্তর। পাশের যে পড়ার ঘরটিতে অন্ততঃ তিন জন প্রধান মন্ত্রী একদিন আলোচনায় বসেছেন, তা হ'ল অরিন ট্রেড্ওয়ের কাজের দপ্তর। পুরনো প্রধান হল-ঘরটি হয়েছিল ডিরেক্টরদের ঘর, এবং ইংলণ্ডের ছ' জন লর্ড যা ব্যবহার ক'রে গেছেন সেই একই টেবিলে একই চেয়ারে অরিন ট্রেড্ওয়ে বসতেন। পঁচিশ তলায় অন্য কোন দপ্তর ছিল না। অরিন ট্রেড্ওয়ে চাননি যে তাঁর পরিচ্ছন্ন রঙ্গমঞ্চে তাঁর নিজের আমন্ত্রণ ব্যতীত আর কোন মানুষের পা পড়ে। এই দপ্তরে আসার আট মাস পরে অরিন ট্রেড্ওয়ের মৃত্যু হয়। জানুয়ারি মাসের এক রাত্রে পরিচালকের দপ্তরের যে-লিফ্‌ট-চালক লুইগি ক্যাসোনি যে-আওয়াজ শুনতে পেয়েছিল, সন্দেহ নেই যে তা গুলির শব্দ। মিঃ ট্রেড্ওয়ের নিয়ম ছিল যে কেউ কখনও তাঁর দপ্তরের দরজা খুলে তাঁকে বিরক্ত করবে না। লিফ্‌ট-চালক যখন শেষ পর্যন্ত এই নিয়ম ভাঙবার সাহস সঞ্চয় করল, তখন মিঃ ট্রেড্ওয়ে বিরক্ত করার বাইরে চ'লে গেছেন।

করোনার করুণা ক'রে রিপোর্ট দিলেন যে, অরিন পিস্তল পরিষ্কার করতে গিয়ে দৈবাৎ তাঁর গুলি ফসকে যাওয়ায় মারা গেছেন। কিন্তু কারুকেই বোকা বানানো গেল না, সবাই আত্মহত্যা সন্দেহ করতে লাগল। একমাস পরে নিশ্চিত জানা গেল ব্যাপারটা। ততদিনে আত্মহত্যার কারণ স্পষ্টই দেখা গিয়েছিল। অরিন দেউলিয়া হয়ে পড়েছিলেন। টাওয়ার নির্মাণ করতে গিয়ে তিনি নিজের সমস্ত টাকা উড়িয়ে দিয়েছেন এবং ট্রেড্ওয়ে ফার্ণিচার কোম্পানির শুধু পথে বসতে বাকী রইল। আর্থিক কারবারে এ একটি প্রকাণ্ড ভুল; জীবনের শেষ ভাগে বৃদ্ধ হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে তাঁর পূর্ব পুরুষদের প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে চেষ্টা করছিলেন; বলতে গেলে এ তাঁর বুড়ো বয়সের ভীমরতি। এই বংশে বড় বড় সব লোক জন্মেছিলেন, উইলিয়াম পেন-এর সময় থেকে তাঁরা পেন্সিল্ভ্যানিয়ায় তাঁদের প্রতিষ্ঠা রেখে গেছেন; কিন্তু অরিন ট্রেড্ওয়ের শিরায় পৌঁছবার পূর্বে সে-রক্তের জোর ক'মে গিয়েছিল। তিনিই কুলের শেষ বংশধর, তাঁর পরে কোম্পানির প্রেসিডেন্ট হবার জন্যে আর কোন ট্রেড্ওয়ে রইলেন না।

ট্রেড্ওয়ে ফার্ণিচার কোম্পানির এই আসন্ন পতন শহরের শিল্পবাণিজ্যে ধীরে ধীরে যে-ভাঙ্গন ধরেছে তারই আর এক ধাপ নেমে যাওয়ার অনিবার্য নিদর্শন হিসাবে মেনে নিল মিল্বার্গের লোকেরা। ভাঙ্গন চলছিল অনেক দিন থেকে। মিল্বার্গের শ্রেষ্ঠ গৌরবের দিন ইতিহাসে অনেক পিছনে প'ড়ে গেছে; এমন কেউই বেঁচে নেই যে এত বছর আগেকার কথা স্মরণ করতে পারে। এমন লোক আছে যারা সে-সময়ের ঘটনার বিবরণ দিতে পারে। পাব্লিক লাইব্রেরীর পিছনে যে ইঁদুরের গন্ধে ভরা ঘরগুলি মিল্বার্গ ঐতিহাসিক পরিষদের প্রধান কর্মকেন্দ্র, সেখান থেকেই কাহিনীগুলি নেওয়া।

মাসের প্রথম বৃহস্পতিবারের পরের শুক্রবারে ঐতিহাসিক পরিষদের নিয়মিত সভায় প্রবন্ধ পড়া হ'ত, সভ্যেরা মাঝে মাঝে শঙ্কিত হয়ে জানতে পারতেন মিল্বার্গে এমন মানুষও বাস করে যাদের জানা নেই যে সাস্কেহানা নদীর ধারে একসময়ে সারি সারি যে-মিলগুলি ছিল, মিল্বার্গের নামকরণ তা থেকে হয়নি, হয়েছে ইংলণ্ডের লিভার্পুল শহরের জন মিল্সের নাম থেকে। তিনি নদীর ধারে যে-উপনিবেশটি প্রতিষ্ঠা করেন, পরে তারই নাম হয় মিল্বার্গ।

১৭৪৭ কি ১৭৪৮ সালে, ঠিক তারিখটি মিলিয়ে দেখবার উপায় নেই, তেমন প্রয়োজনও নেই, জন মিল্স একদল ব্রিটিশ ব্যবসায়ী সঙ্গে ক'রে সাস্কেহানা নদীপথে এখানে আসেন। নদীর ধারে পাহাড়ে যেসব চুল্লিগুলি তখন স্থাপিত হয়েছিল, তা থেকে লোহা কেনাই তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল। নদীপথের বেশির ভাগ পাহাড়-

গুলি জলের কিনারা পর্যন্ত ঝুঁকে পড়েছিল, সমতল জমি কমই ছিল ; কিন্তু মিল্‌সের দল একটি জায়গা দেখতে পেল, যেখানে প্রাগৈতিহাসিক কালের ক্ষয়ের ফলে পাহাড়গুলি কেটে গিয়ে এক সমতল অর্ধচন্দ্রাকার নিচু জমি থেকে গেছে। সেটি নদীর পাশেপাশে প্রায় তিন মাইল লম্বা, আর তার মাঝখানটিতে জল আর উচ্চ শৃঙ্গ কাটা পাহাড়ের সারির ব্যবধানে এক মাইলের বেশী বিস্তৃত। এইখানেই দলটি থামল এবং একটি গুদামঘর তৈরি আরম্ভ ক'রে দিল। সেখানে লোহা সঞ্চিত থাকবে জাহাজে ইংলণ্ডে পাঠাবার জন্যে। বজরায় বোঝাই ক'রে ভাসিয়ে সেগুলি বাল্টিমোরে নিয়ে যাওয়া হয়।

সামান্য যেটুকু ঐতিহাসিক নজির এখনও রয়েছে, তা থেকে জানা যায় জন মিল্‌সের ব্রিটিশ মনিবদের প্রতি আনুগত্যের চেয়ে নিজের ব্যবসায়ের দিকেই ঝোঁক ছিল বেশী। এক বছর পরে তিনি নিজেই ব্যবসায়ে নেমে পড়েন। লোহা উৎপাদনে যে বহুল পরিমাণ কাঠকয়লা ব্যবহার করা হ'ত, চুল্লির মালিকদের তারই যোগান দেবার তিনি ঠিকা নেন।

কাঠকয়লার জন্যে গাছ কাটা থেকে তক্তার জন্যে কাঠ কাটা সহজ একটি ধাপমাত্র। জন মিল্‌স ১৭৫২ সালের মধ্যেই কাট্‌ল্যাশ ক্রীকে যে করাতকল বসালেন, উপনিবেশগুলির বৃহত্তম তিনটির মধ্যে তা একটি ব'লে খ্যাতি পেল।

অনেক তক্তা স্থলপথে ফিলাডেল্‌ফিয়ায় নিয়ে যাওয়া হ'ত। নিয়ে যেতে ওয়াগনের দরকার হ'ত। জন মিল্‌স তা-ও তৈরি করতে আরম্ভ করলেন। এই প্রচেষ্টা যুক্তিসঙ্গতই হয়েছিল। কাঠ তাঁর নিজের করাতকল থেকেই আসত, আর দরকারী ধাতুর অংশগুলি প্রস্তুত করবার জন্যে লোহার কারখানাও হাতের কাছেই ছিল। তিনি ইতিমধ্যেই তার একটিতে প্রতিপত্তি পাবার মত শেয়ার নিয়েছিলেন, এবং আর একটির অংশীদার হয়ে পড়লেন।

দেশ ছেড়ে পশ্চিমে অর্থাৎ মার্কিন মুলুকে গিয়ে বাস করবার ঢেউ পুরোদমে বইতে শুরু করল আর মিল্‌স ল্যাণ্ডিং-এ নির্মিত ঢাকা ওয়াগনগুলির প্রসিদ্ধি সারা পূর্ব উপকূলের সরাইখানাগুলিতে ছড়িয়ে পড়ল ; ঐখানেই লোকেরা সাস্কেহানার অঞ্চলগুলিতে অভিযানের ব্যবস্থা করতে জড় হ'ত। তারা মিল্‌স ল্যাণ্ডিং-এ ওয়াগন কিনতে আসত, আর জন মিল্‌স দেখলেন তাদের কাছে আরও অন্য জিনিস বেচবারও এই সুযোগ। সব রকম সামগ্রী রাখবার জন্যে জলের ধারে পাথরের বড় বড় গুদামঘর নির্মিত হ'ল। কিন্তু অন্তরে জন মিল্‌স উৎপাদনকারীই ছিলেন, ব্যবসায়ী নন। শীঘ্রই শণের ক্যাম্বিস বোনবার একটি কল বসান হ'ল, একটি চামড়ার, একটি ঘোড়ার সাজের কারখানা, কাট্‌ল্যাশ ক্রীকের কাদার পাড়ের কাছে এক কুম্ভশালা আর নানা রকমের ছোট ছোট দোকান ব'সে গেল। ওয়াগনের

কারখানা বাড়তেই স্বভাবতঃই চাষের যন্ত্রপাতি করবার বুদ্ধিও এল, আর মিল্‌স-লাঙ্গল, মিল্‌স-ওয়াগনের মতই প্রসিদ্ধ হয়ে উঠল।

ডব্‌লু ক্রেটন নামে এক ভদ্রলোক ১৭৬১ সালে ফিলাডেল্‌ফিয়ায় অপেক্ষারত তাঁর সঙ্গীদের যে-চিঠি লেখেন তাতে সেই বছরের মিল্‌স ল্যাণ্ডিং-এর বর্ণনা আছে।

শ্রদ্ধেয় মহাশয়গণ,

আপনাদের এই খবর জানাচ্ছি যে আপনারা অতি শীঘ্র চ'লে আসুন। এই ভ্রমণকালে আপনাদের বোঝা বইবার কোন আবশ্যকতা নেই। কারণ পশ্চিমাঞ্চলে অভিযানের জন্যে যা কিছু প্রয়োজন তা বেশ সুবিধা দরেই এখানে মিঃ জন মিল্‌সের কাছে কেনা যাবে। তিনি এরকম জিনিসের মালিক যে, আমি নিশ্চয়ই জানি, আপনারা অবাক হয়ে যাবেন। দোকানগুলির আকার এত বড় যে সহজে বিশ্বাস করা যায় না। আর কামারশালার শব্দ এত বেশী আর বিরামবিহীন যে মনে হয়, যেন রাত্রি পর্যন্ত এক মহাযুদ্ধ চলছে।

আমাদের ওয়াগন দুটি ৯ই তারিখে দেবার কথা, কিন্তু দুটি সরাই-খানাতেই বহু লোক আমার আগে থেকে অপেক্ষা ক'রে আছে, তাই আমি ঐ তারিখ সম্বন্ধে নিশ্চয় হ'তে পারছি না। আমাদের যাত্রা ত্বরান্বিত করার জন্যে আমি মিঃ মিল্‌সের কাছে, সংযুক্ত তালিকায় যে-জিনিসগুলি দেখবেন, সেগুলির ফরমাস দিয়েছি। তালিকাটি আপনাদের অনুমোদনের জন্য, পরীক্ষা ক'রে দেখবেন এই আমার অনুরোধ। কুড়াল ও কাস্তেগুলি সেরা গড়নের, আর সিন্দুকগুলি লোহা বাঁধানো ও খুব সুন্দরভাবে তৈরি।

একটি বিষয়ে আপনাদের পরামর্শ ছাড়া স্বাধীনভাবে কিছু করা আমার ইচ্ছা নয়, সেটি হ'ল ঘোড়ার ব্যাপার। শহরের উপরে উঁচু জমিতে তাঁর যে-ক্ষেত আছে, তাতে মিঃ মিল্‌স একটি চমৎকার ঘোড়া পালনের ব্যবস্থা করছেন, তার নাম কনেস্টোগা হর্স। তার কয়েক জোড়া এখনও বিক্রির জন্যে রয়েছে, তবে আমি জানি না শীঘ্রই অন্য লোকেরা সবগুলি কিনে ফেলবে কি না। আমি যে আপনাদের শীঘ্র এখানে আনবার জন্যে মিনতি করছি, এটাও তার একটি কারণ।

এর পরের কথাটি মেরীকে জানাবেন না। আমার কাছে মিঃ মিল্‌সের ভাঁটিতে তৈরী ছয় কলসী মদ রয়েছে। এত সরেস যে এরকম মেলে না, আর আপনাদের আসা আরও তাড়াতাড়ি করবার জন্যে এর উল্লেখ করলাম।

যে-বছর ক্রেটনের চিঠিটি লিখিত হয়, সেই বছরই ১৭৬১ সালে, নগরটি বিধিমত পত্তন করা হয়, এর নতুন নাম দেওয়া হয় মিল্‌বার্গ। তার আগে মিল্‌স ল্যাণ্ডিং-এর সব কিছুই জন মিল্‌সের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল; তার মধ্যে তাঁর কর্মীদের

জন্যে তাঁর তৈরী দু'শর বেশী পাথরের বাড়ি ছিল। যেসব ইংরেজ চাকা-নির্মাতা ও ছুতোরদের ইংলণ্ড থেকে বিদেশযাত্রার ব্যবস্থা জন মিল্‌স নিজে করেছিলেন, তারাই ছিল তাঁর প্রিয় কর্মচারী। এমনই সযত্নে তিনি বাড়ি ও লাটজমি বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করেছিলেন যে তাঁর দেশের লোক সবাই শহরের উত্তরাংশে বাস করত। দক্ষিণভাগে কল ও দোকানগুলি নদীর সামনেই ছিল, জায়গাটি শেষ পর্যন্ত জার্মান ও সুইস কামারদের বাসভূমি হযে দাঁড়িয়েছিল এবং শীঘ্রই তার নাম হ'ল 'ওলন্দাজ নগর'। গ্রেট ব্রিটেন ও জার্মানীর তখনকার রাজাদের সম্মানে পূর্ব ও পশ্চিমের দুটি প্রধান রাস্তার নাম রাখা হ'ল জর্জ ও ফ্রেডারিক।

জর্জ স্ট্রীট এবং উত্তরের সমস্ত কিছুই হয়ে দাঁড়াল মিল্‌বার্গের "সর্বশ্রেষ্ঠ" অংশ। নদীর দূরত্ব থেকে সামাজিক মর্যাদা নির্ণয় হ'তে লাগল। জন মিল্‌সের অনুগ্রহে যারা বড়লোক হয়েছিল, নর্থ ফ্রণ্ট স্ট্রীট ধ'রে তাদের অট্টালিকাগুলি নির্মিত হ'ল, আর তারা 'নর্থ ফ্রণ্ট পরিবার' নামে পরিচিত হ'ল, মিল্‌বার্গের সামাজিক পর্যায়ে তারাই হ'ল সবচেয়ে উঁচু।

ওলন্দাজনগরে ফ্রেডারিক স্ট্রীটের দক্ষিণে কর্মীদের তৈরী বাড়িগুলি ছিল ধূসর চুনাপাথরের বদলে লাল ইঁটের, ছোট ছোট টুকরো জমিতে এই সমস্ত বাড়ির ঠাসাঠাসি; অনেকগুলিই তৈরি হয়েছিল ফিলাডেল্‌ফিয়া ও বাল্টিমোরের ধরনে সারিবন্দী আকারে,—দেয়াল ছাড়া এগুলির মধ্যে আর কোন ব্যবধান ছিল না।

জন মিল্‌স নিজেকে শহরেব ভিড় থেকে মুক্ত রেখেছিলেন। তাঁর তিন হাজার একরেরও অধিক ছোট উপনিবেশটি পাহাড়ঘেরা পান-পাত্রসদৃশ মিল্‌বার্গকে সম্পূর্ণ ঘিরে রেখেছিল। যাতে তাঁর বারান্দা থেকেই তাঁর সমস্ত জমিদারী দেখা যায় সেজন্যে মধ্যপ্রান্তে তিনি ক্লিফ হাউস নামে প্রকাণ্ড অট্টালিকা নির্মাণ করেছিলেন। এটি আরম্ভ করা হয় ১৭৬০ সালের বসন্তকালে; এ-সম্বন্ধে একটি কিংবদন্তী আছে, আর এখনও বাড়িটি প্রমাণ দিচ্ছে যে, ভিতরকার কাঠের কারুকার্যের আড়ম্বর শেষ হ'তে নয় বছর লেগেছিল। এই উপনিবেশগুলিতে জন মিল্‌স ছিলেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনী, তাঁর ঐশ্বর্যের যোগ্যতা অনুসারেই তিনি বসবাস করতেন। ১৭৮৪ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। তখনকার এক বিবরণে জানা যায়, দুশ'র বেশী বাড়ির চাকর-বাকর ও ক্ষেতের মজুরেরা পায়ে হেঁটে শবানুগমন করেছিল।

জনের বড় ছেলে জেম্‌স মিল্‌স বাপের ধারা চালিয়ে রেখেছিলেন, কারখানা-গুলির বিস্তার ক'রেও চলেছিলেন। বুদ্ধির জোরে হোক বা সৌভাগ্যের ফলেই হোক, তিনি সবচেয়ে বেশী সম্প্রসারিত করতে পেরেছিলেন তাঁর কাঠের ব্যবসা। এতেই তিনি মিল্‌বার্গের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সর্বোচ্চ স্তরের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

১৮১২ সালের যুদ্ধের পর ব্রিটিশেরা মার্কিন বাজার লোহার জিনিস ও কৃষির যন্ত্রপাতিতে ছেয়ে ফেলল, তার দাম এত কম ছিল যে মিল্‌বার্গের কামারশালা ও কারখানাগুলি প্রতিযোগিতায় পেরে উঠল না। কাঠের কারবারই সে-মন্দা সামলে নিল। স্থানীয় কাঠ অনেক দিনই কাটা হচ্ছিল, বেশির ভাগ লোহার চুল্লিতে কাঠ কয়লা করবার জন্যে ; এখন সাদা পাইন কাঠের বড় বড় ভেলা সাস্কেহানার উঁচু অঞ্চলগুলি থেকে নদীপথে ভেসে আসতে লাগল। মিল্‌বার্গের করাতকলগুলিও তারই অপেক্ষায় থাকত। শীঘ্রই শহরটি ফিলাডেল্‌ফিয়া আর সারা দক্ষিণপূর্ব পেন্‌সিল্‌ভ্যানিয়ার কাঠের তক্তা যোগাবার কেন্দ্র হয়ে উঠল। সে ছিল এক স্ফূর্তি, হট্টগোল ও টাকা ক'রে নেবার সময়। জন্ম থেকেই মিল্‌বার্গ শহরের পড়তা ভাল ছিল, কিন্তু এমনটি আর কখনও হয়নি। সাউথ ফ্রণ্ট স্ট্রীটে মাঝিরা পর পর ছ'জনের সারি লাগিয়ে সরাইয়ের মদের দোকানে দাঁড়িয়ে থাকত। নর্থ ফ্রণ্ট স্ট্রীটের অট্টালিকার বাসিন্দাদের মাতাল মাঝিদের চেল্লাচেল্লির হাত থেকে প্রহরীরা সামলে রাখত। মাঝিরা বন্দরে ফূর্তির খোঁজে এসে কোন নিয়ম কানুনই মানত না। প্রতি মাসেই নূতন নূতন বাড়িতে পাহারা দিতে হ'ত। নূতন সব লোকের হাতে এত তাড়াতাড়ি ঐশ্বর্য জড় হ'তে লাগল যে "নর্থ ফ্রণ্ট পরিবার"—এই পুরনো নামটির তাৎপর্য ইতিমধ্যেই খানিকটা ক'মে গেল।

কাঠের কারবাবের ধুম ১৮৩০ সালের পরেও বেশ কয়েক বছর চলেছিল। তারপরই নদীর উপরাংশে উইলিয়াম্‌স পোর্ট, লক হ্যাভেন ও রেনোভোর করাত-কলগুলি এখানকার ব্যবসা দখল করতে লাগল, আর মিল্‌বার্গের ব্যবসায়ের স্রোতে ভাঁটা পড়ল। লৌহ ও ইস্পাত শিল্প পশ্চিমে স'রে গেল, কৃষি সরঞ্জামের ব্যবসাও লৌহপতিদের অনুসরণ করল। পুরনো মিল্‌স প্লাউ (লাঙ্গল) কোম্পানির কোনই কদর রইল না। চামড়ার কারখানা বন্ধ হ'ল, আর ইঁটখোলার পাঁজাগুলি ভেঙে ধূলিসাৎ হয়ে গেল।

গৃহযুদ্ধ শহরের ভাগ্যের এই অবনতি একটু থামিয়ে রেখেছিল, কিন্তু পুনর্গঠনের বছরগুলিতে আবার নিম্নগতি আরম্ভ হয়। যেসব স্থানীয় শিল্পের কিছুমাত্র গুরুত্ব ছিল, ১৮৭৩-এর আতঙ্কের পর তার মধ্যে মাত্র তিনটির অস্তিত্ব রইল : মিল্‌স ক্যারেজ (গাড়ির) কারখানা, যাব সঙ্গে জন মিল্‌সের কোন বংশধরের সংস্রব ছিল না, মিল্‌স আয়রণ ফাউণ্ড্রি (লোহা ঢালাই কারখানা), যার মালিক অপাততঃ ক্রাউজ পরিবার, এবং এভারেট ইংলিশ কটন মিল,—সামান্য তাঁত-ঘর থেকে যার সৃষ্টি হয়েছিল, এবং যেখানে জন মিল্‌স নিজে তার ঢাকা ওয়াগনগুলির জন্যে শণের ক্যাম্বিস তৈরি করেছেন।

ট্রেড্‌ওয়ে ফার্ণিচার (আসবাব) কোম্পানিকে তখন মিল্‌বার্গের উল্লেখযোগ্য

শিল্পের তালিকাভুক্ত করা যেত না, তবে তার বিজ্ঞাপিত '১৭৮৮ সালে প্রতিষ্ঠিত' শব্দগুলির ঐতিহাসিক সত্যতা আছে। পেশাদার আসবাব-নির্মাতা যোসিয়া ট্রেড্‌ওয়ে ক্লিফ-হাউসের চুল্লির কারুকার্য খোদাই করতে ১৭৬৬ সালে ইংল্যাণ্ড থেকে আসেন এবং মিল্‌বার্গেই বাস করতে আরম্ভ ক'রে দেন। ১৭৮৮ সালে তিনি জর্জ ও ফ্রেডারিক স্ট্রীটের মাঝখানে ক্রম্‌ওয়েল স্ট্রীটের পিছনে যে-গলি ছিল, যেখানে বর্তমানে ট্রেড্‌ওয়ে টাওয়ার রয়েছে, সেইখানে "ইংলণ্ডের ছাঁদে শ্রেষ্ঠ শৌখিন টেবিল চেয়ার ও আসবাব নির্মাণের" জন্যে এক দোকান খোলেন। পরে তাঁর ছেলে জর্জ সে-দোকান চালান। উনবিংশ শতকের প্রথম কয়েক বছর সেটি ছিল মিল্‌বার্গের একব্যক্তি-পরিচালিত ছোট আসবাবপত্রের ডজনখানেক দোকানের মধ্যে একটি।

জন মিল্‌স যেসব লোকেদের তাঁর ওয়াগন কারখানার জন্যে ইংলণ্ড থেকে আনেন, তাদের মধ্যে অনেকেই ছিল আসবাব মিস্ত্রী, তারই স্বাভাবিক পরিণতি এটি। ১৭৮৮ সালের পর থেকে ট্রেড্‌ওয়ে মিল্‌বার্গ নিরূপণ তালিকায় ক্রমাগতই অনেক লোক "আসবাব নির্মাণকারী" তালিকাভুক্ত হ'তে লাগল। ১৮৭৪ সালে অলিভার ট্রেড্‌ওয়ে নামের আগে পর্যন্ত 'কারখানার মালিক' উপাধিটি দেখা যায়নি।

১৮৭৩ সালের মন্দায় যে-বাজারদর নেমে গেল, তার সুযোগ নিয়ে অলিভার ট্রেড্‌ওয়ে একটি পাথরের পুরনো গুদাম নিয়ে নিলেন—একশ বছরেরও আগে জন মিল্‌স এটি করেছিলেন, সেখানে একটি পুরনো করাতকলের বাতিল যন্ত্রপাতি বসিয়ে দিলেন, সাউথ ফ্রণ্ট স্ট্রীটে প্রতিদিন রুটির জন্যে যারা সারিবন্দী হয়ে দাঁড়াত, তাদের থেকে একদল নিপুণ কাঠের মিস্ত্রী সংগ্রহ করলেন। তখন থেকে প্রতিষ্ঠানটির উন্নতি শুরু হ'ল। ১৯১০ সালে যখন অরিন ট্রেড্‌ওয়ের কর্তা হলেন সংস্থাটি তখন মিল্‌বার্গের সবচেয়ে বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠান; এ-প্রতিষ্ঠা শুধু কোম্পানির উন্নতির জন্যে হয়নি, প্রতিদ্বন্দ্বীদের ত্রুটিও এর অন্যতম কারণ। ১৯০৭ সালের আতঙ্কে মিল্‌স ক্যারেজ ওয়ার্কস বন্ধ হয়ে গেল। অল্প পরেই কাপড়ের কলের মালিকেরা তাদের যন্ত্রপাতি উঠিয়ে নিয়ে উত্তর ক্যারোলিনায় বসালেন। শুধু ক্রাউজ স্টিল কোম্পানি, যেটা আগে মিলস আয়রণ ফাউন্‌ড্রি ছিল, সেটিই থেকে গেল; কিন্তু তার দিনও ফুরিয়ে এসেছিল। পিট্‌স্‌বার্গের ইস্পাত উৎপাদনকারীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবার চেষ্টায় জর্জ ক্রাউজ মজুরি নিচুতে রেখেছিলেন, এবং যে অদম্য স্বাধীন প্রবৃত্তির বশে তিনি বড় কোন যৌথ ইস্পাত সংস্থার কাছে নিজের কারবার বিক্রি ক'রে দেননি, তা দিয়েই তিনি তাঁর কর্মীদের ইউনিয়ন গঠনের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত ফল হ'ল ধর্মঘট চলতেই লাগল, প্রায়ই

যার ফলে মারপিঠ হ'ত। একদিন সকালে একজন লোক পিকেটিং-এর লড়াইয়ে মারা যাবার পর বৃদ্ধ জর্জ ক্রাউজ অফিসের বাড়ির ছাতে উঠে নিচে মজুরদের ভিড়ের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে বললেন, তারা যদি সেই দিনই কাজে না ফিরে আসে তা হ'লে তিনি চিরদিনের জন্যে কলগুলি বন্ধ ক'রে দেবেন। বিদ্রূপের উন্মত্ত চিৎকারে তাঁর বক্তব্য ডুবে গেল। এক কথার মানুষ ছিলেন জর্জ ক্রাউজ; কল আর খোলা হয়নি। যন্ত্রপাতি সব সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল আর বাড়িগুলির প্রেত-কঙ্কাল, মরচের ক্ষয়ব্যাধিতে ক্ষ'য়ে গিয়ে, লোহার পাতের তৈরী দেহের ছালচামড়া ধীরে ধীরে উঠানের বড় বড় আগাছার মধ্যে ফেলে দিতে লাগল।

অরিন ট্রেড্ওয়ে তাঁর পিতার কাছ থেকে যে ট্রেড্ওয়ে আসবাব কোম্পানি পেলেন, তা বেশ ভাল আর শাঁসালো কারবার। হুইট্যাকারের পঞ্জির ১৯১০ সালের সংস্করণে এটিকে জাতির আসবাব কারখানাগুলির মধ্যে আকারে অষ্টাদশ স্থান দেওয়া হয়েছিল। লাভের ভিত্তিতে তালিকা তৈরি হ'লে এর স্থান আরও উঁচুতে হ'ত। অলিভার ট্রেড্ওয়ের যেন কাঠ থেকে সোনা বার করবার প্রতিভা ছিল। কম লোকই আসবাব তৈরি ক'রে বড়মানুষ হয়েছে, অলিভার ট্রেড্ওয়ে সেই অল্পের মধ্যে একজন। এই সাফল্যের মূলে বহুলাংশে ছিল তাঁর যান্ত্রিক প্রতিভা। কোম্পানির প্রথম পঁচিশ বছরের বেশী সময়েই মান্ধাতার আমলের তুর্কী ও ফরাসী ছাঁদের আসবাবের চলন ছিল আর বাহারী খোদাই, কুঁদা ও পাক দেওয়া কারুকার্যের ব্যয় কমাবার জন্যে অলিভার ট্রেড্ওয়ে যন্ত্রের পর যন্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন। যখন ক্রেতাদের মন অতিরিক্ত কারুকার্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠল এবং সাদাসিধে মিশনারী ধরনের দিকে ঝুঁকল, তখন অলিভার ট্রেড্ওয়ে তাঁর উৎপাদনের পদ্ধতিকে এত বেশী যন্ত্রসম্মত ক'রে ফেললেন যে তেমনটা এই ব্যবসায়ে আগে কখনও দেখা যায়নি। তাতে মজুরির ব্যয় এত সাংঘাতিক ক'মে গেল যে অন্য অনেক কারখানাও তাঁর কাছে থেকেই মাল খরিদ করতে লাগল; কারণ অলিভার ট্রেড্ওয়ে মোটা লাভ রাখবার পরও বিক্রির দাম অন্যদের উৎপাদনের ব্যয়ের চেয়ে কমই থাকত। সেই সময়কার অনেক শিল্পপতির মত অলিভার ট্রেড্ওয়ের প্রধান আগ্রহ ছিল কারখানাটিকেই কেন্দ্র ক'রে। দপ্তরের কাজ তিনি কমই করতেন। কাজের দিনে বেশির ভাগ সময় কারখানার চারদিকে ঘুরে বেড়াতেন, প্রায়ই তিনি সৌখিন কোট ও হরিণের চামড়ার দস্তানা খুলে কোন নূতন যন্ত্রকে উৎপাদনের কাজে লাগাবার জন্যে তাঁর অপটু হাত এগিয়ে দিতেন। বড় কারখানার মালিকের হাতে চর্বি লাগবে না—দস্তানা যে সেইজন্যেই, তাঁর অন্তরঙ্গেরা সবাই তা জানতেন। কিন্তু

অলিভার ট্রেড্‌ওয়ে যখন দস্তানা প'রে থাকতেন তখন এই স্থায়ী দাগগুলি কেউই দেখতে পেত না।

অরিন ট্রেড্‌ওয়ে তাঁর পিতার কাছ থেকে তাঁর ঐশ্বর্য আর ব্যবসায়ের কর্তৃত্ব ছাড়া আর কিছু পাননি। দুজন পুরুষ মানুষের মধ্যে যতখানি প্রভেদ থাকা সম্ভব, পিতা পুত্রের প্রকৃতিতে পার্থক্য ততখানিই ছিল। মিলবার্গের লোকে তার ব্যাখ্যা করত এই ব'লে যে অরিন "তাঁর মায়ের মত হয়েছেন।" সমালোচনা হিসাবে এ-কথা খুব কমই বলা হ'ত, কারণ অরিনের মা ছিলেন এল্‌উড বংশোদ্ভূত। এল্‌উডরা ছিলেন নর্থ ফ্রণ্ট পরিবারগুলির মধ্যে সবচেয়ে পুরনো ও প্রসিদ্ধ বংশের অন্যতম। তিনি চেয়েছিলেন, অরিন উঁচু সরকারী কাজের পথে একটি ধাপ হিসাবে মাতুল বংশের ন্যায় আইন-ব্যবসায়ে যোগদান করেন। কিন্তু হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েক বছরেই দেখা গেল তরুণ অরিন ট্রেড্‌ওয়ের যা কিছু প্রতিভা তা অ্যাটর্ণির চেয়ে শিল্পকলা-রসিকের জীবনেরই পক্ষে অধিক উপযুক্ত। কলেজে অধ্যয়ন শেষ হ'লে তিনি বেশির ভাগ সময় বিদেশেই কাটিয়েছিলেন। প্রসিদ্ধ কলাশিল্পী ও লেখকদের সঙ্গে তাঁর নাম যুক্ত হওয়ার টুকরো খবর, যা মাঝে মাঝে ভেসে আসত, তা থেকেই নিজের দেশে খানিকটা খ্যাতিও জন্মে গিয়েছিল তাঁর। তারপর তিনি কলাশিল্প ছেড়ে আন্তর্জাতিক সমাজে যাতায়াত শুরু করলেন। তিনিই মিল্-বার্গের একমাত্র বাসিন্দা যিনি ইংরেজ ডিউকের বাড়িতে অতিথি হয়েছিলেন। বাবার মৃত্যুর পর মিলবার্গে ফিরতে তাঁর দেরি হয়েছিল। কারণ-স্বরূপ বলা হয়েছিল, রাজপরিবারের একজন সদস্য, পঞ্চম জর্জের অভিষেক না শেষ হওয়া পর্যন্ত, তাঁকে ইংলণ্ডে থাকতে অনুরোধ করেছিলেন।

অরিন ট্রেড্‌ওয়ে যে মিল্‌বার্গে শেষ পর্যন্ত ফিরে এলেন—তাতে কিছু লোক বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল। অনেকে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে তিনি হাতে-কলমে ট্রেড্‌ওয়ে ফার্ণিচার কোম্পানির পরিচালনার দায়িত্ব কখনই নেবেন না, এবং তার চেয়েও বেশী লোক বলেছিলেন যদি কোনদিন তিনি সে-চেষ্টা করেন তবে বিপর্যয় ঘটবে। প্রথম কয় বছরের ঘটনা সমালোচকদের হতবুদ্ধি ক'রে দিয়েছিল। অরিন ট্রেড্‌ওয়ে শুধু কোম্পানির প্রেসিডেন্ট হয়ে প্রবেশ করলেন না, কাজের আরম্ভও তাঁর শুভ হ'ল। ইংলণ্ডে থাকা-কালীন তিনি উইলিয়াম মরিসের কলা ও কারু আন্দোলনের অধোগতি দেখেছিলেন, এবং অনুভব করেছিলেন জনসাধারণের রুচির দোলকটির আর একবার দুলবার সময় হয়েছে। তিনি অনুমান করেছিলেন উপনিবেশগুলির ধাঁচের নকলেই তা হবে, আর বাবার প্রাক্তন সহকর্মীদের পরামর্শের বিরুদ্ধে এক নূতন নমুনা

জোর ক'রে চালিয়ে দিলেন। তাতে শেরাটন এবং হেপ্‌ল্‌হোয়াইটের প্রবল প্রভাব ছিল। এটা খুবই সফল হ'ল। পরের বছর আবার তাঁর জয় হ'ল আসবাব তৈরির জন্যে নূতন ধরনের কাঠ ব্যবহার ক'রে। বিশেষত: কালো ওয়ালনাট। আঠার শ আশি শতকে, মধ্যযুগের ও গথিক ধারা শেষ হয়ে যাওয়ার পর, সে-কাঠ মার্কিন আসবাব নির্মাণকারীরা আর ব্যবহারই করেনি।

অরিন ট্রেড্‌ওয়ে শিল্পকলায় যেমন, ব্যবসায়েও যে তেমনই আনাড়ী তার প্রমাণ পাওয়া গেল। অল্প কয়েক বছরেই তাঁর উৎসাহ নিভে এল। তাঁর এক মামা রাষ্ট্রদূত ছিলেন, তাঁরই প্রভাবে ১৯১৫ সালে তিনি এক সরকারী কমিশনে নিযুক্ত হন, এবং সেই বছর থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার যথেষ্ট পরেও তিনি মিল্‌বার্গে ক্রমেই অল্প সময় কাটাতেন। কোম্পানির কাজকর্মে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল, কিন্তু ১৯২১ সালের মন্দার আগে পর্যন্ত লাভ ভালই থাকছিল। তখন গুজব রটে গিয়েছিল যে কোম্পানি প্রায় আড়াই লক্ষ ডলার লোকসান দিয়েছে। অরিন ট্রেড্‌ওয়ে তাঁর দপ্তরে ফিরে এলেন। কিন্তু কারখানার অর্ধেকটা বন্ধ হয়ে গেল, অর্ধেকেরও বেশী লোককে ছাড়িয়ে দেওয়া হ'ল। এই জরুরী অবস্থার মুখোমুখি দাঁড়াবার যোগ্যতা তাঁর ছিল। রাজনৈতিক পরিচয়ের সদ্ব্যবহার ক'রে তিনি সরকারী ভবনসমূহের আসবাবপত্রাদির ঠিকাদারি পেলেন। কোম্পানির ভবিষ্যতের দিক দিয়ে আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়েছিল অ্যাভেরি বুলার্ড নামে এক যুবককে কোম্পানিতে বিক্রেতারূপে নিয়োগ করা। তিনি পুরনো বেলিঙ্গার ফার্ণিচার কোম্পানির কাজ ছেড়ে দিয়ে, এক হোটেল কোম্পানির সবগুলি হোটেলের যাবতীয় আসবাবপত্রের অর্ডার নিয়ে কাজে যোগদান করেছিলেন।

লোকজন কারখানার কাজে ফিরে আসতেই অরিন ট্রেড্‌ওয়ে পরম আগ্রহে নূতন জিনিসের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন। মিল্‌বার্গ প্রতিষ্ঠার ১৭৫তম বার্ষিক উৎসবে সাধারণ সভাপতি নির্বাচিত হয়ে তিনি নূতন উৎসাহে মেতে উঠলেন। উৎসবের মূল নায়ক অবশ্য হবেন জন মিল্‌স। মিল্‌সের পুরনো অট্টালিকা ক্লিফ হাউস পুনরুদ্ধার করবার বুদ্ধিটা তাঁর মাথায় ঢুকল। আগাছার কাঁটা-ঝোপে বাড়িটি ঢাকা পড়েছিল, পঞ্চাশ বছরের উপরের পোড়ো বাড়িটি একেবারেই ভেঙেচুরে গিয়েছিল। কমিটি এই সংস্কারকার্যের টাকা যোগাবার মত কোন আশাই দেখতে পেল না, তাই অরিন ট্রেড্‌ওয়ে নিজেই তার দায়িত্ব নিলেন। এই সম্পত্তিটা কিনে তাতে প্রায় দুই লক্ষ টাকা খরচ করলেন, তারপর নিজের বাড়ি ক্লিফ হাউসে প্রবেশ করলেন। তিনি শুধু জন মিল্‌সের বাড়িই নেননি, তাঁর ব্যয়বহুল জীবনযাত্রার ধারাটিও নিয়ে-

ছিলেন। ১৯২০ সালের পরের বছরগুলিতে ব্যবসায় ফেঁপে উঠল। ট্রেড্ওয়ে ফার্ণিচার কোম্পানির লাভ ভালই ছিল, কিন্তু অরিন ট্রেড্ওয়ের খরচের সঙ্গে তাল রাখবার মত যথেষ্ট ছিল না। তিনি বুড়ো হয়ে পড়েছিলেন, বুদ্ধিটাও ধোঁয়াটে হয়ে আসছিল, আর অভিজাত বংশের জাঁকজমকের দিকেই ঝোঁক ছিল। এই সময়েই তিনি ট্রেড্ওয়ে টাওয়ার নির্মাণ করার সংকল্প করেন। কোন যুক্তিই তাঁকে নিবৃত্ত করতে পারেনি, যেমন যে-আঙুলটি বন্দুকের ঘোড়া টিপে তাঁর জীবন শেষ করল কোন যুক্তি দিয়েই সেটিকে নিবৃত্ত করা যায়নি।

অরিন ট্রেড্ওয়ের মৃত্যুর পরের মাসে অ্যাভেরি বুলার্ড নিঃশব্দে টাওয়ারের চব্বিশ তলা থেকে পঁচিশ তলায় উঠে এলেন। ট্রেড্ওয়ে ফার্ণিচার কোম্পানির প্রেসিডেন্ট নির্বাচন সাধারণভাবে খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ব'লে গণ্য হয়নি। 'মিল্বার্গ টাইম্স' মাত্র এক কলম শিরোনামা ও সামান্য কয়েকটি হরফে প্রকাশ করেছিল। সাধারণ মানুষের মনোভাব ছিল অনেকটা এই রকমের:

কোম্পানির এমনই সর্বনাশ হয়ে গেছে যে তার উদ্ধারের আর কোন সম্ভাবনাই নেই, শুধু দেউলিয়া হবাব দরখাস্তে নাম সই কববার জন্যেই কারুকে নূতন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করতে হয়েছে।

ফার্ণিচার কোম্পানির পতন অবধারিত মনে ক'রে নেবার পব আবার তার আশ্চর্য পুনর্জন্মের সূচনাটা মিল্বার্গ-অধিবাসীদের মনে ভাবান্তর ঘটিয়েছিল খুব ধীরে ধীরে। জনসাধারণ অদ্ভুত রকমে চমকে উঠল ১৯৩৫ সালের শরৎকালে যখন 'মিল্বার্গ টাইমস্'-এ বড় বড় শিরোনামায় প্রকাশিত হ'ল, আরও সাতটি আসবাব কারখানা একত্রিত ক'রে ট্রেড্ওয়ে কর্পোরেশন গঠনের কথা ঘোষণা করেছেন অ্যাভেরি বুলার্ড। উৎপাদনের কাজ বাড়ানো হবে এবং চার শ নূতন কর্মী নিয়োগ করা হবে—এ-সংবাদও জানানো হয়েছে। পরদিন সকালে যে ক্ষুধার্ত কর্মপ্রার্থীর দল হুড়োহুড়ি ক'রে ট্রেড্ওয়ে-চাকুরি-দপ্তরে ভেঙে পড়ল, তাদের থামাবার জন্যে প্রত্যেক পুলিশকে তার নিয়মিত কাজ থেকে সরিয়ে নিয়ে ট্রেড্ওয়ে কারখানায় ছোটাতে হয়েছিল।

পরবর্তী মাসগুলিতে খবরের কিছু কমতি ছিল না। ট্রেড্ওয়ে কারখানার নূতন একটি অংশ ওয়াটার স্ট্রীটে তৈরি শুরু হ'ল। পঁচিশ বছরেরও অধিক সময়ের মধ্যে মিল্বার্গে এই প্রথম শিল্পভবন নির্মিত হ'ল। নিউইয়র্কের শেয়ার বাজারে ট্রেড্ওয়ে বন্ধকীপত্র কারবারের উপযুক্ত বিবেচিত হ'ল। 'মিল্বার্গ টাইম্স'-এর সামনের পাতায় ছবি বেরুল—ট্রেড্ওয়ে টাওয়ারের "ভাড়া দেওয়া যাবে" বিজ্ঞাপনটিকে নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে ছবিটি প্রকাশ করবাব একটি পরিষদ

সমস্ত খবরের কাগজ মারফত এই ছবি সারা দেশময় প্রচার করল। আসবাব ব্যবসায় সম্পর্কিত একটি পত্রিকায় ব্যঙ্গচিত্র বার হ'ল—অ্যাভেরি বুলার্ড সেণ্ট জর্জের বর্ম প'রে "সাহস" লেখা তরোয়াল দিয়ে "মন্দাবাজার" নামে ড্র্যাগনকে হত্যা করছেন।

এরই মধ্যে কেউ লক্ষ্য করেনি কোন মুহূর্তে অ্যাভেরি বুলার্ড মিল্‌বার্গের প্রথম নাগরিক হয়ে পড়েছেন। ১৭৮১ সালে জন মিল্‌স প্রতিষ্ঠিত ফেডারেল ক্লাব তখনও সেই পুরনো ফেডারেল সরাইখানাতেই অবস্থিত ছিল, এই সরাইখানাতেই লাফায়েৎ এবং স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে আরও চারজন স্বাক্ষর-কারীকে আপ্যায়িত করা হয়েছিল। ক্লাবের নিয়ম ছিল সম্ভ্রান্ত বংশের লোকেরাই শুধু এর সভ্য হবেন। অ্যাভেরি বুলার্ডকে সভ্য করতে না-পারাটা মুস্কিলের ব্যাপার, তাই নিয়মটি তাড়াতাড়ি বদলে ফেলতে হ'ল। ক্লাবগৃহের প্রবেশপথে তিনি ক্বচিৎ ঢুকতেন, কিন্তু ভোজনকক্ষে একটি কোণের টেবিল সর্বদাই তাঁর জন্যে রিজার্ভ করা থাকত। যখন তিনি মধ্যাহ্নভোজের জন্যে আসতেন, তখন এমন কেউ মিল্‌বার্গে থাকতেন না (সাস্কেহানা জাতীয় ব্যাঙ্কের প্রেসিডেণ্ট পর্যন্ত) যিনি অ্যাভেরি বুলার্ডের পাশের টেবিলে ব'সে খানা খেতেন না। স্ত্রীর কাছে এই বড়াই করার লোভ সামলাতে পারা খুব কম কথা নয়। বাহুবদ্ধ প্রণয়ীরা অন্ধকার রাস্তায় বেড়াতে বেড়াতে টাওয়ারের উপরে জানলায় যে চৌকো আলোররশ্মি দেখা যেত—সেদিকে চেয়ে থাকত বিস্মিত দৃষ্টিতে। তারা বলত, "নিশ্চয়, বুড়ো বুলার্ড এখনও কাজ করছে। সবাই বলে সে কখনও বাড়ি যায় না। কোনও কোন দিন সারারাত কাজ করে। জান, সেদিন আমি তাকে গাড়ি থেকে নামতে দেখলাম। ঈশ্বরের দিব্যি! এত কাছাকাছি ছিলাম যে হাত বাড়িয়ে তাকে ছুঁতে পারতাম।"

ফোরেন্স বুলার্ড ১৯৩৮ সালে তাঁর স্বামীর সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ ক'রে কেবল সমালোচনারই উদ্রেক করেছিলেন। তাঁর মতে, উপেক্ষিতা স্ত্রীর প্রাপ্য সহানুভূতি তিনি সামান্যই পেয়েছিলেন। শুধুমাত্র একজন ছাড়া ফোরেন্স বুলার্ডের ঘনিষ্ঠতম বন্ধুরাও তাঁকে নির্বোধ মনে করেছিল। তারা ভাবত, অ্যাভেরি বুলার্ডের মত বিখ্যাত লোকের সঙ্গে বিবাহ হবার সৌভাগ্য যে-মেয়ের হয়, তার এটুকু বোঝবার মত বুদ্ধি থাকা উচিত যে তার জীবন কখনই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হ'তে পারে না; সাস্কেহানা জাতীয় ব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্ট, চার্চিলের বিভাগীয় বিপণির মালিক কিংবা সেণ্ট মার্টিন গির্জার পাদরির মত ব্যক্তির স্ত্রীর মত সাধারণ জীবন কখনই সে আশা করতে পারে না।

যতই মাস যেতে লাগল, মিল্‌বার্গের যে অল্পসংখ্যক বাসিন্দা তাদের এই

গোপন ভবিষ্যদ্বাণী নিয়ে সাবধানে কানাকানি করত যে, অ্যাভেরি বুলার্ডের পতন তাঁর উন্নতির মতই তাড়াতাড়ি হবে, তারা ততই অশ্বস্তি বোধ করতে লাগল। ট্রেড্ওয়ে কর্পোরেশন বেড়েই চলল। ১৯৪৫ সালে বড় বর্শা তৈরির কারখানার সূচনা তখনই হয় যখন যুদ্ধের পর জনসাধারণ আসবাবের জন্যে হল্লা করতে শুরু করে। ১৯৪৯ সালে ট্রেড্ওয়ে কর্পোরেশনের বিক্রয় পাঁচ কোটি ডলার ছাড়িয়ে গেল, পরের বছর আরও বেড়ে গেল। জেনারেল মোটরস বা ইউনাইটেড স্টেট্স স্টিলের মত বিরাট কর্পোরেশনগুলির তুলনায় ট্রেড্ওয়ে একটি ছোট সংস্থা; কিন্তু আসবাবপত্রের ক্ষেত্রে যেন বিশাল কোম্পানি, মিল্বার্গের অর্থনৈতিক জীবনের মেরুদণ্ড। মিল্বার্গের প্রতি তিনটি পরিবারের মধ্যে একটির জীবনধারণ ট্রেড্ওয়ের বেতন থেকেই চলত। কারখানার কর্মীদের অনেকেই তখন চার পাঁচ পুরুষ ধ'রে ট্রেড্ওয়ের লোক। মেরী হারের পরিবার তিন পুরুষ ধ'রে এ-কোম্পানিতে কাজ করছে। তার ঠাকুরদাদা, বাবা আর দু ভাই সবাই ভিতরের অংশগুলি তৈরি করবার কারখানায় রয়েছে। সে যখন ওয়েস্টার্ন ইউনিয়নে কাজ করতে গেল তখন চারজনই বেশ কিছুটা ক্ষুব্ধ হয়েছিল। তাদের এটি প্রায় আনুগত্যের অভাবের কাছাকাছিই মনে হয়েছিল। একমাত্র কৈফিয়ত যা সে দিতে পেরেছিল, তা হ'ল এই যে, "একজন কাউকে তো অন্য রকম হ'তে হবে।" তাতে তেমন কিছু এসে যায়নি। ওয়েস্টার্ন ইউনিয়নও ভাল কোম্পানি, সেখানে যেসব সংবাদ নেওয়া দেওয়ার কাজ সে করত, বলতে গেলে তার প্রায় সবই ট্রেড্ওয়ে সম্পর্কিত। চাকরিটা ভালই। সে ছিল ভিতরের লোক; এমন অনেক জিনিস সে জানত যা তার বাবা জানতেন না, যদিও তিনি ছিলেন ওয়াটার স্ট্রীটে ভিতরকার অংশ নির্মাণ বিভাগটির রাত্রিবেলার ফোরম্যান।

বুলার্ড। তারের খবরের নিচে সই-করা নামটি সে ক্ষিপ্রগতিতে টাইপ ক'রে ফেলল, এই ক'টি অক্ষরের সমষ্টি অসংখ্যবার টাইপ হয়েছে, সেই অভ্যাসে তার আঙ্গুলগুলি তাড়াতাড়ি চলল। প্রথম যখন সে ওয়েস্টার্ন ইউনিয়নে কাজ আরম্ভ করে, তখন বুলার্ড কথাটা টাইপ করতে গিয়ে চাবিগুলি গুলিয়ে ফেলত...কেমন যেন গোলমেলে লাগত এই কথাটি। এখন কিন্তু তা সহজ হয়ে গেছে। গত পাঁচ বছরে সে নিশ্চয় বুলার্ড কথাটি দশ লক্ষবার টাইপ করেছে...আর কেনেথ যদি খুব শিগ্গীর বিয়ের প্রস্তাব না করে তবে হয়ত আগামী পাঁচ বছরে আরও দশ লক্ষবার এই নাম টাইপ করতে হবে।

(৩)

ট্রেড্‌ওয়ে টাওয়ার

বেলা ৩-০৬

লুইগি ক্যাসোলি তার লিফ্‌ট থেকে বেরিয়ে এল, পাতলুনের কোমরের কাছে আঁটসাট ছোট পকেট থেকে সাবধানে তার ঘড়িটি বার ক'রে প্রতি-দিনের অভ্যাস-মাফিক কালো মার্বেল পাথরের বারান্দার সিলিং থেকে ব্রোঞ্জের যে বিশাল ঘড়িটি ঝোলান ছিল, তারই সঙ্গে মিলিয়ে দেখল। ঠিক এই সময়ে নিজের ঘড়িটি সম্বন্ধে এক বিষম গর্ব ছাড়া লুইগির সময় জানায় বিশেষ লক্ষ্য ছিল না। ট্রেড্‌ওয়েতে লুইগির পঁচিশ বছর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে মিঃ বুলার্ড স্বয়ং এই ঘড়িটি তাকে উপহার দিয়েছিলেন।

আরও অনেক যেসব আশ্চর্য জিনিস সে পেয়েছে, সেগুলির মত ঘড়িটিও এক অপূর্ব দান, তার যোগ্যতার তুলনায় যেগুলি অনেক বেশী—লুইগি যা আশা করতে পারত, তার থেকেও বেশী। অনেক বেশী। নিজেকে সে খুব ভাগ্যবান মানুষ মনে করত, মনের এই আনন্দটাই ছিল তার অবিরাম সুখের একটা কারণ।

লুইগির সুখের দ্বিতীয় কারণ ছিল, তার নিজের মনের শক্তি সম্বন্ধে তার দুর্বল ধারণা। আসলে সে যতটা বুদ্ধিমান, নিজেকে সে সর্বদা তার চেয়ে নিকৃষ্ট ভাবত। ভাল ক'রে চিন্তা ক'রেও তার কোন উপযুক্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছবার শক্তি আছে, তেমন কৃতিত্ব সে নিজের মনকে দিতে পারত না, তাই কোন রকম অস্বস্তিকর চিন্তায় সে ব্যস্ত হয়ে উঠত না। আর সেজন্য মহা শান্তিতে তার দিন কাটত।

টাওয়ারের চব্বিশ ও পঁচিশ তলায় শিল্পপতির খাসমহলের নিজস্ব লিফ্‌টের চালক হিসাবে তার যে-পদমর্যাদা ছিল তা এত আনন্দের যে, সেজন্যে ভগবানকে ধন্যবাদ জানাতো নিয়মিতভাবে প্রার্থনার সময়। এই কাজটিকে সে নিতান্তই ন্যায্য মনে করত। স্বর্গের ভগবান

নিশ্চয়ই তার পক্ষ সমর্থন করেছিলেন। দৈব অনুগ্রহ না থাকলে সে, সামান্য লুইগি ক্যাসোলি, অলিভ বাগানে চাষীর কাজ করা ছাড়া আর কিছু আশা করবারই অধিকার নিয়ে যে জন্মায় নি, সে কি না এখন মিঃ অ্যাভেরি বুলার্ডের একজন সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ নিজস্ব বন্ধু হয়ে উঠবে, একথা একেবারেই বিশ্বাস করা চলে না। একথা সত্য, কেউই তা অস্বীকার করবে না। মিঃ বুলার্ড নিজেই তা এগার বছর আগে তেমনি এক রাত্রে বলেছিলেন—সে-রাতের কথা কখনই ভোলা যাবে না,—"লুইগি, মাঝে মাঝে আমার যেন মনে হয় যে এই হতভাগা কোম্পানিতে আমার একমাত্র সত্যিকার বন্ধু তুমিই।"

লুইগি জানত মিঃ বুলার্ডের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথা ট্রেড্ওয়ে টাওয়ারের উপর নিচে সব তলাতেই লোকে স্বীকার করত। এমন কি চব্বিশ তলার ভাইস-প্রেসিডেন্টরা পর্যন্ত প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আলাপ করবার জন্য পঁচিশ তলায় উঠবার সময়ে প্রায়ই জিজ্ঞেস করতেন, "লুইগি, বৃদ্ধের মনের অবস্থাটা আজ কি রকম?"

উত্তর সর্বদাই সে সাবধানে দিত; কারণ সে বুঝত বেখেয়ালে, কথার ভুলে সে যদি এমন কিছু ব'লে ফেলে যা মিঃ বুলার্ডের প্রতি বেইমানি করা হয়, তা হ'লে ভয়ানক বিপদ ঘটতে পারে।

কাজে সদাসর্বদা আনন্দ থাকা সত্ত্বেও, যখনই মিঃ বুলার্ড শহরের বাইরে থাকতেন, তখনই লুইগির মনে হ'ত তার এ-সুখ একটু ক'মে গেছে। প্রেসিডেন্ট যখন শিল্পপতির খাসকামরায় না থাকতেন, তখন পঁচিশ তলার নিশানা-আলোর ঝলকানি যেন অন্য রকম হয়ে যেত। তখন মনে হ'ত এ শুধু এক লাল আলোর রশ্মি ছাড়া আর কিছু নয়, যে মন-মাতানো রাঙা ঝলক তাকে আতশবাজির মত উপরে নিয়ে যায়, তা নয়।

মিঃ বুলার্ড দুদিন শহরের বাইরে আছেন। বুধবার থেকেই তিনি নিউ-ইয়র্কে। সমস্ত দিনে লুইগির পঁচিশ তলায় মাত্র সাতবার উঠতে হয়েছে... সকালে মিস মার্টিনকে নিয়ে উপরে ওঠা...দুপুরে মিস মার্টিনকে নিয়ে নিচে নামা আবার উপরে ওঠা...আর ডাকের চিঠি নিয়ে মাত্র চারবার।

হঠাৎ তার লিফ্‌টের কণ্ট্রোল বোর্ডে হলদে আলোটি মিটমিট ক'রে উঠল; ডাকের ঘর থেকে বিশেষ আহ্বানের নিশানা।

লুইগি কণ্ট্রোলের চাবি টানল আর লিফ্‌ট মেঝের নিচের তলায় নামল। দরজা খুলতে তার ফাঁক দিয়ে এমিলি গ্যাস্টিংসের রোগা ও চাকচিক্যহীন চেহারাটি চোখে পড়ল। অধৈর্য হয়ে তিনি অপেক্ষা করছেন, তাঁর কঠিন সমালোচনার

সদা-ব্যবহৃত মুখোসটি প'রে, সে-মুখ থমথমে হয়ে রয়েছে। লুইগি যতদিন ট্রেড্ওয়েতে রয়েছে, তার চেয়েও অধিক দিন এমিলি সমস্ত ডাক ও তারের বিলিব্যবস্থা তদারক ক'রে আসছেন। তাঁর সর্বাঙ্গে কুমারী-জীবনের ব্যর্থতা এমনই স্পষ্ট যে, তাঁকে দেখলে ব্যাঙ্গচিত্রে ফলাও ক'রে আঁকা সে-গোত্রের এক কৌতুককর নিদর্শন ব'লেই মনে হয়। অম্ল মাটির কোন গাছ যেমন নিজে নিজেই এক অম্ল আবহাওয়া সৃষ্টি ক'রে নিজের বাসভূমিটি স্থায়ী ক'রে রাখে, অনেক বছর ধ'রে তাঁর মনটিও কতকটা সেই রকম হয়ে গেছে।

"মিস মার্টিনের টেলিগ্রাম, উপরে নিয়ে যেতে সারাদিন লাগিও না। মিঃ বুলার্ডের কাছ থেকে এসেছে।"

লুইগির চোখের পিছনে লুকানো স্থায়ী হাসিটি জ্বলেও উঠল না, নিভলও না। অনেক দিন আগেই সে শিখে নিয়েছে—অপ্রীতিকর ব্যাপার উপেক্ষা করাই হ'ল সুখী থাকবার সবচেয়ে সহজ উপায়।

সে দেখল এমিলি অন্যায়ভাবে ঠিক ততটুকু দূরেই দাঁড়িয়ে আছেন যেখান থেকে খামটি নিতে গেলে তাকে লিফ্টের বাইরে আসতে হয়, কিন্তু রাগ না ক'রেই সে এল। জিজ্ঞেস করল, "মিঃ বুলার্ড কি আজ রাত্রে আসছেন?"

এমিলি তাড়াতাড়ি জোরে নিঃশ্বাস ফেললেন, যেন লুইগির কথাগুলি কোন এক অলঙ্ঘিত স্থান স্পর্শ ক'রে ফেলেছে। বললেন, "তাতে তোমার কি দরকার? জান না, টেলিগ্রাম গোপনীয়?"

যতক্ষণ না দরজা বন্ধ হয়ে তার মুখ ঢাকা পড়ল ততক্ষণ হাসিটি লেগেই রইল তার মুখে। মেয়েরা মজার...তাদের কিছু জিজ্ঞাসা করলে উত্তর যদি "না" হয় সঙ্গে সঙ্গে বলে দেবে...উত্তর যদি "হাঁ" হয়, বোবার মত তাদের মুখ বন্ধ হয়ে যায়, একটি কথাও তাদের মুখ দিয়ে বেরোবে না। আজই রাত্রে মিঃ বুলার্ড বাড়ি ফিরছেন।

লিফ্ট চালিয়ে দিয়েছে লুইগি, একেবারে পঁচিশ তলায়। লিফ্ট জীবন্ত হয়ে নিঃশব্দ গতিতে সুড়ঙ্গপথে উপরে উঠে চলেছে। বাতাসের শির শির শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দই নেই। সতেরতলা পার হবার সময়ে লুইগি খুশি মনে মাথা নাড়ল। ষোল ও সতের তলার মধ্যে সেই খটখট আওয়াজটি বন্ধ হয়ে গেছে। গৃহরক্ষণ-বিভাগকে দিয়ে জোর ক'রে এই ব্যবস্থাটি করিয়ে নিয়ে সে ভালই করেছে। জর্জ তাকে বলছিল, মিঃ বুলার্ড কখনও এ-শব্দ খেয়াল করবেন না। কান পেতে থাকলেও এ-আওয়াজ প্রায় শোনাই যায় না। জর্জকে নিয়ে মুস্কিল হ'ল এই যে সে মিঃ বুলার্ডকে ঠিকভাবে চেনে না—যেমন ভাবে

লুইগি তাঁকে জানে। পৃথিবীতে এমন একটি জিনিসও নেই যা মিঃ বুলার্ড নজর করেন না, একটি জিনিসও নেই।

লিফ্‌ট পঁচিশ তলায় পৌঁছতে দরজা যেন যাদুমন্ত্রে আপনিই খুলে গেল। লুইগি কলে চাবি লাগিয়ে বেরিয়ে এল। একটি স্লাইড ছিল যা টেলিগ্রামটিকে মিস মার্টিনের ডেস্কে নিয়ে যেতে পারত, কিন্তু সেটিকে সে গ্রাহ্য করল না। মিঃ বুলার্ড যেসব দিন সহরের বাইরে থাকেন, সে এমনই করে। বারান্দার কোনটা ঘুরে গিয়ে মিস মার্টিনের হাতে হাতে তারটি দিতে পারা যেন অনেক বেশী আনন্দের।

চোখ দিয়ে চারদিকের জিনিস উপভোগ করতে করতে ধীরে ধীরে চলতে লাগল সে। এত বছর পরে আর বহু হাজার বার তার এই অভিজ্ঞতা হবার পরেও পঁচিশ তলা থেকে লুইগি ক্যাসোলি যে-সৌন্দর্য্যের আনন্দ পেত তা আজও ক'মে যায় নি।

ছেলেবেলায় সে থাকত ইতালিতে এক পাহাড়ের নিচে ছোট একটি গ্রামে। পাহাড়টির উপর ছিল একটি দুর্গ। তার দুর্ভেদ্য দেয়ালগুলির দিকে চেয়ে তার ভিতরে কি বিস্ময় রয়েছে তা নিয়ে ছেলেমানুষী কল্পনায় প্রায়ই সে বিভোর হয়ে থেকেছে। শৈশবের সেই স্বপ্ন আর শিল্পপতির উঁচুতলার খাসকামরার বাস্তব রূপের মধ্যে একটা অচ্ছেদ্য বন্ধন ছিল; দুর্গটি ছিল ইতালিতে, আর অরিন ট্রেড্‌ওয়ে পঁচিশতলা তৈরি করেছিলেন ষোড়শ শতাব্দীর ইংলণ্ডের এক জমিদারবাড়ি তুলে নিয়ে এসে, এই অসামঞ্জস্য সত্ত্বেও যোগসূত্রটি ঠিকই থেকে গিয়েছিল।

ট্রেড্‌ওয়ে টাওয়ার নির্মাণ হবার পর প্রথম ক'মাস মিঃ ট্রেড্‌ওয়ে এই ঘরগুলির ইতিহাস বর্ণনা করতেন, লুইগি তা শুনত। সেসব গল্প রাজা রাণী লর্ড ও লর্ড-পত্নীতে জমজমাট ছিল। সেসব গল্প একবার শোনার পরে অনেক কিছু মনে থাকত না। গল্পগুলি দ্বিতীয়বার বলার আগেই ভদ্রলোক মারা গেলেন। লুইগিই অরিন ট্রেড্‌ওয়েকে তাঁর অফিসের মেঝেতে প'ড়ে থাকতে দেখেছিল; তাঁর লাল রক্ত প্রাচ্যদেশীয় কম্বলের নক্সার মধ্যে মিলে গিয়েছিল, তাঁর ছড়ানো হাত খড়ির মত সাদা দেখাচ্ছিল, ডেস্কের নীল আলোর নিচে পিস্তলটি নির্মম এক দীপ্তিতে ঝকঝক করছিল। আশ্চর্য এই যে এত আতঙ্কের কারণ সত্ত্বেও এই বীভৎস আবিষ্কারের মুহূর্তটি লুইগির মনে পঁচিশতলার সঙ্গে তেমন জীবন্ত হয়ে নেই। অল্পকাল পরেই এক সকালে সে মিঃ বুলার্ডকে চব্বিশতলা থেকে উপরে চ'লে আসতে সাহায্য করেছিল, সেই স্মৃতি তাকে তাড়াতাড়ি সব-কিছুই ভুলিয়ে দিলে, এবং ঘটনাটিও তাড়াতাড়ি

চাপা প'ড়ে গেল। লুইগির মনে ইতালির দুর্গ আর শিল্পপতির খাসকামরার যোগাযোগ এক মূল সত্যরূপেই প্রতিভাত হ'ল। সেই সে-দুর্গে একজন ডিউক বাস করতেন, আর অ্যাভেরি বুলার্ডের চরিত্রে এমন অনেক কিছু ছিল যা সেই ডিউকের কথাই স্মরণ করিয়ে দিত।

লুইগির মনে পড়ত, ডিউক যখন গাড়িতে যেতেন, তখন সব ছেলেমেয়ে নীরবে সসম্মানে দাঁড়িয়ে তাঁকে দেখত। এই চুপ ক'রে থাকাটা কোনো বাধ্যতামূলক ব্যাপার নয়, ডিউকের এমন এক ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা ছিল যা নিঃসংশয়ে তাঁকে অন্য মানুষের উর্ধে স্থান দিয়েছিল,—মানুষের যা-কিছু থাকবার সবকিছুই তাঁর ছিল: ঝকঝকে গাড়ি, আর কালো ঘোড়া, রাস্তা, দোকান, বাড়ি, দূরের মাঠ, এমন কি মাটিতে ছড়ানো ছোট ছোট আলগা পাথরগুলি পর্যন্ত। সবচেয়ে পুরনো কথার মধ্যে যা লুইগির মনে পড়ে তার একটি হচ্ছে, তাদের কুঁড়ে ঘরের কাছে এক অলিভ গাছের ডাল যখন দৈবাৎ ভেঙ্গে যায়, তার বাপের কি দুঃখ! তার মা তাঁকে এই কথা ব'লে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেছিলেন যে হয়ত ডিউকের চোখে পড়বে না ব্যাপারটা। লুইগিব বাবা কিন্তু ভালই জানতেন, পৃথিবীতে এমন কিছুই ছিল না যা ডিউক লক্ষ্য না করতেন।

কতকগুলি নৈতিক বিবেচনা তার মনে চেপে ব'সে না থাকলে লুইগি তার ছেলেমানুষি চিন্তায় আঁকা এই ছবিটির মধ্যে মিস মার্টিনকেও যথাস্থানে স্থান দিতে পারত, মিঃ বুলার্ডকে সেই দুর্গবাসী ডিউকে রূপান্তরিত করতে তাকে যেটুকু চেষ্টা করতে ও ভাবতে হয়েছে, তার চেয়ে বেশী কিছু লাগত না। ডিউক-পত্নীকে তার যেমন মনে আছে, মিস মার্টিনকে দেখতেও কতকটা যেন সেই রকমই। মিস মার্টিনের মাথা তেমনই সোজা, সে তেমনি সতর্ক, মনের ভাব আগে থেকেই বুঝে নেবার তেমনি ক্ষমতা। উৎসবের দিন বারান্দায় শামিয়ানার নিচে ডিউক রদ্দুরে বক্তৃতা দিলেন; বক্তৃতা শেষ হ'তেই ডিউক-পত্নী মদের জন্যে হুকুম দিয়েছিলেন। মদ যখন আনা হ'ল ডিউক তৃষ্ণার্তভাবে তা পান করলেন। লুইগি দাঁড়িয়ে তাঁদের দেখছিল, আর বোঝবার চেষ্টা করছিল ডিউকপত্নী এ-প্রয়োজনটি জানলেন কি ক'রে। যতক্ষণ তাঁরা সেখানে ছিলেন, তার দৃষ্টি একবারও ডিউকের মুখ থেকে সরেনি, সে জানত ডিউক তাঁর স্ত্রীকে কিছু বলেন নি, তবু তিনি জানতে পেরে-ছিলেন যে তাঁর স্বামী তৃষ্ণার্ত। সে নিজেকে এই ব'লে বোঝালো যে দুজনের মধ্যে নিশ্চয় কোন রহস্যময় নীরব ভাষার যোগাযোগ আছে। এখন সে জানে মিঃ বুলার্ড এবং মিস মার্টিনের তেমনই কথা না ব'লে পরস্পরের

মধ্যে ভাববিনিময়ের শক্তি আছে। চাইবার আগেই তাঁর কি দরকার তা জানবার কোন কৌশল জানা আছে মিস মার্টিনের। এমন ঘটতে সে বহুবার দেখেছে।

এ-তুলনা আর বেশী দূরে টেনে নিয়ে যাবার সাহস লুইগির কখনও হয়নি, কারণ সে জানত ডাচেস ছিলেন ডিউকের পত্নী আর মিস মার্টিন মিঃ বুলার্ডের সেক্রেটারী মাত্র। ডিউক ও ডিউকপত্নীর বেলায় যে-ভালবাসা তাঁদের স্বামী-স্ত্রীর পর্যায়ে নিয়ে গেছে তার সঙ্গে তাঁদের মধ্যে কথা না ব'লেও মনের ভাব বোঝানোর যদি কোন সম্পর্ক থাকে, তবে মিস মার্টিন ও মিঃ বুলার্ডের বেলায় অন্য কোন কারণই হবে। লুইগি কখনও সে-কারণ বার করবার চেষ্টা করেনি, কারণ সে নিশ্চিত জানত সেজন্যে যে উচ্চ শ্রেণীর চিন্তা দরকার, তার পক্ষে তা সাধ্যাতীত। যা হোক, তাতে কিছুই আসে যায় না। সে জানত যে তার পরিচিত কোনও স্ত্রীলোকের চেয়ে মিস মার্টিন বেশী সুন্দরী, বুদ্ধিমতী ও সহৃদয়া। পঁচিশতলায় আসায় তার আনন্দের একটা কারণ হচ্ছে সেই মুহূর্তগুলি, যখন সে দরজায় দাঁড়িয়ে নাম ধ'রে তাঁকে সম্বোধন করবে, আর তিনিও খুশিতে চমকে উঠে মুখ তুলে চাইবেন আর লুইগির নাম বলবেন।

"এই যে, লুইগি।"

"তার আছে, মিস মার্টিন।"

খামটি খোলার সময়টুকু সে অপেক্ষা করল। তারটি পড়ার সময়কার ক্ষণিক প্রতিক্রিয়াটি চকিতের জন্যে তার নজরে পড়ল। মিস মার্টিনের চোখ পড়ল একটি টাইম টেব্‌ল-এর দিকে, ঘটনাচক্রে যেটি কাছেই পড়েছিল। তারপর দেখলেন তারের উপর সময়ের ছাপটি।

"মিঃ বুলার্ড আজ বিকালে আসছেন, সম্ভবতঃ পাঁচটা-চুয়ান্নর গাড়িতে।"

"এডিকে বলব কি গাড়ি নিয়ে যেতে?"

"বলবে?"

"নিশ্চয়, মিস মার্টিন, আমি বলব তাকে।"

"আর শোন, লুইগি, এডিকে ব'ল গাড়িটি রোদে যেন না রাখে। গাড়ি এতে ভীষণ গরম হয়ে যাবে, আর মিঃ বুলার্ড নিউইয়র্কে দুদিন কঠিন পরিশ্রমের পরে ক্লান্ত থাকবেন।"

লুইগি ঘাড় নাড়লে। "মিঃ বুলার্ড ট্রেন থেকে এখানেই আসবেন?"

"হাঁ, তিনি ছ'টায় পরিচালকদের সভা ডেকেছেন।"

"তবে আমি মারিয়াকে বলব আমার রাতের খাওয়ার জন্যে ব'সে না থাকতে।"

"তোমার অপেক্ষা করবার কোন দরকার নেই, লুইগি। রাতের লোক একজন থাকছেই, সেই সভার পর আমাদের নিচে নিয়ে যেতে পারবে।"

সে তাড়াতাড়ি বললে, "না আমিই অপেক্ষা করি। অপেক্ষা করতে কোনই কষ্ট হবে না আমার—বিশেষ ক'রে ওঁর জন্যে।"

হঠাৎ তাঁর চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল, বুঝি তার মুখের মধ্যে খুঁজতে লাগল কোন লুকনো অর্থ—যা মিস মার্টিন হয়ত সন্দেহ করেছেন, অস্বস্তিতে ভ'রে গেল লুইগির মন, যেন কোন অন্যায় কথা বলে ফেলেছে সে। হঠাৎ এই অপ্রতিভ ভাবটি যেন মিস মার্টিনের মুখেও দেখা গেল. তিনি হেসে উঠলেন।

"এ-জীবন বড়ই কঠিন, লুইগি, নয় কি?" কিন্তু কথাগুলির কোন অর্থ ছিল না, শুধুই উচ্চারিত হয়েছিল হাসিটাকে অস্বীকার করবার জন্যে। তারপর, যেমন তাড়াতাড়ি তাঁর হাসি এসেছিল, তেমনই তিনি ঘুরে টেলিফোনের দিকে হাত বাড়ালেন।

লিফ্‌টে ফিরে যাবার সময়ে ব্যাপারটা কি ঘটল সেটা বোঝবার একটা লোভ তার মনকে দোলা দিচ্ছিল, কেন মিস মার্টিন তার দিকে ওরকম অদ্ভুতভাবে তাকালেন আর তেমনই হঠাৎ হেসে উঠলেন। কিন্তু কোন কারণ মনে আসার আগেই সে দেখতে পেল দোতলায় নিশানার আলোটি মণির মত জ্বলে উঠে তাকে যেন ইশারা করছে।

লিফ্‌টে নামতে নামতে তার মনে মিস মার্টিনের মধুর হাসির প্রতি-ধ্বনিটুকুই কেবল জেগে রইল। দুঃখের কথা, তার স্ত্রী এমনটি হাসে না। কিন্তু মানুষ ত জীবনে সব কিছু পাবার আশা করতে পারে না। তার ভাগ্য খুবই ভালই বলতে হবে। এমন লোকও ত আছে...যারা খুব বুদ্ধিমান আর কলেজে পড়াশুনা করেছে..যাদের স্ত্রীই নেই।

বেলা ৩-১১

এরিকা মার্টিন ইতস্তত করলেন, তাঁর আঙুলগুলি টেলিফোন যন্ত্রের কালো বাঁকা অংশটিতে অস্থিরভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। ব্যবস্থাপনায় কে আগে কে পরে, সেই বিরক্তিকর হেঁয়ালিটি আবার দেখা দিয়েছে। ছ'টার সময়ে পরি-চালক সমিতির সভায় পাঁচজন ভাইস-প্রেসিডেন্টের মধ্যে কাকে আগে খবর দেওয়া উচিত? এটি এমন এক ছোট ব্যাপার, যার জন্যে তেমন কিছু হবার কথা নয়, কিন্তু তিনি জানেন এতে কিছু হবে। যদি মিঃ অল্ডার্‌সন

জানতে পারেন যে, তাঁকে ডাকবার আগে তিনি মিঃ গ্রিম-কে ডেকেছেন, তা হ'লে তিনি অবশ্যই তার একটা সাংঘাতিক অর্থ ক'রে বসবেন। মিঃ ডাড্‌লে বা মিঃ শ বা এমন কি মিঃ ওয়ালিংকে দিয়ে আরম্ভ ক'রেও এমন কিছু সুফল হবে না। সবাই ভাইস-প্রেসিডেন্ট, সকলের পদমর্যাদা সমান, প্রত্যেকে একই অনিশ্চয়তার দোলায় দুলছেন। এতে তাঁদের কোন ত্রুটি নেই। তাঁদের দোষ দেওয়া যায় না। অ্যাভেরি বুলার্ডেরই তাঁদের একজনকে কার্যনির্বাহক ভাইস-প্রেসিডেন্ট মনোনীত ক'রে নিয়ে অনেক সপ্তাহ আগেই ব্যাপারটির নিষ্পত্তি ক'রে ফেলা উচিত ছিল।

এরিকা মার্টিনের অস্থির অঙুলি-চালনা নিজের অজ্ঞাতেই এক বিরক্তির ইঙ্গিত দিচ্ছিল। যদি এটা তিনি খেয়াল করতেন তা হ'লে তখনই থামিয়ে দিতেন, কারণ অনেক দিন থেকেই মনের আবেগ বাইরে প্রকাশ না করবার শিক্ষা তিনি নিজেকে দিয়েছেন, বিশেষতঃ যে-ব্যাপারে অ্যাভেরি বুলার্ড জড়িত,—আর তাঁর জীবনে এমন আবেগও ছিল না যার সঙ্গে অ্যাভেরি বুলার্ডের সম্পর্ক ছিল না। প্রায় ষোল বছর ধ'রে তিনি অ্যাভেরি বুলার্ডের সেক্রেটারী।

আঠারো বছর বয়সে এরিকা মার্টিন সুন্দরী মেয়ে ছিলেন না। কিন্তু আটত্রিশ বছর বয়সে তিনি হলেন রূপবতী নারী। বালিকা বয়সে তাঁর আকৃতি ছিল দীর্ঘ, হাড়গুলি মোটা আর গড়ন এমন বলিষ্ঠ ধরনের যে, প্রচলিত মধুর মেয়েলী ভাব তাঁর মধ্যে ছিল না। এখন পরিণত বয়সে, অপ্রচুর এবং বিলম্বিত হ'লেও, সব সময়ে যে-প্রশংসা পান তাতে কতকটা ক্ষতিপূরণ হয় বটে। ব্যবসায়ী পুরুষদের কাছে থেকে তিনি সর্বোচ্চ খ্যাতি পেয়েছেন—তাঁর মনটি নাকি পুরুষমানুষের মত। স্ত্রীলোকেরা, বিশেষতঃ যারা তাঁর কাছাকাছি বয়সের, তারা তাঁকে দেখত একজন সবল, স্বাধীন, সুযোগ্যা রমণী হিসাবে, তারা ভাবত তাদের যদি গৃহিণীপনা, সন্তান ধারণ আর সর্বদা স্বামীর তুচ্ছ খেয়াল বা বাতিক যোগাবার দাবির যূপকাষ্ঠে নিজেদের বিসর্জন দিতে না হ'ত, তবে তারাও এমন হ'তে পারত।

আসল সন্দেহের ব্যাপারটি নিয়ে কেউই মাথা ঘামায় নি। এরিকা মার্টিনের জীবন তাঁর বহুকালের বিবাহিত সঙ্গিনীদের জীবন থেকে খুব বেশী ভিন্ন নয়। অ্যাভেরি বুলার্ডের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক, যাকে বলে প্লেটনিক, নিষ্কাম; ক্ষতিপূরণ হিসাবে ছোটখাটো আদর দেখানোও তার মধ্যে ছিল না। যে-কোন বুদ্ধিমতী, সহায়িকা স্ত্রী এবং প্রভুত্বপ্রিয়, আজ্ঞাকারী ও প্রতিভা-বান স্বামীর সম্পর্ক থেকে তাঁদের সম্বন্ধের খুব প্রভেদ ছিল না। এমন

বিবাহে সাধারণতঃ যা দেখা যায়, তার চেয়ে একটুখানি বেশী সম্মান মিঃ বুলার্ডের আচরণে প্রকাশ পেত বটে, কিন্তু এই সুবিধাটুকুর বিপরীত ব্যাপারও ছিল, কোন কৌতুকজনক বিরাগ এক মুহূর্তের জন্যেও এতটুকু অনুরাগের ভূমিকা হয়ে ওঠেনি।

যদি কোন স্বামীর খেয়াল ও বাতিকের সঙ্গে তুলনা করা হয়, দেখা যাবে কোন স্ত্রীকেই এর চেয়ে বেশী সহ্য করতে হ'ত না—এরিকা মার্টিনেরও এমন সময় আসত যখন সহ্য ক'রে থাকা তাঁর পক্ষেও কঠিন হ'ত। কখন কখনও অ্যাভেরি বিরক্তিকর হয়ে উঠতেন আর মজা হচ্ছে, প্রায় সব সময়েই কোন তুচ্ছ ব্যাপার নিয়েই এসব ঘটত। দিনের পর দিন বড় বড় সমস্যাপূর্ণ কাগজপত্র টেবিলে রাখার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় অ্যাভেরি বুলার্ড সেগুলির নিষ্পত্তি ক'রে ফেলতেন। এর চেয়ে ভাল সহযোগিতা মিস মার্টিন আশা করতে পারতেন না। তারপর হঠাৎ কোন ছোট জিনিসের বেলায় নিতান্ত অকারণেই তিনি বিষম একগুঁয়ে হযে বসতেন, যেন প্রায় ইচ্ছে ক'রেই তাঁকে মিঃ বুলার্ড বিরক্ত করতে চাইছেন। মনে রাখবার সুবিধার জন্যে মিঃ বুলার্ডের টেবিলে একটি নোট বই থাকত, মিঃ ফিট্জ্‌জেরাল্ডের মৃত্যুর পর মিস মার্টিন তিন সপ্তাহেই নানা চতুর কৌশলে "কার্যনির্বাহক ভাইস-প্রেসিডেন্ট" নিয়োগের ব্যবস্থাটি সেরে ফেলবার জন্য মিঃ অ্যাভেরিকে তাগিদ দেবার চেষ্টা করেছেন। একবার তিনি তাঁকে সোজাসুজি জিজ্ঞাসাই করলেন। তাতেও কিছু ফল হ'ল না। এর বেশী এগনো তাঁর চলে না। অ্যাভেরি যদি জিদ ধ'রে ব'সে থাকতে চান, কিছুতেই তাঁকে নড়ানো চলবে না। প্রতি সোমবার সকালে "চুল কাটা" কথাটির মত "কার্যনির্বাহক ভাইস-প্রেসিডেন্ট নির্বাচন" কথাগুলি তাঁর রোজনামচায় লিখে রাখতে পারেন না। ক্ষোভের কথা অবশ্য এই যে, এ-অবহেলার জন্যে মিস মার্টিনকে কি অপ্রীতিকর অবস্থায় পড়তে হয়, তিনি একবারও তা বোঝেন নি। তাঁকেই ত ভাইস-প্রেসিডেন্টদের ডাকতে হয়, কিন্তু মিঃ বুলার্ড সে-কথাটি কখনই ভাবেন না।

মিস মার্টিন চোখ নামালো, আর তাঁর হাতের তারটি তাড়া দিয়ে মনে করিয়ে দিল সময় বয়ে যাচ্ছে। শুক্রবারের বিকেলের কথা। ভাইস-প্রেসিডেন্টদের কেউই জানেন না যে মিঃ বুলার্ড নিউইয়র্ক থেকে ফিরে আসছেন। তাঁদের মধ্যে যে-কেউ একজন হয়ত সপ্তাহশেষে তাড়াতাড়ি বাইরে যাবার ব্যবস্থা করতে পারেন। এখনই তাঁদের ধরতে হবে...হ্যাঁ, সবাইকেই। কেউ নির্বাহ-সমিতির সভায় হাজির না থাকলে অ্যাভেরির মেজাজ বিগড়ে

যাবে, আর এমন মেজাজ খারাপ করা তাঁর পক্ষে ভাল নয়...গতবারে তাঁর রক্তের চাপ দু-পয়েণ্ট বেড়ে গিয়েছিল।

তাড়াতাড়ি তিনি তাঁর দপ্তরের দরজা থেকে বেরিয়ে যে ঘোরানো মধ্যযুগের ওক কাঠের সিঁড়ি শিল্পপতির খাস কামরার দুটি তলাকে যুক্ত করেছিল সেদিকে এগিয়ে গেলেন। সিঁড়ির তলাটিই আগে-পরের সমস্যা সমাধান ক'রে দিলে। ঠিক সামনের দরজাতেই লেখা ছিল: ফ্রেডারিক অল্ডার্‌সন, ভাইস-প্রেসিডেন্ট ও কোষাধ্যক্ষ। এই দরজাটিই কেন তিনি প্রথমে খুললেন, এ-ঘটনার কেউই বিশেষ কোন গুরুত্ব দিতে পারে না।

ফ্রেডারিক অল্ডার্‌সন তাঁর ডেস্কের পিছনে বসেছিলেন। তাঁর শরীরটি আরামে চেয়ারে ন্যস্ত, মাথাটি সোজাসুজি রয়েছে, গোলাপী মোমের মত মুখের উপরদিকে উঁচু মাথাটির সাদা চুল একটিও অবিন্যস্ত নয়। তিনি এমনভাবে বসেছিলেন যেন তাঁর নিজের অবস্থিতিটাও তাঁর অফিসের সমস্ত জিনিষের নিখুঁত পরিপাটি ব্যবস্থার একটি অংশ। তাঁর অভ্যর্থনার হাসিতেও তেমনই সযত্ন ভঙ্গি ছিল।

"ভিতরে আসুন, মিস মার্টিন।"

"এইমাত্র মিঃ বুলার্ডের কাছ থেকে খবর পেলাম, তিনি নিউইয়র্ক থেকে বাড়ি ফিরছেন। ছ'টায় এক সভা ডেকেছেন তিনি।"

তাঁর হাসিটি প্রায় নজরে না পড়বার মতই ক্ষণিকের জন্য মিলিয়ে গেল, কিন্তু তা এত সামান্য ক্ষণের জন্য ও তা এত তাড়াতাড়ি ফিরে এল যে আর একটু হ'লেই তা মিস মার্টিনের দৃষ্টি এড়িয়ে যেত।

"আশা করি এতে খুব অসুবিধা হবে না, মিঃ অল্ডার্‌সন।"

"না।" এই একটি ছোট কথা তিনি এমনভাবে বললেন যে তাতেই বোঝা গেল, তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে এমন কিছু নেই যাতে অ্যাভেরি বুলার্ডের আহ্বানের গুরুত্ব ঢাকা পড়তে পারে।

মিস মার্টিন বললেন, "আমার নিশ্চয় মনে হচ্ছে ব্যাপার গুরুতর, নইলে তিনি সবাইকে থাকতে বলতেন না।"

মিঃ অল্ডার্‌সন সতর্কভাবে প্রশ্ন করলেন, "সবাইকে?"

"নির্বাহ-সমিতি।"

"ওহো, ঠিক। ধন্যবাদ, মিস মার্টিন।"

মিস মার্টিনকে দরজার কাছে থামতে হ'ল, "বোধ হয় আপনার কোন ধারণা নেই এই সভা কতক্ষণ চলবে?"

"না. আমি দুঃখিত।"

"আচ্ছা, তাতে আসলে কিছু যায়-আসে না। মিসেস অল্ডার্‌সন আর আমি সাতটায় ডিনারে যাচ্ছি, কিন্তু আমি নিশ্চয় জানি আমাদের কয়েক মিনিট দেরি হ'লে নিমন্ত্রণকারীরা তা বুঝবেন।"

মিস মার্টিন দরজা বন্ধ করতে গিয়ে দেখলেন, মিঃ অল্ডার্‌সন এক সদ্য-ছুঁচলো পেন্সিল তুলে নিয়ে তাঁর ডেস্কের প্যাডটির জন্যে হাত বাড়ালেন। মিঃ অল্ডার্‌সনের জীবনে কখনও এমন কিছু ঘটেনি যা তিনি লিখে রাখতেন না। লিখতেন আঁটসাট হিসাবের খাতা লেখার হরফে, তামার পাতের ছাপের মত দেখতে হ'ত।

নিচে হলে গিয়ে এরিকা মার্টিন ভাবতে লাগলেন, ফ্রেডারিক অল্ডার্‌সনের আনুগত্যে যে-ত্যাগ রয়েছে, তার মূল্য কি অ্যাভেরি বুলার্ড কখনও বুঝে দেখেন...অ্যাভেরি যদি মিঃ অল্ডার্‌সনকে তাঁর কার্যনির্বাহক ভাইস-প্রেসিডেন্ট ক'রে নেন ত চমৎকার হয়...তা না করবার কোন কারণই নেই। মিঃ অল্ডার্‌সন ভাইস-প্রেসিডেন্টদের মধ্যে সবচেয়ে প্রবীণ। তাতে ব্যবস্থাপনার কোনও ঝঞ্ঝাট থাকবে না, বয়সও একষট্টি; সুতরাং যাই হোক, তাঁকে চার বছরেই অবসর নিতে হবে।

যে-দরজাটি খালি আছে, তাতে নূতন কার্যনির্বাহক ভাইস-প্রেসিডেন্টের নাম বসান হবে, তা পার হয়ে তিনি যে-দরজাটি খুললেন, তাতে নাম লেখা ছিল—"জেসি গ্রিম, উৎপাদন-ব্যবস্থার ভাইস-প্রেসিডেন্ট।"

জেসি গ্রিম তাঁর দপ্তরে ছিলেন না, কিন্তু তাঁর পাইপের তামাকের গন্ধ বাতাসে ভারী হয়ে ভাসছিল। এরিকা মার্টিন তাঁর সেক্রেটারীর ছোট কুঠরিটির দরজা দিয়ে ঢুকে প'ড়ে বললেন, "এই যে রুথ, মিঃ গ্রিম এদিকে আছেন?"

রুথ এলকিন্স জোরে ঢোক গিলে, হাজার হাজার টুকিটাকি খাবার যে পথে গিয়ে তাঁর গোলগাল শরীরটি গ'ড়ে তুলতে সাহায্য করেছে, সেই পথে আর একটি চকোলেট মাখানো ক্ষুদে কেক পাঠিয়ে দিয়ে বললেন, "কি মুশকিল, মিস মার্টিন, তিনি এই ক'মিনিট হ'ল চ'লে গেছেন।"

"তাঁকে তোমায় ধরতে হবে, রুথ। মিঃ বুলার্ড ছ'টায় নির্বাহ-সমিতির সভা ডেকেছেন।"

"ছ'টায়? কি মুশকিল, মিস মার্টিন, আমি জানি না যে তাঁকে ধরা যাবে কি না। তিনি তাঁর মেরিল্যাণ্ডের বাড়িতে যাচ্ছেন।"

"কতক্ষণ আগে তিনি এখান থেকে গেছেন?"

'দশ মিনিট হবে।"

"তিনি কি প্রথমে বাড়ি যাচ্ছিলেন?"

"তাই ত মনে হয়।"

"তবে তুমি এখনই ডাকলে এখনও তাঁকে ধরার সম্ভাবনা রয়েছে।"

"নিশ্চয়, শুধু—কি মুশকিল মিস মার্টিন, এ বড়ই দুঃখের কথা। মিঃ গ্রিম প্রায় প্রতি রাত্রেই কারখানায় এসেছেন আর এটা হচ্ছে সপ্তাহের শেষ—"

এ-প্রসঙ্গটি শেষ ক'রে দেবার জন্য মিস মার্টিন তীক্ষ্ণস্বরে বললেন, "তাঁকে যদি ধরতে না পার, তৎক্ষণাৎ আমাকে জানাবে।" রুথকে একটু সুযোগ দিলেই সে শুধু ব'কে চলবে, থামবেই না। মিঃ গ্রিম যে রুথকে নিয়ে এত বছর কি ক'রে চালিয়েছেন তা প্রায় ধারণার অতীত। একমাত্র সম্ভাব্য কারণ হ'তে পারে, নিছক দয়া। সেইটাই মিঃ গ্রিমের বৈশিষ্ট্য... তাঁর এক দুর্বলতা...যন্ত্রের কাছ থেকে তিনি নিখুঁত কাজ চান, কিন্তু তাঁর লোকজনের মধ্যে তার অভাব ক্ষমা করতে বড় বেশী তৎপর...এটা কিন্তু দোষ...অ্যাভেরিও তা মানেন...কিন্তু তিনি যেমন একবার বলেছিলেন, মানুষের ত্রুটি থাকবেই। এর চেয়েও খারাপ কত দোষ তাদের থাকতে পারত। অ্যাভেরি পছন্দ করেন জেসি গ্রিমকে, স্পষ্টই তা বোঝা যায়। যখন তিনি বলেন 'বুড়ো জেসিকে এখানে ডেকে আন।' তখন তাঁর কণ্ঠস্বরে বিশেষ স্নেহ প্রকাশ পায়। অন্য ভাইস-প্রেসিডেন্টদের প্রায় সর্বদাই পদবি বলা হয়..."মিঃ অল্ডার্‌সনকে এক মিনিটের জন্যে আসতে বল।"

এই দুটি নাম তাঁর মনে পাশাপাশি আসাতে চট ক'রে এক প্রশ্নের উদয় হ'ল। এইজন্যেই কি অ্যাভেরি দেরি করছেন? হয়ত তিনি মিঃ গ্রিমকেই কার্যনির্বাহক ভাইস-প্রেসিডেন্ট করতে চান, মিঃ অল্ডার্‌সনকে অসন্তুষ্ট না ক'রে তা করার কোন পথ পাওয়া অবধি অপেক্ষা করছেন...না, এটা ভুল...যার সম্মুখীন হওয়া দরকার, তার মুখোমুখি হ'তে মিঃ অ্যাভেরি কখনও দ্বিধা করেন না। ব্যক্তিগত বিচার-বিবেচনা এর আগে কখনও তাঁকে বাধা দেয়নি...এসব অতিক্রম করার শক্তি তাঁর আছে...সে-অছিলায় তিনি নিজেকে ডাকতে পারেন না। কোন অছিলাই নেই...এ শুধু তাঁর জিদ।

ওয়াল্টার ডাড্‌লে বিক্রয়-ব্যবস্থার ভাইস-প্রেসিডেন্ট, আর পরিকল্পনা ও উন্নয়নের ভাইস-প্রেসিডেন্ট ডন ওয়ালিং-এর দপ্তর, মাঝে এক দরজা দিয়ে সংযুক্ত। ডাড্‌লের দপ্তর ছিল খালি, কিন্তু মিস মার্টিন মধ্যের দরজা দিয়ে তাঁর গলা শুনে সেটি খুললেন। দুজনে একধারে এক লম্বা টেবিলের সামনে ব'সে আছেন, তাঁদের সামনে আসবাবের বহু পরিকল্পনার নক্সা ছড়ানো রয়েছে।

ওয়াল্ট ডাড্‌লে সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন তাঁর মুখে দিল-খোলা হাসি ফুটে উঠল। মানুষটি নজরে পড়ার মত, বিশাল শরীর, চওড়া কাঁধ, বলিষ্ঠ ঘোর বাদামী মুখের উপরদিকে চুলগুলি অকালে সাদা হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি বন্ধুত্ব ক'রে নিতে তিনি পাকা ওস্তাদ। তিনি বললেন, "প্রিয় এরিকা, ঠিক তোমার মত কারুকেই আমাদের দরকার—নিরপেক্ষ মধ্যস্থ, অথচ তাড়াতাড়ি বিক্রির জিনিস বাছবার মত ভাল চোখ থাকা চাই। ডন আর আমি ঠিক করতে পারছি না যে এই বিশেষ নমুনাগুলির কোন কোনটি আমি আজ রাত্রিতে শিকা-গোর বাজারে নিয়ে যাব।"

এরিকা মার্টিন অনিচ্ছা সত্ত্বেও একটু হাসলেন। তিনি জানতেন ওয়াল্ট ডাড্‌লে যা-কিছু বলেন, তা তাঁর নিজের অতি নিজস্ব অভিনয়েরই একটি অংশ—যেমন এই "প্রিয় এরিকা;" সে-কথা অন্য কোনও ভাইস-প্রেসিডেন্ট সম্ভবতঃ বলতে পারতেন না—তবু অন্য সব সময়ের মত এখনও তাঁর হাসিটা ফুটিয়ে তুলতে তিনি সমর্থ হলেন।

হাসিতে কণ্ঠস্বর লঘু ক'রে মিস মার্টিন বললেন, "আসলে আপনারা আমায় জিজ্ঞেস করছেন, কোন পরিকল্পনাটি মিঃ বুলার্ডের পছন্দ হবে।"

প্রশংসার হাসি হেসে তাঁর সুডৌল মাথাটি দুলিয়ে ডাড্‌লে বললেন, "ডন, আমি কি সব সময় বলি না যে, ইনি মানুষের মনের কথা জানতে পারেন?"

এরকম সায় চাওয়াতে ডন ওয়ালিং ঘাড় নাড়লেন বটে, কিন্তু স্পষ্টই বোঝা গেল তার সঙ্গে সামান্য বিব্রত বোধের ভাবও মেশানো আছে। তিনি বললেন, "আমার আশঙ্কা হচ্ছে এতে মিস মার্টিনকে মুশকিলে ফেলা হচ্ছে, মিঃ বুলার্ডের কথা আন্দাজ করতে বলা হচ্ছে।"

মিস মার্টিন তামাসা ক'রে বললেন, "যদি মিঃ বুলার্ডের কথা আন্দাজ করতে পারতাম তা হ'লে আমিই ভাইস-প্রেসিডেন্ট হয়ে যেতাম।"

সঙ্গে সঙ্গেই হেসে উঠলেন ডাড্‌লে, "সেটা একটা গুণই নয়, তা যদি হ'ত, তবে কোন ভাইস-প্রেসিডেন্ট থাকত না।"

মিস মার্টিন দেখলেন এ-কথাবার্তা মিঃ বুলার্ডের সম্বন্ধে ব্যক্তিগত মন্তব্যের নিষিদ্ধ এলাকায় পেঁাছে যাচ্ছে, তাই তাড়াতাড়ি সভার কথা ঘোষণা করে প্রসঙ্গটি চাপা দিলেন।

সেই একটিবার ওয়াল্ট ডাড্‌লে যেন অসতর্ক মুহূর্তে নিজেকে প্রকাশ ক'রে ফেললেন, তাঁর হাসিটি মিলিয়ে গেল। "কিন্তু আমি যে সাতটার প্লেনে শিকাগো যাচ্ছি। আসবাবের বাজার সোমবারে খুলবে, কালই দোকানগুলিতে একটা অগ্রিম প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে হবে—যাতে অর্ডার নেবার লোকেরা

আগেই আসবাব দেখতে পারে।" তাঁর শেষের কথাগুলি ক্ষীণ হয়ে এল, শোনা যাবার পর কথাগুলি যেন সত্যতা হারিয়ে ফেলল; "বেশ আমি হয়ত পরের প্লেনও পেতে পারি।" হাসিটি আবার ফিরে এল। চেয়ারের ধুলো ঝেড়ে রেখো, এরিকা, আমি ঠিক হাজির হব।"

ওয়ালিং মিস মার্টিনের দিকে ফিরেছিলেন, মুখে তাঁর ভ্রূকুটি। "আমি ত দেখতে পাচ্ছি না মিস মার্টিন, কি ক'রে আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব হবে। যেই পাঁচটার কাজের ঝামেলা শেষ হবে, অমনি ঢালাই কাজ দেখা শুরু হবে—ঠিক হয়ে আছে।"

বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তির ছোটকে উপদেশ দেওয়ার মত ডাড্‌লে বললেন, "তা বন্ধ রাখাই ভাল।"

ওয়ালিং প্রতিবাদ করলেন। "আমরা কাজ বন্ধ রাখতে পারি না। এর মধ্যেই ওরা ফিনিশের রজনের কাজ আরম্ভ ক'রে দিয়েছে। এটাকে বাঁধা-ব্যবস্থা অনুসারেই চালাতে হবে, নইলে হবেই না। এই সপ্তাহের শেষে সব জিনিসের ব্যবস্থা ক'রে রাখতে আমাদের পুরো একমাস লেগেছে। এ যদি এখন আমরা ছেড়ে দিই, তবে আবার সব কিছু কারখানার উপযুক্ত করতে আরও একটি মাস লেগে যাবে।"

এরিকা মার্টিন জিজ্ঞেস করলেন, "আপনাকে না নিয়ে কি ওরা চালিয়ে যেতে পারবে না?" প্রশ্নটা এমনভাবে করলেন যেন কৌশলেই তাঁকে জানিয়ে দেওয়া হ'ল যে, কিছুতেই যেন তাঁর সভায় যোগ দেওয়ার বাধা না পড়ে। ডন ওয়ালিং নূতন ভাইস-প্রেসিডেন্ট, দু বছরের কম তিনি শিল্পপতির খাসদপ্তরে উঠেছেন, এখনও অনেক জিনিস তাঁকে শেখাতে হয়।

ওয়ালিং বললেন, "আমি দেখতে পাই না কি ক'রে তা হবে। মিস্ত্রিদের কাজ এগোবার সঙ্গে সঙ্গে অনেক জিনিস স্থির ক'রে দিতে হবে। কিন্তু মনে হচ্ছে এ-অবস্থায় কাজ বন্ধ রাখা ছাড়া আর কিছু করবার নেই।"

এরিকা ভাবলেন, ইনি শিখছেন, কিন্তু শেখবার আরও অনেক কিছু আছে...মনের ভাব গোপন করতে তিনি নিজেকে শিক্ষা দেননি।

ডাড্‌লে জোর ক'রে হেসে উঠলেন, ভাল অভিনেতা যেমন সঙ্গী ভুল বললে তা সামলে নেয় এইভাবে ব'লে উঠলেন, "মন চাঙ্গা কর হে। এই সভা তাড়াতাড়িও শেষ হয়ে যেতে পারে, তার পরে তুমি ঠিক সময়েই কারখানায় গিয়ে পড়তে পারবে।"

এরিকা মার্টিনের লোভ হ'ল। তিনি জানেন এই পরীক্ষা-কাজ কত জরুরী। টাকা মঞ্জুরীর প্রস্তাবের সঙ্গে প্রাথমিক ব্যয়ের যে-বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিল তা

তিনি দেখেছিলেন। এই নূতন ঢালাই-প্রক্রিয়া অনুসারে যদি কাজ হয়, তবে কয়েক বছরের মধ্যে সেটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। একমাস দেরিও শোচনীয় হবে। অ্যাভেরি যদি সেখানে থাকতেন তবে তিনি নিশ্চয়ই ওয়ালিংকে সভার ভাবনা না ক'রে এই কাজ চালিয়ে যেতে বলতেন। তবু তিনি তাঁর হয়ে বলবার লোভে নিজেকে জড়িয়ে ফেলার ভরসা পেলেন না। এই ব্যর্থতার প্রতিবন্ধক তাঁর সারা জীবনকে ঘিরে রেখেছে। যে-কারুর চেয়ে যে-কোন নির্দিষ্ট ব্যাপারে অ্যাভেরির প্রতিক্রিয়া কি হবে, তা তিনি ভাল ক'রে জানেন, তবুও তা অব্যর্থ ব'লে ধরে নিতে সাহস করেন না। তিনি শুধু তাঁর কথার পুনরুক্তি করবেন, তাঁর হুকুম পাঠিয়ে দেবেন, আদেশের প্রতিধ্বনি করবেন, এইটুকুই মাত্র। এর বেশী কিছু হ'লেই তা সীমানার বাইরে চ'লে গেল।

দরজার বাইরে এসে এরিকা মার্টিন মনে মনে হাতড়াতে লাগলেন। এর আগেও অনেকবার তিনি এমন করেছেন। বুদ্ধির এমন কি কোন নিশানা নেই যার দ্বারা চিন্তার গতি স্থির করা সহজ হয়, আর এই যে অপ্রীতিকর অবস্থায় তিনি সব সময়ে পড়েন, তারও কিছু সমর্থন খুঁজে পাওয়া যায়। তিনি সর্বদাই অ্যাভেরি বুলার্ড ও তাঁর ভাইস-প্রেসিডেন্টদের মাঝখানে দুলছেন। যেসব আদেশ তাঁকে জানাতে হয়, তাঁর নিজের সেগুলির সঙ্গে কোন সম্পর্কই নেই, তবু সেগুলির দরুন বিরক্তি ও রাগের পাত্রী তাঁকেই হ'তে হয়। ছ'টার সময়ে নির্বাহ-সমিতির সভা ডাকার পিছনে রয়েছে একনায়কত্বের স্বৈরাচারী সিদ্ধান্ত, অন্য কারুর সুবিধা-অসুবিধা বা ইচ্ছার কথা বিবেচনা না ক'রেই তা ধার্য করা হয়েছে। মিস মার্টিন তা মানেন। কিন্তু এ তাঁর দোষ নয়। তাঁকে কেন যে তাঁরা ঘৃণা করেন...আর ঘৃণা তাঁরা করেন, সকলেই করেন! একমাত্র ওয়ালিং তা প্রকাশ করতে সাহস করেন, তার কারণ শুধু এই যে তিনি নূতন, এখনও শেখেন নি যে ভাইস-প্রেসিডেন্টের কাজের জন্যে মুখোস একটা অত্যাবশ্যক অঙ্গ। এদের সকলেরই নিজের মুখোস আছে, ডাড্‌লের মুখোস তার হাসি, অল্ডারসনের ভাবশূন্যতা, গ্রিমের কালো পাইপ থেকে উপরে ওঠা পাতলা নীল ধোঁয়ার জাল, শ'র হ'ল...

এ-নামটি যেন তাঁকে একটা খোঁচা দিল। তাড়াতাড়ি মোড় ঘুরে তিনি যে-দরজার সামনে দাঁড়ালেন তাতে নাম লেখা ছিল, লরেন শ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট ও হিসাব-রক্ষক। একটা সভা চলছিল সেখানে; সংবাদটি শ'র সেক্রেটারীর কাছে রেখে যাবেন স্থির ক'রে তিনি তাড়াতাড়ি পেছিয়ে এলেন। কিন্তু যেই তিনি দরজা থেকে মাত্র এক পা গেছেন, তখনই শ' বেরিয়ে এলেন।

"কি চাই, মিস মার্টিন ?"

"আপনাকে বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত মিঃ শ।"

"মোটেই না, মিস মার্টিন। জরুরী কিছুই নয়, শুধু আমাদের বিভাগের প্রধানদের সামান্য এক সভা। আমাদের আধা বছরের হিসাব শেষ করার ব্যবস্থা ঠিক করছি।"

"মিঃ বুলার্ড নিউইয়র্ক থেকে বাড়ি ফিরছেন, তিনি ছ'টার সময়ে নির্বাহ-সমিতির এক সভা ডেকেছেন।"

সব ক'টি মুখোসের মধ্যে লরেন শ'রটি সবচেয়ে ভাল। তাঁর দৃষ্টি সোজাসুজি তাঁর চোখের উপর, তবু মিস মার্টিন কোন প্রতিক্রিয়ার চিহ্নমাত্র দেখতে পেলেন না সেখানে ; আর যখন তিনি বললেন, "দেখা যাচ্ছে আজ নিউইয়র্কে কোন ঘটনা ঘটেছে," তখন তাঁর কন্ঠস্বরে বিন্দুমাত্র অস্বাভাবিকতার রেশ ছিল না।

মিস মার্টিন তাড়াতাড়ি বললেন, "তাই দেখা যাচ্ছে।" ইনি কি জানেন অ্যাভেরি নিউইয়র্কে কি করছিলেন.. না এই সভা কি সম্বন্ধে, তাই তাঁকে বলাবার জন্যে চতুরভাবে তিনি চেষ্টা করছেন ? যাই হোক আর কিছু বলবার নেই। "ধন্যবাদ মিঃ শ।"

"ঠিক আছে, মিস মার্টিন। আমি থাকব সভায়।" মিস মার্টিন অনুভব করলেন শ'র দৃষ্টি তাঁকে অনুসরণ করছে, তিনি মোড় ঘুরে সিঁড়ি ওঠা আরম্ভ করার পর তবে তাঁর দরজা বন্ধ করার শব্দ পেলেন। সিঁড়ির উপরে উঠে হঠাৎ বুঝতে পারলেন, তিনি কেন তাঁকে দেখছিলেন। তিনি বোঝবার চেষ্টা করছিলেন আহুত ব্যক্তিদের মধ্যে সত্যিই তিনি শেষ ব্যক্তি কি না। একটা অকারণ ভয়ের শিহরণ চমকে গেল মিস মার্টিনের শরীরে, তা তিনি ঝেড়ে ফেললেন। লরেন শ যা কিছু মনে করুন, তাতে তাঁর ভয় পাবার কি আছে ? তিনি ত কেবল ভাইস-প্রেসিডেন্ট। আর তিন ঘন্টার মধ্যেই অ্যাভেরি এসে পড়ছেন।

নিজের দপ্তরের ভিতর দিয়ে তিনি অ্যাভেরি বুলার্ডের দপ্তরে এলেন। রোদের জন্যে পর্দাগুলি টেনেই দিয়েছিলেন তিনি, এখন দরজা বন্ধ ক'রে দিলেন, কোমল ওক কাঠের বরগাগুলির মধ্যে রঙিন কাঁচ দেওয়া ঘুলঘুলির ভিতর দিয়ে গির্জার ভিতরকার নরম আলোর মত যেটুকু আলো আসছিল তা ছাড়া আর সব আলো বন্ধ হয়ে গেল। অ্যাভেরি বুলার্ডের ডেস্কের পিছনে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি, যেখান থেকে হাত বাড়িয়ে তাঁর চেয়ারের পিঠটি ছুঁতে পারেন সেখানে গিয়ে থামলেন। তাঁর হাত ধীরে ধীরে রুক্ষ কঠিন ওক কাঠ ছাড়িয়ে মানুষের গায়ের স্পর্শের মত নরম লাল চামড়ার গদিতে গিয়ে থেমে রইল। তাঁর দৃষ্টি হাতকে অনুসরণ করছিল না, তিনি সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। তাঁর মুখোসটির কোন বদল হয়নি।

(৩)

নিউইয়র্ক শহর

বেলা ৪-৫২

আরও অনেক সরকারী কর্মচারী প্রায়ই যেমন হয়, ফ্র্যাঙ্ক গ্রোসও তেমনই, মানুষের যেসব ত্রুটি তার জীবিকা সংস্থানের মূল কারণ, সেগুলির কঠোর সমালোচক। প্রায়-ই সে বলত, যুক্তরাষ্ট্রের আইনে যদি সব লোকই নিজের নাম ও সামাজিক নিরাপদ অবস্থার নম্বরটি গায়ে উল্কি এঁকে পাকাপাকি লিখে রাখতে বাধ্য হ'ত, তবে তার চাকরির প্রয়োজনীয়তাও অনেকখানি কমে যেত। যেসব লোক দেহে উপযুক্ত পরিচয়ের চিহ্ন না নিয়ে কোন প্রকাশ্য স্থানে বেকুবের মত প'ড়ে থাকে তাদের প্রতি তার কটূক্তির কোন ব্যতিক্রম হ'ত না।

ফ্র্যাঙ্ক গ্রোসের ডেস্কে সনাক্তকরণের জন্যে যেসব সমস্যা আসত, শেষ পর্যন্ত তার কিনারা হ'লেও তাতে সে সামান্যই খুশি হ'ত। তার মতে এমন জিনিসে সে তার শক্তি ও বুদ্ধি নষ্ট করছে, প্রথমতঃ যার কখনই কোন প্রয়োজন থাকতে পারে না।

সামনে যে-নথিপত্র পড়েছিল, সেটা নিতান্ত বিরক্তির সঙ্গেই খুলল সে। তার মনে পড়ল ম্যাকিন্টশ এটি যখন আনে, তখন বলেছিল, "এটার উপর বিশেষ নজর দিও, ফ্র্যাঙ্ক। বোধ হচ্ছে এ একজন মস্ত কেউ হবে।" বড় মানুষদের প্রতি ফ্র্যাঙ্ক গ্রোসের ভালবাসা ছিল না। যদি তার উনিশ বছরের পাকা চাকরি না হ'ত...আর যে-লোকের স্ত্রী ও চারটি ছেলেমেয়ে রয়েছে সে চাকরির কথা ভুলতে পারে না...তা না হ'লে ম্যাকিন্টশকে ব'লে দিত সে কি করতে পারে। ম্যাকিন্টশ হচ্ছে এক জ্বালা। সাধারণ মানুষ ম'রে প'ড়ে থাক, তা বাঁধা-ধরা নিয়মের মধ্যে; কিন্তু এমন এক ঘটনা ঘটুক, যা দেখে মনে হয়, এর পিছনে গোটা দুই ভোট হয়ত থাকতেও পারে—আর ম্যাকিন্টশ বলবে "জরুরী" ক'রে দিতে হবে...হাঁ, আর পাঁচটা বাজতে কুড়ি মিনিটে—ঠিক যাতে সে ট্রেনটি না ধরতে পারে।

ফ্র্যাঙ্ক গ্রোস আবার চশমা প'রে চোখ পিট পিট ক'রে দৃষ্টি ঠিক ক'রে নিল তারপর রিপোর্টের ফর্মের লেখাটি পরীক্ষা করতে লাগল। ব্যাগ...নেই। কাগজপত্র...কিছু নেই। লণ্ড্রির দাগ...কিছু নেই—লণ্ড্রির দাগ সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রের একটা আইন হওয়া উচিত। শার্টের হাতায় আদ্যক্ষর এ. বি। সুট মাঝামাঝি বাদামী, তার উপর ফিকে লাল চেক...ফরমাস দিয়ে তৈরি করানো, দর্জি ডি. অ্যাণ্ডরুজ্জি, পাম্‌বীচ, ফ্লোরিডা...ক্রেতার নামের লেবেল নেই। কোট ঝুল ৪৪। প্যান্টালুন...কোমর ৪৪। ভিতরের সেলাই, ৩৫। টুপি ডব্‌সের তৈরি, মাপ ৬$\frac{৭}{৮}$; আদ্যক্ষর, এ. বি। পকেটের জিনিস...খুচরো পয়সা মোট ১'৫৭ ডলার, ক্যান্টন, ওহিও থেকে বাসের টিকিট, ক্যামেল সিগারেট, ডান্‌হিল সিগারেটের লাইটার, তাতে আদ্যক্ষর এ, বি।

যে-আহাম্মক এই রিপোর্ট লিখেছে, তার উদ্দেশে বিরক্তির এক শব্দ ক'রে, জোরে বিড় বিড় ক'রে ফ্র্যাঙ্ক বলল, "আরে বাবা, আমি জানি তার আদ্যক্ষর এ. বি; কতবার তা আমায় বলবে?"

নিরুপায়ের মত দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে সে তার ডেস্কের উপরের ডানদিকের দেরাজ খুলে তারের ফর্মের এক প্যাড বার করল। সে দুটি তার লিখল, একটির ঠিকানা পুলিশ প্রধান, পাম্‌বীচ, ফ্লোরিডা, অন্যটি পুলিশ প্রধান, ক্যান্টন, ওহিও। শহরের বাইরের ঘটনায় ফ্র্যাঙ্ক পুলিশ প্রধানের চেয়ে কম মর্যাদার কোনও লোকের কাছে কখনও সংবাদ পাঠাত না। তাঁদের যদি না ভাল লাগে, কি এসে যায়? যেমন তাঁরা তাঁদের শহরের লোকেদের নিউইয়র্কে এসে জ্বালাতন করতে দেন, তারই উচিত প্রতিফল।

তার লেখা হ'লে ফ্র্যাঙ্ক গ্রোস তার দেরাজের কাছে গিয়ে টুপিটি বার ক'রে নিয়ে বাড়ি চলল। ম্যাকিন্টশ বলেছিল, এটা জরুরী, ক'রে দিতে...বেশ, জরুরীই ত হ'ল। এর চেয়ে বেশী সে কি করতে পারে?

বেলা ৫-০২

যে-জনস্রোত গর্জন ক'রে পাঁচটার সময়ে ওয়াল স্ট্রীট ধ'রে মাটির নিচের রেলপথের দিকে চলেছিল, জর্জ ক্যাস্‌ওয়েল তা ঠেলে শেষ পর্যন্ত তাঁর নির্দিষ্ট কোণটিতে পৌঁছলেন। ট্রাফিক অফিসার তাঁকে চিনতে পেরে বিনীতভাবে সেলাম করল, যে ক্যাডিলাক গাড়িটি বাড়ির সারির আধাআধি পথে গাড়িরাখার নিষিদ্ধ সীমানায় অলসভাবে দাঁড়িয়েছিল, হাত নেড়ে সেটি দেখিয়ে দিলে।

নীল ফিঞ্চ ইতিমধ্যেই পিছনের আসনে এসে বসেছেন, আর যে-মুহূর্তে

ক্যাস্‌ওয়েল ভিতরে এলেন, ড্রাইভারও গাড়িটি চালিয়ে দিল। এরা দুজন বহুকালের বন্ধু, তাঁদের সম্পর্ক এত অটুট যে প্রতিযোগিতা ও ঘনিষ্ঠতা, দুয়েরই ধাক্কা সামলেও তা টিঁকে আছে। তাঁরা দুই প্রতিদ্বন্দ্বী শেয়ার-দালালি কারবারের কর্তা, ক্যাস্‌ওয়েল অ্যাণ্ড কোং আর স্লেড অ্যাণ্ড ফিঞ্চ, এবং গত নয় বছর তাঁরা লঙ আইল্যাণ্ডের লাগোয়া দুটি বাড়িতে বাস করছেন। গরমের ক'মাস তাঁরা একসঙ্গে গাড়িতে যাওয়া আসা করেন, প্রত্যেকে একদিন অন্তর নিজের গাড়ি ব্যবহার করেন।

ক্যাস্‌ওয়েল বললেন, "আমি যে তোমার এতটা দেরি ক'রে দিলাম তাতে আশা করি খুব বেশী অসুবিধে হয়নি, নীল।"

"না, ভালই হয়েছে। এতে আমার ডেস্কের কতকগুলি জিনিস সেরে নেবার সুযোগ পাওয়া গেল।"

যে পর্যন্ত না গাড়িঘোড়ার এক ভিড়ে আটকা প'ড়ে গাড়ি থামল, তাঁরা চুপ ক'রে চলতে লাগলেন।

ফিঞ্চ বললেন, "আমি শুনলুম তোমার বন্ধু আজ শহরে এসেছিলেন।"

"কে?"

"অ্যাভেরি বুলার্ড। উইন্‌গেট তাঁকে তোমার দপ্তর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখেছিল।"

"ও হাঁ, বুলার্ড এসেছিলেন। আসলে এই ব্যাপারটাই আমার দেরি করিয়ে দিলে, তিনি কখন ডাকবেন সেজন্যে অপেক্ষা করতে হ'ল।"

"কার্যনির্বাহক ভাইস-প্রেসিডেন্ট এখনও পেয়েছেন কি তিনি?"

"সেজন্যেই আমায় ডেকেছিলেন। তিনি ব্রুস পিল্‌চারের সঙ্গে দুপুরে আহার করছিলেন।"

"ব্রুস পিল্‌চার?"

"তুমি তাকে জান, না?"

"নিশ্চয়।" কিছুক্ষণ কোন কথা নেই। "তুমি বলছ পিল্‌চার অ্যাভেরি বুলার্ডের সঙ্গে আহার করেছিল?"

"হাঁ। কিন্তু কেন?"

"ট্রেড্‌ওয়ে কি কোনরকম মুশকিলে পড়েছে?"

"মুশকিল? কি বলছ?"

"মধ্যাহ্নভোজনের সময়ে এমন কিছু নিশ্চয় ঘটেছে যাতে পিল্‌চারের ট্রেড্‌ওয়ে কর্পোরেশন সম্বন্ধে অত্যন্ত খারাপ ধারণা হয়েছে।"

"কি যে হ'তে পারে তা আমার কল্পনায় আসে না।"

"তুমি কি নিশ্চয় জান যে ভবিষ্যতে কোন দুঃসংবাদের সম্ভাবনা নেই?"

"একেবারে নিশ্চয়।"

ফিঞ্চ বললেন, "বেশ, তোমারই জানা উচিত। তুমি ত এখনও ট্রেড্ওয়ে বোর্ডে আছ, না?"

"হাঁ। তুমি যে বললে, পিল্চারের খারাপ ধারণা হয়েছে, তার অর্থ কি?"

"একথা অবশ্যই গোপনীয়?"

"তা ত হবেই।"

"ঘটনার একটা যোগাযোগও হ'তে পারে, সমস্ত ব্যাপারটি এত বেশী মিলে যাচ্ছে যে তা বাস্তব মনে হচ্ছে না। পিল্চারের সঙ্গে বুলার্ডের মধ্যাহ্নভোজের সময় ছিল কখন?"

"চিপেণ্ডেল বিল্ডিং-এ জুলিয়াস স্টাইগেলের দপ্তরে, বারোটা পঁয়তাল্লিশে।"

"তবে সে-ভোজ আড়াইটের আগেই শেষ হয়ে থাকবে?"

"আমার, মনে হয় তাই। কিন্তু ব্যাপারটা কি? কি বলতে চাইছ?"

ফিঞ্চ শরীরটাকে অর্ধেক ঘুরালেন। গাড়ির চওড়া আসনে জর্জ ক্যাস্ওয়েল এখন তাঁর মুখোমুখি হলেন। "আড়াইটের কয়েক মিনিট পরে ব্রুস পিল্চার আমাদের অফিসে টেলিফোনে চালা হুকুম দিলেন, ট্রেড্ওয়ের সমস্ত সাধারণ শর্ট শেয়ার যেন বেচে দেওয়া হয়।"

ক্যাস্ওয়েল ঝাঁকুনি দিয়ে ব'সে মনোযোগ দিতে চাইলেন। "তা হ'লে ওখান থেকেই অত সব স্টক এসেছিল।"

"প্রায় কুড়ি মিনিটে আমরা দু হাজার শেয়ার ছেড়ে দিয়েছি।"

"আমি জানি, আমিই তা কিনেছি।"

"তবেই তুমি মরেছ! তোমার নিজের জন্যে?"

"হাঁ।"

"ওদের কারবারে তোমার নিশ্চয় বড় বেশী বিশ্বাস আছে।"

ক্যাস্ওয়েল বললেন, "অ্যাভেরি বুলার্ডের উপর আমার খুবই বিশ্বাস আছে।" আরও কিছু বলবার আগে তিনি ইতস্তত করতে লাগলেন, ভাবলেন, গুরুতর কথা প্রকাশ করা সঙ্গত হবে কি না। তাই তিনি বিচার ক'রে দেখছেন; তারপর বললেন, "গত কয় বছর ধ'রে আমি ট্রেড্ওয়ের শেয়ারের রাশি জড় ক'রে চলেছি, যেখানেই পেয়েছি এগুলি নিয়ে নিয়েছি, এগুলির কেনা বেচা খুব চালু নয়, সেত তুমিও জান। বেশির ভাগ দিনই কয়েক শ শেয়ারের বেশি নয়। সেই জন্যে আজ আমি অফিসে ফিরে গিয়ে যখন দেখলাম যে আমার লোকেরা বিকালে আমার জন্যে দুহাজার শেয়ার কিনেছে, তখন বড়ই আশ্চর্য হলাম।

আমি তাদের বলেছিলাম যা কিছু আসবে ,সমস্ত কিনবে। সত্যি বলতে কি, যা আশা করেছিলাম, তার তুলনায় এ অনেক বেশী।"

"জর্জ, যা পাওয়া যায় সব কিনে নিতে হুকুম দিয়েছিলে কখন ?"

যেন এই প্রশ্নে তিনি আশ্চর্য হয়েছেন, সেইভাবে ঘুরে আড় চোখে তাকিয়ে ক্যাস্ওয়েল বললেন, "বেলা বারোটা আন্দাজ।"

"বুলার্ডের সঙ্গে তোমার দেখা হবার পরে ?"

"হাঁ।"

"তবে পিল্চার নিশ্চয় চালাকি ক'রে বুলার্ডের কাছ থেকে এমন কোন কথা বার ক'রে নিয়েছে যা সকালে তুমি টের পাওনি।"

"আমি বুঝতে পাচ্ছি না, তা কি ক'রে সম্ভব।"

"পিল্চার তো খোকা নয়। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে সে কোন মন্দ খবরের আভাস পেয়েছে।

"কোনই খারাপ খবর নেই। কোম্পানির অবস্থা চমৎকার।"

ফিঞ্চ ঘাড় নাড়লেন। "ব্রুস পিল্চার অত বেশী স্টক ছেড়ে দিত না যদি সঠিক কিছু তার না জানা থাকত—যদি সে নিশ্চয় না জানত যে এমনই কিছু আসছে, যা সত্যিই দাম নামিয়ে দেবে।"

"কিন্তু তা কি হ'তে পারে ?"

"আমায় জিজ্ঞেস ক'রো না। ট্রেড্ওয়ে সম্বন্ধে তুমি বিশেষজ্ঞ। আমি শুধু যা হয়েছিল, তাই তোমায় বলছি। সিগার ?"

ক্যাস্ওয়েল চিন্তিতভাবে বললেন, "না, ধন্যবাদ। ব্রুস পিল্চার কি তোমার নিয়মিত খরিদ্দার ?"

ফিঞ্চ দেশলাইয়ের আগুন থেকে চোখ ফেরালেন, যেন স্পষ্টই খাপছাড়া এই প্রশ্নে তিনি আশ্চর্য হয়ে গেছেন। "মাঝে মাঝে ; হয়ত বছরে বার ছয়, কারবার হয়।"

জর্জ গম্ভীরভাবে মাথা নাড়লেন, "আমিও তাই ভেবেছিলাম। আমাদের সঙ্গে তার খুব চালু কারবার রয়েছে।"

ফিঞ্চ সঙ্গে সঙ্গেই অর্থটি ধ'রে ফেললেন, "তোমার কি মনে হয় তোমাকে জানতে না দেবার জন্যেই কি সে আমাদের এই অর্ডার দিয়েছে ?"

"তাইত দেখা যাচ্ছে।"

ফিঞ্চ বিদ্রূপের হাসি হেসে বললেন "কিংবা হয়ত, দুনৌকোয় পা দেওয়া দালালের সঙ্গে কারবার ক'রে সে বিরক্ত হয়ে পড়েছে।"

ক্যাস্ওয়েল হাসবার ক্ষীণ চেষ্টা করলেন। "যদি আমার অনুমান ভুল না

হয় ত মিঃ পিল্‌চার বড় লম্বা হাত বাড়িয়েছে। দু হাজার শেয়ার বিক্রি পূরণ করতে তাকে বেগ পেতে হবে। এই স্টক মোটেই চালু নয়, আর তার বেশির ভাগই শক্ত লোকেদের হাতে আছে।"

"আশা করি তোমার কথাই ঠিক, জর্জ। ব্রুস পিল্‌চারের মত এক ভুঁই-ফোঁড় তোমার মত একজন পুরনো পাকা খেলোয়াড়কে বসিয়ে দেবে, তা ভাবতেই খারাপ লাগে।"

"তোমার এ-দুর্ভাবনা তোমার খরিদ্দারদের জন্যে রাখ, নীল। পিল্‌চার নিজেকেই মুশকিলে ফেলেছে।"

"তোমার এখনও কোন ধারণা হচ্ছে না যে, মধ্যাহ্নভোজের সময় সে বুলার্ডের কাছ্‌ থেকে কি কথা জেনেছে? বেশ ধূর্ত শেয়াল সে, জর্জ। সে কথা আমার মত তুমিও জান।"

"অ্যাভেরি বুলার্ডকে ফাঁকি দেবার মত ধূর্ত নয় নিশ্চয়ই।"

"সে নিশ্চয় কিছু জানতে পেরেছে।

ক্যাস্‌ওয়েল বললেন, "আমি তোমায় বলছি জানতে পারার মত কিছুই ছিল না।" বিরক্তিতে তাঁর গলার স্বর ঝাঁঝালো হয়ে উঠল, তা চ'লেও গেল তাড়াতাড়ি "আজই সকালে আমি অ্যাভেরির সঙ্গে দুঘন্টা কাটিয়েছি। সমস্ত কারবার গোড়া থেকে শেষ অবধি আমরা আলোচনা করেছি। যদি খারাপ খবরের গুজব কিছু থাকত, তা তিনি আমাকে বলতেন।"

"নিশ্চয় জান কি? আমি তোমার কাছে মিঃ অ্যাভেরি বুলার্ডের যেসব গল্প শুনেছি, তা থেকে আমার এই ধারণা হয়ে আছে, তিনি নিজেই খানিকটা ধূর্ত শেয়াল হয়ে যেতে পারেন—যদি কোন ব্যাপারে তার দরকার হয়।"

ক্যাস্‌ওয়েল, জোরে মাথা নাড়লেন। "আমি যদি কখনও তোমায় এমন কিছু ব'লে থাকি যা থেকে অ্যাভেরি বুলার্ড সম্বন্ধে তোমার এই ধারণা হয়েছে তবে তা সম্পূর্ণই আমার অনিচ্ছাতেই হয়েছে। তিনি রুক্ষ ও কড়া মানুষ, সর্বদাই দুই মুষ্টি বাগিয়ে ব'সে আছেন, কিন্তু সারা জীবনে যত লোকের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে, তাদের মধ্যে এমন সততা খুব বেশী দেখিনি। তাঁর মধ্যে আপোষের কোন কথাই নেই। আমার মনে হয়—হাঁ, এ সত্যি কথা, যে এ-পর্যন্ত যত লোকের সঙ্গে আমি কারবার করেছি, তাদের সকলের চেয়ে বেশী শ্রদ্ধা আমার অ্যাভেরি বুলার্ডের উপরেই আছে। যদি তাঁর উপর আমার বিশ্বাস হারাতে হয়, তবে সকলের উপরই বিশ্বাস হারিয়ে যাবে।"

ফিঞ্চ শুষ্ক হাসি হেসে বললেন, "আমার তা অনেক দিনই গেছে। যতটা অসুবিধা তুমি ভাবছ, ততটা নয়। এতে দৃষ্টিভঙ্গি ঠিক রাখবার সুবিধা হয়।"

জর্জ ক্যাস্‌ওয়েল হাসলেন না। ফিঞ্চের নৈরাশ্যবাদে তামাসার কিছু পেলেন না তিনি।

ফিঞ্চ শেষে নীরবতা ভঙ্গ ক'রে বললেন, "কি ব্যাপার, জর্জ, এখনও দুশ্চিন্তা রয়েছে?"

ক্যাস্‌ওয়েল ধীরে ধীরে বললেন, "দুশ্চিন্তা নয়, আমি শুধু ভাবছি, অ্যাভেরি বুলার্ড আজ বিকালে আবার আমায় ডাকলেন না কেন?"

বেলা ৫-১২

ব্রুস পিল্‌চার গ্রীন্‌ব্যাক ক্লাবের তিন পুরুষের সভ্য, জন্মের দিনই সভ্য হবার জন্যে তাঁর নাম প্রস্তাবিত হয়েছে। সেই অধিকারেই, ক্লাবের নিয়ম বিরুদ্ধ হ'লেও, বেশ ঝাঁঝালো মার্টিনি পড়বার ঘরে পৌঁছে দেবার জন্যে ফরমাস দিলেন।

ক্লাবের সবচেয়ে বুড়ো পরিচারক অ্যাণ্ডু পায়ের শব্দ ক'রে ককটেল নিয়ে এল। ব্রুস পিল্‌চার চট ক'রে ভিজে ট্রেতে এক ডলার বখশিশ ফেলে দিলেন। অ্যাণ্ডু নোটটি শুকিয়ে নিলে, তার বিরক্তি কৃতজ্ঞতাকে ছাপিয়ে গেছে, সেকথা চাপবারও চেষ্টা করল না সে।

অ্যাণ্ডুর এই খোলাখুলি নিজেকে প্রকাশ করবার ভঙ্গিটি পিল্‌চারের একেবারেই অজ্ঞাত রইল; কিন্তু তাঁর নজরে পড়লেও তিনি বিচলিত হতেন না। বাতিল স্টকের কাগজ দিয়ে সম্পূর্ণ ঢাকা দেয়ালে সোনালী ফ্রেমে লাম্পটোর পূর্ণাকার নগ্ন ছবিগুলির মত, ক্লাবের সমস্ত কর্মচারীর সর্বদা-বিরক্ত চেহারাও যেন তার সাজ-সজ্জারই একটা অঙ্গ।

পিল্‌চার জিজ্ঞেস, করলেন, "এখানকার খবরের কাগজগুলি কোথায়, অ্যাণ্ডু।"

বৃদ্ধ পরিচারক নীরবে তাকটি দেখিয়ে দিলে।

"আমি শেষ সংস্করণগুলি চাই। সেগুলি এখনও না আসার কোন কারণ আছে কি?"

অ্যাণ্ডু পায়ের শব্দ ক'রে আবার বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

পিল্‌চার ককটেল তুলে, উপরে যে লেবুর রস জমাট হয়ে ছিল, তারই বিচিত্র রেখাগুলি দেখতে লাগলেন। হাত কাঁপার দরুন তাতে ছোট ছোট গোল তরঙ্গ উঠল; পান করলেই যেন তাঁর দ্বিধা চ'লে যাবে, এই ভেবে তিনি জোরে চুমুক দিলেন। এক ঢোকেই গ্লাসের অর্ধেকটা শেষ হয়ে গেল।

মনে মনে তিনি বললেন, অস্থির হবার কোন কারণ নেই। ওয়াল স্ট্রীট

বাজার বন্ধ হওয়ার সংস্করণগুলিতে অ্যাভেরি বুলার্ডের বিষয় কিছু ছিল না কেন তা পরিষ্কার বোঝা যায়...সময় এখনও হয়নি...আর হয়ত শেষ সংস্করণেও কিছু থাকবে না। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। সকালে নিশ্চয়ই থাকবে। না, অস্থির হবার কিছু নেই তাতে। দুহাজার শেয়ারের ব্যাপারেও উতলা হবার কিছু নেই। হ্যাঁ, উইন্‌গেট যখন আবার তাঁকে ডেকে বললে, তারা দুহাজার শেয়ার বেচে দিয়েছে, তখন তিনি স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন...মন্দা চলতিতে কুড়ি মিনিটে এরকম কিছু আশা করেন নি তিনি...তবুও ভালই হয়েছে... ভালর চেয়েও কিছু বেশী...চমৎকার! যখন জেতার তাস আসে, তখন বাজি যত বড় হয় ততই ভাল।

উইন্‌গেট তাঁকে বলেছিলেন, তিনি এত বেশী ট্রেড্‌ওয়ে স্টক বিক্রি ক'রে ফেলতে পেরেছিলেন তার কারণ, বাজারে গুজব উঠেছিল ফটকা বাজারের জনকয়েক ছোকরা ট্রেড্‌ওয়ে কারবারেব প্রথম ছ' মাসের রিপোর্ট অসাধারণ ভাল হবে আশা করছিল।

পিল্‌চার এখন তাঁর পান-পাত্রে চুমুক দিতে লাগলেন। তাঁর হাত আবার স্থির হ'ল। কাল সকালে যখন অ্যাভেরি বুলার্ডের মৃত্যুর খবর নিয়ে টাইম্‌স ও হেরাল্ড ট্রিবিউন বেরোবে, তখন ফটকা বাজারের ছোকরাদের অত চালাকি থাকবে না। টাইম্‌স হয়ত ছবিও ছাপবে। কংগ্রেসের তদন্তের পর লিবার-ম্যান যেকথা বলেছিলেন, তা মনে ক'রে তার হাসি এল। "এ-দেশের শিল্পপতিদের একমাত্র পুরস্কার হ'ল নিউইয়র্ক টাইম্‌সে সুন্দর এক শোক-সংবাদ।

ফটকার ছোকরাদের কাছে অ্যাভেরি বুলার্ডের মৃত্যুর খবর সকালের খাওয়ার সময়ে পৌঁছুবে। তারপরই আরম্ভ হবে তামাসা। বাজার খোলবার আগেই বিক্রির অর্ডারগুলি রাশীকৃত হয়ে উঠবে। প্রথম বিক্রির দর বোধ হয় এক কি দেড় পয়েন্ট কমবে। তার পরই গড়াতে শুরু করবে। এক ঘন্টা শেষ হবার আগেই...

তাঁর চিন্তাস্রোত হঠাৎ একেবারে থেমে গেল। কাল শনিবার...বাজার বন্ধ। তিনি দাঁড়িয়ে তাঁর বুকের ধড়ফড়ানি থামবার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন, নিজেকে বললেন, তাঁকে স্থির থাকতে হবে, বুদ্ধি তীক্ষ্ণ ও পরিষ্কার রাখতে হবে। অবিচলিত ও তৎপর হ'তে হবে। এতে কি সত্যিই কিছু আসে যায়? না। কাল যা হবে না, তা সোমবার সকালে হবে। সোমবার বরং আরও ভাল হবে। সারা শনি রবিবার ধ'রে গুজব ও কানাঘুষা চলবে, অ্যাভেরি বুলার্ডকে হারানো ট্রেড্‌ওয়েের পক্ষে কতখানি ক্ষতি।

আরও সব যুক্তি তিনি সাজালেন, কিন্তু তিনি যে একটি ভুলের দোষে দোষী

হয়েছেন, একটি ঘটনা তাঁর নজর এড়িয়েছে, এই অস্বস্তিকর বোধটি দূর করবার মত জোরালো কিছুই খুঁজে পেলেন না। ব্যাপারটি গুরুতর নয়, কিন্তু ভুলে যাওয়াটা মারাত্মক। আর অন্য কোন জিনিস তাঁর নজর এড়িয়েছে?

ক্রুস পিল্চার বাকী কক্টেলটুকু গিলে ফেললেন, তাঁর হাত কেঁপে গেলাসটি টেবিলে রাখার সময়ে ঠক ক'রে উঠল। আর কোথায় তাঁর ভুল হয়েছে?

তাঁর বুদ্ধির তীক্ষ্ণাগ্র যেন পিছনে ফিরে গিয়ে হিসাব পরীক্ষকদের পেন্সিলের মত ঘটনাগুলিতে দাগ দিয়ে মেলাতে লাগল। অ্যাম্বুলেন্সের লোকটি সম্বন্ধে কি তাঁর ভুল হয়ে থাকতে পারে? না, নিঃসন্দেহে তিনি অ্যাভেরি বুলার্ড। তাঁর কি মৃত্যু হয়েছিল? হাঁ, কারণ ডাক্তার তাঁর মুখ ঢেকে দিয়েছিল। দাঁড়াও। তার মানে কি তিনি নিশ্চয় মারা গেছেন? দাগ দেওয়া থেমে গেল। এর উত্তর গুরুতর। এইটেই আসল কথা। বুলার্ডের যদি সত্যই মৃত্যু না হয়ে থাকে, তা হ'লে সারা পরিস্থিতিই বদলে গেল।

তাঁর দৃষ্টি অস্থিরভাবে ঘরের চারদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগল। একটি টেলিফোন যন্ত্রের উপর নজর পড়ায় চকিতে তাঁর মনে একটা চিন্তা খেলে গেল। হাসপাতালে টেলিফোন করলেই ত হয়। সেকথা তাঁর আগে মনে হয়নি কেন? রুজ্ভেল্ট—অ্যাম্বুলেন্সের নাম তাঁর মনে আছে। তাঁর হাত টেলি-ফোনের দিকে এগিয়ে আবার পিছিয়ে গেল। হোটেলের সুইচবোর্ড থেকে এ-লাইন গেছে। এর চেয়ে আলাদা টেলিফোনের ঘরে যাওয়াই নিরাপদ।

উত্তেজনায় তাঁর দৌড়োবারই ঝোঁক হচ্ছিল, কিন্তু জোর ক'রে সাবধানে হিসাবী পা ফেলে তিনি বাইরের ঘর থেকে বেরোলেন, তিনজন সভ্য ঢুকছিলেন, তাঁদের সঙ্গে এমন গলায় কথা বললেন যেন কিছুই ফাঁস না হয়, তারপর গেলেন টেলিফোন-ঘরে। নম্বরটি খোঁজবার জন্যে পাতা উল্টাবার সময়ে পাতলা কাগজে তাঁর আঙুলের ভিজে ছাপ লেগে গেল। নম্বরটি পেয়ে তিনি ডায়াল করলেন।

"অনুগ্রহ ক'রে এমন একজনকে আমায় দিন, যিনি এক রোগীর অবস্থার কথা আমায় বলতে পারেন।"

"যে-রোগীর বিষয়ে আপনি খোঁজ করতে চান, তাঁর কি নাম?"

"অ্যাভেরি বুলার্ড—মিঃ অ্যাভেরি বুলার্ড।"

"দয়া ক'রে এক মুহূর্ত অপেক্ষা করুন।"

তিনি অপেক্ষা করতে লাগলেন, ফুসফুসে এমন চাপ হ'তে লাগল যেন তার ক্ষুদ্র খোপে শেষ নিঃশ্বাসের বাতাসটুকু পর্যন্ত ফুরিয়ে গেছে।

আবার গলার স্বর শোনা গেল, "বানান বেঞ্জামিনের বি?"

"হাঁ," এই ব'লে তিনি অ্যাভেরি বুলার্ডের পুরো নামটি বানান ক'রে দিলেন।

"আমি দুঃখিত, মশাই, এ-নামের কোন রোগী আমাদের কাছে নেই।"

"কিন্তু নিশ্চয় রয়েছে আপনাদের ওখানে। আমি দেখলুম—তাঁকে আজ বিকালে এ্যাম্বুলেন্সে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হ'ল।"

"গত চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে ঐ নামের কোন রোগীকে ভর্ত্তি করা হয়নি। হয়ত অন্য কোন হাসপাতাল হবে।"

"না। রুজ্‌ভেল্ট। আমি নিশ্চয় জানি যে—" অন্য প্রান্তে খুট ক'রে শব্দ হয়ে চুপ হয়ে গেল।

বেলা ৫-১৫

অপেক্ষা-কক্ষে ডেস্কের সামনে মেয়েটি বললে, "মিস ফিনিক, হল-ঘরে গিয়ে ডানদিকে দ্বিতীয় দরজা।"

মেয়েটি যখন দরজা খুলল তখন ডাক্তার একটি কার্ড দেখছিলেন, ডেস্কের মেয়েটি এই কার্ড বার ক'রে দিয়েছিল।

"আমি ডাক্তার মার্সটন। আপনি বসবেন না?"

অ্যান ফিনিক ইতস্তত করতে লাগল, সে জানত যদি সে বসে, তবে ভরসা হারিয়ে ফেলবে, হয়ত ব্যাপারটি চুকিয়ে ফেলতেও পারবে না। "আমি মিসেস পল স্যাম্‌সনের একজন বন্ধু।"

ডাক্তার খুশির ভঙ্গিতে বললেন "ও, হাঁ," সে যে তখনও দাঁড়িয়ে তা যেন আর নজরই করলেন না, "আপনার কি অসুখ, মিস ফিনিক?"

এই মুহূর্তেই...তাকে বলতেই হবে। "আমি জানতে চাই আমি গর্ভবতী কি না।"

সে অপেক্ষা করতে করতে ডাক্তারের মুখটি নজর করতে লাগল। চমৎকার লোক, এঁকে দেখে আশ্চর্য হয়েছেন বা তেমন কিছু মনে হয় না। ভায়োলা ঠিকই বলেছে। বাকীটুকুও সে ব'লে দিতে পারল, "যদি হয়ে থাকি, এ-সম্বন্ধে কিছু করতে হ'লে আমায় যে অন্য কারুর কাছে যেতে হবে, তা জানি; কিন্তু ভায়োলা বলছিল, নিশ্চিত না জেনে নিজেকে সেরকম একটা গণ্ডগোলে ফেলা পাগলামি হবে। আমি শুধু জানাতে বলছি আমি গর্ভবতী কি না, এতে আপনাকে কিছুই করতে বলছি না, যা অন্যায় হ'তে পারে।"

তিনি নরম সুরে জোর দিয়ে বললেন "নিশ্চয়ই নয়, আশা করি আপনি তা নন।" তাঁর কথা শুনে মনে হয় তিনি আন্তরিকভাবেই এ-কথা বলছেন। ভায়োলা ঠিকই বলেছিল, এই ডাক্তার মার্সটন বড় চমৎকার মানুষ। যত

টাকাই তিনি নিন, তাতে ক্ষতি নেই, সে-টাকা সদ্ব্যয়ই হবে, কারণ নিশ্চিন্ত হওয়া ছাড়াও মানুষের তুল্য ব্যবহারই সে পাবে। যত টাকা লাগে, তার তা রয়েছে। তার ব্যাগটিতে রয়েছে পাঁচ শ চুয়াত্তর ডলার।

বেলা ৫-২১

টেলিটাইপের ঘন্টা বেজে উঠল, যন্ত্রটি ক্যাঁ ক্যাঁ করল, তারপর টাইপের চাকতিগুলি কাল কাল অক্ষর ছাপতে লাগল:

দর্জি ডি. অ্যাণ্ডরুজ্জি কারবার ছেড়ে দিয়েছে কাগজপত্র পাওয়া যায়নি খবর জানা নেই পুলিশ পামবীচ

বেলা ৫-২৭

মহা আতঙ্ক যেন ক্রুস পিল্‌চারের গলা টিপে ধরেছিল। ভয়টা যে কি, তা আগেই তিনি জেনেছেন, কিন্তু এরকম কিছু কখনও হয়নি। আতঙ্কে উত্তেজিত হবার অবস্থা পার হয়ে গেছে। এখন তা বিষের মত মগজের কেন্দ্রগুলিকে এমন পঙ্গু ক'রে দিয়েছে যে সংলগ্নভাবে চিন্তা করা প্রায় অসম্ভবই হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রুজ্‌ভেল্ট হাসপাতালের সঙ্গে কথা ব'লে এই বিশ্বাসই তাঁর জন্মেছে যে তিনি এক বিষম ভুলের মাঝে পড়েছেন। যে-লোকটিকে তিনি এ্যাম্বুলেন্সে তুলতে দেখেছেন সে অ্যাভেরি বুলার্ড হ'তে পারে না। আতঙ্কের কুয়াশার যে-জালটি তাঁকে চারদিকে ঘিরে ফেলছে তা তিনি দেখতে পেলেন। তাঁর দুহাজার শেয়ার ক'মে গেছে। ট্রেড্‌ওয়ে স্টকের চাহিদা প্রবল। বিক্রির অর্ডার যেভাবে কাড়াকাড়ি ক'রে নেওয়া হ'ল, সেই থেকেই তা প্রমাণ হয়। যদি সোমবার বাজারে গিয়ে তাঁকে পুরিয়ে নেবার চেষ্টা করতে হয়—২,000 ডলার...৪,000...৮,000...১৬,000...সর্বনাশ গুণের হিসাবে বেড়ে চলবে।

ব্যাঙ্কে তাঁর চার হাজার ডলারেরও কম আছে, এটা, অবিশ্বাস্য মনে হ'লেও সত্য। তাঁর বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যবস্থায় নগদ পঞ্চাশ হাজার লেগেছে। ওয়েস্ট চেস্টারের বাড়িটি বন্ধক রেখে যা কিছু ধার পাওয়া যায় তার প্রতি কপর্দকটি তিনি নিয়েছেন। যদি স্টকের দাম প্রতি শেয়ার পিছু অল্প কয়েক ডলারও উঠে যায়, তবে তাঁকে দেউলিয়া হ'তে হবে। তিনি তাঁর আর্থিক দায়িত্বগুলি মেটাতে পারবেন না, তার মানে তাঁর সুনাম ও কর্মজীবনের অবসান।

একটি মাত্র উপায় আছে যাতে তিনি নিজেকে বাঁচাতে পারেন... সোমবার সকালে বাজার খোলবার আগে ট্রেড্ওয়ের স্টকের দুহাজার শেয়ার যোগাড় করা। কোথায়.. কোথায়.. কোথায়? এই শব্দটির ঝঙ্কারে যেন তাঁর কঠিন কোটরবদ্ধ স্মৃতির একটা টুকরো খুলে গেল। শ...লরেন পি. শ. হাঁ, ঠিক হয়েছে! শ এখন ট্রেড্ওয়ে কর্পোরেশনের হিসাবরক্ষক। শ'ই সে-স্টক পাবার কোন উপায় বার করতে পারেন। শ তাঁর হাতের মুঠোর মধ্যে। শ তাঁর কথা না রাখতে সাহস করবেন না, বিশেষতঃ যখন তিনি তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেবেন, তাঁর এখনও মনে আছে সেই সরকারী ঠিকার ব্যাপারে কি হয়েছিল...না, হায় ভগবান না! তিনি কি পাগল হলেন? তাঁর যতটা জোর শ'র উপরে আছে, শ'র তার চেয়ে বেশী আছে তাঁর উপরে। শ' তাঁর হাতের মুঠোর মধ্যে নয়, ঠিক তার উল্টো।

মনের অস্পষ্ট কুয়াশা পরিষ্কার হচ্ছে, তিনি আবার ভাবতে পারছেন। হাঁ তাই তাঁকে করতে হবে...চিন্তা করতে হবে। নিজেকে বাঁচাবার এই একটি মাত্র উপায় আছে... এইভাবেই তিনি পূর্বে বরাবর নিজেকে রক্ষা করেছেন...চিন্তার সাহায্যে। তাঁর মস্তিষ্কের অন্ধকার খোপে শ'র চিন্তা তখনও তোলপাড় করছে। স্মৃতির আর একটা টুকরো খুলে গেল। সেদিন সন্ধ্যায় শ'এর সঙ্গে ডিনার খাবার পর ম্যাডিসন এ্যাভিনিউতে এক মহিলার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল। শ বলেছিলেন মহিলাটি ট্রেড্ওয়ের সবচেয়ে বেশী স্টকের মালিক, ট্রেড্ওয়ে সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী। কি নামটি তাঁর? ট্রেড্ওয়ে? না, তাঁর বিবাহ হয়েছে...মিল্বার্গে থাকেন ...জুলিয়া? হাঁ, ঠিক হয়েছে, জুলিয়া...জুলিয়া.. জুলিয়া? হঠাৎ নামটি মনে খেলে গেল...জুলিয়া ট্রেড্ওয়ে প্রিন্স।

ব্রুস পিল্চার লাইব্রেরী ঘর পেরিয়ে আবার টেলিফোন-ঘরে চললেন। সেসব স্টক পাবার কোন পন্থা আবার তাকে বার করতে হবে। তাঁর মন আবার চিন্তা করতে পারছে। সেইটাই বড় কথা...এর আগেও সর্বদাই তিনি ভেবেই সব ফ্যাসাদ থেকে মুক্তি পাবার পথ বার করতে পেরেছেন। এবারও তিনি তা পারবেন।

সব ঠিক হয়ে গেছে এবার। নিজেকে তিনি আয়ত্তে এনেছেন। একজন সম্পূর্ণ সংযত মানুষের মতই শান্ত, ধীর পায়ে তিনি সমান পদক্ষেপে হাঁটতে লাগলেন। বাইরের ঘরের মাঝখানে গিয়ে দেখতে পেলেন, অ্যাণ্ডু খবরের কাগজের শেষ সংস্করণগুলি বাহুর উপর বিস্তৃত ক'রে লাইব্রেরীর দিকে চলেছে। তিনি খুশির ভঙ্গিতে বললেন, "ধন্যবাদ, অ্যাণ্ডু।" হাঁ, এবারে তিনি ঠিক হয়ে গেছেন।

টেলিফোন-কক্ষে কুয়াশার শেষ চিহ্নটুকুও যে তাঁর মন থেকে মুছে গেছে সে-বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হবার জন্যে তিনি একটু থামলেন। এতে আর কোন সন্দেহই নেই। কত মাস হয়ে গেছে জুলিয়া ট্রেড্ওয়ে প্রিন্সের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছে, অথচ যে-মুহূর্তে তিনি মনের মধ্যে নামটি খুঁজতে লাগলেন, তখনই তা এসে গেল। না, তাঁর মনের কোন দোষ হয়নি। নিখুঁতভাবে কাজ ক'রেই চলেছে।

টেলিফোনের ডায়াল ঘুরিয়ে অপারেটরকে ডেকে বললেন, "আমি এক দূর পাল্লার 'কল' দিতে চাই, মিল্বার্গ, পেন্সিল্ভ্যানিয়া—ব্যক্তিগত 'কল' মিসেস জুলিয়া ট্রেড্ওয়ে প্রিন্স।"

বেলা ৫-৪০

ডাক্তার মার্স্টন জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি ঠিক জানেন তিনমাস হয়েছে?"

অ্যান ফিনিক বলল, "গত শনিবার রাত্রে তিন মাস।" তার মুখ শুকনো, ডাক্তারের চোখ থেকে দৃষ্টি সরাতে সে সাহস করছে না, "সেই একবার মাত্র।"

"তবে আপনি অন্তঃসত্ত্বা নন।"

"আপনি নিশ্চয় জানেন!"

"তিন মাসের শেষে আমরা গর্ভের লক্ষণ খুব সহজেই ধরতে পারি। সত্যিই যদি তিন মাস হয়ে থাকে, তবে আপনার ভাবনার কিছুই নেই।"

তার গলায় এক উল্লাসের ধ্বনি উঠল, কিন্তু তার মুখ থেকে বেরোল কেবল যেন ফাঁদের কবল থেকে সদ্য মুক্তি পাওয়া এক ত্রস্ত পশুর অস্ফুট শব্দ।

চোখের জল সামলাতে অন্ধের মত সে টাকার ব্যাগ হাতড়াতে লাগল। ধীরে ধীরে ডাক্তার বললেন, "আপনি বাইরে মেয়েটির কাছে টাকা দেবেন।" সে চোখের জল আর চাপতে পারছিল না, তাঁকে তা দেখাতে যাতে মেয়েটি বাধ্য না হয়, এইজন্যে তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

ডেস্কের মেয়েটি বললে, "দশ ডলার দিতে হবে।" অ্যান ফিনিক ব্যাগ খুলে মুখটি হাত দিয়ে ঢেকে রইল, আর তাড়ার মাঝখান থেকে কম জলের দাগ-লাগা একটি নোট বার ক'রে টেবিলে ফেলে দিয়ে দরজার দিকে এগোল।

মেয়েটি তাকে ডেকে বললে, "আপনার কাগজ।"

সে ফিরে তাড়াতাড়ি ম্যাপল কাঠের কৌচ থেকে শক্ত ক'রে পাকানো খবরের কাগজটি উঠিয়ে নিল। এ এক শেষ সংস্করণ, এটি সে আধ ঘন্টা আগে কিনেছিল, তবু মনে হ'ল যেন কতদিন আগে সে কাগজটি কিনেছে।

(৪)

মিল্‌বার্গ, পেন্‌সিল্‌ভ্যানিয়া

বেলা ৫-৪৪

ডন ওয়ালিং যখন ট্রেড্‌ওয়ে টাওয়ারের কালো মার্ব্বেল পাথরের বারান্দায় প্রবেশ করলেন, তখন উপরে প্রকাণ্ড ব্রোঞ্জের ঘড়িটির দিকে তাকিয়ে দেখেন, পাইক স্ট্রীটের কারখানা থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে তিনি সিকি ঘন্টা সময় নষ্ট করেছেন। তিনি আরও দশ মিনিট অপেক্ষা করতে পারতেন, ঐ সময়টুকু অন্তত প্রথম পরীক্ষার কাজের আরম্ভটি দেখে আসার পক্ষে যথেষ্ট হ'ত, কিন্তু সাউথ ফ্রন্ট স্ট্রীটে গাড়ি ঘোড়ার ভিড় যত অল্প দেখা গেল, তেমনি কমই যে থাকবে তা ধ'রে নিতে তিনি সাহস করেন নি। একবার এরকম ভেবে নিয়ে ঠকে গিয়েছিলেন। নির্বাহ-সমিতির সভায় ছ' মিনিট দেরিতে গিয়ে পেঁছিবার পর মুখের যে-ভাব নিয়ে অ্যাভেরি তাঁকে অভ্যর্থনা করেছিলেন, তা তিনি ভোলেন নি। সে প্রায় দুবছর আগেকার কথা, তার কিছু পূর্বেই তাঁকে ভাইস-প্রেসিডেন্ট করা হয়েছে। তখন অ্যাভেরি বুলার্ডকে খুশি করাই জীবনের একমাত্র সারবস্তু ছিল, কিন্তু ঘটনাটির স্মৃতি এখনও জেগে রয়েছে তাঁর মনে।

ডন ওয়ালিং নিশ্চিত জানতেন এই সভায় তাঁর উপস্থিতি নূতন ঢালাই পদ্ধতির প্রথম পরীক্ষার কাজ তদারক করবার জন্যে কারখানায় থাকবার মত গুরুতর কখনই হ'তে পারে না। তবু তিনি কারখানায় থাকতে সাহস করেন নি। অ্যাভেরি বুলার্ডের হুকুম অমান্য করা যায় না। সভার আগে অ্যাভেরি বুলার্ডের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেলে তিনি ছাড়া পেতেন...কিন্তু সে-সুযোগ হবে না। ডিরেক্টরদের কক্ষের দরজায় প্রবেশ করার মুহূর্তেই প্রেসিডেন্ট সভা আরম্ভ ক'রে দেবেন, লম্বা পা ফেলে তাঁর চেয়ারে যেতে যেতেও তিনি কথা বলতে থাকবেন। তাতে বাধা দেবার কি ক্ষমা চেয়ে নেবার কোন সম্ভাবনা থাকবে না। পরে যখন অ্যাভেরি বুলার্ড জানতে পারবেন, তিনিই

তখন জিজ্ঞেস করবেন, "কি মুশকিল, আপনি আমায় বলেন নি কেন?" আর, কেন বলেন নি, তা বোঝাবারও কোন উপায় থাকবে না। কতকগুলি জিনিস আছে যা অ্যাভেরি বুলার্ডকে বলা যায় না...এমন অনেক জিনিসই আছে সর্বদা তা বেড়েই চলেছে। গত বছরে অ্যাভেরি বুলার্ডের মধ্যে এক বিরাট পরিবর্তন হয়েছে।

ডন ওয়ালিং নিজের মনের ধারণাগুলির খুব বেশী বিশ্লেষণ ক'রে দেখবার লোক ছিলেন না—তা যদি তিনি হতেন, তবে তিনি বুঝতে পারতেন, তিনি যেটাকে অ্যাভেরি বুলার্ডের পরিবর্তন মনে করছেন, তার অন্তত খানিকটা হচ্ছে তাঁর নিজেরই দৃষ্টিভঙ্গি ও বোধশক্তির পরিবর্তন। অ্যাভেরি বুলার্ডকে তিনি ত্রুটিহীন দেবতা মনে করতেন; এই গত দুবছর তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে থেকে তাঁকে তিনি অন্য রকম দেখতে পেয়েছেন। ভিতরে ওয়ালিং এই ধারণার বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। অ্যাভেরি বুলার্ডের প্রতি তাঁর অচল নিষ্ঠার ক্ষীণ ও কম্পমান সীমারেখাটি লঙ্ঘন করতে এখন পর্যন্ত তাঁর দ্বিধা হয়। দীর্ঘপথ ভ্রমণ ক'রে এই সীমারেখায় তিনি পেঁ ছিবেন, এখানে পেঁ ছিতে তাঁর পুরো জীবনটাই লেগে গেছে। ভ্রমণের পথ কোথাও ছিল উঁচু, কোথাও নিচু: একবার দেবতার প্রতি অন্ধ ভক্তির পর্বতের চূড়ায় উঠিয়ে দিচ্ছে, তারপরই আবার আশা-ভঙ্গের গভীর অতলে নামতে হচ্ছে।

যে-বয়স থেকে তাঁর পুরাতন কথা মনে পড়ে, তখন থেকে সাত বছর অবধি অনাথাশ্রমে তিনি কোন এক বাবা-মায়ের স্বপ্ন দেখতেন যাঁরা একদিন এসে তাঁকে আশ্রম থেকে নিয়ে যাবেন। তারপর একদিন তাঁরা এলেন, বাবা-মা দুজনেই, আর তাঁকে জীবনের প্রথম চূড়ায় তাঁরা তুলে দিলেন—কিন্তু নিরাশার অতলে নেমে আসাটাও নিষ্ঠুরভাবে দ্রুত হয়েছিল। তিনি দেখলেন তাঁর প্রাণ সান্ত্বনার যে স্নেহময় স্থানটির জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল, তাঁর মা সেরকম নন; তিনি এক বিস্ময়কর নারী, বেশির ভাগ সময়েই যিনি কাঁদেন,—আর খালি বলেন যে তাঁর নাম আর তাঁর নিজের নাম নয়, তিনি এখন অন্য লোক, তাঁর নাম "দ্বিতীয় ম্যাক্‌ডোনাল্ড ওয়ালিং।" যে-লোকটিকে তাঁকে বাবা বলতে হ'ল, যে-আনন্দের সহচরের স্বপ্ন তিনি দেখতেন, তিনি যে তা নন তা দেখা গেল, এ লোকটির অবসন্ন দৃষ্টি, গায়ে সিগার ও হুইস্কির গন্ধ, আর যেসব সন্ধ্যায় তিনি বাড়ি থাকেন, খবরের কাগজে মুখ ঢেকে তারই উপর দিয়ে নিজের স্ত্রীর দিকে নজর ক'রেই তিনি কাটিয়ে দেন।

চার বছর পরে যখন তাঁর বয়েস এগার, এক রাতে যে বিভীষিকা এল, তার কথা তাঁর বিশেষ স্মরণ নেই; শুধু এইটুকুই মনে আছে যে স্নানের টবের

সাদা রং ভয়ঙ্কর রক্তে লাল হয়ে গিয়েছিল, তিনি পরে জেনেছিলেন তাঁর পালিকা মা আত্মহত্যা করবার চেষ্টা করেছিলেন। এর পরে তাঁকে রাব্‌ল্‌হিল অ্যাকাডেমি নামে এক ছেলেদের বোর্ডিং স্কুলে দিয়ে আসা হয়। তাঁর পালক বাপ-মাকে আর কখনও তিনি দেখেন নি। কিন্তু পরদিন সকালে তাঁর মিঃ অ্যাণ্ডুজের সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

রাব্‌ল্‌হিলের প্রধান শিক্ষক এই মিঃ অ্যাণ্ডুজই তাঁকে বলেন যে, তার আর নিজেকে দ্বিতীয় ম্যাক্‌ডোনাল্ড ওয়ালিং বলতে হবে না। মিঃ অ্যাণ্ডুজ তাঁকে এই কথা বুঝিয়ে দিলেন, তাঁর নিজের নাম ছিল বার্থলোমিউ মীড অ্যাণ্ডুজ কিন্তু, এখন তা কেবল বার্ট অ্যাণ্ডুজ। তার নামও হ'তে পারে ম্যাক ওয়ালিং বা ডন ওয়ালিং, যেটি তার খুশি। তিনি ডন নামটিই পছন্দ করলেন, কারণ তাঁর পালিকা মা তাঁর পালক পিতাকে ম্যাক ব'লে ডাকতেন।

যে দীর্ঘ ভ্রমণে মিঃ অ্যাণ্ডুজ বালক ওয়ালিংকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যান, সেই ছিল তাঁর প্রথম ধাপ। গ্রন্থ ও শিল্পকলা, চিন্তা ও জ্ঞান আর বিদ্যার উন্মাদনার এক জগতে বার্ট অ্যাণ্ডুজ তাঁকে নিয়ে গেলেন। তিনিই হলেন বালকের আদর্শ, তাঁর অবিসংবাদী নেতা, তাঁরই ছাঁচে তিনি নিজেকে গ'ড়ে তুলেছিলেন—যে পর্যন্ত না সেই নৈরাশ্যের দিনটি এল, যেদিন বার্ট অ্যাণ্ডুজ তাঁকে অফিস ঘরে ডেকে বললেন, তাঁর পালক পিতা বিদ্যালয়ের আগামী ষান্মাসিক মাহিনা দেননি, আর তার এক শোচনীয় কিন্তু অনিবার্য ফল এই যে ডনকে অবশ্যই রাব্‌ল্‌হিল ছেড়ে দিতে হবে। ডন ওয়ালিং সেদিন শিখেছিলেন বন্ধুত্বেরও দাম দিতে হয়। আর কখনও তিনি মিঃ অ্যাণ্ডুজের সঙ্গে দেখা করেন নি।

রাব্‌ল্‌হিলে ডনকে পাঁচ ডলার ও একটি রেলের টিকিট দেওয়া হ'ল, আর বলা হ'ল পিট্‌স্‌বার্গে অনাথ ছেলেদের আদালতে মিঃ ম্যাক্‌ইল্‌হেনি নামে এক ভদ্রলোকের কাছে হাজির হ'তে। সেখানে গেলেন না তিনি। পথ হারিয়ে ডায়মণ্ড স্ট্রীট ধ'রে চলতে চলতে দেখলেন লোক কর্ম-সংস্থান কার্যালয়ের সামনে জটলা করছে। পথ জিজ্ঞেস করবার জন্যে থামলেন তিনি, কিন্তু তাঁর প্রশ্নের জবাব পাবার আগেই একটি লোক দরজা খুলে চেঁচিয়ে বলল, "শেন্‌লীহিলে এক বাড়ি তৈরির কাজে কুড়ি জন মজুর চাই। যারা রাজী আছ, হাত তোল।" ডন হাত তুললেন। তাঁর বয়েস মাত্র সতের, কিন্তু বয়সের তুলনায় তাঁকে বড় দেখাত, তাই কেউ কোন প্রশ্ন করল না। একটি ঘরের আগাম ভাড়ায় পাঁচটি ডলার খরচ হয়ে গেল। প্রথম মাইনের দিন পর্যন্ত খাবার কেনবার তাঁর টাকা ছিল না। ক্ষুধার্ত হয়ে তিনি কাজের কাছাকাছি এক ছোট হোটেল বার ক'রে ধার চাইলেন। এইভাবে তাঁর মাইক কোভালিসের সঙ্গে দেখা হয়।

মাইকের রাত্রে বাসন ধোবার একটি লোক দরকার ছিল। সে কাজটি ডন নিলেন। প্রতিদিন আটঘন্টা তিনি ঠেলাগাড়িতে জিনিস ঠেলতেন, আবার রাত্রে প্রায় আটঘন্টাই মাইকের বাসন ধুতেন। সেবার শরৎকালে মাইক তাঁকে দোকানের কাউন্টারে বিক্রির কাজে বসিয়ে শেষ বছরটি হাইস্কুলে ফিরে যেতে রাজী করে। রাত্রে কাউন্টারের খরিদ্দারেরা বেশির ভাগই কার্ণেগী টেক্‌নিক্যাল কলেজে স্থাপত্যের ছাত্র। তাদের কথাবার্তার ছিটে ফোঁটা শুনে ডন ওয়ালিং নূতন এক স্বপ্ন দেখলেন। কলেজে গিয়ে স্থপতি হবেন তিনি।

টেক্‌নিক্যাল কলেজে গিয়ে তিনি হতাশ হলেন। বুদ্ধির সংগ্রামের জন্যে তৈরি হয়ে নিজের প্রত্যাশার সুরটি খুব চড়া তারে বেঁধেছিলেন। যা চেয়েছিলেন তা পেলেন না তিনি। কাজটি বড় বেশী সহজ; বড় আস্তে আস্তে এগিয়ে চলে, চাপও খুব কম। যেসব বই পড়তে কয়েক সপ্তাহ লাগবার কথা সেসব বই এক রাত্রের মধ্যেই প'ড়ে বুঝতে পারেন, পড়ার বিষয়গুলি মনে হয় একেবারে গোড়ার জিনিস আর তার সঙ্গে স্থাপত্যের আসল হাতে-কলমে কাজের কোনই সম্পর্ক নেই। মনে হ'ল কোন কিছুই এগুচ্ছে না, কিন্তু তিনি র'য়ে গেলেন এই জন্যে যে তিনি পলাতক হ'তে চাননি আর মাইক বড়াই ক'রে এই কথা বলতে শুরু করেছে যে ''তার ছেলে'' কলেজের ডিগ্রীধারী স্থপতি হ'তে চলেছে।

দ্বিতীয় বছরের বসন্তকালে যখন ডন দ্বিতীয় বার্ষিকে পড়েন, তখন মাইক হোটেলটি নতুনভাবে গ'ড়ে তোলা স্থির করে। হাতে কলমে তৈরি হবে এমন কিছু পরিকল্পনা করার এই সুযোগ পেয়ে ডন হোটেলের নক্সাটি করলেন এবং দৃশ্যানুযায়ী খসড়াও তৈরি করলেন। মাইক খুশি হয়ে তাঁকে কাজটি তদারক করতে দিলে। দিনে দুবার নদীর ওপারে অ্যালেঘেনিতে ট্রিমারের আসবাবের দোকানে ডন যেতেন, দেখলে মনে হ'ত যেন তিনি দোকান ঘর ও কাউন্টার তৈরি তদারক করতে যাচ্ছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নিজের চিত্রগুলি পালিশকরা মেহগনিতে রূপান্তরিত হচ্ছে, তাই দেখবার আনন্দ উপভোগ করাই তাঁর উদ্দেশ্য। এই অভিজ্ঞতার প্রেরণা ছিল বিপুল, পূর্বে যা কিছু তিনি জেনেছেন, এই অনুভূতির গভীরতা সে সব কিছুকেই ছাপিয়ে গিয়েছিল। তিনি সঙ্কল্প করলেন, দোকানের অভ্যন্তর-পরিকল্পনাতেই তিনি বিশেষ দক্ষতা অর্জন করবেন। অদৃষ্টের চক্রান্তে যে-সপ্তাহেই তাঁর কার্ল এরিক ক্যাসেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, এই সঙ্কল্পটিও ঠিক সেই সপ্তাহেই মনে উদয় হয়েছিল। কার্ল এরিক ক্যাসেল পিট্‌স্‌বার্গের যে বিভাগীয় বিপণির অভ্যন্তরের পরিকল্পনা সবে-মাত্র শেষ করেছেন, তার দুপৃষ্ঠাব্যাপী বিজ্ঞাপণ অনুসারে, ''অভ্যন্তর-পরি-

কল্পনার ক্ষেত্রে যে বিরাট আধুনিক বিপ্লবের সূত্রপাত ঘটেছে, তিনি তারই অবিসংবাদী নেতা।"

কার্ল এরিক ক্যাসেল পিট্স্বার্গে এলেন লাল দাড়িটি নিয়ে দোকান আরম্ভের জাঁকালো অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে। শেন্লী-হলে এক ভোজসভায় তাঁর সংবর্ধনা করা হ'ল। সংবর্ধনা-সভার নাচ-ঘরটির দরজা পর্যন্ত লোকে ভরে গেল। তারপর এই খ্যাতনামা ব্যক্তিটি টেক্নিক্যাল ছাত্রদের উদ্দেশে বক্তৃতা করলেন, আর দ্বিতীয় দফা কানে-তালা-লাগানো প্রশংসাধ্বনির পর, সভাপতি শ্রদ্ধায় ও শঙ্কায় যে-ধন্যবাদ দিলেন, তার মধ্যে ছিল আধুনিক পদ্ধতিতে আসবাব-পরিকল্পনার এক বাৎসরিক প্রতিযোগিতার ঘোষণা। প্রতি বছর বিজেতার প্রথম পুরস্কার হবে কার্ল এরিক ক্যাসেলের নিউইয়র্কের স্টুডিওতে শিক্ষানবীশ হয়ে কাজ করবার সুযোগ।

ডন ওয়ালিং তাঁর শেষ বছরে কার্ল এরিক ক্যাসেল প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করেন। মাইক কোভালিসের কাছ থেকে বিদায় নেবার সময়ে তিনি যতটা সম্ভব মনে করেছিলেন, তার চেয়ে বেশী বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন ; তারপর তিনি নিউইয়র্ক রওনা হলেন। তখন ১৯৩১ সালের বসন্তকাল, আর যদিও লোকেরা যাকে মন্দা বাজার বলতে শুরু করেছিল, তার কথা তিনি জানতেন, তবু তিনি কার্ল এরিক ক্যাসেলের এই অছিলার জন্যে খুব প্রস্তুত ছিলেন না : সাধারণভাবে কারবারে এত মন্দা যে তাঁকে তিনি সপ্তাহে দশ ডলারের বেশী দিতে পারবেন না, আর সেই সঙ্গে "স্টুডিও"র পিছনে গুদামঘরে ঘুমোবার সুবিধা পাবেন। মিঃ ক্যাসেল বুঝিয়ে দিলেন এর অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণও আছে। সেটি হচ্ছে কার্ল এরিক ক্যাসেলের সঙ্গে কাজ করা। এ-সুযোগ পার্থিব মূল্যের একেবারেই ঊর্ধ্বে ; বিশেষতঃ তিনি এখন সম্পূর্ণ নূতন কাজের প্রথম পথ-প্রদর্শন করছেন। কার্ল এরিক ক্যাসেলের কাজ এখন আর শুধু অভ্যন্তরভাগের পরিকল্পনা নয়, তিনি এখন একজন "শিল্পরীতিবিশারদ", তিনি "ইঁদুরধরা কল থেকে রেলের ইঞ্জিন পর্যন্ত" যে-কোনও বস্তুর সৌন্দর্য-রসের সাহায্যে বিক্রয় ক্ষমতা বাড়াতে প্রস্তুত। কার্ল এরিক ক্যাসেল বললেন, ডন ওয়ালিংকেও, সময় দিলে অবশ্য এই নূতন ক্ষেত্রে এক "গুরুত্বপূর্ণ স্থান" করতে না পারার কোন কারণ নেই।

সেই "নির্দিষ্ট সময়" কত স্বল্প হবে, বা তাঁর স্থানটি আসলে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ, ডন ওয়ালিং তার কোন হদিসই দীর্ঘ দিন পেলেন না। কার্ল এরিক ক্যাসেলও তাঁকে জানালেন না। তিনি ডনের ড্রয়িং-বোর্ডটি "ছোট ছোট চমৎকার সমস্যায়" ভর্তি ক'রে রাখতে লাগলেন আর ডন যত তাড়াতাড়ি

কাগজে তাঁর সমস্যাগুলির সমাধান ক'রে দিতেন, কার্ল এরিক ক্যাসেলও সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি নিয়ে যেতেন, বরাবর সেই সঙ্গে তাঁর এই মন্তব্যই থাকত যে এগুলি "প্রথম চেষ্টার পক্ষে বেশ আশাপ্রদ।" মাস কয়েক পরে ব্যবসায় বাণিজ্যের এক পত্রিকা খুলে ডন এক নতুন রান্নার চুল্লির বিজ্ঞাপনের ছবি দেখতে পেলেন। সেটি ছিল তাঁর নিজের আঁকা কার্ল এরিক ক্যাসেলের "ছোট ছোট চমৎকার সমস্যার" একটি "সমাধান"; অবিকল তার প্রত্যেকটি রেখা রয়েছে, একটি খুঁটিনাটিও বদলায় নি। তার সঙ্গে এক নিবন্ধে প্রস্তুত-কারকের কথা উধৃত করা হয়েছে; "এই শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টিটির মূলে যে পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনার সূক্ষ্মজ্ঞানের জন্যে আমরা কার্ল এরিক ক্যাসেলের ৫০০০ ডলার পারিশ্রমিক দিয়েছিলাম, তা সার্থক ব্যয় হয়েছে।"

রেগে আগুন হয়ে চ'লে যাবার জন্যে ডন জিনিসপত্র গোছাচ্ছেন এমন সময়ে কার্ল এরিক ক্যাসেল তাঁর অভিপ্রেত যাত্রায় বাধা দিলেন। তখন যা ঘটল তার জন্যে ডন ওয়ালিং পরের প্রায় সারা বছর ধ'রেই নিজের সাফাই গাইবার চেষ্টা করেছিলেন। এরকম কথার প্যাঁচে আর কখনও তিনি জড়িয়ে পড়েন নি, এমনভাবে কার্ল এরিক তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন যে তিনিও কেমন ক'রে যেন থাকতে রাজী হয়ে গেলেন। পরে ডন যখনই এই কথা ভাবতেন, নিজের কাছে প্রমাণ করবার চেষ্টা করতেন, তাঁর এই বশ্যতাস্বীকার ব্যক্তিগত দুর্বলতার জন্যে নয়, একশ ডলার বোনাস বা সপ্তাহে পঁচিশ ডলার মাইনে বাড়া-নোও নিশ্চয় এর কারণ নয়। টাকার জন্যে কিছু আসে যায় না। শেষ পর্যন্ত এই ব্যাখ্যাটিতে তিনি খানিকটা আত্মসমর্থন পেলেন: তাঁর প্রভাবিত হওয়ার কারণ কার্ল এরিক ক্যাসেল অকপটে স্বীকার ক'রে নিয়েছেন তিনি পুরোপুরি একজন ধাপ্পাবাজ, একটি রেখাও তিনি আঁকতে জানেন না, অনেক বছর ধ'রে যেসব কাজ তাঁর নামে বেরিয়েছে, তার বেশির ভাগই ডনের আগেকার প্রতিভাশালী যুবকেরাই করেছে।

এই স্বীকৃতি আরও বেশী জোরালো মনে হ'ল এ-কারণে যে কার্ল এরিক ক্যাসেল হঠাৎ তাঁর "ভিয়েনার" উচ্চারণ-ভঙ্গিটি ছেড়ে দিলেন। এটি যে অভিনেতার কৌশল সে-সন্দেহ ডনের মনে কখনও হয়নি। কার্ল এরিক ক্যাসেল যদি আকস্মাৎ তাঁর লাল দাড়িটি খুলে ফেলতেন, তাতেও তিনি এর চেয়ে বেশী আশ্চর্য হতেন না। শুধু তাঁর উচ্চারণের কায়দা নয়, যেসব সুমার্জিত বৈশিষ্ট্য দিয়ে নিজের ব্যক্তিত্বকে তিনি সাজিয়ে রেখেছিলেন, সেগুলিকেও ত্যাগ ক'রে তিনি বললেন, "শোন বাছা, দুনিয়ার হালচাল কিছু শিখে নেবার সময় এসেছে তোমার। তুমি চালাক ছেলে। তোমার কল্পনা আছে।

তোমার মাথা আছে। তোমার উদ্যম আছে। তোমার সাহস আছে। তোমার উচ্চাশা আছে। এসব তোমাকে কোথায় নিয়ে যাবে? আমি তোমাকে ব'লে দিচ্ছি—কোথাও নয়, যদি না তুমি দুনিয়াদারী শিখে নাও। আমি সেই জিনিসটিই তোমাকে শেখাবার চেষ্টা করছি। তুমি আমার কাছে থাক, আমি তোমার হাতে সোনার খনির সদর দরজার চাবিকাঠি তুলে দেব। তুমি ত মনে করছ মস্ত পাহাড়ের শক্ত পাথরের মধ্যেই সমস্ত সোনার খনি আছে? না তা নয়। জগতের সবচেয়ে বড় সোনার খনি রয়েছে এই সমস্ত হোমরা-চোমরা ব্যবসায়ীদের শক্ত মাথার খুলির মধ্যে। এই কথা নিজেকে জিজ্ঞেস কর তারা যা পেয়েছে তা কি ক'রে পেল? কেমন ক'রে তারা অত টাকা রোজগার করে? সহজ ব্যাপার। তারা এমন কিছু পেয়েছে যা পেতে গিয়ে সাধারণ লোক বোকা ব'নে যায়। না? তারা জনসাধারণকেও আহাম্মক বানায়, তাই আমিও ফিরে দাঁড়িয়ে তাদের বোকা বানাই। এতে দোষের কি আছে? দেওয়া-নেওয়া ত ন্যায্য কারবার, নয় কি? আমি কি তাদের টাকার দাম দিই? নিশ্চয়, ঠিক যেমন তারা এক সৌখিন শিশিতে ক'রে কুড়ি সেন্ট দামের সুগন্ধ ক্রীম দু' ডলারে কোন স্ত্রীলোককে বেচে তার টাকার প্রতিদান দেয়। সে কি গোলমাল করে? না, সে খুশী হয়। এটি তার ভাল লাগে। সব বোকারই তা পছন্দ হয়। এতে তারা আরাম বোধ করে। এইটুকুই হ'ল গোপন রহস্য বুঝলে হে। এই হোমরা-চোমরা লোকগুলিও তা থেকে আলাদা নয়। তাদেরও এ ভাল লাগে। কেবল একটি কথা। এরা হ'ল মস্ত লোক। তারা তা জানে। তাদের চারধারে সব-কিছুকেই প্রকাণ্ড হ'তে হবে। তাদের কাজ হয় খুব ধুম ক'রে, তাদের যদি বেকুব বনতে হয় ত সে ছোট বেকুব হ'লে চলবে না, তাদের মস্ত বেকুবই হ'তে হবে।

"তুমি সি অ্যাণ্ড ডাব্লিউ হাউসঅয়ার্সের প্রেসিডেন্ট মিঃ এ. ডাব্লিউ উইল্‌বার্সনকে জান ত? মস্ত বড় লোক। সব দিক দিয়েই বড়। এক মনগড়া ঘটনা ধরা যাক—আগাগোড়া মনগড়া। ধর, তুমি কার্ল এরিক ক্যাসেলের সাথী নও; তুমি শুধু তুমি। তুমি মিঃ উইল্‌বার্সনের সঙ্গে দেখা করতে গেলে—আমি যে মনগড়া বলেছি তার মানে এই, কারণ তুমি সেখানে গেলে তিনি দেখা করবেন না। তাই তাঁকে তুমি এক চিঠি লিখলে। তুমি তাঁকে অনুরোধ করলে যে তোমাকে সপ্তাহে পঁয়ত্রিশ ডলারের মত উঁচু মাইনেতে এক চাকরি দিতে আর তুমি তাঁকে নূতন এক কফি ছাঁকবার যন্ত্রের পরিকল্পনা ক'রে দেবে। তাতে কি হ'ল? তিনি চিঠিটা ছিঁড়ে ফেললেন। কেন? তাঁর অপমান বোধ হ'ল। এইভাবে নূতন পরিকল্পনাটি কার্যে পরিণত করতে তাঁর খরচ পড়বে মাত্র সত্তর

ডলার। তুমি তাঁকে ছোট ক'রে দেখেছ। এ অন্যায়। তুমি তাঁর সঙ্গে এমন ব্যবহার করেছ যেন তিনি ভাল এক দাঁও করার মত চালাক লোক। সেও ভুল। আর যদি তাঁর প্রতি ব্যবহারে তুমি খাতির দেখিয়েছ, সেও ভুল। তুমি সব ত্রুটিগুলিই করেছ। এবারে কার্ল এরিক ক্যাসেল কি করবে শোন, আমি এসব ভুল করি না। আমি তাঁর সঙ্গে চালাক মানুষের মত ব্যবহার করি না। আমি তাঁকে জানতে দিই না তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে। আমি তাঁর প্রতি বেকুবের যোগ্য আচরণ করি। তিনিও ঠিক তাই চান। আমি তাঁকে লাল দাড়ি ঠেকিয়ে দিই। আমি তাঁর উপর মেকী উচ্চারণ চালাই। আমি তাঁকে যে প্রকাণ্ড নামটি দিই সেও মেকী। আমি তাঁকে মস্ত দাম বলি। আমি তাঁর অপমান কবি না। আমি তাঁকে প্রকাণ্ড বেকুব হবার সুযোগ দিই। তাই তিনি চান। এই তাঁর পছন্দ। এর দাম দিতে তিনি ইচ্ছুক।"

কার্ল এরিক ক্যাসেলের এই স্বীকারোক্তি দুনিয়াদারিতেই আহ্বান জানানোর শামিল। ডন ওয়ালিং তা গ্রহণ করলেন, কিশোর যেমন পাপ কাজ নিয়ে খেলা করে—কতকটা সেইরকম ; কিন্তু শিক্ষার্থী যেমন সব বাধা ডিঙিয়ে উদ্দেশ্য বা ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্ন না তুলে শিক্ষার এক নূতন ক্ষেত্রে প্রবেশ করে, তার সঙ্গেই তুলনা আরও ঠিক হয়।

পরের দশ মাস ডন ওয়ালিং অনেক-কিছু শিখলেন, কারণ ক্যাসেল তাঁকে ক্রমেই বেশি ক'রে কাজ কর্মের সম্ভাবনা এবং ক্রেতাদের সংস্পর্শে আসতে দিলেন। তিনি যা শিখলেন তার কিছু কার্ল এরিক ক্যাসেলের শিক্ষার নীতি অনুসরণ করল, আর কিছু তা করল না। ক্যাসেল যেমন বর্ণনা করেছিলেন, সেই ধরনের জনকয়েক কর্পোরেশনের কর্মকর্তা তিনি পেয়ে গেলেন, স্টুডিওতে কাজেব ফরমাস আসা মোটামুটি ধীরভাবে অব্যাহত রাখার পক্ষে তা যথেষ্ট। কিন্তু সে-সম্পর্কে ডনের মনোভাব কার্ল এরিক ক্যাসেলের মত ছিল না। নৈরাশ্যবাদের বদলে এইসব লোকেরা তাঁর মনে দয়ার উদ্রেক করতেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই তাঁদের অভ্যস্ত চালচলন সত্ত্বেও অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে থাকতেন। তাঁদের নিজেদের পরিচিত ত্রুটিগুলির প্রতিষেধক কিছু বার করবার জন্যে তাঁরা আপ্রাণ চেষ্টা করতেন, দক্ষতা আর বিচারবুদ্ধি কিনে সে ফাঁক ভরাবার চেষ্টা করতেন। কার্ল এরিক ক্যাসেল যা তাঁদের বিক্রি করতেন, তা পরিকল্পনার চেয়েও বেশী ছিল, সেটা ভয় থেকে পরিত্রাণ। সাময়িক হ'লেও তবু ত কিছু লাভ আছে ; বিফল হ'লেও চেষ্টা ত বটে। ডন শিখলেন যে "ভালরকম চেষ্টাই" হ'ল ব্যবসায়-জগতে গুণের আদরের চিহ্ন।

শিল্পব্যবসায়ের যেসব কর্মকর্তারা তাঁর মনে সবচেয়ে বেশী প্রশংসার উদ্রেক করতেন, তাঁদের জানবার অল্প সুযোগই তিনি পেতেন। সাক্ষাতের সম্ভাবনা কদাচিৎ ঘটত। কার্ল এরিক ক্যাসেলের চটকদার কায়দা দেখে না ভোলবার মত বুদ্ধি তাঁদের খুবই ছিল। তাঁদেরই মধ্যে একজন অ্যাভেরি বুলার্ড।

শিকাগোয় 'শতাব্দীর উন্নতি' প্রদর্শনীতে দেখাবার জন্যে এক পরিকল্পনার ফরমাস কার্ল এরিক ক্যাসেল পেয়েছিলেন। দ্বিতীয় এক ফরমাস পেয়েছিলেন, এই বাড়িটি সাজাবার জন্যে নতুন ধরনের এক প্রস্থ আসবাব তৈরির,—সেটি ডন ওয়ালিংয়ের পক্ষে একা-হাতের-কাজ দাঁড়িয়ে গেল। ক্যাসেল তাঁকে সহকারী দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে যেতে লাগলেন। যদিও প্রত্যেক গরীবদের খানা সংগ্রহের লাইনে বেকার নক্‌শাকার (ড্রাফ্‌ট্‌স্‌ম্যান) ছিল, তবু কোন না কোন উপায়ে তিনি তাদের খুঁজে পাওয়ার দায়টি এড়িয়ে যেতে লাগলেন। সপ্তাহের পর সপ্তাহ ডন দিনে কুড়ি ঘণ্টা খেটে চললেন। বাড়ি তৈরি ও সাজানোর যে শেষ কাজ তদারক করতে তিনি শিকাগো গেলেন, ঘোলাটে ও রক্তাভ চোখে দেখা তা যেন এক দুঃস্বপ্ন। প্রদর্শনী খোলার আগের রাত্রে একেবারে অবসন্ন হয়ে তিনি এক রাশ আসবাবের কাটছাঁটের উপর অজ্ঞান হয়ে প'ড়ে গেলেন।

রাত্রে এক সময়ে আলোগুলি জ্বলে উঠল। ডনের এটুকু বোঝবার মত জ্ঞান ফিরে এসেছিল যে ফাঁদ পাতা হিসাবে কার্ল এরিক ক্যাসেল কোনও ভবিষ্যৎ খরিদ্দারকে আগেই একবার প্রদর্শনীটি দেখিয়ে নিচ্ছেন। ডন লোকটির গলা শুনলেন। তাঁর কথায় কায সম্পর্কে এমন একটা কিছু ছিল যা তৎক্ষণাৎ তাঁকে পুরোপুরি জাগিয়ে তুলল। তিনি শুনতে লাগলেন; যা শুনলেন তাতে তিনি প্রতিশোধের আনন্দ পেলেন। লোকটির কথাগুলি কার্ল এরিক ক্যাসেলের এই ভণ্ডামির খোলস ছিঁড়ে দিল। এর পরে মর্মভেদী আঘাতটি শোনা গেল, "ক্যাসেল, এ-আসবাব আসলে কে পরিকল্পনা করেছে?"

পরে অনেক বছর পর্যন্ত, ডন ওয়ালিং, দীর্ঘ দু' বছর ধ'রে যে-তিক্ততা ও রাগ সয়েছেন, সেসব কিছুর জন্যে কার্ল এরিক ক্যাসেলকে দোষী করবার লোভ যখন তাঁর হ'ত, তখন সর্বদা একটি স্মৃতিতেই তার সব ঋণ শোধ হয়েছে ব'লে ডনের মনে হ'ত, সেদিন রাত্রে সেই লাল দাড়িওয়ালা ধাপ্পাবাজকে ওয়ার্লড্‌স ফেয়ারের বাড়িতে নিজের ঋণ এভাবেই মিটাতে হয়েছিল। ক্যাসেল সোজাসুজি সরলভাবে বললেন "এই বাড়ি আর এর মধ্যে যা কিছু আছে, সে-সবেরই পরিকল্পনা ডন ওয়ালিং নামে এক প্রতিভাবান গুণী যুবক করেছে।"

আদেশের স্বরে লোকটি বললে, "আমি তাকে দেখতে চাই"—আর ডন ওয়ালিং, জীবনের আর যে-কোনো সময়ের চেয়ে বেশী জাগ্রত হয়ে তাঁর নোংরা হাত আর দুমড়ানো কাজের পোশাকের কথা মনে না ক'রে, কার্ল এরিক ক্যাসেলের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না ক'রে, সেই আজ্ঞা পালনের প্রয়োজন ছাড়া পৃথিবীর আর কোন কিছুর কথাই মনে না ক'রে, অ্যাভেরি বুলার্ডের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে, দরজা থেকে বেরিয়ে এলেন।

কার্ল এরিক ক্যাসেল তাঁদের একলা রেখে যে ক'রে হোক অলক্ষ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তাঁরা বেড়াতে বেড়াতে হ্রদের ধারে গেলেন, বুলার্ড আলোচনা ও কথার ফাঁকে ধীরে ধীরে খুঁচিয়ে দেখতে লাগলেন ডনকে। তাঁর কণ্ঠস্বরে আর এখন তলোয়ারের তীক্ষ্ণতা নেই, কিন্তু তাঁর প্রাণমাতানো গুণ একটুও ক'মে যায়নি। সে-কণ্ঠস্বর ছিল শক্তি ও ক্ষমতার, সততা ও সঙ্কল্পের; উদীয়মান সূর্য যেমন মিচিগান হ্রদের উপর আকাশে তাব দাগ বুলোচ্ছিল, জলকে পর্যন্ত আগুনের মত রাঙা ক'রে দিয়েছিল, তেমনই যাদুতে যে ভয়শূন্য কল্পনা আকাশে উঠতে চায়, এ ছিল তেমনি এক গলার স্বর।

ডন যখন কার্ল এরিক ক্যাসেলকে বললেন, তিনি অ্যাভেরি বুলার্ডের সঙ্গে কাজ করতে যাচ্ছেন, তখন তিনি আশ্চর্য হলেন না। তিনি শুধু বললেন, "আমি তা জানি। তোমার সৌভাগ্য হোক। ইনি মস্ত মানুষ।"

এর পর দু' বছর ডন ওয়ালিং ঘনিষ্ঠরূপে অ্যাভেরি বুলার্ডের সঙ্গে কাজ করলেন। যে-অন্তর্ভুক্তির ফলে ট্রেড্ওয়ে কর্পোরেশন সৃষ্টি হয়, ঠিক তার আগে। সারা জীবন তিনি সংগ্রামের পূর্ণ আহ্বান খুঁজেছিলেন, এবার তিনি তা পেলেন। যেটা নিয়ে তাঁরা কাজ করছিলেন, তাতে যতই শক্তি ও চিন্তা তিনি ঢেলে দিন না কেন, কাজে ও চিন্তায় অ্যাভেরির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তিনি পেরে উঠতেন না। বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষটির বিরাট শক্তি যেন খোঁচা দিয়ে সর্বদা তাঁকে তাড়িয়ে নিয়ে চলত। তিনি দৌড়োতে দৌড়োতে আসতেন, যে-পরিকল্পনাটি নিয়ে ডন বেশ কিছু দিন খেটেছেন, সেটিকে তাড়াতাড়ি এক নজরে দেখে নিতেন, আর এমন একটা কিছু আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতেন, যেটি ডন দেখামাত্রই চিনতে পারতেন। সেটা এমন এক ত্রুটি, যা তাঁর নিজেরই ধরা ও সংশোধন করা উচিত ছিল। আবার অ্যাভেরি বুলার্ড যেভাবে একটি পেন্সিল তুলে ডনের অঙ্কিত একটি রেখা এমন নতুন করে এঁকে দিতে পারতেন, যে ডন যতক্ষণই চেষ্টা করুন না কেন, তার চেয়ে ভাল প্রায়ই করতে পারতেন না, এ-ব্যাপারটি তাঁকে আরও ক্ষেপিয়ে

তুলত। কাজ আদায়কারী মনিবের যোগ্যতা থাকলে তাঁর হাতে তা চাবুক হয়ে দাঁড়ায়, আর যিনি নিখুঁত কাজ চান, তাঁর হাতে সে-চাবুক থাকলে ক্ষত-স্থান আরও বেশী গভীর হয়। অ্যাভেরি বুলার্ডের মমতা ছিল না। একবার তিনি ডনকে দিয়ে ডান্‌ক্যান ফাইফ টেবিলের ছোট একটি পিতলের ডাঁটির জন্যে ছাব্বিশটি নক্‌শা করান। শেষে একটি নকশা বাছাই ক'রে যখন তার প্রথম নমুনা-ঢালাই তৈরি হ'ল, তখন অ্যাভেরি বুলার্ড তা এক নজরে দেখে সত্যিসত্যিই তাঁর পঁচিশ তলার দপ্তরের জানলা গলিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। তারপর আবার গোড়া থেকে কাজ আরম্ভ হ'ল। ডনকে মানতে হয়েছিল শেষ পর্যন্ত যে-ফল পাওয়া গিয়েছিল তাতে, যে-অর্থ ও সময় ব্যয় হয়েছিল, তা সার্থক হয়েছে। সেটি নিখুঁতের আরও কাছাকাছি।

মিচিগান হ্রদের তীরে সেই ভোরের পূর্বক্ষণটিতে যে স্বপ্নময় ছবিটি অ্যাভেরি বুলার্ড আঁকেন, অন্তর্ভুক্তি ছিল তারই প্রথম প্রধান সার্থক রূপ। এর পর তিনি ডন ওয়ালিংকে পিট্‌স্‌বার্গে কগ্‌ল্যান ধাতুর আসবাব কোম্পানিতে কাজ করতে পাঠান। "ধাতু দিয়ে আমরা এমন সব কাজ করতে পারি, যার কথা আসবাব-শিল্পে এখন পর্যন্ত ভাবাও হয়নি। সেখানে গিয়ে তাই কর। কোন কিছুকেই তোমার পথে বাধা হ'তে দিও না। বুড়ো কগ্‌ল্যান তোমাকে বলবে—এ করা যায় না ; পূর্বেও তারা সে-চেষ্টা করেছে। তাকে উচ্ছন্নে যেতে বলার কষ্টও স্বীকার ক'রো না, তাকে শুধু অগ্রাহ্য ক'রো। সে ধর্তব্যের মধ্যেই নয়, লোক দেখাবার জন্যেই আমায় তাকে রাখতে হয়েছে। এক বছরেই সে বেরিয়ে যাবে। জেসি গ্রিম নামে একটি লোক আছে, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, তারই কাছে থেকে কাজ ক'রো। আমি এখনও তাকে খুব ভালভাবে জানি না, তবে তাকে ভালই দেখা যাচ্ছে। আমার মনে হয় সে আমাদেরই ধরনের। কিন্তু গ্রিমের উপর নির্ভর ক'রো না। কারও উপরেই নির্ভর ক'রো না, কারখানায় নিজে লেগে পড়। ধাতুর কাজ শেখ। ঐসব যন্ত্র দিয়ে তুমি কি করতে পার, আর কি না পার, তা জেনে নাও। আর যখন তুমি এমন কিছু করতে চাইবে যা যন্ত্রের দ্বারা হবে না, তখন এমন যন্ত্র পরিকল্পনা ক'রে নিও যাতে তা হবে। কারবারের মধ্যে লেগে পড়। লোকের সঙ্গে কথা বলবে। বাজার যাবে। লোকে কি চায় তা জেনে নেবে, যদিও তখনও তারা নিজেরাই জানে না তারা তা চায় —তারপর তাই তাদের দাও। শেষ একটি কথা, ওয়ালিং, ছবি আঁকার ড্রয়িং বোর্ডের টুলে ব'সে ব'সে তোমার প্যাণ্টালুনের পিছনটা ছিঁড়ে ফেল না। তোমার ভাবগুলি কাগজে তোলবার জন্যে মাইনে দিয়ে নক্‌শা করবার

লোক রেখে নিও। যদি যথেষ্ট ভাব মনে আসে, দু'জন লোক রেখো—কিংবা তিন, চার বা পাঁচ। নক্শাকারদের দাম সস্তা। ভাবগুলিই হ'ল আসল জিনিস।''

ডন ওয়ালিং, শুধু এক স্বর্ণ সুযোগের উদ্দীপনা নয়, সর্বদা অ্যাভেরি বুলার্ডের প্রভুত্ব থেকে পরিত্রাণ পাবার সম্ভাবনায়ও উৎসাহিত হয়ে পিট্স্বার্গ চ'লে গেলেন। প্রথম সপ্তাহ শেষ হবার আগেই দ্বিতীয় উৎসাহটির আর কোন অর্থ রইল না। অ্যাভেরি বুলার্ডকে তাঁর প্রয়োজন ছিল আর সেই প্রয়োজন বুঝতে পারায় নিজের মধ্যে যে-দুর্বলতা ধরা পড়েছিল, তা দূর করবার চেষ্টা করলেন তিনি। অজ্ঞাতে তিনি নিজেকে অ্যাভেরি বুলার্ডের ছাঁদেই গড়তে লাগলেন। তাতে গণ্ডগোল বাধল। বাধ্যতামূলক একত্রীকরণের অসন্তোষ এড়িয়েও কারখানার অবস্থা কোনদিনও খুব ভাল ছিল না। বুলার্ডের ধরনধারণ ডন ওয়ালিং নকল করার ফলে তা আরও খারাপ হয়ে পড়ল। অবশেষে একদিন মাঝরাত্রে জেসি গ্রিমের বাড়ির পিছনের বারান্দায় সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বললেন, ''একজন কারুর কাছে তোমায় শিক্ষা নিতে হবে, মনে হচ্ছে সেকাজ আমারই উপর পড়েছে। আমি অ্যাভেরি বুলার্ডের বিষয়ে বেশী কিছু জানি না, কারণ আমার দু'বার মাত্র তাঁর সঙ্গে অল্পক্ষণ কথা হয়েছে। কিন্তু আমি আমাদের কারখানার লোকেদের কথা কিছু জানি, তারা একথা মানবে না যে অ্যাভেরি বুলার্ড তোমাকে তাঁর ছাব্বিশ বছর বয়েসী 'কার্বন-কপি' হবার জন্যে পাঠিয়েছেন—আর এই কথা তোমায় ব'লে রাখা ভাল যে আমারও তা পছন্দ নয়।''

এতে ডনের প্রথম প্রতিক্রিয়া হ'ল রাগ আর বিরক্তি, কিন্তু গ্রিমের যৌক্তিকতার কোমল প্রভাবে তিনি ক্রমশঃ ন্যায্য সাজা হিসাবেই অনিচ্ছুকভাবে এটি স্বীকার ক'রে নিলেন। শিশুর মার খাওয়ার মতই তাঁর মনে হ'ল; এ-অনুভূতি সুখের ছিল না। তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন আর কেউ কখনও তাঁকে অ্যাভেরি বুলার্ডের কার্বন কপি বলবে না। পরে যথাসময়ে এই বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষটির সতর্ক নির্লিপ্ত মনোভাবের পক্ষে যতটা সম্ভব, তিনি জেসি গ্রিমের ততটাই আপন বন্ধু হয়ে উঠলেন।

অ্যাভেরি বুলার্ডের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ খুব অল্পই হ'ত, ডন যতটা চাইতেন, তার চেয়ে ঢের কম। একবার মিলবার্গে গিয়ে এই কথা তিনি বলেছিলেন। অ্যাভেরি বুলার্ড হেসে বলেছিলেন, ''তোমার মুণ্ডু, ছোকরা, তোমায় সবচেয়ে ভাল প্রশংসা যা আমি দিতে পারি, সে হচ্ছে তোমাকে তোমার নিজের উপর ছেড়ে দেওয়া, তা কি জান না? যা ঘটছে তা যদি আমার পছন্দ না

হয় তা হ'লে আমার কথা তুমি তাড়াতাড়িই শুনতে পাবে—যতটা শুনতে চাও, তার চেয়ে বেশীই শুনবে। ভাল কথা, আমবা তোমার মাইনে বাড়িয়ে দশ হাজার ক'রে দিচ্ছি।"

এই সময়েই ডন বললেন, "আমার মনে হচ্ছে স্ত্রীর ভরণপোষণের পক্ষে এই যথেষ্ট হবে, মিঃ বুলার্ড।"

"তিনি কে?"

ডন ইতস্তত করলেন। গত দু' সপ্তাহ ধ'রে যে গোপন প্রশ্নটি তিনি নিজেকে বহুবার করেছেন, আবার নিজেকেই সে-প্রশ্নটি জিজ্ঞেস করলেন। তারপর অ্যাভেবি বুলার্ডের কাছে কখনও তিনি যে-সাহস করেন নি এমন স্পর্ধার ভঙ্গিতে তিনি বললেন, "তার নাম মেরী কোভালিস। তার বাবা একটি ছোট হোটেল চালাতেন, আমি স্কুলে পড়বার সময়ে সেখানে কাজ করতাম। তিনি মারা গেছেন। সামাজিক মর্যাদা তার নেই, আর আমাদের বিয়ের সময়েই জীবনে প্রথম মেয়েটি শ্যাম্পেন আস্বাদ করবে।"

অ্যাভেরি বুলার্ড জিজ্ঞেস করলেন—আর এ-প্রশ্ন বৃথা ছিল না—"তিনি চালাক কেমন?"

"তা—" ডন ইতস্তত করে, কিভাবে তাঁকে বলবেন, তাই ভাবতে লাগলেন, "সে পিট্‌স্‌বার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ.ডি, এখন এক অর্থ-নীতিজ্ঞেব সহকারীর কাজ পেয়েছে। সে—"

বুলার্ড ব'লে উঠলেন, "বেশ, চালাক স্ত্রীই তোমার দরকার। তা না হ'লে ভয়ঙ্কব অস্তুবিধে। শ্যাম্পেন? বেশ, তাতে খরচ বাড়বে, নয় কি? সে-ক্ষেত্রে বরং তোমার বেতন বাড়িয়ে আমরা দশের জায়গায় বার হাজার ক'রে দেব। এখন আমি অল্ডার্‌সনের মূল্যবান আরও দু' হাজার ডলার নষ্ট করেছি, সেকথা সে জানবার আগেই এখান থেকে স'রে পড়, পিট্‌স্‌বার্গ ফিরে যাও।"

পরের বছর জেসি উৎপাদন-ব্যবস্থার ভাইস-প্রেসিডেণ্ট হিসাবে মিল্‌বার্গ ফিরে গেলেন আর ডনকে কগ্‌ল্যান কারখানার জেনারেল ম্যানেজার ক'রে দেওয়া হ'ল। তারপর পুনরস্ত্রীকরণের কার্যসূচী গৃহীত হ'ল আর পিট্‌স্‌বার্গ কারখানাকে বিমান ও জাহাজের কলকব্জা উৎপাদনে লাগানো হ'ল। চার বছর এমন ভাবে গেল যে মেরী বলতেন স্বামীর সঙ্গে তাঁর যেটুকু দেখাশুনা হয়, তাতে বিয়ে না হয়ে একা থাকলেও কোনই তফাত হ'ত না। ডন তা মানতেন না, অ্যাভেরি বুলার্ডও নয়। "তুমি একথা জান কি না তা জানি না, ওয়ালিং, কিন্তু মেয়েটি তোমার খুবই ভাল করছেন। তুমি পাকতে শুরু করেছ।"

ডন ভাবতে লাগলেন অ্যাভেরি বুলার্ডের "পাকা" কথাটি বলার কোন প্রচ্ছন্ন অর্থ থাকতে পারে কি না। যুদ্ধের পরের বছরই তিনি সেটা জানতে পারলেন। তাঁকে নূতন পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগের কর্তৃত্ব নেবার জন্যে মিল্‌বার্গে ফিরিয়ে আনা হ'ল, তাঁর দায়িত্ব থাকল নয়টি কারখানার গঠন-ভঙ্গি ও উৎপাদন-উন্নয়নেব কাজ।

মিল্‌বার্গে ফিবে আসাটি তিনি যেমন জয়োল্লাসে উপরে ওঠার মত হবে মনে করেছিলেন, তা হ'ল না। নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবার সময়টি বেশ কঠিন হয়েছিল। পিট্‌স্‌বার্গ কারখানার জেনারেল ম্যানেজার হিসাবে তিনি সকলের উপবে ছিলেন, প্রায় পুরোপুরি কর্তৃত্ব ছিল তাঁর। মিল্‌বার্গে তিনি হলেন নির্বাহী কর্মীদলের এক ছোটখাট সভ্য মাত্র, আর যেসব সযত্নরক্ষিত সীমারেখা দ্বারা অন্য বারোজন বিভাগীয় কর্তাদের উপর ক্ষমতা সমর্পণের ব্যাপারটি চিহ্নিত করা হ'ত, সেইগুলিই তাঁকে ঘিরে রেখে-ছিল। তাঁকে ভাইস-প্রেসিডেণ্টের পদ দেওয়ার পরও তিনি তখনও ডিরেক্টর-গণের টেবিলে পদমর্যাদায় অন্য সকলের ছোট হয়ে বসতেন। বড় আনন্দ নিয়ে তিনি পরিকল্পনার কাজে ফিরে আসবেন আশা করেছিলেন, নয়টি কারখানার পরিকল্পনার কর্তৃত্ব কেন্দ্রীভূতভাবে চালাবার সম্ভাবনায় উত্তেজিত হয়েছিলেন; কিন্তু গ্রিম ও ডাড্‌লে তাঁর প্রথম প্রচেষ্টার বেশির ভাগই বিফল ক'রে দেন। গ্রিম বলেছিলেন এমনিতেই যখন কারখানার সব জিনিসের বেশির ভাগই বিক্রি হয়ে যায়, তখন নূতন নমুনা বার করতে যে-টাকা লাগবে, তা নষ্ট করবার দরকাব নেই; আর ডাড্‌লেও তাতে রাজী হয়ে বলেন যে তাঁর বিক্রয়-বিভাগ বিক্রি আর বাড়াতে চান না। উৎপাদন উন্নয়নের কাজ একই অবস্থায় থেকে ক্রমাগতই বাড়বার পক্ষে নিয়ত বাধা পাচ্ছিল। পরীক্ষাগারের পৃথক বাড়ি ছিল না, পরীক্ষার কাজ কারখানাগুলিতেই চালাতে হ'ত। নূতন কোন প্রক্রিয়া প্রয়োগ ক'রে দেখবার একটি মাত্র উপায় ছিল কারখানার কোন এক দিকের কাজ বন্ধ রাখা। আর শ দেখিয়ে দিলেন যে তাতে উৎপাদন কমাতে হবে। সুতরাং দামও বাড়বে; অন্যেরাও তাতে সায় দিলেন।

গত কয়েক মাস আগে পর্যন্ত ডন ওয়ালিং অন্য ভাইস-প্রেসিডেণ্টদের মনোভাব নিয়ে কোন দারুণ দুর্ভাবনা বোধ করেন নি। অ্যাভেরি বুলার্ডের মনোভাবেরই কেবল গুরুত্ব ছিল, আর প্রেসিডেণ্ট সব সময়েই তাঁর সমর্থন করেছেন। প্রতি বছরই তিনি অন্তত কয়েকটি নমুনা ছাড়বার আদেশ দিতেন, এবারে ঢালাই-প্রক্রিয়ার উন্নয়ন কাজ চালিয়ে যাবার এবং নূতন

ফিনিশের পদ্ধতি ও নূতন এক শুষ্ক চুল্লির পরিকল্পনার যে-পরীক্ষা আরম্ভ হয়েছিল, তাও চালাবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সম্প্রতি ওয়ালিং অনুভব করছিলেন বুলার্ডের সমর্থন ক্রমেই অধিক অনিচ্ছার সঙ্গে দেওয়া হচ্ছিল। মনে হ'ল যেন ক্রমাগত উন্নতি ক'রে যাবার প্রতি প্রেসিডেণ্টের অদম্য আগ্রহ ক্রমশ ক'মে যাচ্ছে।

গত মাসে অ্যাভেরি বুলার্ডের দপ্তরে ডন ওয়ালিং-এর ডাক পড়েছিল মাত্র দু'বার, আর আগে প্রেসিডেণ্টের সংস্পর্শে সর্বদাই তিনি যে-উৎসাহের প্রেরণা অনুভব করতেন, এবার তা করেন নি। সর্বশেষ সাক্ষাৎকার সব-চেয়ে অসন্তোষজনক হয়েছিল। তিনি নূতন ফিনিশ প্রক্রিয়ার এক খসড়া এবং তা দিয়ে যা করা যায়, তারই সব পরীক্ষামূলক নমুনা হাত ভর্তি ক'রে নিয়ে গিয়েছিলেন। অ্যাভেরি বুলার্ড সেগুলির দিকে প্রায় তাকালেনই না। শ-এর এক স্মারকলিপিতে এই সুপারিশ ছিল যে বাকী বছরের সমস্ত উন্নয়ন প্রচেষ্টা এমন সব পরিকল্পনাকেই কেন্দ্র ক'রে হবে, যার প্রত্যক্ষ প্রভাবে সঙ্গে সঙ্গে লাভ হবে, সেইটি আলোচনা ক'রেই তিনি সারা সময় কাটিয়ে দিলেন। শেষ পর্যন্ত ডন ওয়ালিং-এর আংশিক জয় হ'ল—ঢালাই-প্রক্রিয়ার কাজ চলতে থাকার বিষয়ে বুলার্ড সম্মত হলেন—কিন্তু এই অস্বস্তিকর বোধ নিয়ে তিনি প্রেসিডেণ্টের দপ্তর থেকে ফিরলেন, চালু কাজগুলি থেকে শেষ কপর্দক নিট মুনাফা নিংড়ে নেওয়ার নির্মম চেষ্টার ফলে, অ্যাভেরি বুলার্ডের প্রশংসনীয় গুণগুলি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। অ্যাভেরি বুলার্ডের পরি-চালনার ধারা এমন কোনও কালে ছিল না। এই ভাবে তিনি ট্রেড্‌ওয়ে কর্পোরেশন গ'ড়ে তোলেন নি।

এখন লিফ্‌টে উঠতে উঠতে ডন ওয়ালিং-এর চিন্তা অ্যাভেরি বুলার্ডের চেয়ে শ'কে নিয়েই বেশী দেখা দিল। আর যে-নৈরাশ্যের রাগ নিয়ে তিনি কারখানা ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন, সেটি, তিনি চব্বিশ-তলায় পা দিতে তাঁর সামনে বন্ধ দরজাটির পিছনে যে-লোকটি বসেছিল, তারই উপর গিয়ে পড়ল।

লুইগি গুরুগম্ভীর চালে বলল, "ছ'টায় সভা, মিঃ ওয়ালিং।"

"আমি জানি, লুইগি, ধন্যবাদ।"

বেলা ৫-৫৮

এই খানিক আগেই কয়েক মিনিট ধ'রে লরেন পি. শ তাঁর বহুমুখী ঘড়িটির দিকে এত ঘন ঘন তাকাচ্ছিলেন যে কোন দর্শক সেখানে উপস্থিত থাকলে

সহজেই মনে করতে পারত যে তিনি কোনও কঠিন স্নায়বিক রোগে যন্ত্রনা পাচ্ছেন। কিন্তু তেমন কেউ ছিল না। শ একাই তাঁর দপ্তরে ছিলেন এবং উৎকটভাবে নিঃসঙ্গতা বোধ করছিলেন। দেয়ালের ওদিক থেকে যে-সব চাপা আওয়াজ আসছিল, তা থেকে তিনি বুঝেছিলেন অন্য ভাইস-প্রেসিডেণ্টরা অল্ডার্সনের দপ্তরে জড় হচ্ছেন। কার্যনির্বাহক-সমিতিব সভার আগে অ্যাভেরি বুলার্ডেব পরবর্তী চাল কি হবে, সে-সম্বন্ধে নিজেদেব অনুমান বাজিয়ে নেবার জন্যে এমন তাঁরা প্রায়ই করতেন।

শ জানতেন মিঃ বুলার্ডের অনুমানের অতীত উদ্দেশ্য আন্দাজ করবার কোন চেষ্টা করা মানে বৃথাই সময় নষ্ট, তবু তাঁর সহকর্মী ভাইস-প্রেসি-ডেণ্টদের এই অনুমানের গবেষণায় যোগ দেওয়া থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রাখা সর্বদাই তাঁর পক্ষে কঠিন হ'ত। ফিট্জ্জেরাল্ডের মৃত্যুর পর একবারও যে তিনি ওদিকে যাননি তা থেকে আবেগের উপর তাঁর যুক্তির জয়ই সূচিত হয়েছে। কর্মকর্তার পদমর্যাদা, তিনি যেসব দপ্তরে ঢোকেন তাব দ্বারাই মাপা যায়। যদি কেউ অন্য আর একজনকে নিজেব দপ্তরে আসতে বাধ্য করার পরিবর্তে নিজেই তাঁর দপ্তরে যান, তবে ত তাঁর উঁচু মর্যাদা খোলাখুলিভাবেই মেনে নেওয়া হ'ল।

লরেন শ নিজের প্রতিদ্বন্দ্বিতার কল্পনায় প্রত্যেকবাব খণ্ডযুদ্ধের প্রলোভন দমন করেন আব কার্য-নির্বাহক ভাইস-প্রেসিডেন্টের পদটির কাছে এক এক ধাপ এগিয়ে যান। শেষ পর্যন্ত তাঁর নির্বাচন অবশ্যই অনিবার্য। অন্য কারুকে কার্য-নির্বাহক ভাইস-প্রেসিডেন্টরূপে বেছে নেওয়া বুলার্ডেব পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ স্পষ্টই দেখা যায় যে অন্য সকলেবই খুব সামান্য যোগ্যতাই আছে। তবু একটি দিন পার হয়ে গেলে তাঁর মনে হ'ত, যন্ত্রণাদায়ক অপেক্ষার চব্বিশটি ঘন্টা শেষ হ'ল।

লরেন শ-এর মনের আরও গভীব পূর্ণতম অনুভূতির অনেক নিচে, অল্ডার্-সনের দরজা খুললে ঠিক পরের মুহূর্তে কি ঘটবে তারই ভয় ছিল; তখন সবকটি চোখের দৃষ্টি তাঁর উপর পড়বে, আর তিনি স্বীকাব করতে বাধ্য হবেন তাদের অভ্যর্থনায় আদৌ কোন আন্তরিকতা নেই, তাদের খোসগল্পে যোগ দেবাব সে আমন্ত্রণও নেই।

এমন কি তাঁর অবচেতন চিন্তাও কখনও এই সীমাটি পার হয়ে যায়নি, তার কারণ লরেন শ আপনা হ'তেই নিজেকে বাঁচাবার পন্থা হিসাবে, অন্য লোকেবা যে তাঁকে অপছন্দ করে, সে-স্বীকৃতি মন থেকে দৃঢ়ভাবে দূবে সরিয়ে রেখেছিলেন। যেদিন উচ্চ বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর কোষাধ্যক্ষের

নির্বাচনে তিনি হেরে যান, সেই দিন থেকে সর্বদা তিনি এমন সব অবস্থা এড়িয়ে চলতেন যাতে অপদার্থ বেকুবদের অসার ধারণায় তাঁকে হেয় হ'তে না হয়।

যে শক্ত লড়াই লরেন শ-কে নিজের দপ্তরে আটকে রাখত সেটিই তাঁর ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যই তাঁর জীবনের মুখ্য ক্ষমতা। তাঁর জানবার আগ্রহ ভয়ানক প্রবল। কৌতূহল মানুষের এক স্বাভাবিক বৃত্তি, কিন্তু লরেন শ-এর মধ্যে তা অস্বাভাবিক আকার ধারণ করেছিল। যখন আর কেউ এমন কিছু জানত যা তিনি জানতেন না, বিশেষতঃ যদি তাঁর নিজের ভবিষ্যতের সঙ্গে সে-জ্ঞানের পরোক্ষ কোন সম্পর্ক থাকত, তখন আবেগে তিনি এত বিচলিত হতেন যে তা প্রায়ই তাঁর সহ্যসীমা ছাড়িয়ে যেত। ছাত্র-জীবনে অনেকবার এমনও হয়েছে যে, পরীক্ষার ফল ঘোষণার প্রতীক্ষায় থেকে থেকে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, যদিও সর্বদা তিনি একেবারে নিশ্চিত থাকতেন যে তাঁর স্থান উঁচুতেই থাকবে।

এই দেড় ঘন্টা ধ'রে অ্যাভেরি বুলার্ড কেন যে কার্যনির্বাহক-সমিতির বিশেষ সভা আহ্বান করলেন, তা না জানবার জন্যে ক্রমান্বয়ে ক্রমবর্ধমান যন্ত্রণা সহ্য করতে হচ্ছিল। অস্থিরতায় ঘেমে উঠে তাঁর হাতের তেলো আবার ভিজে গেল; নিচের দেরাজে সমানভাবে বসানো খোদাইকরা সেগুন কাঠের বাক্সে তিনি রুমাল মজুত রাখতেন, তাই থেকে একটি পরিষ্কার লিনেনের রুমাল নেবার জন্যে দেরাজটি খুললেন। এই নিয়ে সেদিন তিনি দশটি রুমাল ব্যবহার করেছেন। এ ছিল এক প্রয়োজনীয় ব্যয়বাহুল্য, সেটিকে তিনি তাঁর পোশাকের সঙ্গে এক পর্যায়েই ফেলেছিলেন, তাঁর সমস্ত পোশাক নিউইয়র্কের যে-দরজি করত, 'ফরচুন' পত্রিকার মতে, তার কারবার জাতির প্রধান শিল্পপতি কর্মকর্তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

লরেন শ সামান্য চটকানো রুমালটি রেখে দেরাজ বন্ধ করলেন। দেয়ালের ওদিক থেকে যদি কোন শব্দ ভেসে আসে তা হারাবার সম্ভাবনা যাতে না হয় সেজন্যে তিনি নিঃশব্দে চলাফেরা করছিলেন। কোন কথা বোঝা যাচ্ছিল না, কিন্তু তিনি ওয়াল্ট ডাড্‌লের চাপা গলা আর তার উত্তরে জেসি গ্রিমের হাসির মৃদু শব্দ বুঝতে পারলেন।

শ-এর পাতলা ঠোঁট বিতৃষ্ণায় কুঞ্চিত হয়ে উঠল। ডাড্‌লে তার আর একটি আহম্মুকে গল্প বলেছেন...এখনও তিনি ট্রেড্‌ওয়ে কর্পোরেশনের ভাইস-প্রেসিডেন্টের বদলে রাস্তার হকারের মতই আচরণ করছেন...বাচাল বোকা কোথাকার! অন্তত জেসি গ্রিমের বেশির ভাগ সময় মুখ বন্ধ রাখবার সুবুদ্ধিটুকু

রয়েছে। কিন্তু দু'জনেরই কারুর গুরুত্ব নেই...তাঁরা উভয়েই হিসাবের বাইরে...বুড়ো খিটখিটে অল্ডার্‌সনও।

আর একবার, যেমন ফিট্‌জ্‌জেরাল্ডের মৃত্যুর পর হাজার বার শ-এর মনের তীক্ষ্ণ পিনটি যেন সেই একই রেকর্ডের একই খাঁজে শব্দ করতে লাগল, আর একই উত্তর তিনি শুনতে পেলেন...লরেন শ, কার্য-নির্বাহক ভাইস-প্রেসিডেন্ট। আর কোনই উত্তর ছিল না, থাকতে পারে না! এ গণিতের সহজ অঙ্কের মত, যদি বারো রকমে তা উত্তব দাও, উত্তর সব সময়ে একই থাকবে।

কিন্তু এখন আবার সেই বেকর্ডের একই খাঁজে এই অনিবার্য প্রশ্নটি শোনা গেল...বুলার্ড দেরি করছেন কেন, আর তারই সঙ্গে যে সমান অনিবার্য ভয়টি সর্বদা লেগে থাকত, তাও দেখা দিল।

প্রতিবার এই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবার সঙ্গে এক এক ফোঁটা বিরক্তি জমত, আর এখন লরেন শ-এর মনে যেন বহুকালের রাগের অম্ল-আরক উপচে পড়ছে। নির্যাতকের প্রতি নির্যাতিতের যে বিশেষ ঘৃণা থাকে, সেইভাবেই তিনি অ্যাভেরি বুলার্ডকে ঘৃণা করেন। তিনি যে ইচ্ছাকৃত নিষ্ঠুরতায় এই এত মাস অপেক্ষা করার সাজা দিয়েছেন তার জন্যে, তাঁর জঘন্য লুকোচুরির জন্যে, তিনি কি করছেন সে-সম্বন্ধে একটি কথা না ব'লে নিউইয়র্কে চ'লে যাবার জন্যে, আর যার কারণ কেউ জানে না এমন এক কার্যনির্বাহক-সভা ডাকবার জন্যে তাঁর প্রতিই শ-এর এই ঘৃণা।

কেউ জানে না? ভয়ে শ-এর শরীর কঠিন হয়ে উঠল। দেয়ালের ওদিকে ঐঘরে ওঁরা জানেন কি......গ্রিম কি জানেন......কিংবা অল্ডার্‌সন... কিংবা ডাড্‌লে বা ওয়ালিং? ওয়ালিং? না, তিনি ওয়ালিং-এর গলা শোনেন নি। তিনি নিশ্চয়ই সেখানে নেই। আজ রাত্রেই না ওয়ালিং সেই ঢালাই কার-খানায় পরীক্ষা চালাচ্ছেন? হাঁ, আজই ত শুক্রবার। তার মানে ওয়ালিং কার্যনির্বাহক-সমিতির সভায় থাকবেন না। বুলার্ড কখনও তাঁর সোনালী চুলওয়ালা প্রিয়পাত্রটিকে নিজের অসুবিধা করবার জন্যে জোর করবেন না।

চকিতে শ-এর মনে প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। এই তাঁর সুযোগ। দু' সপ্তাহ ধ'রে তিনি এক বিশেষ বাজেট রিপোর্ট ধ'রে রেখেছেন, তাতে দেখা যায়, ওয়ালিং এর মধ্যেই প্রথমার্ধের বাজেট অপেক্ষা পরীক্ষা কার্যের খরচ বাবদ ৬২৫৪.১৮ ডলার বেশী করেছেন—আর তার উপর পাইক স্ট্রীটে এক পুরনো ছাপাখানার পুনর্নির্মান ও প্রতিষ্ঠা করতে চান ব'লে তারও ৬,০০০ ডলারের এক বিশেষ মঞ্জুরী বাকী রয়েছে। শ সে-রিপোর্ট প্রেসিডেন্টের দপ্তরে পাঠান নি, কারণ তিনি জানতেন অ্যাভেরি বুলার্ড তা অগ্রাহ্য ক'রে সরিয়ে

দেবেন। কিন্তু সে-স্মারকলিপি কার্যনির্বাহক সমিতির সভায় পড়লে তাতে ব্যাপারটির মর্যাদা হবে সম্পূর্ণই আলাদা। একবার কার্য-বিবরণীতে লেখা হয়ে গেলে আর তা অমান্য করা চলবে না..আর আজ ওয়ালিং মিষ্টি কথায় নিজেকে বিপদ থেকে বাঁচাবার জন্যে সেখানে থাকবেন না। এইবার ওয়ালিংকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেবার সময় এসেছে..অনেক দিন তিনি অ্যাভেরি বুলার্ডকে যথেষ্ট ঠকিয়েছেন। অবশ্য এঁরা সবাই তাই করেছেন..অল্ডার্‌সন ও গ্রিম, আর ডাড্‌লেও..সর্বক্ষণ তাঁরা প্রেসিডেন্টের দপ্তরে তাঁদের ছোট-খাট গোপন মন্ত্রণা আঁটবার জন্যে ঢুকে পড়েন..কিন্তু ওয়ালিং সবচেয়ে খারাপ..নিঃসন্দেহে সবচেয়ে খারাপ।

দেয়ালের ওদিক থেকে চেয়ার সরাবার শব্দ এল আর শ ঘড়ি দেখলেন। পাঁচটা ছাপান্ন..চার মিনিট..অন্যেরা এখন উপরে চলেছেন। তিনি এখনও এক মিনিট অপেক্ষা করতে পারেন। তা হ'লে তিনি নিশ্চিত হ'তে পারবেন যে তাঁর ঢোকবার সময়ে তাঁরা সবাই ডিরেক্টরদের ঘরে থাকবেন। ফিট্‌জ্‌জেরাল্ডের মৃত্যুর পর থেকে বরাবর নিয়ম ক'রে লরেন শ তাঁর সভায় প্রবেশ করবার সময়টি এমনভাবে স্থির করতেন যে তিনি ঢুকলেই সবাই তাঁর দিকে তাকাতে বাধ্য হতেন, এইভাবেই তিনি তাঁদের কাছে এই স্বীকৃতি আদায় করতেন যে তিনিই এখনকার মত কার্যনির্বাহক ভাইস-প্রেসিডেন্ট, যদিও তাঁর নির্বাচনের অনুষ্ঠানটিতে বিলম্ব রয়েছে।

তাঁর ঘড়ি তাঁকে জানিয়ে দিল যে আর এক সেকেণ্ডও দেরি করতে সাহস করা তাঁর আর চলে না। তাড়াতাড়ি একটা পরিষ্কার রুমাল ও বিশেষ বাজেট রিপোর্টটি উঠিয়ে নিয়ে তিনি দরজা থেকে বেরিয়ে সিঁড়িতে উঠতে লাগলেন, মুখে ঠিক তেমনই কৌতুক মেশানো জিজ্ঞাসার হাসিটি যা তিনি প্রায়ই 'বিজনেস উইক' পত্রিকার মলাটে শিল্প-নেতাদের ছবিতে লক্ষ্য করতেন।

যখন তাঁর দৃষ্টি উপরের তলার সমতলে পেঁাছল, লরেন শ দেখতে পেলেন যে তাঁর মতলব দু'দিক থেকে ব্যর্থ হয়েছে। অন্য ভাইস-প্রেসিডেন্টরা তখনও ডিরেক্টরদের ঘরের বাইরে, মিস মার্টিনকে মাঝখানে ঘিরে অর্ধচন্দ্রাকারে দাঁড়িয়ে আছেন..ওয়ালিংও সেখানে আছেন! তাঁর দিকে নয়, তাঁদের দৃষ্টি অন্যদিকে। সুতরাং তিনি বাজেট রিপোর্টটি সযত্নে ভাঁজ ক'রে বুক পকেটে রেখে দিলেন। সময়টি ঠিক রাখাই জরুরী..এখনও সময় হয়নি।

যখন তিনি সিঁড়ির উপর পেঁাছে দলটির দিকে এগোলেন, তখন এরিকা মার্টিনের স্বর অস্পষ্ট ভেসে এল "—কিন্তু আমি নিশ্চয় জানি যে তিনি ছ'টা তের'র গাড়িতে এসে পড়বেন। দুটি ট্রেন এত কাছাকাছি হওয়াতে তিনি

সহজেই একটি ধরতে না পেরে আর একটি ধ'রে থাকতে পারেন। আসলে তিনি ঠিক বলেন নি যে তিনি পাঁচটা চুয়ান্নতেই আসছেন। তিনি ছ'টায় সভা ডেকেছেন ব'লে আমি কেবল তা আন্দাজ করেছিলাম।"

শ এগিয়ে এলেন আর তাঁর দৃষ্টি অন্য সবাইকে এড়িয়ে মিস মার্টিনের উপর রাখলেন, "তবে মিঃ বুলার্ড এখনও আসেন নি?"

"না, এডি স্টেশন থেকে জানিয়েছে। সে এখন ছ'টা তের'র গাড়ির জন্যে অপেক্ষা করছে।"

শ-এর দৃষ্টি একবার চারজন ভাইস-প্রেসিডেন্টের মুখের উপর ঘুরে গেল, তৎক্ষণাৎ তিনি বুঝে নিলেন এদের বিরক্তি তাঁকে ফলপ্রদ কোন এক পাল্টা চাল চালবার সুযোগ দিয়েছে। হাসিটি মুখে রেখে, আর বাড়তি আধঘন্টা অপেক্ষা যে কোনই ভাবনার বিষয় হওয়া উচিত নয় তা দেখাবার জন্যে আরও একটু বেশী হেসে তিনি সহজভাবে এক পা এগিয়ে দরজার হাতলে হাত রাখলেন তারপর গৃহস্বামী যে-ভঙ্গিতে অতিথিদের জন্যে পথ খুলে দেয়, ঠিক সেইভাবে দরজাটি ঠেলে খুলে দিলেন তিনি। "ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা সবাই ততক্ষণে অনায়াসে আরাম ক'রে বসতে পারেন।

দলটি ভেঙ্গে যখন সবাই তাঁকে পার হয়ে দরজায় ঢুকলেন তখন তাঁর এক উল্লাসের মুহূর্ত এল। কেউ পিছিয়ে রইলেন না...তাঁর প্রাধান্য সম্বন্ধে কেউ প্রশ্ন তোলেন নি..এমন কি তাঁর দিকে কেউ তাকান নি পর্যন্ত।

সাবধানে নিজের নড়াচড়ার সময় হিসাব ক'রে লরেন শ, ঠিক যেমনই এরিকা মার্টিন নিজের দপ্তরে চ'লে যাবার উদ্যোগ করলেন, তখনই দরজার দিকে ফিরলেন।

"ওহো, মিস মার্টিন?"

"বলুন!"

তিনি না ন'ড়ে দাঁড়িয়ে থেকে মিস মার্টিনকে তাঁর দিকে এক পা এগিয়ে আসতে বাধ্য করলেন। "এখনই আমার মনে হ'ল, মিস মার্টিন, যে কোন-না-কোন রকমের এমন রিপোর্ট থাকতে পারে যা হয়ত এই সভায় মিঃ বুলার্ডের দরকার হবে। তেমন কিছু কি আপনি বলতে পারেন যা আমি তাঁর জন্যে তৈরি রাখব?"

"আমি দুঃখিত মিঃ শ, আমি আপনায় বলতে পারছি না সভা কি সম্বন্ধে। আমি জানি না।"

মিস মার্টিনকে ফিরে নিজের দপ্তরে ঢুকতে দেখে দারুণ রাগে শরীরটা তাঁর মোচড় দিয়ে উঠল। ডিরেক্টরদের ঘরের মাঝখানে আসবার আগে প্রয়োজনীয় হাসিটি আবার ফিরিয়ে আনতে তাঁকে যথেষ্ট বেগ পেতে হ'ল।

গ্রিম আর ওয়ালিং তাঁর দিকে পিছন ফিরে ঘরের ওদিকে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি টেবিলটির চারদিক ঘুরবার সময় তাঁদের এত কাছে এসে পড়লেন যে তাঁদের কথাবার্তার টুকরো তাঁর কানে এল। তা ছিল ফেনোল্‌ফর্মাল্‌ডিহাইড রজন (রেসিন) সম্বন্ধে। সভা কি বিষয়ে, সেকথা তাঁরাও জানেন না।

তিনি ফ্রেড অল্ডার্‌সনের দিকে গেলেন, পকেট থেকে এক নোট বই বার ক'রে ডাড্‌লে যেমন ব'লে যাচ্ছিলেন, তিনি কিছু টুকে নিচ্ছিলেন। কানে আসবার মত কাছে পৌঁছবার আগেই অল্ডার্‌সন নোট বই বন্ধ ক'রে নিজের ভিতরের পকেটে গুঁজে দিলেন। ডাড্‌লের কথা বন্ধ হয়ে গেল। এই তীক্ষ্ণ নিস্তব্ধতা দূর করবার প্রয়োজনীয়তা সকলেই অনুভব করলেন।

শ অল্ডার্‌সনের দিকে দৃষ্টি ফেরালেন। "দেখা যাচ্ছে নিউইয়র্কে ব্যাপার খুব তাড়াতাড়ি ঘটেছে, আমরা যা ভেবেছিলাম তার চেয়েও তাড়াতাড়ি।"

অল্ডার্‌সন তাঁর দিকে শূন্য-দৃষ্টিতে তাকালেন। "আমি—মানে, আমি ঠিক জানি না কি সম্বন্ধে আপনি বলছেন।"

"তুমি জান না ?" শ তাঁর স্বরে অভ্রান্ত বিস্ময়ের রেশ নিয়ে এলেন, পরেই চতুরভাবে তা বদলে অপ্রতিভ ত্রুটি স্বীকারের স্বরে বললেন, "দুঃখিত, ফ্রেড, আমি ধ'রে নিয়েছিলুম যে বৃদ্ধ এ-সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে কথা বলেছেন।"

তিনি অল্ডার্‌সনের উপর মাত্র সেটুকু দৃষ্টিই রাখলেন যাতে তিনি নিশ্চিত বুঝতে পারেন যে আঘাতটি ঠিক জায়গায় পৌঁছেছে। ঘরের নীরবতা থেকেও তিনি বুঝলেন যে অন্য কারুকেও তা এড়িয়ে যায়নি। যখন তিনি টেবিল থেকে একটা চেয়ার টেনে নেবার জন্যে ধীরে ধীরে ঘুরলেন, তখন তাঁদের মুখ দেখে তাঁর প্রভাবের গুরুত্বের প্রমাণ পেলেন তিনি। তাঁরা মার খেয়েছেন প্রত্যেকেই...আর সেকথা তাঁরা জানেন! তাঁদের ভাল লাগেনি, কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না...এ-বিষয়ে তাঁরা কিছুই করতে পারেন না।

তাঁর হাতের তেলো আবার ভিজে গেল, তাই তিনি রুমাল বার করলেন, এমন টান মেরে তার ভাঁজ খুললেন যেন পতাকা ওড়ালেন।

বেলা ৫-৫৯

এরিকা মার্টিনের দপ্তরে টেলিফোন বাজছিল। তিনি তার জবাব দিলেন। যে কথা বলছিল তার গলার শব্দ শোনা মাত্রই তাঁর মুখে বিরক্তির ছাপ পড়ল, কিন্তু তাঁর স্বরে তা যাতে চাপা থাকে, সে-বিষয়ে সতর্ক হয়ে তিনি উত্তর দিলেন, "আমি দুঃখিত, মিসেস প্রিন্স, কিন্তু মিঃ বুলার্ড এখনও পৌঁছান নি।"

তিনি অপেক্ষা করতে লাগলেন, অলস মাছির ভনভনানির মত যে-কথাগুলি তাঁর কানে গেল, তা কেবল অর্ধেকই তিনি শুনলেন। "হাঁ, মিসেস প্রিন্স, তাঁর পক্ষে যত শীঘ্র সম্ভব, আপনাকে টেলিফোনে ডাকতে আমি তাঁকে বলব।"

এরিকা মার্টিন জোরে এক নিঃশ্বাস টেনে নিলেন, তারপর তিনি যেন যোগ অভ্যাস করছেন এইভাবে সেই রুদ্ধ বাতাস ধীরে ধীরে সমানভাবে ছেড়ে দিলেন।

টেলিফোন টাঙিয়ে রাখার পরও ভনভন আওয়াজ তাঁর কানে বাজছিল—পুরনো সব স্মৃতি জেগে উঠছিল তাঁর মনে—যখন জুলিয়া ট্রেড্ওয়ে অ্যাভেরি বুলার্ডকে ডাকতেন। অ্যাভেরি বুলার্ড যতই ব্যস্ত থাকুন না কেন, সব ফেলে তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে গাড়ি হাঁকিয়ে বেরিয়ে পড়তেন। এইসব ডাক সর্বদাই সন্ধ্যায় আসত, আর তারপরে তিনি কখনও অফিসে ফিরে আসতেন না। কিন্তু ডোয়াইট প্রিন্সের সঙ্গে জুলিয়া ট্রেড্ওয়ের বিয়ে হয়ে যাবার পর এই ক' বছর তা হয়নি। এতেই ব্যাপারটা শেষ হওয়া উচিত ছিল...দেখা যাচ্ছে তা হয়নি...আবার নূতন ক'রে আরম্ভ হচ্ছে।

পেন্সিলের সীস এরিকা মার্টিনের আঙুলের চাপে ভেঙ্গে গেল। লিখে রাখবার দরকার ছিল না...তাঁর মনে থাকবে...ভুলে যাওয়া অসম্ভব...কিন্তু লিখে রাখলে তিনি সেই জীবটির নাম মুখে উচ্চারণ করার দায় থেকে রক্ষা পাবেন।

বেলা ৬টা

ট্রেড্ওয়ে টাওয়ারের চূড়ার মুখে ঘন্টাগুলিতে প্রথমে সূচনার সুর বেজে তারপর ঘন্টার শব্দ হ'ল, ছয়টি গমগমে আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হয়ে ডিরেক্টরদের কক্ষের দেয়ালগুলি পর্যন্ত কাঁপিয়ে তুলল। টাওয়ারের স্থপতিরা বুঝতে পারেন নি বাড়ির উপরের তলাটি একটি প্রতিধ্বনি-কক্ষ হয়ে উঠবে, যেখানে ঘন্টার শব্দ এত বেড়ে যাবে যে শিল্পপতির দপ্তরের যে-কোনও জায়গা প্রায় সহ্যের অতীত হয়ে দাঁড়াবে। অরিন ট্রেড্ওয়ে এটি সহ্য করতেন; কারণ তাঁর ইচ্ছাতেই ঘন্টা হয়েছিল। কিন্তু অ্যাভেরি বুলার্ড প্রেসিডেন্ট হবার পর কর্তৃত্ব পেয়ে সর্বপ্রথম হুকুম দিলেন তিনি পঁচিশতলায় থাকবার সময় ঘন্টাগুলি কখনও যেন না বাজে। মিল্বার্গের লোকেরা ঘন্টা শুনে বুঝতে পারত প্রেসিডেন্ট টাওয়ারে নেই।

ফ্রেডারিক অল্ডার্সন তাঁর পেটের রোগের জন্যে দাগ-পড়া আঙুল দিয়ে

চেয়ারের হাতল আঁকড়ে সে-কাঁপুনি এত জোরে অনুভব করলেন যে তাঁর সারা শরীর তাতে মুচড়ে উঠল, তিনি যেন এক দুর্দম কাঁপুনি-রোগে কাঁপতে লাগলেন। চেয়ারের পিঠে ঠেস দিয়ে নিজেকে শক্ত করতে গেলে সেই ভাব যেন আরও বেড়ে গেল।

ঘন্টার ষষ্ঠ শব্দটি মিলিয়ে যাওয়ার পর যে নিথর নিস্তব্ধতা এল, তা সাধারণ নীরবতার চেয়ে কিছু বেশী। অল্ডার্‌সন অস্বস্তিভরে চেয়ারে নড়াচড়া করছিলেন, আর, চামড়ার গদির খসখসানিতে এত আওয়াজ হ'ল যে অন্য ভাইস-প্রেসিডেন্ট-দেরও মনোযোগ সেদিকে আকৃষ্ট হ'ল। তাঁদের ঔৎসুক্যের জন্যে বাধ্য হয়ে তিনি এমন একটি কথা ব'লে ফেললেন যা বলা তাঁর অভিপ্রায় ছিল না।

"আশা করি এ-সভা খুব বেশীক্ষণ চলবে না। মিসেস অল্ডার্‌সন ও আমার এক ডিনারের নেমন্তন্ন আছে।

ওয়াল্ট ডাড্‌লে নিরর্থক হাসি হেসে বললেন, "আমারও আছে, ফ্রেড, এক উড়োজাহাজ দেখতে যাবার কথা, বিমানঘাঁটিতে, সাতটায়।"

"শিকাগো ?"

"হাঁ।"

ডাড্‌লের কন্ঠস্বর সহানুভূতি চেয়েছিল, কিন্তু অল্ডার্‌সন উত্তর দেবার আগেই দেখলেন লরেন শ টেবিলের কোনাকুনি বিপরীত দিকে নিজের আসন থেকে ঝুঁকে পড়েছেন।

শ সহজ সুরে বললেন, "যদি তোমার সুবিধা না হয়, ফ্রেড, তবে আমি ত বিশেষ এমন কোন কারণ দেখতে পাচ্ছি না যার জন্যে আজ রাতে এ-সভায় তোমাকে থাকতে হবে।"

অল্ডার্‌সন ভিতরে ভিতরে সতর্ক হলেন, চালাকিটা বুঝতে পারলেন তিনি। তিনি জানেন তাঁকে সরিয়ে দিতে পারলে শ আর কিছুই চান না। তারপর বুলার্ড এলে তাঁকে পিছন থেকে ছুরি মারবার আর একটি সুযোগ পাবেন... হাঁ, এই হচ্ছে শ'এর খেলা...ফিট্‌জ্‌জেরাল্ডের মৃত্যুর পর থেকে সর্বদা এই খেলাই তিনি খেলেছেন।

জেসি গ্রিম টেবিলের একেবারে ওপার থেকে ফিস ফিস ক'রে বললেন, "তার চেয়ে থেকে যাও, ফ্রেড", যে-হাতে তিনি পাইপ ঠাসছিলেন সেটা দিয়েই গলার শব্দ তিনি চাপা দিলেন।

এই ফিস ফিস ক'রে বলা কথা উপদেশের চেয়েও বেশী মূল্যবান, এ ছিল নৈতিক সমর্থন, অল্ডার্‌সনও ঘাড় নেড়ে তা মানলেন। শ জেসিকে বোকা বানাতে পারেন নি, এক মিনিটের জন্যেও নয়। অন্যদের কি শ ভোলাতে

পারবেন? নানা...এ এত স্পষ্ট যে কারুব দৃষ্টি এড়ায় না...এরা সবাই জানেন...শ-এর পরিচয় সকলেই জেনেছেন...অ্যাভেরি বুলার্ড ছাড়া সবাই।

অল্ডার্‌সন টেবিলের চারদিকে তাকাতেই, যে-ঘটনাটি শ'এর পরিপূর্ণ নীচতার প্রধান দৃষ্টান্ত ব'লে তাঁর মনে খচ খচ করত, সেটি তাঁর মনে এল। টেবিলে দুই প্রান্তে একটি ক'রে ও দুই পাশে তিনটি ক'রে, আটটি আসন ছিল। অ্যাভেরি বুলার্ড সর্বদা পশ্চিম প্রান্তে বসতেন আর মৃত্যুর আগে ফিট্‌জ্‌জেরাল্ড পূর্ব প্রান্তে বসতেন। সবচেয়ে প্রবীণ ভাইস-প্রেসিডেন্ট হিসাবে অল্ডার্‌সন ন্যায়তঃ মিঃ বুলার্ডের ডান দিকের চেয়ারটি অধিকার করতেন আর জেসি গ্রিম তাঁর বাঁ দিকে বসতেন। ফিট্‌জ্‌জেরাল্ডের মৃত্যুর পরের সপ্তাহে শ প্রশ্রয় পেতে আরম্ভ করলেন। গোড়াতেই তিনি নিয়মিত কার্যনির্বাহক সমিতির সভার সময়টি এগারটা থেকে সাড়ে ন'টায় এগিয়ে আনলেন। তাতে সকাল বেলার রোদ সোজা মিঃ বুলার্ডের চেখে এসে পড়তে লাগল, আর শ-এর নিঃসংশয় কুটিল মনের মতলব মত বুলার্ড নিজের আসনটি টেবিলের অন্য প্রান্তে সরিয়ে নিয়ে গেলেন। এতে শ প্রেসিডেন্টের ডান দিকে বসতে পারলেন—আর তিনি ফ্রেডারিক অল্ডার্‌সন, প্রবীণতম ভাইস-প্রেসিডেন্ট—দেখলেন হঠাৎ তিনি টেবিলের শেষ প্রান্তে ব'সে রয়েছেন। তখন তাঁর যে রাগ হয়েছিল, তা এমনই দৃঢ়মূল যে তা ক্ষমার সকল সম্ভাবনাই বন্ধ ক'রে দিল। শ তাঁর জীবনের একটি শ্রেষ্ঠ জিনিষ চুরি ক'রে নিয়েছেন—অ্যাভেরি বুলার্ডের ডান দিকের আসন।

একষট্টি বছর বয়েসে ফ্রেডারিক অল্ডার্‌সন অনেক দিনই মেনে নিয়েছেন যে তাঁর কর্মজীবনের সর্বোচ্চ শিখরে তিনি উঠেছেন। স্পষ্টই বোঝা যায় ট্রেড্‌ওয়ে কর্পোরেশনের প্রেসিডেন্ট তিনি কখনও হ'তে পারবেন না। অ্যাভেরি বুলার্ডের চেয়ে তিনি পাঁচ বছরের বড় আর তাঁর আগেই তিনি অবসর নেবেন। সেকথা জেনে তাঁর তেমন আপশোষ হয়নি। প্রেসিডেন্টের ডান হাত হিসাবে নিজের মর্যাদাতেই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন। সেই ছিল যথেষ্ট। তাঁর যা ছিল তাতেই তিনি তৃপ্ত ছিলেন—কিন্তু তিনি তাঁর প্রাপ্য থেকে কম যেন কখনও না পান, তাঁর সুখের পক্ষে এইটাই ছিল গুরুতর প্রয়োজন।

ফ্রেডারিক অল্ডার্‌সন নিজের মনে ভাবতেন যদি লরেন শ মার্জনার যোগ্য হতেন—তা অবশ্য তিনি নন—যে-যুক্তিটি তাঁর স্বপক্ষে দাঁড় করান যেত শ সেটা জানেন না, সেটি হচ্ছে অতীতে ১৯২১ সালে তিনি অ্যাভেরি বুলার্ডের জন্য যা করেছিলেন, তা না করলে ট্রেড্‌ওয়ে কর্পোরেশন কোনদিনও গ'ড়ে উঠত না। সেখানেই ছিল সব কিছুর গোড়াপত্তন, আরম্ভে এটি না ঘটলে কিছুই হ'তে পারত না।

শ একাই নয় অবশ্য...কোম্পানিতে এখন এরকম অল্পবয়েসী লোক অনেকেই আছে যারা কেউ একথা জানে না...আর যেসব বয়স্ক লোক জানে, তাদেরও কেউ কেউ মাঝে মাঝে ভুলে যায়। এমন কি গত কয়েক বছরে এমন অনেক সময় গেছে যখন মনে হয়েছে অ্যাভেরি বুলার্ডও বুঝি ভুলে গেছেন...কিন্তু অবশ্যই তিনি ভোলেন নি। অ্যাভেরি বুলার্ড মহাপ্রাণ ব্যক্তি। মহাপ্রাণ লোকেরা ভোলেন না। কখনও তাঁরা এত ব্যস্ত থাকেন বা আর কেউ তাঁদেরই এত বিব্রত করে যে সেই মুহূর্তে তাঁরা মনে রাখতে পারে না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সর্বদাই তাঁদের মনে পড়ে। সেই জন্যেই তাঁরা মহৎ লোক।

ফ্রেডারিক অল্ডার্‌সনের মনে স্মৃতির অভাব ছিল না। আশ্চর্য এই যে এখন তাঁর স্মরণশক্তি আগের চেয়ে পরিষ্কার। বয়স সত্ত্বেও সুদূরের সেই দিনগুলির স্মৃতি অস্পষ্ট না হ'য়ে বরং তা আরও তীক্ষ্ণ হয়েছে। সারা বছর ধ'রে সেবার যা কিছু ঘটেছিল, যেকথা বলা হয়েছিল, যা যা কাজ করা হয়েছিল তার প্রত্যেকটি তিনি মনে করতে পারেন। এমন কি সেদিন সকালে ছোকরা অ্যাভেরি বুলার্ড যখন মিঃ বেলিঙ্গারের দপ্তর থেকে বেরিয়ে আসেন, তখন তাঁর মুখের অবিকল ভাবটি পর্যন্ত এত স্পষ্ট দেখতে পান, যেন তিনি একটি সযত্নে রাখা ছবির দিকে চেয়ে আছেন।

অল্ডার্‌সন মাথাটি পিছন দিকে হেলালেন, আর বাজনার ঢাকনা খোলার মত, তাঁর অন্তরের স্বর যে-কথাগুলি আউড়ে যেতে লাগল, সেসব গল্প বার বার বলার দরুন তাঁর স্মরণশক্তিকে স্ফটিকের মত স্বচ্ছ ক'রে তুলেছে। "তুমি সম্ভবতঃ পুরনো বেলিঙ্গার ফার্ণিচার কোম্পানির কথা কখনও শোননি, তখনকার দিনে সে এক কোম্পানি ছিল বটে। অ্যাভেরি বুলার্ড আর আমি একসঙ্গে সেখানে কাজ করতুম। আমি ছিলুম বুক কিপার—সেকালে লোকে অ্যাকাউন্টেন্টকে তাই বলত—আর অ্যাভেরি বুলার্ড ছিলেন এক অল্পবয়েসী বিক্রেতা, আঠারো সালে যুদ্ধের পর তিনি আমাদের কাছে আসেন। সত্যি মশাই, গোড়া থেকেই আমি দেখে আসছি তরুণ অ্যাভেরি বুলার্ড সাধারণ বিক্রেতা নয়, তাই তাঁতে-আমাতে খুব ভাব হয়ে গেল।

"অনেক বিষয়ে তিনি এখন যেমন, তখনও সেই রকমই ছিলেন—হিসাবের কাজ নিয়ে আটকে থাকতে তাঁর কখনও ভাল লাগত না—তাই আমি তাঁকে খরচের বরাদ্দ করতে সাহায্য করতুম। আজকালকার ছেলেরা বরাদ্দ কি তা জানে না—এখন আমাদের ব্যবস্থা হচ্ছে দামের তালিকা মত সব জিনিষ বিক্রি করা—কিন্তু তখন বেলিঙ্গারের সময়ে সমস্ত জিনিসেরই বরাদ্দ করতে হ'ত—

আর তা শেষ পেনিটি পর্যন্ত। এইতেই লোকে নিজের ভাগ্য গড়তে বা ভাঙতে পারত, বিশেষ ক'রে বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলির অর্ডারে, আর এইগুলিই বেলিঙ্গার বেশির ভাগ নিত—হোটেলে, ইস্কুল, হাসপাতাল, এই সমস্ত।

"মাঝে মাঝে আমি অ্যাভেরি বুলার্ডের জন্য বড় কোন বরাদ্দের হিসাব ক'রে দেবার জন্যে সারা রাত জেগে কাজ করতুম। এখন যেরকম, তা থেকে তাঁর তখন বিশেষ প্রভেদ ছিল না—পরিকল্পনা করার তাঁর বিরাম ছিল না। যেইমাত্র আমি এক ধরনে হিসাব ঠিক করেছি, তখনই তাঁর মনে আরও ভাল এক ধারণার উদয় হ'ল, আর আমাকে আবার গোড়া থেকে আরম্ভ করতে হ'ল। কিন্তু অ্যাভেরি বুলার্ডের ব্যাপারে কেউ কিছু মনে করত না, কারণ সর্বদাই মানুষকে তিনি মাতিয়ে রাখতেন। সবাই জানত অ্যাভেরি বুলার্ডের সংস্পর্শে যে-কোন একটা লক্ষ্যে তারা পৌঁছবেই। বোধ হয় আমি কি বলতে চাইছি তা বুঝতে পারছ।

"তখন ১৯২০ সাল, আর আমাদের জোর পড়তা চলেছে—দাম খুবই চড়া আর সবাই কাড়াকাড়ি ক'রে আসবাবপত্র কিনছে—গত কয় বছর আমাদের যে-রকম গেছে তেমনই, এ যেন ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি আর বুড়ো বেলিঙ্গার প্রতিষ্ঠানগুলির ঠিকার বদলে আসবাবের দোকানগুলিতেই বেশী মাল বেচতে লাগলেন। বুঝতে পারছ, আসবাব কম থাকায় এই ভাবে কিছু বেশী মুনাফা করা যেত। বেশ, সেই সময়ে এই বড় কাজটা এসে গেল, একজোটে সাতটি নূতন হোটেলের সমস্ত আসবাব সরবরাহের দর দাখিল করবার সুযোগ। অ্যাভেরি বুলার্ড এই নিয়ে কাজে লেগে গেলেন, আর যাকে আমি 'কাজ' বলছি তা সত্যিই তাই—দিন রাত, এক নাগাড়ে আঠারো-কুড়ি ঘণ্টা—আর সপ্তাহের প্রত্যেকটি দিন। অনেকগুলি বিশেষ জিনিসের পরিকল্পনা তিনি নিজেই করলেন। জানতে কি, অ্যাভেরি বুলার্ড পরিকল্পনাও করেন, জানতে কি? আমি তাঁর যতটা কাছাকাছি থেকেছি; যারা থাকেনি, তাদের অনেকেই এটি জানে না। আসল কথা এই যে, এ-মানুষ যদি মনে করেন, তবে করতে পারেন না এমন জিনিসই নেই। বেশ, মিঃ বুলার্ড আমাদের পাঠানো দরের হিসাবের সঙ্গে দেবার জন্যে অনেকগুলি বিশেষ পরিকল্পনাও তৈরি করলেন, সেগুলি সত্যিই চমৎকার হয়েছিল—শুধু দেখতে সুন্দর নয়, বুঝলে? কারখানার পক্ষেও ভাল, যে-ধরনের জিনিস তৈরি করার ব্যবস্থা করা চলে আর সত্যিই তৈরি করা যায়। উৎপাদন-ব্যবস্থা সম্পর্কে মিঃ বুলার্ডের যে-জ্ঞান ছিল তার সম্যক উপলব্ধি অনেকেরই ছিল না।

"বেশ, মশাই, শেষ পর্যন্ত আমরা ত সব ঠিক করলাম আর মিঃ বুলার্ড

গেলেন হোটেলের লোকেদের সঙ্গে দেখা করতে নিউইয়র্কে। তিনি এক মঙ্গলবারে গেলেন, আর ফিরলেন শুক্রবারে। এ আমার এমন মনে আছে —যেন কালকের কথা। যে-মুহূর্তে তিনি দরজায় ঢুকলেন তখনই আমি বুঝতে পারলাম অর্ডারটি তিনি পেয়ে গেছেন। তুমি যদি তা দেখতে—পাঁচ লক্ষ ডলার দামের আসবাব। আজও সেটি ট্রেড্ওয়ে কর্পোরেশনের পক্ষেও বড় অর্ডার হ'ত, আর তোমায় মনে রাখতে হবে যে বেলিঙ্গার ছিল ছোট একটি কারবার। আর বুঝতেই পারছ, এরকম অর্ডার পেয়ে অ্যাভেরি বুলার্ডের মত এক অল্পবয়সী বিক্রেতার মনের ভাব কি হবে—আমি যেভাবে তাঁর সঙ্গে কাজ ক'রে গিয়েছিলাম আমারও অনেকটা সেই রকমই বোধ হচ্ছিল।

"সেদিন সকালে মিঃ বেলিঙ্গার আসতেই অ্যাভেরি বুলার্ড সটান তাঁর দপ্তরে ঢুকে পড়লেন—কিন্তু দশ মিনিটের মধ্যেই তিনি বেরিয়ে এলেন। জীবনে সেই প্রথম বার আমি অ্যাভেরি বুলার্ডকে সত্যি ক্ষেপে উঠতে দেখেছি। তুমি ভাবছ তুমি তাঁর রণমূর্তি দেখেছ, কিন্তু এরকম কিছু তুমি কখনও দেখনি। কিছুক্ষণ ধ'রে তিনি কথা পর্যন্ত বলতে পারেন নি। শুধু চুপ-চাপ ব'সেই রইলেন, যেন কি ঘটেছে তা তিনি কখনও কারুকেই বলবেন না। আমিও অপেক্ষা ক'রে রইলাম, কারণ আমি জানতুম শীঘ্রই হোক বা বিলম্বেই হোক, আমাকে তিনি নিশ্চয়ই বলবেন, তিনি আর আমি সব সময়ে এতই ঘনিষ্ঠ থেকেছি।

"শেষ পর্যন্ত ব্যাপার জানা গেল। বৃদ্ধ বেলিঙ্গার পিছিয়ে গেছেন, সে-অর্ডার তিনি নিতে চান না। অ্যাভেরি বুলার্ড যা বলেছিলেন তা আমি কখনও ভুলব না। তিনি আমাকে বললেন, 'ফ্রেড, আমার দিক থেকে সমস্ত সম্পর্ক এইখানেই শেষ হয়ে গেল। যে-কোম্পানিব প্রেসিডেন্ট কাপুরুষ, তার কোন ভবিষ্যতই নেই। বুড়ো বেলিঙ্গার এত বড় অর্ডার তাঁর জীবনে আর দেখেন নি, তাই তিনি ঘাবড়ে গেছেন।'

"অ্যাভেরি বুলার্ডকে জিজ্ঞেস করলাম তিনি কি করবেন। তিনি আমায় বললেন, 'ফ্রেড, বেলিঙ্গার আমায় বলেছেন এই অর্ডার তিনি চান না, সেটি নিয়ে আমি যা খুশি করতে পারি—আর তাই করতেই আমি চলেছি। আমি এমন এক কারখানা খুঁজব যেখানে এই অর্ডারের মানে কি দাঁড়াতে পারে, তা বোঝবার মত বুদ্ধি থাকবে। ব্যবসায়ে ভয় ঢুকেছে আর দোকানের মালের দাম চড়ছে। আমার আন্দাজ যদি ভুল না হয়, তবে শীঘ্রই কারবারে এক আতঙ্ক আসবে, ভীষণ মন্দা—আর বাতিল করা যায় না আজকের দরে পাঁচ লক্ষ ডলারের আসবাবের তেমন অর্ডার এক অমূল্য জিনিস।' তারপর

তিনি আমার পরামর্শ চাইলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'ফ্রেড, এই অর্ডার নিয়ে আমার কোথায় যাওয়া উচিত তোমার মনে হয়?'

"সঙ্গে সঙ্গে আমি তাঁকে ব'লে দিলাম তাঁর মিল্‌বার্গে পুরনো ট্রেড্‌ওয়ে কারখানায় গিয়ে অরিন ট্রেড্‌ওয়েয়ের সঙ্গে দেখা করা উচিত। এমনি ভাবেই আরম্ভ হ'ল সব। হাঁ, মশাই, এখানেই সব কিছুর সূচনা।

"মাস দুই পরে আমি অ্যাভেরি বুলার্ডের এক চিঠি পেলাম। তিনি লিখেছেন, মিঃ ট্রেড্‌ওয়ে তাঁকে সেল্‌স ম্যানেজার মনোনীত করেছেন, আর আমার যদি কখনও কাজের দরকার হয় ত আমি যেন গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। সে-চিঠি আমি খামে রাখতে না রাখতেই এডিথ আর আমি জিনিস-পত্র বাঁধতে লেগে গেলাম। দেখতে পাচ্ছ, অ্যাভেরি বুলার্ড আর আমার মধ্যে বরাবর এমন ভাবই ছিল—আমাকে দিয়ে কিছু করাতে হ'লে শুধু কথাটি ব'লে দিলেই চলত। হাঁ, আমি মানছি যে তাঁর কতকগুলি অদ্ভুত ধরন আছে—কোন কোন লোকেব তাঁর সঙ্গে বুঝে চলতে অসুবিধে হয় —কিন্তু আমাব তা হয় না। অ্যাভেবি বুলার্ড ও আমি সর্বদা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ থেকেছি।

"তোমার মনে আছে বলেছিলাম সেটা ১৯২০ সাল? হাঁ, অ্যাভেরি বুলার্ড ঠিকই বলেছিলেন। ১৯২১-এর মন্দা এসে ঘা দিল, আর একমাত্র তাঁর এই বড় অর্ডারটিই ট্রেড্‌ওয়েকে চালু রাখল। তা না হ'লে—"

স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। ওয়াল্ট ডাড্‌লে তাঁর বাহুতে ধীরে আঘাত কর-ছিলেন ও দরজার দিকে দেখাচ্ছিলেন। এরিকা মার্টিন দরজায় দাঁড়িয়ে-ছিলেন, আর তিনি তাকাতে তাঁকে বাইরে আসবার জন্যে ইশারা করলেন। চার জোড়া চোখ তাঁকে দরজার দিকে অনুসরণ করল—আর তার মধ্যে সব চেয়ে তীক্ষ্ণ চোখ দুটি, আতসী কাঁচের প্রতিফলিত কিরণের মত যা তাঁর পিঠের মধ্যে যেন পুড়িয়ে দিচ্ছিল, সে দুটি ছিল লরেল পি. শ'য়ের চোখ।

মিস মার্টিন বললেন, "মিসেস প্রিন্স টেলিফোন করছেন, মিঃ অল্ডার্‌সন। গত পনের মিনিটে তিনি দুবার ফোন ক'রে মিঃ বুলার্ডকে পাবার চেষ্টা করেছেন, এখন তিনি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন।"

"আমার সঙ্গে?" জুলিয়া ট্রেড্‌ওয়ে প্রিন্স মিঃ বুলার্ডের বদলে তাঁর সঙ্গেই যে কথা বলতে চাইছেন—এজন্যে তিনি খুশিই হলেন। তিনি অরিন ট্রেড্‌ওয়েয়ের মেয়ে, পরিবারের শেষ জীবিত বংশধর, আর তাঁর সম্বন্ধে সমস্ত গুজব সত্ত্বেও তিনি তখনও ট্রেড্‌ওয়ে ত বটেই, এবং এখনও তিনি নর্থ ফ্রন্ট স্ট্রীটে উঁচু পাথরের পাঁচিলের পিছনের অট্টালিকাটিতে বাস করেন।

অল্ডার্‌সন জানতেন তিনি প্রায়ই কাজকর্মের ব্যাপারে সাহায্য করবার জন্যে অ্যাভেরি বুলার্ডকে ডাকতেন, আর তাঁর জন্যে বুলার্ড সব রকম চেষ্টা করতে রাজী থাকতেন। এই ত গত মাসেই তিনি মিঃ বুলার্ডের অনুরোধে জুলিয়ার দখলী কোনও জমির ইজারার চুক্তি সংক্রান্ত কাজে পুরো একটা বিকেল কাটিয়ে এসেছেন।

"হাঁ, মিসেস প্রিন্স। আমি ফ্রেডারিক অল্ডার্‌সন কথা বলছি।"

"ওহো, মিঃ অল্ডার্‌সন, আমার সঙ্গে কথা বলার জন্যে ধন্যবাদ। আমি মিঃ বুলার্ডকে পাবার চেষ্টা করছি, কিন্তু দেখা যাচ্ছে তিনি নিউইয়র্ক থেকে ফেরেন নি।"

"না, আমরাও তাঁর প্রতীক্ষায় আছি, কিন্তু—"

"বড় অদ্ভুত একটা ব্যাপার ঘটেছে। অন্তত এমন ব্যাপার আগে আর আমার জীবনে কখনো ঘটেনি আমি এবিষয়ে একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছি। হয় ত আপনি আমায় পরামর্শ দিতে পারেন কি করা যায়।"

"আমি আনন্দিত মনে চেষ্টা করব, মিসেস প্রিন্স।"

"সম্ভবতঃ এর একটা-না-একটা-কিছু মানে থাকতে পারে—এমন কিছু, যা হয়ত মিঃ বুলার্ডের জানা উচিত—আর অবশ্য আপনারও—তবে আমি মানছি এ-বিষয় আমার একেবারেই দুর্বোধ্য ঠেকছে। বুঝতে পারছি না এর কি অর্থ।'

"হাঁ? বলুন।"

"আপনি অবশ্যই মিঃ ক্যাস্‌ওয়েলকে জানেন?"

"হাঁ, খুব জানি।"

"আজ বিকালে মিঃ ক্যাস্‌ওয়েল আমাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন আমি কোন ট্রেড্‌ওয়ে স্টক বিক্রি করেছি কি না, আমি তাঁকে বললাম, না, বিক্রি করিনি। এ-সম্বন্ধে আর কিছুই ভাবিনি আমি,—অবশ্য এই দুই 'কলের' মধ্যে কোন সম্পর্ক নাও থাকতে পারে—কিন্তু ঘণ্টাখানেক আগে দ্বিতীয় আর এক 'কল' আসে নিউইয়র্কের কোন লোকের কাছ থেকে—কে এক মিঃ পিল্‌চার। ব্রুস পিল্‌চার। তাঁকে কি আপনি জানেন?"

'নামটার সঙ্গে অল্ডার্‌সনের কোনও এক অস্পষ্ট সম্পর্ক ছিল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ সেটি তিনি ধরতে পারলেন না। তিনি বললেন "নামটা চেনা ঠেকছে। আমি—"

"তিনি বলছেন মিঃ শ'কে সঙ্গে ক'রে তিনি একবার আমার সঙ্গে দেখা করেছেন, কিন্তু আমার মনে নেই। বললেন তিনি রয়েছেন ওডেসা স্টোর্‌স-এ—কিংবা ঐ রকম কি একটা নাম।"

ভুলে যাওয়ার জন্যে নিজের উপর বিরক্ত হয়ে অল্ডার্‌সন তাড়াতাড়ি বললেন, "ওহো! হ্যাঁ। এখন আমার মনে পড়ছে বটে, মিঃ পিল্‌চার হলেন ওডেসা স্টোর্‌স-এর প্রেসিডেন্ট। এঁরা আমাদের খুব বড় খরিদ্দার।"

"তা হ'লে তিনি কি এরকম লোক যিনি আমাদের কোম্পানি সম্বন্ধে খবর পেতে পারেন?"

তাঁর কণ্ঠস্বরে ব্যস্ততার সুব থাকায় অল্ডার্‌সনের স্বভাবসিদ্ধ সতর্কতা আরও বেড়ে গেল। "তা নির্ভর করে মিসেস প্রিন্স, তিনি কি বলেছেন—আমায় বলবেন কি? মানে, আমি বলছিলাম কি আপনি যদি তা বলতে চান।"

"নিশ্চয়। সেই জন্যেই ত আপনাকে ডেকেছি। তিনি বললেন তিনি এমন কিছু খবর পেয়েছেন যা ট্রেড্‌ওয়ে কর্পোরেশনের ভবিষ্যৎ আশা-ভরসার অত্যন্ত প্রতিকূল, আর—"

"সে কি?"

"তিনি বললেন যে তিনি—"

"হাঁ, আপনাব কথা শুনতে পাচ্ছি মিসেস প্রিন্স, কিন্তু সে-খবর কি ধরনের? আমি কল্পনা করতে পারি না—"

"তাঁকে আমি সে-প্রশ্ন করেছিলাম, কিন্তু তিনি বললেন, তাঁর খবরটি এক বড়ই গোপন সূত্র থেকে এসেছে, আর সে-সম্বন্ধে আমাকে কিছু বলার স্বাধীনতা তাঁর নেই।"

তিনি একটু থেমে ভাবতে লাগলেন আগামী অর্ধ বাৎসরিক রিপোর্টে যে মোটামুটি নিট লাভ দেখানো হবে, তা প্রকাশ করা সঙ্গত কি না; ঠিক করলেন, অ্যাভেরি বুলার্ডের বিশেষ অনুমতি ছাড়া মিসেস প্রিন্সের কাছেও তা বলার সাহস করা তাঁর চলে না।

"আমার বিশ্বাস, এরকম সব গুজবের জন্যে আপনার অবস্থায় পড়লে আমি চিন্তিত হতাম না, মিসেস প্রিন্স। আপনি যখন ষান্মাসিক রিপোর্ট দেখবেন, তখন প্রথম ছয় মাসের কারবার আমরা যা দেখিয়েছি, তা দেখে আপনি খুশি হবেন, সে আমি নিশ্চয় জানি। আমবা শরৎ কালের মাসগুলির পূর্বাভাসও এই সবে তৈরি করেছি আর—আপনার ভাববার কিছু নেই।"

"একথা শুনে সুখী হচ্ছি, মিঃ অল্ডার্‌সন। এই ব্যক্তি যখন অত পীড়াপীড়ি করছিল আমার কিছু স্টক বিক্রি ক'রে দিই, তখন সত্যিই আমি বেশ ভাবনায় পড়েছিলাম।"

"আপনার স্টক বিক্রি?"

"হাঁ, সেই ত ছিল তার আসল প্রস্তাব। সে বলল, ট্রেড্ওয়ে স্টকের দর আগামী ক সপ্তাহ ধ'রে নিশ্চয় পড়তে থাকবে, যদি আমি আমার শেয়ার-গুলি রাখতেও চাই, তবে এখন বেচে দিয়ে কিছুদিন পরে সেগুলি আবার কিনে নিতে পারি, তাতে মোটা রকম লাভ থাকবে।"

"আচ্ছা, আমি—আচ্ছা, কিন্তু এর কিছু মানে হয় না, মিসেস প্রিন্স।"

"আমি জানি, এ আমারও অদ্ভুত বোধ হয়েছে। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম তিনি আমায় ডাকলেন কেন, শুধু এই কথাটিই তাঁর কাছ থেকে বার করতে পারলাম যে তাঁর এমন এক সূত্র আছে যার সাহায্যে তিনি দু' হাজার শেয়ারের একটি গতি ক'রে দিতে পারেন—যদি আমি সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে মত দিতে পারি—সাড়ে ছ'টার আগে। হাঁ, আর একটা ব্যাপার ছিল। তিনি বললেন, এ-বিক্রি অপ্রকাশ্যে হবে—শেয়ার বাজার দিয়ে এ চলবে না—কারণ তাতে দাম তত বেশী নামবে না। এই রকম আরও অনেক কথা তিনি বললেন; কিন্তু সেসব এত টাকাকড়ি ও আইনঘটিত যে আমি তার মানে বেশী বুঝতে পারিনি, কিন্তু এইটাই ছিল মোটামুটি কথা।"

ফ্রেডারিক অল্ডার্সনের মন ধীরে ধীরে চলতে আরম্ভ ক'রে এখন বাস্তব আর কল্পনার ঘাত প্রতিঘাতে জোরে চলতে লাগল। ট্রেড্ওয়ে কর্পো-রেশন বড় হবার সব কটি বছর ধ'রে বন্ধকীকাগজের ব্যাপারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ-ভাবে জড়িত ছিলেন তিনি, এটাই ছিল তাঁর কাজের সবচেয়ে মন-মাতানো অংশ। "মিসেস প্রিন্স, কি যে ঘটছে সে-বিষয়ে অবশ্য আমি নিশ্চিত নই—তা কখনও হওয়া যায় না—কিন্তু আমার বোধ হচ্ছে কেউ এক তাড়া ট্রেড্ওয়ে স্টক হাত করবার জন্যে তাড়াতাড়ি সেই চালাকি খেলবার চেষ্টা করছে।"

"আপনার মনে হয় স্টকগুলি কারুর দরকার?"

"তা নইলে সে কেন ডেকে আপনাকে বিক্রি করার কথা তুলবে?"

"হাঁ, আমি বুঝেছি। আমি—আপনি তবে মনে করেন এ চালাকি?"

"তা ত দেখাই যাচ্ছে।"

"আর আপনি নিশ্চয় মনে করেন না আমার বিক্রি করা উচিত?"

"না—অন্ততঃ ট্রেড্ওয়ে কর্পোরেশনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোন উৎকণ্ঠার জন্যে নয়।"

"ধন্যবাদ, মিঃ অল্ডার্সন। আমি নিশ্চয়ই আপনার উপদেশ মানব। তবে এ বড় অদ্ভুত—নয় কি—লোকটা এভাবে আমায় ডাকল?"

"হাঁ। খুবই অদ্ভুত।"

"যদি বিশেষ অসুবিধে না হয়, আর কিছু মনে না করেন, তবে আপনি মিঃ বুলার্ডকে এ-বিষয়ে বলবেন। কেউ যে এক তাড়া ট্রেড্‌ওয়ে স্টক কিনতে চায় দেখা যাচ্ছে, সে-ব্যাপারের কিছু তাৎপর্য তাঁর কাছে থাকতে পারে।"

"যে-মুহূর্তে তাঁর সঙ্গে দেখা হবে, তখনই আমি বলব। আমি জানি এ-খবর দেওয়ায় তিনি সুখী হবেন, আর আপনি যে ডেকে আমাদের এ-বিষয়ে জানিয়েছেন, মিসেস প্রিন্স, তারও তিনি তারিফ করবেন।"

টেলিফোনটি তিনি ঝুলিয়ে রাখলেন। যেভাবে ব্যাপারটির নিষ্পত্তি তিনি করলেন, সেজন্যে তিনি খুসী হলেন, কিন্তু অস্বস্তিও হ'ল এর কোনো যুক্তি খুঁজে পাওয়া গেল না ব'লে। এত বছর তিনি কর্পোরেশনের আর্থিক ব্যাপারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট রয়েছেন, তার মধ্যে এমন ঘটনার কথা শোনেন নি।

হঠাৎ, যেমন আকাশে বিদ্যুতের শিখাগুলি আলাদা ঝলসে উঠে পরে একসঙ্গে এক চোখ ধাঁধানো আলোয় রূপান্তরিত হয়, তেমনই তিনি বুঝতে পারলেন ব্যাপারটি কি। এ লরেন শ! জুলিয়া বলছিলেন পিল্‌চার শ-এর নাম করছিল......এতেই মিলে যাচ্ছে......পিল্‌চার শ-এর বন্ধু...... তাঁরা এক সঙ্গে কোন এক কোম্পানিতে কাজ করেছেন, ট্রেড্‌ওয়েতে আসার আগে যেখানে শ ছিলেন। কার্য-নির্বাহক সমিতিতে যখন ওডেসার মূল্য সংরক্ষণের চুক্তির আলোচনা হয়, তখন শ নিজেই একথা বলেছিলেন।

কিন্তু শ কি কারণে...? দ্বিতীয় উত্তরটি চমকে গেল তাঁর মনে। শ-এর হাতে মোটে ৬১২টি শেয়ার রয়েছে। এ-সংখ্যা তাঁর মনে আছে, কোম্পানির অন্য সমস্ত কর্মীর স্টকের পুঁজির অঙ্কগুলিও তাই। তাঁর নিজের পুঁজিতে, ১২৫৬ শেয়ার, অ্যাভেরি বুলার্ডের পরে এই সবচেয়ে বেশী। শ যদি কোন রকমে আরও দু' হাজার শেয়ার যোগাড় করতে পারেন, তাঁর মোট ২,৬১২ দাঁড়াবে—তার সঙ্গে, এখনও হস্তান্তরিত হয়নি এমন কিছু শেয়ার যদি খোলা বাজারে তিনি পেয়ে যান, তাও যোগ হবে। আজ বাজার বেশ তেজী ছিল..বহু মাসের মধ্যে ট্রেড্‌ওয়ের সবচেয়ে বেশী কারবার ...শ যদি কিনে থাকেন...

অল্ডার্‌সন তাঁর এ-আতঙ্ক চাপা দিলেন। অকারণ তিনি উত্তেজিত হচ্ছেন, ভাবনার কিছুই নেই। শ মিসেস প্রিন্সের সেই দু' হাজার শেয়ার পাননি...আর এখন তা তিনি পাবেনও না। হাতেহাতে তিনি ধরা প'ড়ে গেছেন আর আছাড়ও খেয়েছেন। দেখা যাক, অ্যাভেরি বুলার্ড এ-কথা শুনলে কি দাঁড়ায়।

প্রেসিডেন্টের দরজায় প্রায়-বন্ধ দরজার ফাঁক থেকে উঁকি মেরে তিনি দেখলেন এরিকা মার্টিন টেলিফোনে কথা কইছেন। তাঁর টেলিফোনটি ঝুলিয়ে রাখা অবধি তিনি অপেক্ষা করলেন, তারপর তাঁর নাম ধ'রে ডাকলেন।

দরজায় এসে তিনি সাড়া দিলেন, "হাঁ, মিঃ অল্ডার্সন?"

"যখন মিঃ বুলার্ড আসবেন, তখন তিনি সভায় যাবার আগে এক মিনিট তাঁর সঙ্গে আমি দেখা করতে চাই। আমি এইমাত্র কোন খুব জরুরী খবর পেয়েছি, আর আমি জানি তৎক্ষণাৎ তিনি তা শুনতে চাইবেন। তিনি এখানে আসামাত্র আপনি আমাকে ডাকবেন কি?"

"হাঁ, মিঃ অল্ডার্সন, কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে—"

তাঁর কথা অজানা কোন কারণে অসম্পূর্ণ রয়ে গেল।

"খারাপ কিছু ঘটেছে কি, মিস মার্টিন?"

"আমি জানি না, আমি—" তিনি থেমে গেলেন, মুহূর্তের জন্যে তাঁর দিকে চোখ তুলে তাকালেন যেন ভয়ের কথাটি স্বীকার করবেন কিনা, তাই ভাবছেন। "আপনি যখন কথা কইছিলেন তখন স্টেশনে এডিব কাছ থেকে 'কল' এল। ছ'টা তেরোর গাড়িতে, মিঃ বুলার্ড ছিলেন না।"

"ছিলেন না?"

"না, সাতটা-চল্লিশ পর্যন্ত আর গাড়ি নেই।" তিনি আবার থামলেন, আর একটি কথা প্রকাশ করবেন কি না ভাবতে লাগলেন।

"আমি জানি আপনারা জানতে চাইবেন ডিনারে যাবার সময় থাকবে কি না, তাই আমি নিউইয়র্কে ওয়াল্ডর্ফ অ্যাস্টেরিয়ায় খোঁজ নিয়ে দেখলাম মিঃ বুলার্ড ক'টার সময়ে হোটেলের পাওনা চুকিয়ে গেছেন। আমি ভেবেছিলাম তা থেকে আমরা ধারণা করতে পারব তিনি সাতটা চল্লিশের গাড়িতে থাকবেন কি না।"

"তারপর?"

"তিনি পাওনা মিটিয়ে চলে যাননি।"

"তা হ'লে, মিস মার্টিন, তিনি সাতটা চল্লিশের গাড়িতেও থাকতে পারেন না, নয় কি?"

"মিঃ অল্ডার্সন, আপনার কি মনে হয় তাঁর কিছু হয়েছে?"

তাঁর কথার মধ্যেই মিস মার্টিনের স্বর এতটা ব্যাকুলভাবে বাধা দিল, যে অল্ডার্সন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকালেন। এরিকা মার্টিনের গলায় এরকম সুর তিনি আর কখনও শোনেন নি, যদিও তাঁর কাছে এ-স্বর সম্পূর্ণ পরিচিত। তাঁর স্ত্রী সর্বদাই এই স্বরে তাঁর জন্যে উৎকণ্ঠা জানাতেন, যে-

উদ্বেগ থেকে তিনি কখনই রেহাই পান না। তাঁর গলার রেশটিতে স্বতঃই এই স্মৃতির প্রভাব এসে পড়ল, আর তেমনই আপনা হ'তে, একই গলায় তিনি বললেন, "আমি নিশ্চয় জানি ভাবনার কিছু নেই, একেবারে কিছুই নেই।"

"কিন্তু তিনি যদি তাঁর ব্যবস্থা বদলে থাকেন, তবে তার করলেন না কেন?"

এখানেই তিনি বুঝতে পারলেন এরিকা মার্টিন সত্যিই ভয় পেয়েছেন, তিনি গোড়ায় যা সন্দেহ করেছিলেন, তার চেয়ে ঢের বেশী। তিনি অভ্যস্ত আশ্বাসের সঙ্গে বললেন, "আপনি ত মিঃ বুলার্ডকে এর চেয়ে ভাল জানেন, মিস মার্টিন। কোন কিছু একটাতে ঝোঁক পড়লে তিনি জগতের আর সব কিছু ভুলে যান।"

মিস মার্টিন অনিচ্ছাসত্ত্বে স্বীকার করলেন, "আমার বোধ হয় কিছু একটা ঘটেছে। অন্তত আমরা জানি তিনি এখনও নিউইয়র্কেই আছেন।"

নূতন কোন বিষয়ে কথা বলবার জন্যে গলার আওয়াজ বদলে নিয়ে তিনি বললেন, "ঠিক কথা। আমি বরং অন্যদের বলি, আপনি কি বলেন? এ-অবস্থায় আমাদের কারুরই আর অপেক্ষায় থেকে লাভ নেই—আবার মিঃ ডাড্‌লেকে প্লেন ধরতে হবে।"

মিস মার্টিন আনমনা হয়ে দূরের দিকে তাকিয়ে ঘাড় নাড়লেন।

"আপনি তা হ'লে মিঃ বুলার্ড সকালে যেই এখানে আসবেন, তখনই আমাকে ফোনে জানাবেন, মিস মার্টিন। এ-ব্যাপারটি আমি—ওহো কাল ত শনিবার, নয়? বেশ, দেখি এখন—যদি আপনি তাঁর কাছে থেকে কোন খবর পান মিস মার্টিন, তবে অনুগ্রহ ক'রে বাড়িতে আমায় একটা ফোন করবেন কি?"

মিস মার্টিন হঠাৎ অতিরিক্ত ব্যস্ত হয়ে উঠে বললেন, "হাঁ, নিশ্চয়। কি বিষয়ে আপনি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান বলব?"

তিনি দ্বিধায় প'ড়ে গেলেন, শেষে এমন এক উপায় বার করলেন যাতে কথাটি গোপন থাকে, আর মিস মার্টিন যে মনে করবেন তিনি তাঁকে বিশ্বাস করছেন না, সে-বিপদও এড়ানো যায়। তিনি বললেন, "মিঃ বুলার্ডকে বলবেন, কোম্পানির স্টকের কিছু লেনদেন চলছে, তার একটা খবর আমি এইমাত্র পেয়েছি, এ তারই সম্বন্ধে।"

"ভাল কথা মিঃ অল্ডার্‌সন।"

তিনি দেখতে পেলেন মিস মার্টিনের চোখ দুটি চট ক'রে টেলিফোনের দিকে গেল। হলের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে তাঁর মনে এই ধারণাই রইল, মিস

মার্টিন তাঁকে যতটা বুঝতে দিয়েছেন তার চেয়ে হয়ত বেশীই তিনি জানেন। সম্ভবতঃ মিসেস প্রিন্স তাঁকে বলেছেন কি হয়েছে। কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না..ব্যাপারটি অ্যাভেরি বুলার্ডের হাতে তুলে দেওয়া ছাড়া কিছুতেই এখন আর কিছু আসে যায় না..এতেই সমস্ত হবে, শুধু ঘটনাগুলিই সব। এইটুকুই মিঃ লরেন শ-কে শেষ ক'রে দেবে..যেমন সেবার চৌত্রিশ সালে কাঠের দালালদের কাছে ধাক্কা খাওয়ায় ক্রয় বিভাগের সেই লোকটার কর্ম-জীবন শেষ হয়ে গিয়েছিল..মিঃ বুলার্ড তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

সহ্যগুণের পুরস্কার লাভ হয়েছে, ফ্রেডারিক অল্ডার্সন সেই হাসি হাসলেন। অ্যাভেরি বুলার্ড নিজে একবার যেকথা বলেছিলেন তা তাঁর মনে পড়ল, "ব্যবসায়ে খুব বেশী সত্যিকার বেজন্মা নেই, ফ্রেড, বেশির ভাগ লোক যা মনে করে তার চেয়ে ঢের কমই আছে—আর অল্প যে-কটি আছে, তাদের বিষয়ে দুশ্চিন্তা করবারও বিশেষ দরকার নেই। চুপচাপ ব'সে কেবল অপেক্ষা করলেই হ'ল। তাদের যদি যথেষ্ট প্রশ্রয় দেওয়া যায় তবে তারা নিজেরাই গলায় ফাঁস লাগাবে।"

তিনি ডিরেক্টরদের ঘরের দরজা খুললেন, আর অনেক মাসের মধ্যে এই প্রথম লরেন শ-এর চোখ থেকে তাঁর চোখ এড়াবার চেষ্টা করলেন না। ইচ্ছে ক'রেই সোজাসুজি তাঁর দিকে তিনি তাকালেন। তিনি বললেন, "আমি খবর পেয়েছি মিঃ বুলার্ড অনিবার্য কারণে নিউইয়র্কে আটকে পড়েছেন। সুতরাং আমাদের সভা স্থগিত রাখতে হবে। আমাদের কারুর আর অপেক্ষা ক'রে লাভ নেই।"

শ-এর চোখদুটি সরু হয়ে গেল। "তিনি কি আপনাকে ডেকেছিলেন? ফোনে কি মিঃ বুলার্ডই কথা বলছিলেন?"

অল্ডার্সন প্রশ্নের উত্তর দিলেন না, এ-মুহূর্তটি তাঁর চমৎকার লাগছিল। তারপর শ-এর উত্তর না দিয়েই তিনি ফিরে অন্যদের বললেন, "কারুকে তুলে নিয়ে যাব? নিচে আমার গাড়ি রয়েছে।"

তাঁরা সকলেই ঘড়ি দেখছিলেন।

ডাড্লে বললেন, "আমায় বিমান ঘাঁটিতে যেতে হবে, কিন্তু সে ত তোমার রাস্তা থেকে অনেক দূরে পড়বে।"

অল্ডার্সন উত্তর দেবার সুযোগই পেলেন না, তার আগেই শ ব'লে উঠলেন, "আমি তোমাকে পৌঁছে দেব।" ডাড্লে আপত্তি করলেন, ট্যাক্সি ধ'রে নিতে পারবেন তিনি। শ হাত নেড়ে সেকথা উড়িয়ে দিয়ে বললেন, "না এতে আমি খুশি হব। যাই হোক, তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথাও আছে।"

তাঁরা একসঙ্গে বেরিয়ে গেলেন, আর তাঁদের নজর করতে করতে অল্ডার্সনের নিজের রাগ চাপবার নূতন শক্তিটি অদ্ভুত লাগল।

ওয়ালিং গ্রিমকে জিজ্ঞেস করলেন, "আমার সঙ্গে পাইক স্ট্রীটে এসে পরীক্ষা কেমন চলছে দেখতে চাও?"

গ্রিম বললেন, "দুঃখের বিষয় অন্ধকারের আগে মেরিল্যাণ্ড পৌঁছতে গেলে আমাকে বেরিয়ে পড়তে হবে।"

ফ্রেডারিক অল্ডার্সন তাঁদের পিছনে হলে এলেন। তিনি দেখলেন এরিকা মার্টিন টুপি মাথায় দিচ্ছেন। জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার ফোন ব্যবহার করলে কিছু মনে করবেন না ত?"

ডায়েল ঘুরিয়ে তিনি বাড়ির নম্বর দিলেন আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর স্ত্রীর জবাব এল। তিনি বললেন, "আমি এখন রওয়ানা হচ্ছি।"

এডিথ অল্ডার্সন উদ্বিগ্নভাবে জিজ্ঞেস করলেন, "ফ্রেড, তুমি ভাল আছ ত? এর আগে যখন তুমি কথা বলছিলে তখন তা এত ক্লান্ত ও অবসন্ন শোনালো, আমি এখনই এখানে ব'সে দুর্ভাবনা করছিলুম যে—"

তিনি বললেন, "দুর্ভাবনার কিছু নেই, কিছুমাত্র নেই।" এই কথাগুলি ছিল উৎফুল্ল ও সতেজ, সাধারণতঃ যেমন স্বরহীন যন্ত্রের মত হয়, এ তেমন নয়।

সন্ধ্যা ৬-১৮

জুলিয়া ট্রেড্ওয়ে প্রিন্স তাঁর সাটিনের চটির ছুঁচাল গোড়ালি সাদা লোমের কম্বলটির উপর চেপে, যে পুরনো ভিক্টোরিয়ার আমলের পিয়ানোর টুলটি তিনি ড্রেসিং টেবিলের আসন হিসাবে ব্যবহার করছিলেন, তার উপর ঘুরে বসলেন। আর একবার গোড়ালির চাপ দিয়ে ঘুরতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেলেন তিনি, চওড়া জানলাটির মুখোমুখি হলেন। দূরে ট্রেড্ওয়ে টাওয়ারের সাদা চূড়াটি দেখা গেল।

এক উড়ো চিন্তার বশে তাঁর মনে এই সম্ভাবনার উদয় হ'ল, মিস মার্টিন হয় ত অ্যাভেরি বুলার্ডের এখনও নিউইয়র্ক থেকে বাড়ি না ফেরার সম্পর্কে সত্য কথাটি বলেন নি। কিন্তু তাড়াতাড়ি সে-সন্দেহ তিনি ঝেড়ে ফেললেন। মেয়েমানুষটি পাজী, কিন্তু এতটা এগোতে সে সাহস করবে না..যদি না অ্যাভেরি ব'লে থাকেন। অ্যাভেরি বললে যে-কোনও কাজই সে করতে পারে..আর সম্ভবতঃ করছেও।

চিৎকার ক'রে নিজেকেই তিনি আদেশ দিলেন, 'থাম'! নিষিদ্ধ এলাকায়

চিন্তাকে বাধা দেবার জন্যেই এই কৌশল খাটাতে তিনি শিখেছিলেন। অ্যাভেরি বুলার্ড ও এরিকা মার্টিনের মধ্যে যে-সম্পর্কই থাক, তার যে-কোন চিন্তাই সীমার বাইরে। এমন কি অ্যাভেরি বুলার্ডের কথা ভাবাও সাধারণতঃ এলাকার বাইরে; কিন্তু আজ পিল্চার টেলিফোনে ডাকাতে তার যে-যৌক্তিকতা এসে গেল, সাগ্রহে তিনি তা আঁকড়ে ধরলেন। অনেক দিনের মধ্যে এই প্রথম তিনি তাঁকে ডাকার একটা সঙ্গত কারণ পেলেন।

যখন দেখলেন অ্যাভেরি বুলার্ডের সঙ্গে কথা বলবার কোন উপায় নেই, হতাশার তীব্রতা বিশেষ ক'রে অনুভব করলেন তিনি। এরই জন্যে মিঃ অল্ডারসনকে ব্যাপারটি খুলে বলতে অনুরোধ ক'রে আত্মসংযমই দেখাতে বাধ্য হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু তবু তখনও আশার একটি ক্ষীণ রেখা ছিল, অ্যাভেরি একবার তাঁকে ডাকতে পারেন। এতই সুদূর সম্ভাবনা যে সেকথা ভাববার সাহসও তাঁর হ'ল না। তিনি জানতেন অ্যাভেরি ডাকবেন না। আগে এমন বহুবার হয়েছে যখন তিনি ডাকতে পারতেন, কিন্তু ডাকেন নি। অন্তত তিনি বলতে পারতেন, "ধন্যবাদ জুলিয়া।" অন্তত সেটুকুও ত লাভ হ'ত, একটা অস্পষ্ট প্রতিধ্বনি, এক সময়ে তিনি যার....

"ধাম।"

"কি হয়েছে গো?"

অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁর স্বামীর গলা শুনে তিনি চমকে উঠলেন, তিনি যে কখন পাশের শোবার ঘরে এসেছেন, তা তিনি নজর করেন নি।

তাড়াতাড়ি হেসে উঠে জুলিয়া বললেন, "নিজের মনেই কথা বলছি।" টুলটি ঘুরিয়ে আবার ড্রেসিং টেবিলের দিকে মুখ ক'রে ঘাড় ফিরিয়ে তিনি কথা-গুলি বললেন।

"মিঃ বুলার্ডকে পেলে?"

স্বামীকে আয়নায় দেখতে পেলেন, তিনি অনাহূত অতিথির মত দরজায় দাঁড়িয়ে, সব সময়েই ভদ্র তিনি। "না, আমি মিঃ অল্ডারসনের সঙ্গে কথা বলেছি।"

"ও।"

"তিনি আমায় বিক্রি না করতে পরামর্শ দিলেন।"

"বোধহয় সেটাই তা হ'লে সবচেয়ে ভাল?"

"আমার বেচবার ত কোনই কারণ নেই।"

"না, আমারও বোধ হয় না।" তিনি একটু ইতস্তত ক'রে তারপর যেন গল্প করবার চেষ্টা করছেন, এইভাবে জিজ্ঞেস করলেন, "নিউইয়র্কের সেই লোকটিকে আবার ডেকেছিলে কি?"

"না," এই বলে তিনি চুলে বুরুশ চালাতে আরম্ভ করলেন। আয়নায় দেখা গেল দরজাটি বন্ধ হচ্ছে।

তিনি এখন ফিরে স্বামীকে খুশি করবার জন্য বললেন, "ওহো ডোয়াইট, আজ ডিনারে আমাদের স্ট্রবেরি আছে আর আমি নিনাকে বলেছি আমি তোমাকে সস্ তৈরি করাতে রাজি করতে পারি।"

তাঁর মুখ উৎফুল্ল হয়ে উঠল। "নিশ্চয়।"

"আমার তোমাকে আগেই বলা উচিত ছিল।"

"এখনও সময় আছে আমি এখনই করছি।"

জুলিয়া যখন ফিরলেন তখন তিনি আয়না থেকে স'রে গেছেন, কিন্তু তাঁর হাসির ছবিটি তাঁর মনে রয়ে গেল। এ ছিল কৃতজ্ঞতার হাসি, তার উত্তরে জুলিয়াও হাসলেন। তিনি নিজেও কৃতজ্ঞ ছিলেন—খুবই কৃতজ্ঞ যে স্বামী এত সহজে খুশি হন।

আটত্রিশ বছর বয়েসে এখনও জুলিয়া ট্রেড্ওয়ে প্রিন্স এক হারানো জীবনের শূন্য পাতা ভরিয়ে তুলছেন। সতেরো বছর বয়েসে, তাঁর বাবার আত্মহত্যার মাসটিতে সেই নিদারুণ শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েন; আর তাঁর মায়ের যে-মনোভাব হয়েছিল, তাঁদের ঐশ্বর্য হারানো অরিন ট্রেড্ওয়ের মৃত্যুর চেয়েও বেশী দুর্ভাগ্যের কথা, তা-ও তাঁকে প্রায় সমান অভিভূত ক'রে ফেলেছিল, তার ফলে মনের লাগাম আর তিনি ক'ষে রাখতে পারেন নি। যুক্তির রাজ্য থেকে সটান বিদায় নিলেন।

পরের সাত বছর তাঁকে মানসিক ব্যাধির এক আরোগ্যনিবাসে কাটাতে হয়। ঘোলাটে মনের কুয়াশায় এই সাতটি বছর হারিয়ে গিয়েছিল, এমনভাবে হারিয়ে গিয়েছিল যে তাঁর স্মৃতির মধ্যে এইসব অন্তহীন মাসের কোন কথাই তিনি বিশ্বাস করতে পারতেন না। স্মরণ করবার মত কিছু ঘটেছে সে-সম্পর্কে তিনি কখনই নিশ্চিত হ'তে পারেন নি। দীর্ঘ সময় কেটেছে যখন বাস্তব আর কল্পনার মধ্যে কোনও পার্থক্য তিনি করতে পারতেন না। কোন সময়ে যে অ্যাভেরি আরোগ্যনিবাসে তাঁকে দেখতে আসা আরম্ভ করেন এটাও ভাল ক'রে তিনি মনে করতে পারতেন না, এমন অনেক দিবারাত্রির পার্থক্যহীন দীর্ঘ সময় তাঁর অতিবাহিত হয়েছে যখন তাঁর দৃষ্টির মধ্যে অ্যাভেরি বুলার্ড আসতেন আবার মিলিয়ে যেতেন, বিছানার পাশে চেয়ারটিতে তাঁর বাবার ও অ্যাভেরির মূর্তি অদল বদল হয়ে দেখা দিত।

একদিন নিঃসংশয়ে তাঁর এই বোধ জাগল যে অ্যাভেরি বুলার্ড তাঁর বাবা নন; তার পূর্বেকার কোন স্মৃতির উপর নির্ভর করা চলত না। তিনি যে-হাত দিয়ে

তাঁর হাত ধরতেন, সে-হাত ছিল অনেক মজবুত, যে-স্বরে তিনি পীড়াপীড়ি করতেন—উঠুন, হেঁটে বেড়ান, চিন্তা করুন, কথা বলুন—তা ছিল অনেক দৃঢ়।

শেষের দিকে কোনও সময়ে—ঠিক কখন তা তিনি বলতে পারেন না, কারণ তারিখের সংখ্যার সঙ্গে দিনগুলি মেলাতে পারবার মত মনের উন্নতি তখনও তাঁর হয়নি—তিনি তাঁর আরোগ্যনিবাসের প্রাপ্য টাকা দেওয়া সম্পর্কে অ্যাভেরি বুলার্ডের সঙ্গে কথা বলছিলেন। আসলে তিনি যা বলেছিলেন তা আর এক রোগীর মুখে শোনা কথাবার্তা তোতাপাখীর মত আওড়ানোর মতই আরম্ভ হয়েছিল। কিন্তু অ্যাভেরি বুলার্ড তাঁর প্রকৃতিস্থ চিন্তার এই নিদর্শন পেয়ে এত আনন্দিত হলেন যে তিনি জুলিয়ার আর্থিক অবস্থার কথাও আলোচনা করতে লাগলেন। আরও সহানুভূতি পাবার প্রচণ্ড এক আগ্রহে উৎসাহিত হয়ে জুলিয়া কোন রকমে নিজের মনকে স্বাভাবিক বোধের বশে আনতে বাধ্য করলেন। পুরাতন ট্রেড্ওয়ে আসবাব কোম্পানি এখন ট্রেড্ওয়ে কর্পোরেশনে পরিণত হয়েছে। কোম্পানি দেউলিয়া হবার পর যে-শেয়ারের কোনই দাম ছিল না, এবং যে-জন্যে তাঁর বাবা মাথায় গুলি ছুঁড়তে বাধ্য হয়েছিলেন, তেমনি কিছু শেয়ার জুলিয়ার জন্যে উদ্ধার করা গেছে—ইতিমধ্যেই তার দাম বেশ কিছু বেড়েছে। অ্যাভেরি বলেছিলেন—হয়ত জুলিয়া একদিন ধনীও হয়ে যেতে পারেন। নর্থ ফ্রন্ট স্ট্রীটের পুরনো যে-বাড়ি তিনি ছেলেবেলায় ভালবাসতেন—দি ক্লিফ হাউসের সেই অট্টালিকা নয়, যার বিরাট নিঃসঙ্গতা তাঁর বিভীষিকার বস্তু ছিল—সে-বাড়ি তৈরি হয়ে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছিল। অ্যাভেরি বুলার্ড বলেছিলেন, ''যখনই নিজেকে তৈরি করতে পারবে, তখনই বাড়ি যেতে পার।'' একমাস পরে তিনি তাই করলেন, আরোগ্যনিবাস থেকে একাকী কারুর সাহায্য না নিয়ে হেঁটে বেরিয়ে এলেন। তাঁর শরীর আশ্চর্যরূপে যন্ত্রণামুক্ত হয়েছে, আর তাঁর মন সেই বাতাস-ভরা এপ্রিল দিনের বৃষ্টি-ধোয়া আকাশের মতই পরিষ্কার।

জুলিয়া ট্রেড্ওয়ে যখন স্বাভাবিক জগতে ফিরে এলেন, তখন তাঁর বয়েস চব্বিশ বছর, কিন্তু অনেক বিষয়ে তিনি তখনও সতের বছরেই রয়ে গেলেন। সাতটি বছর একটা ফাঁক রেখে চ'লে গেছে। প্রকৃতিদেবী তাঁর প্রচণ্ড নিষ্ঠুরতার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ তাঁর মনকে সতের বছরের তুলনায় একটু বেশী পরিণতই করেছিলেন, ঠিক যেমন এক লুকনো পরিত্যক্ত পিপায় মদ পুরনো হ'তে থাকে—কিন্তু তবু তাঁর বয়সের স্বাভাবিক মানুষের তুলনায় তিনি অনেক পিছিয়ে ছিলেন। সাধারণতঃ কিশোর বয়স থেকে নারীত্বে রূপান্তরিত হওয়ার সময়টিতে যে অসংখ্য পরস্পরসংযুক্ত ভাব মনে জমা হয়, তাঁর তা হয়নি, সুতরাং তাঁর

মনের ভাণ্ডারে ভাবনার উপাদান কমই ছিল। কিন্তু সে-ক্ষতির পূরক হিসাবে খানিকটা সুবিধে এই হয়েছিল যে, তাঁর মনে বিশৃঙ্খলা ছিল না, বরং বাড়তি গুণ ছিল—তরুণ মনের গ্রহণশক্তি ও ভাবপ্রবণতা। মোট ফল দাঁড়িয়েছিল এই যে, আরোগ্যনিবাস ছাড়বার পরে প্রথম কয়েক মাস তিনি ছিলেন অস্বাভাবিক-ভাবে বিবেচনাশীল, বিস্ময়কর শিক্ষা-বুদ্ধিসম্পন্ন এক অকাল-পরিণত শিশুর মত।

সমাজের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়ানো তাঁর পক্ষে কঠিন হয়েছিল, কারণ তাঁর আশ্রয় বা পরিচয়ের স্থান ছিল না। তাঁর মাতার মৃত্যু, অপাতত যা অস্পষ্ট হারানো বছরগুলির আকাশে আকৃতিহীন একখণ্ড মেঘের মত, তাঁকে একেবারেই নিকট-আত্মীয়হীন ক'রে তুলেছিল। শৈশবের বন্ধুত্বের সূক্ষ্ম সূত্রগুলি বহুদিন আগেই ছিঁড়ে গেছে। ছিলেন শুধু অ্যাভেরি বুলার্ড।

প্রথম বছরে কোন সামাজিক ব্যাপারে যোগ দেবার জন্যেই শুধু কদাচিৎ তিনি বাড়ি আর তার সীমানার বাইরে যেতেন, আর সব সময়েই তা অ্যাভেরি বুলার্ড জোর করতেন ব'লে। তাঁকে খুশি করা ছাড়া তাঁর অন্য কোন আনন্দ ছিল না। যেসব লোকের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হ'ত, তাঁদের অতি উজ্জ্বল হাসি আর আরোগ্যনিবাসে কয় বছরের জীবনের কোন উল্লেখ এড়িয়ে যাবার বিশেষ চেষ্টা সহজ বন্ধুত্বের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অ্যাভেরি বুলার্ডের স্ত্রীর সম্পর্কেও তাঁর এইরকম মনে হ'ত, আর অ্যাভেরি বুলার্ডের সেকথা বোঝবার মত বিবেচনাশক্তিও ছিল। কয়েকমাস পরে অ্যাভেরি আর তাঁকে নিজের বাড়িতে ডাকতেন না, কিন্তু জুলিয়ার বাড়িতে তিনি বেশী আসতেন।

জুলিয়ার প্রথম সুখের একটি প্রধান অংশ ছিল তাঁর বাড়িটি। তাঁর নূতন অনুভূতিগুলির মধ্যে প্রবলতম ছিল আরোগ্যনিবাস থেকে বাড়ি আসার দিনটি। পুরাতন বাড়িটির উপর ভালবাসার কথা তাঁর মনে থাকলেও এই আশঙ্কা ছিল আবার সেটি দেখলে বিপদের স্মৃতিগুলি পুনরায় মনে ভেসে উঠতে পারে। কিন্তু অ্যাভেরি বুলার্ড যখন জোর করলেন—সাদা দেয়ালের গায়ে ফটকটির মধ্যে তাঁকে যেতে হবে, ইঁট বসানো রাস্তাটি দিয়ে গিয়ে ঢুকতে হবে বাড়িতে, তখন কোন বিভীষিকাই সে-আদেশ মানার পথে বাধা দিতে পারল না। বিস্ময়ের কথা এই যে কোন পুরনো স্মৃতিই উঠল না তাঁর মনে। বাড়িটির কতখানি বদল হয়েছে, সেকথা জিজ্ঞেস করতে তাঁর ভয় হয়েছিল, পাছে ধরা প'ড়ে যান আর অ্যাভেরি বুলার্ডকে নিরাশ হ'তে হয়। সেইজন্যে অনেক মাস পরে তিনি জেনেছিলেন বাড়িটির সজ্জা ও আসবাব তিনি সম্পূর্ণ নূতন করিয়ে দিয়েছিলেন। অবশেষে যখন তিনি এ-বিষয়ে কথা বলতে সক্ষম

হলেন, তখন তাঁর ধন্যবাদ চাপা দিয়ে তিনি ব'লে উঠলেন, "আমাকে ধন্যবাদ দেবার মত তোমার কিছুই নেই জুলিয়া। সমস্তই তোমার নিজের টাকায় কেনা হয়েছে।"

সেই প্রথম দিনই নিনা সেখানে কাজ করতে এল, অদ্ভুত, ছোটখাট স্ত্রীলোকটি, তীক্ষ্ণ নাক, চুলে কষে-বাঁধা প্রজাপতি-ফাঁস আর শক্ত মাড় দেওয়া দাগ-হীন অ্যাপ্রন, কিন্তু বড় বড় কালো চোখ দুটি বুদ্ধিতে ভরা, সব সময়ে সহানুভূতির আভাস রয়েছে তাতে। নিনাই তাঁকে আরাম ও নিশ্চিন্ততার পথে নিয়ে গেল, আর যে অবিরাম আন্তরিক স্নেহের প্রবাহ সে যোগাল, তার খুব বেশি প্রয়োজন ছিল—এই নিনাকে অ্যাভেরি ঠিক ক'রে দিয়েছিলেন। আর কেউ তাকে খুঁজে বার করতে পারত না, আর কেউ বুঝতে পারত না যে নিনাকেই তাঁর দরকার ছিল।

সেরে ওঠার প্রথম ক'টা দিন যখন নিজেকে শিশু মনে করার অবস্থা তখনও ছাড়িয়ে উঠতে পারেন নি, তখন অ্যাভেরি বুলার্ডকে তাঁর বয়স্ক ব্যক্তি বোধ হ'ত। মনের যে-গোলমালে তিনি তাঁর বাবার ছবির সঙ্গে মিলে যেতেন, সে-অবস্থা তিনি কাটিয়ে উঠেছিলেন বটে, তবু অ্যাভেরি বুলার্ড তাঁর মনে পিতৃস্নেহের কাছাকাছি একটা কিছু জাগিয়ে তুলতেন। পরে যখন এই অনুভূতিই জাগল যে তিনি একজন পূর্ণতাপ্রাপ্তা নারী, কতকগুলি বছর তাড়াতাড়ি তাঁর বয়সের সঙ্গে সংযোজিত হয়ে যেন তাঁদের দুজনের মধ্যে বয়সের পার্থক্যও কমিয়ে দিলে। ঐ সময়ে তাঁর প্রতি জুলিয়ার স্নেহ এত বেশী বেড়ে গিয়েছিল যে নিঃসংশয়ে তা পুরুষের প্রতি নারীর প্রেমের মতই, পরিতৃপ্তি-নিরপেক্ষ শিশুর যে-ভালবাসা, তেমনটি আর ছিল না। এই ক্ষুধা ক্রমশ বেড়ে গিয়ে শেষে এমন একটা উদ্দাম আবেগে পরিণত হ'ল যে তাঁর ভয় হ'তে লাগল তাঁর মনের সাম্য আবার না নষ্ট হয়ে যায়।

পিছনদিকে তাকিয়ে এসব কথা স্মরণ ক'রে এখন যেন মনে হয়, এমন সব সময় এসেছিল যখন তিনি প্রকৃতিস্থ ছিলেন না। তিনি যা করেছিলেন, পাগলামির জন্যেই মানুষের পক্ষে তা সম্ভব। তাঁর মনে স্বাভাবিক যুক্তির ক্ষমতা থাকলে তিনি বুঝতে পারতেন, চাতুরীর সাহায্যে অ্যাভেরি বুলার্ডের কাছ থেকে ক্ষণিকের জন্যে দেহের যে-সাড়া পাওয়া গিয়েছিল, তা সত্ত্বেও তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁকে ফাঁদে ধরা কখনও সম্ভব নয়। তাঁর স্ত্রী বিবাহ বিচ্ছেদ করার পরের বছর জুলিয়া পাগলের মত বেপরোয়া চেষ্টা করেছিলেন। এমন মুহূর্ত এসেছিল যখন তিনি মনে করতেন তাঁকে তিনি চিরকালের জন্যে ধ'রে রাখতে পারবেন—কিন্তু অনেক বছর পরে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন

তিনি যা করেছেন আসলে তা শুধু তাঁকে তাঁর কাছ থেকে দূরেই ঠেলে দিয়েছে।

যখন কোন, কাজকর্মের ব্যাপারে তাগিদ না থাকলে, তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসা অ্যাভেরি বুলার্ড বন্ধ ক'রে দিলেন, তখনও পর্যন্ত সেই মরিয়া ভাবটি থেকে গিয়েছিল। এই অবস্থায় তাঁর সঙ্গে দেখা হ'লেও তাঁর মনে আশা জাগত, আর বুলার্ডকে বাড়িতে আনবার জন্যে তিনি চরম পাগলামি শুরু করতেন—তা মনে পড়লে লজ্জা হয়। যখন অ্যাভেরি তাঁকে কোম্পানির ডিরেক্টর করলেন, তখন তাঁর ব্যর্থতা থেকে এই সন্দেহই মনে জন্মাল যে তাঁকে দপ্তরে আসতে বাধ্য করবার জন্যেই এটি করা হয়েছে, যাতে কখনও তাঁকে জুলিয়ার বাড়িতে আসবার জন্যে অনুরোধ করবার সব ছুতা বন্ধ হয়ে যায়। ফলে তিনি ডিরেক্টরদের কোন সভাতেই কখনও যোগ দেননি।

দৈবাৎ শোনা কোন মন্তব্য থেকে তিনি জেনেছিলেন, অ্যাভেরি বুলার্ডের আশঙ্কা আছে জুলিয়া যদি কখনও তাঁর শেয়ার অন্য কারুকে বিক্রয় করেন, তবে কোম্পানি চালানোর পক্ষে বিঘ্ন ঘটতে পারে। সুতরাং নিজের স্টক বিক্রি করবার হুমকি দিয়ে অ্যাভেরিকে নিজের কাছে আসতে বাধ্য করা এক নতুন পন্থা হয়ে দাঁড়াল। তাঁর মরিয়া ভাবটির অন্তিম যন্ত্রণায় তিনি বারবারই এ-পন্থার আশ্রয় নিয়েছেন। এই নির্লজ্জতার জন্যে নিজের উপর তাঁর ঘৃণা জাগত, কিন্তু নিজের আকাঙ্খাও ত তিনি চাপতে পারেন নি।

যখন তিনি অ্যাভেরি বুলার্ডকে টেলিফোনে ডাকতেন, তখন এরিকা মার্টিনই জবাব দিতেন। এরিকার গলা সব সময়েই তাঁকে যন্ত্রণা দিয়ে মনে করিয়ে দিত যে অ্যাভেরি সকাল থেকে রাত পর্যন্ত তাঁর কাছেই থাকেন—সহজেই তা থেকে এক ধাপ এগিয়ে এ-সন্দেহও আসত যে এরিকা মার্টিন রাত্রেও তাঁর কাছে থাকেন।

জুলিয়া ট্রেডুওয়ে শেষ পর্যন্ত হেরে জয়লাভ করলেন। অ্যাভেরি বুলার্ডই আঘাত দিয়ে তাঁর চৈতন্য ফিরিয়ে আনলেন। এক রাত্রিতে তিনি অ্যাভেরি বুলার্ডকে এক তুচ্ছ ছল ক'রে বাড়িতে নিয়ে আসেন কিন্তু নিজের সস্তা চালাকিটা স্বীকার করতে তিনি বাধ্য হন। অ্যাভেরি বলেছিলেন, "জুলিয়া, মনে রেখো জীবনের সাতটি বছর তুমি হারিয়েছ। যেভাবে তুমি চলছ, সেভাবেই যদি চল, আমার ভয় হয় জীবনের বাকী অংশটুকুও তুমি হারাবে।"

তাঁকে প্রকৃতিস্থ করবার জন্যে অ্যাভেরির এই তাগিদ অমান্য করা সম্ভব ছিল না, যেমন তাঁর সব আদেশই ছিল দুর্লঙ্ঘ্য, তাই তিনি নতুন জীবন আরম্ভ করলেন। ডোয়াইট প্রিন্সের সঙ্গে তাঁর বিবাহই হ'ল তার আসল সূত্রপাত।

ডোয়াইটের প্রতি তাঁর ভালবাসা হয়নি। তাঁর সন্দেহ ছিল ডোয়াইটেরও কোনদিন ভালবাসা জাগেনি। ডোয়াইটের সবচেয়ে বড় সুবিধা এই ছিল যে তাঁর মধ্যে এমন কিছুই ছিল না যা অ্যাভেরি বুলার্ডের কথা মনে করিয়ে দেয়। তাঁর শক্তি বা প্রভুত্ব ছিল না, কিংবা বশ্যতা স্বীকার করিয়ে নেবার ক্ষমতাও ছিল না। তা ছাড়া জুলিয়াকে তাঁর প্রয়োজন ছিল—তাঁর বনিয়াদি ধারা ও শিক্ষা যে সৌখিন অথচ অকেজো জীবন চালাবার যোগ্যতাই শুধু তাঁকে দিয়েছিল, সেজন্যে তাঁর জুলিয়ার টাকার দরকার ছিল। এর প্রতিদানে যে সহানুভূতি ও শান্ত সহৃদয়তা ডোয়াইটের কাছ থেকে পাওয়া গিয়েছিল, তা তাঁকে অপ্রত্যাশিত সুখ দিয়েছিল, আর তাঁদের দুজনের মধ্যে এমন একটি সম্পর্ক গ'ড়ে উঠেছিল, যা প্রকৃত ভালবাসা নয়, কিন্তু তা অন্ততপক্ষে এমন ধরনের যে অনেক বিবাহে ভালবাসার নামে যা দেখা যায়, তার চেয়ে তাকে জুলিয়া অধিক বাঞ্ছনীয় মনে করতেন।

কঠিন সংযম অভ্যাস ক'রে তিনি নিজেকে অ্যাভেরি বুলার্ডের কথা চিন্তা করা থেকে নিবৃত্ত রেখেছিলেন, আর যতই দিন যাচ্ছিল ক্রমশই তা সহজতর হয়ে উঠছিল—শেষে, আজ ব্রুস পিল্‌চার যে তাঁকে ডেকে স্টক বিক্রি করতে বললেন, তা, অন্য সময়ে তিনি যে-হুমকিতে অ্যাভেরি বুলার্ডকে ডেকেছেন, তাই স্পষ্টভাবে মনে করিয়ে দিল।

তিনি টুলের উপর আবার ঘুরে বসলেন, তাঁর চোখ পড়ল, উপরে টাওয়ারের চূড়ায়। হাঁ, অল্ডার্‌সনকে খবরটি দিয়ে তিনি ঠিকই করেছেন। অ্যাভেরি হয়ত মনে করবেন...সম্ভবত নয়...কিন্তু তিনি মনে করতেও পারেন।

(৫)

নিউইয়র্ক শহর

সন্ধ্যা ৬-২২

ব্রুস পিল্‌চার তৃতীয় গ্লাস মার্টিনি খাবেন কি না ভেবেচিন্তে শেষে না খাওয়াই স্থির করলেন। মদ তাঁকে মিথ্যা সাহস দেয়। এখন তাঁর সে-বস্তুর দরকার নেই। তাঁকে ভাবতে হবে। মিসেস প্রিন্স কথা দিয়েছেন এক ঘন্টার মধ্যে আবার তাঁকে ডাকবেন। প্রায় এক ঘন্টা হ'তে চলল, তিনি ডাকেন নি।

ব্রুস পিল্‌চার হাসপাতালে টেলিফোন করলে তাঁকে বলা হয় যে অ্যাভেরি বুলার্ড সেখানে নেই। তারপর তিনি তাঁর অনুরোধে লাইব্রেরীতে আনা খবরের কাগজের শেষ সংস্করণগুলির মধ্যে খোঁজাখুঁজি ক'রে আর সময় নষ্ট করেন নি।

এখন অন্য কোন কারণ নেই, আগেকার ইচ্ছার জের হিসাবেই তিনি যে-টেবিলের উপর অ্যাণ্ড কাগজগুলি ফেলে গিয়েছিল, অন্যমনস্কভাবে তারই কাছে এগিয়ে এলেন। খানিক আগে তিনি সঙ্কল্প করেছেন মিসেস প্রিন্সের জন্যে আরও পনের মিনিট অপেক্ষা করবেন। এই সঙ্কল্পই তাঁর সব চিন্তা অধিকার ক'রে রাখল। যে-বাড়িটিতে তাঁর দপ্তর তারই নামের উপর যদি তাঁর নজর না পড়ত, তবে প্রথম পাতার একটি কলমের শেষটুকু ভরাবার জন্যে যে ছোট খবরটি দেওয়া হয়েছিল, তা দেখতেই পেতেন না।

চিপেণ্ডেল বিল্ডিং-এর সম্মুখে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির পতন ও মৃত্যু

আজ বেলা প্রায় আড়াইটার সময়ে চিপেণ্ডেল বিল্ডিং-এর সামনে একজন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি ট্যাক্সিতে ওঠবার সময়ে অজ্ঞান হয়ে প'ড়ে যান। রুজ্‌ভেল্ট হাসপাতালে আনার পর তাঁকে মৃত ব'লে ঘোষণা করা হয়। পুলিশ বর্ণনা দিয়েছে: মানুষটির পরনে উৎকৃষ্ট পোশাক, তাঁর দৈর্ঘ্য ছয় ফুট তিন ইঞ্চি, ওজন, প্রায় ২২০ পাউণ্ড, কালো চুল, বাদামী চোখ, আনুমানিক বয়েস পঞ্চাশ থেকে ষাটের মধ্যে। লোকটির পরিচয় সম্পর্কে পুলিশ একটি মাত্র সূত্র পেয়েছে, তাঁর নামের আদ্যক্ষর,--এ. বি.—তাঁর নিজের কতকগুলি জিনিসের উপর পাওয়া গেছে।

খবরটিতে ব্রুস পিল্‌চারকে কঠিনভাবে আঘাত করল, তিনি হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। তাঁর মনে হ'ল এই আঘাতই তাঁকে পূর্ণ বিভীষিকার অতল কালো গহ্বর থেকে হঠাৎ পূর্ণ আত্মসমর্থনের আলোকোজ্জ্বল শিখরে তুলে নিয়ে গেল। দেখা যাচ্ছে, তাঁর ধারণা বরাবরই ঠিক হয়েছিল। ইনি অ্যাভেরি বুলার্ডই ছিলেন, অ্যাভেরি বুলার্ডই মারা গেছেন। দেহটি সনাক্ত না হওয়াটা এক অদ্ভুত ব্যাপার...এক আকস্মিক ঘটনা...তাঁর দোষ নয়...এ এমন এক ঘটনা যা আগে থেকে জানা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না।

ব্রুস পিল্‌চারের মনে আত্মবিশ্বাস উৎসারিত হয়ে উঠল, জোরালো ওষুধের মতই তার দ্রুত ক্রিয়া। নিজের উপর বিশ্বাস হারানো কখনও তাঁর উচিত হয়নি...এই একটি মাত্র ভুলই তিনি করেছেন...নিজের উপরে প্রত্যয় হারানো।

তাঁর অলক্ষ্যে অ্যাণ্ড্রু লাইব্রেরীতে ঢুকে তিনি কখন তাকাবেন তারই জন্যে টেবিলের ওপাশে অপেক্ষা করছিল।

"অ্যাণ্ড্রু, কি বলছ?"

"টেলিফোন এসেছে।"

ব্রুস পিল্‌চার ইতস্তত করলেন না বললেন "উত্তর দেবার সময় নেই। মহিলাটিকে বল আমি ক্লাব থেকে চ'লে গিয়েছি।"

"স্ত্রীলোক নয় মহাশয়। ইনি কোন এক মিঃ স্টাইগেল।"

"ওহো।" বৃদ্ধ তা হ'লে ব্যাপারটা ভেবে দেখেছেন, আর এখন সেই দুহাজার শেয়ারের লাভের আধাআধি ভাগ চান। উচ্ছন্নে যাক! বুড়ো জুলিয়াস স্টাইগেল সুযোগ পেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি ভয় খেয়ে গেলেন..,ভয় পেয়ে গেলে টাকা রোজগার করা যায় না। "উত্তর একই, অ্যাণ্ড্রু। আমি ক্লাব থেকে বেরিয়ে গেছি।"

তিনি অ্যাণ্ড্রুকে মিথ্যা বলতে বলেন নি। বুড়ো টেলিফোনে পৌঁছবার আগেই তিনি দরজা থেকে বেরিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে রাস্তায় চলতে আরম্ভ করলেন।

হাঁটায় চিন্তার সাহায্য হচ্ছিল, পায়ের চাপে চাপে ভাবনাগুলি মনের মধ্যে দানা বাঁধছিল, ঘন্টাখানেক নিজের উপর বিশ্বাস হারিয়ে মুশকিল হয়েছিল, আবার চিন্তাগুলি আগের মত দৃঢ়, সুবিন্যস্ত হয়ে উঠছিল। শুধু একটি নূতন ঘটনা যোগ করবার আছে..অ্যাভেরি বুলার্ডের দেহ সনাক্ত হয়নি.।

সনাক্ত হয়নি? এ ভাল না খারাপ? সূক্ষ্ম এক ওজন পাল্লা কেঁপে কেঁপে যেমন ভার সমান ক'রে নেয়, তেমনি ক্ষণিকের জন্যে তাঁর ভাবনাও অনিশ্চয়তায় দুলতে লাগল। তিনি শেষ পর্যন্ত ঠিক করলেন ওজন সামান্য ভালর দিকেই। পুলিশ শেষ পর্যন্ত সনাক্ত করবেই, তবে কিছু সময় লাগবে... বেশ কয়েক ঘন্টা...হয়ত আরও বেশী। এতে তিনি কিছু একটা করবারও সময় পাবেন। খবরটা মূল্যবান, একে কাজে লাগাবার বহু উপায় আছে। এমন লোক আছে যারা টাকা দেবে...অন্তত কৃতজ্ঞতার খাতিরে...আগাম খবরের জন্যে...যেসব লোকের ট্রেড্‌ওয়ে স্টক সম্পর্কে বিশেষ স্বার্থ আছে। ক্যাস্‌ওয়েল?...না, ক্যাস্‌ওয়েল নয়...তাতে বড় বিপদ আছে। সত্যিই

আছে কি? ক্যাস্‌ওয়েলের বহু লোকের সঙ্গে জানাশুনা আর ক্যাস্‌ওয়েল একজন ভদ্রলোক। কেউ উপকার করলে কোন ভদ্রলোকই তাঁকে ভুলবেন না। ভাবনায় দাঁড়িপাল্লা আবার ন'ড়ে উঠল। হাঁ, কি না? হাঁ!

মোড়ে এক ওষুধের দোকান, টেলিফোন কুঠরিতে ঢুকলেন তিনি। খুচরো পয়সা যেই পড়ল, তাঁর মনও সূক্ষ্ম যন্ত্রের মত কাজ করতে শুরু করল, ঠিক কথাগুলি বেছে নিয়ে বাব বার গুছিয়ে নিয়ে মেজে ঘ'সে কোথায় কিভাবে থামতে হবে সেসব ঠিক করতে লাগলেন। টেলিফোনে তিনি খুব বেশী কিছু বলবেন না, কেবল সেইটুকুই বলবেন, যাতে ক্যাস্‌ওয়েলের কৌতূহল সঞ্চার হয়। ক্যাস্‌ওয়েল হয়ত তাঁকে নিজের বাড়িতে আমন্ত্রণ করতে পারেন... আগে তা কখনও ঘটেনি...এমন কি ক্যাস্‌ওয়েল...

টেলিফোনে সাড়া পাওয়া গেল, নম্বর 'এন্‌গেজ্‌ড'।

তিনি টেলিফোন ঝুলিয়ে রাখলেন আব পয়সা খড়খড় ক'বে প'ড়ে গেল। তিনি তা তুলে নিলেন, আশ্চর্য হয়ে দেখতে পেলেন তাঁর হাত কাঁপছে। তিনি অপেক্ষা করবেন, বাড়ি ফিরে গিয়ে আবার টেলিফোন করা পর্যন্ত।...হাঁ, সেই ভাল...ভাববার আরও খানিকটা সময় পাবেন।

সন্ধ্যা ৬-৩৭

অ্যান ফিনিক খববের কাগজে শেষ সংস্করণের খবরটি ক্রুশ পিল্‌চারের মতই একইভাবে দেখতে পেল। সেও চিপেণ্ডেল বীল্ডিং-এ কাজ করত, আর শিরো-নামায় নামটির উপরেই তার চোখ পড়ে। তবু যতক্ষণ না সে শেষ লাইন পর্যন্ত প'ড়ে জানতে পারল যে মৃত ব্যক্তির নামের আদ্যক্ষর "এ. বি." ততক্ষণ এ-খবরটির নিজস্ব তাৎপর্য কিছু ছিল না। সেই মুহূর্ত পর্যন্ত সে একথা ভেবেই দেখেনি যে-ব্যাগটি যেখানে নর্দমায় সে পেয়েছিল, সেখানে সেটি গেল কি ক'রে। এখন সে জানতে পারল ব্যাগটি মৃত লোকটির, আর সে সেটা কুড়িয়ে নিয়েছে ব'লেই পুলিশ ভদ্রলোককে সনাক্ত করতে পারেনি।

যে জটিল নৈতিক সমস্যাটি তার সামনে এসে উপস্থিত হয়েছিল, নূতন তথ্যটি আবিষ্কার ক'রে তা আরও জটিল হয়ে উঠল। ডাক্তার মার্সটনের কাছে যাওয়ার সময় সাংঘাতিক উতলা অবস্থায় টাকাটি রাখা তার ঠিকই মনে হয়েছিল। তারপর অবস্থা একেবারেই পাল্টে গেছে। এক ঘন্টার মধ্যেই যখন সে জানতে পারল সে গর্ভবতী নয়, তখন সে এমন আর কোন যুক্তি খুঁজে পেল না, যাতে সে বিশ্বাস করতে পারে যে এটাকা রাখা তার পক্ষে গুরুতর

অপরাধ নয়। তার মনে পড়ল থার্ড অ্যাভিনিউয়ে তার বাবার বাক্সের দোকানের পাশের বাড়িতে একটি ছেলে ছিল, দশ ডলারের এক নোট চুরি করার জন্য তাকে জেলে যেতে হয়েছিল। সে চুরি করেছে পাঁচ শ চৌত্রিশ ডলার। এ-অপরাধ যে কত বড়, সে ছিল তার সঙ্কীর্ণ বোধশক্তির সীমার বাইরে, শাস্তির রূপটাও তার কল্পনার বাইরে। তার ভয় এখন এত বাড়তে লাগল যে, সে গর্ভবতী নয় একথা জানতে পারার সমস্ত আনন্দই তার নষ্ট হয়ে গেল।

ঠিক যেমন কোন কয়েদি তার পলায়নের সহায়ক সমস্ত সম্ভাবনা থেকেই সব কিছু বিচার ক'রে দেখে, কাগজে এই খবরটি প'ড়ে অ্যান ফিনিকের মনও তেমনি ভাবেই চলতে লাগল। তার আশা যুক্তির রূপ নিয়ে শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে পেঁছিল—যাঁর ব্যাগ তাঁর যখন মৃত্যুই হয়েছে তখন সে-টাকা রাখায় আর দোষ কি? তার রুডি কাকার কথা মনে পড়ায় এই সিদ্ধান্তে পেঁছুতে তার পক্ষে আরও সহজ হ'ল, কাকারও মৃত্যু হয়েছে, অ্যানের বাবার জন্যে তিনি পাঁচ শ ডলার "রেখে গিয়েছেন।" এই দুই ক্ষেত্রে টাকার পরিমাণেও মিল আছে, তাই তুলনাটাও ন্যায্য মনে হ'ল। যদি তার বাবা সেই পাঁচ শ ডলার রুডি কাকার কাছ থেকে মৃত্যুর আগে নিতেন, তবেই চুরি করা হ'ত। মৃত্যুর পর কাজটি ঠিকই হয়েছিল। সে-টাকা যেমন তার বাবার জন্যে "রেখে যাওয়া," ঠিক তেমনই যে-লোকটির আদ্যক্ষর "এ. বি." সে-ও নর্দমায় নিজের পকেট-বইটি ফেলে এই টাকা তারই জন্যে "রেখে গিয়েছিল।"

এই সমস্যার সমাধান কেবল আর একটি সমস্যার পথই খুলে দিল। রুডি কাকার মোমের মত নরম গোলাপী মুখটি যখন শবাধার থেকে তার দিকে চেয়েছিল, সেকথা স্মরণ ক'রে তার যে প্রাণঢালা ভালবাসার পুনরাবির্ভাব হ'ল, তাই থেকে যে অজানা দয়ালু ভদ্রলোকটি তাকে এত টাকা দিয়ে গেলেন তাঁর প্রতি তার তেমনই আন্তরিক স্নেহের সঞ্চার হ'ল। মনে হ'ল যে যদি তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যেতে পারত। আর যতই সে এই সম্ভাবনা বিচার ক'রে দেখতে লাগল, ততই ধীরে ধীরে এই ইচ্ছার বীজ থেকে তার এই বোধ জন্মালো অন্ত্যেষ্টিতে হয়ত ফুল থাকবে না। লোকে জানবেই না ফুলের বাক্সে কি নাম দিতে হবে। কেউ সে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যাবে না, কারণ লোকে যদি না জানে কার অন্ত্যেষ্টি হচ্ছে তবে তাতে তারা যাবেই বা কেন? রুডি কাকার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যারা এসেছিল তার প্রত্যেকেই জানত যে শবাধারের ভিতরের মানুষটি রুডল্‌ফ্ ফিনিক।

আরও কয়েক মিনিট ভাববার পর এক নিষ্পত্তি খুব সহজেই মনে হ'ল। সে খবরের কাগজের লোকেদের ডেকে ব'লে দেবে যে মৃত ব্যক্তির নাম অ্যাভেরি

বুলার্ড আর তিনি ট্রেড্ওয়ে কর্পোরেশনের প্রেসিডেন্ট। যেসব ছোট কার্ড সে পায়খানায় ভাসিয়ে দেয়, সেগুলিতে ত এই নামই ছিল। তাহ'লে তারা কাগজে তাঁর নাম দিতে পারবে, সবাই তা পড়বে, আর সুন্দর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হবে।

এ-সঙ্কল্প কাজে পরিণত করা প্রথমে যতটা সহজ মনে হয়েছিল ঠিক ততটা সহজ ছিল না। টেলিফোনটি ছিল অন্ধকার হলে, বিজলী বাতির বাল্‌ব নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, খবরের কাগজের টেলিফোন নম্বর বার করবার জন্যে তাকে দেশলাই জ্বালতে হ'ল। নম্বরটি পাবার পর সে কি বিষয়ে কথা বলছে, তা বোঝাবার জন্যে তাকে বিশেষ বেগ পেতে হ'ল, কিন্তু সব শেষে যে-লোকটি কথা বলল সে খুব ভালমানুষ। ছোট কার্ডগুলিতে যেমন ছিল, ঠিক সেইভাবে নামটি বানান ক'রে দিলে এ্যান, তারপর তাড়াতাড়ি টেলিফোন ঝুলিয়ে রেখে দিলে।

এসব মিটে যাবার পর তার এত ভাল লাগল যে অনেক দিনই তেমন ভাল লাগেনি। গর্ভবতী না হওয়া যে কি আশ্চর্য ব্যাপার সেকথা এতক্ষণ পরে ভাববার সময় পেল সে।

সন্ধ্যা ৬-৪২

মেরিয়ান ওলড্হ্যাম জানতেন ট্রেড্ওয়ে কর্পোরেশনের নিউইয়র্ক দপ্তরের ম্যানেজারের স্ত্রী হিসাবে তাঁর কতকগুলি দায়িত্ব রয়েছে। তিনি স্বেচ্ছায় সেগুলি গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু তা পালন করা সব সময়ে সহজ হ'ত না। এক এক সময়ে তাঁর সন্দেহ হ'ত তাঁর অবস্থা যে কতখানি কঠিন, অ্যালেক্স সত্যই কি তা বোঝেন! অবশ্য একথা অ্যালেক্স ঠিকই বলতেন তাঁর পদমর্যাদা অনুসারে লোকজনকে অ্যাপায়ন করবার জন্যে একজন রাঁধুনী রাখা দরকার। তবু তাঁর সন্দেহ হ'ত তাঁর স্বামী কি একথা বোঝেন যে, আহারের সময় ঠিক না রাখলে এখনকার দিনে রাঁধুনী ধ'রে রাখা কত কঠিন।

অ্যালেক্স তাঁর গ্লাসে আর এক টুকরো বরফ ফেলে বুর্‌বন মদের বোতলটির জন্যে হাত বাড়াচ্ছিলেন।

মেরিয়ান ধীরে ধীরে জিজ্ঞেস করলেন, "অ্যালেক্স, তুমি কি শীঘ্র খাবার জন্যে তৈরি হবে?"

তিনি যখন মুখ ফেরালেন, দেখা গেল দারুণ ক্লান্তিতে বিবর্ণ সে-মুখ। আর তাঁর মনে হ'ল প্রশ্নটা না করতে পারলেই ভাল হ'ত। "আমি দুঃখিত,

হিল্‌ডাকে কথা দিয়েছি সে তাড়াতাড়ি যেতে পারবে। আজ শুক্রবার, আর তার ক্লাবে একটা সভা আছে।"

বোতলটা ছেড়ে দিয়ে অ্যালেক্স বললেন, "আচ্ছা।"

হঠাৎ অনুতপ্ত হয়ে মেরিয়ান বললেন "আচ্ছা বুর্‌বনটা পান ক'রে নাও বরং, তাতে কিছু এসে যাবে না। আমি হিল্‌ডাকে ছুটি দিয়ে নিজেই কাজ সেরে নেব।"

"না, যথেষ্ট পান করা হয়েছে, এমনিতেই মনে হয় মাত্রাটা বড় বেশী বাড়িয়ে চলেছি।"

পাশে এসে তাঁর হাত ধ'রে তিনি বললেন, 'না, কৈ আর তেমন খাও, দুঃসময়ে এটুকু তোমার দরকার বৈ কি!'

"সম্প্রতি বড় বেশী দুর্দিন আসছে। সব দিনগুলিই খারাপ।"

"এখন তুমি অন্তত সোমবার অবধি তা ভুলে থাকতে পার।"

"হাঁ", কিন্তু এ-সম্মতি মুখেই শুধু ছিল। "টেবিলে খাবার আনাও। আমি এক মিনিটের মধ্যে এসে পড়ছি।"

তাঁকে হল পার হয়ে বাথরুমে যেতে দেখে আপনমনে তিনি আর একবার বললেন, তাঁর স্বামীটি ভালই, ইচ্ছে হ'ল তাঁর কষ্টের ভাগ নিয়ে তিনি যদি সেগুলি কমাতে পারতেন। গোড়াতে, যখন তাঁদের প্রথম বিয়ে হয়, অ্যালেক্স সেন্ট লুই দপ্তর থেকে বিক্রেতার কাজ করতেন, তখন ভালবাসার পরিপূর্ণ বোঝাপড়া ছিল। কাজ সেরে বাড়ি ফেরবার পরেও অনেক রাত পর্যন্ত তিনি গল্প করতেন প্রত্যেকটি ঘটনা, প্রত্যেক সাক্ষাতের সকল খুঁটিনাটি কথা তিনি তাঁকে বলতেন। স্বামীর উৎসাহে তাঁর আগ্রহ বেড়ে যেত, তাঁর সব খরিদ্দারের নাম আর ট্রেড্‌ওয়ে ক্যাটালগের প্রত্যেকটি জিনিসের নমুনার নম্বর তাঁর মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। ক্রমশ যত বছর যেতে লাগল আর কোম্পানিতে অ্যালেক্সের উন্নতি হ'ল, স্বামীর কর্মজীবনে ততই তাঁর উৎসাহ ক'মে যেতে লাগল। তিনি যে ইচ্ছে ক'রেই স্ত্রীকে তাঁর ব্যাবসায়-জীবন থেকে দূরে রাখতে চেয়েছিলেন তা নয়, বরং কাজের কথা ঘন্টাকতক ভুলে থাকার প্রয়োজন ক্রমেই বেড়ে যাওয়ার ফলেই এমন হয়েছে। একথা তিনিও জানতেন।

এখন এমন সময় দেখা দিতে লাগল যখন মেরিয়ান ওল্ড্‌হ্যামের মনে হ'ত স্বামী চুপ ক'রে ব'সে চিন্তা না ক'রে তাঁর সঙ্গে কথা কইলেই আরও বেশী ভুলে থাকতে পারতেন, তবে সেসব মুহূর্তে সেকথা তুলতে তাঁর সাহস হ'ত না। দপ্তরে যা কিছু ঘটত, কালেভদ্রে তিনি তার উল্লেখ করতেন, এখন তাও ক'মে গেছে। এতেও বিপদ ছিল। স্বামীর ভালর জন্যে তাঁকে ভুলিয়ে

অন্য কথা পাড়বার চেষ্টা করলেও এই সম্ভাবনা ছিল যে তিনি মনে করবেন স্বামীর কাজে তাঁর আগ্রহ নেই। আর তাঁর আগ্রহ যদি আবার প্রকট হয়ে ওঠে তাতেও বিপদ ছিল, কথার মাঝখানে হঠাৎ তাঁকে থামিয়ে দেওয়াই অনিবার্য হয়ে উঠত, তিনি ভাবতেন তার ভুলে থাকার আরামের মধ্যে দুঃখকষ্টের কথা ঢুকতে দিয়ে তিনিই যেন স্বামীর কোন অনিষ্ট করেছেন।

অ্যালেক্স ঠিকই বলেছেন...খারাপ দিনগুলির সংখ্যা ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছে...আজ রাতে যে-অবস্থায় তিনি বাড়ি এসেছেন, তেমন রাতের আর কামাই নেই...না, না, আজ রাতটাই যেন বেশীরকম খারাপ মনে হচ্ছে... যেসব দিনে মিঃ বুলার্ড নিউইয়র্কে থাকেন, সেই দিনগুলি সব সময়েই সব-চেয়ে বিশ্রী।

তিনি খাবার ঘরে এলেন। তাঁর চোখ মিটমিট করছিল, যেন জ্বালা করছিল।

"আশা করি জেলি-দেওয়া সুরুয়া ঠিক হয়েছে, না?"

স্বামী মাথা নাড়লেন। ব'সে খেতে আরম্ভ করলেন। পেয়ালার উপর দিয়ে নিঃশব্দে তাকিয়ে রইলেন।

মেরিয়ান সে-নীরবতা ভাঙ্গতে চাইলেন, কিন্তু তার পরিধি বেড়েই চলল। শেষে স্বামীর কাজের সঙ্গে সম্পর্ক নেই, এমনি কিছু একটা বলবার কথা ভাবলেন।

"আজ আমি মার্গির এক চিঠি পেয়েছি।"

"ও?"

"সে আর জেফ আগস্টের প্রথম সপ্তায় ম্যেন যাবার পথে শহর হয়ে যাবে। তারা সেখানেই ছুটি কাটাচ্ছে কেনেবাঙ্কপোর্টে।

"হুঁ।"

"আমি তাকে লিখে দিয়েছি তারা এলে আমাদের খুবই ভাল লাগত, কিন্তু সেই সময়টিতে সম্ভবতঃ আমরাও ছুটিতে বাইরে থাকব।"

তিনি নীরবে ঘাড় নাড়লেন।

"তুমি কোথায় যেতে চাও, সে-বিষয়ে আর ভেবেছ কি, অ্যালেক্স?"

"বিশেষ নয়।"

তাঁর পেয়ালা অর্ধেকেরও কম খালি হয়ে গেছে, কিন্তু তিনি দেখলেন তাঁর স্বামী খাওয়া বন্ধ করেছেন। "তোমার সুরুয়ায় কি কোনও দোষ হয়েছে?"

"না, ভালই। খিদে নেই, এই মাত্র। বোধ হয় একটু বেশী গরম।"

হিল্ডা ঢুকল, কচি ভেড়ার মাংসের চপ ও তরকারি পরিবেশন করা পর্যন্ত তাঁরা চুপ ক'রে ব'সে রইলেন। যখনই মিঃ বুলার্ড নিউইয়র্কে থাকতেন, তখনই সব সময়ে তাঁদের রাতে ভেড়ার মাংসের চপ খাওয়া হ'ত, কিন্তু বহু

জিনিসের মধ্যে এটির প্রতিও তিনি কখনও স্বামীর মনোযোগ আকর্ষণ করেন নি।

হঠাৎ, তিনি এমনভাবে কথা আরম্ভ করলেন যা তাঁর স্ত্রী যেন শুনতে পান নি, অ্যালেক্স বললেন, "কোম্পানির অন্য কারও সঙ্গে মিলে ছুটি কাটানোর কথা কখনও আমার ভাল মনে হয়নি, কিন্তু শ'দের মত কেউ হ'লে সম্ভবত: তা ভালই হবে। তাঁর স্ত্রীর আত্মীয়দের কড অন্তরীপে একটি বাড়ি আছে।"

"লরেন শ'রা ?"

তিনি স্ত্রীর দিকে এমনভাবে তাকালেন যেন আগে যা বলেছেন, তা না শোনার জন্যে তাঁকে দোষী করছেন।

"তাঁরা কি শেখানে যাবার জন্যে আমাদের নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন ?"

"সেকথা কি তোমায় আমি বলিনি ?"

"কৈ মনে পড়ছে না ত—তুমি বলেছ," একথা বলা ছাড়া তাঁর আর উপায় ছিল না।

"আমি ভেবেছিলুম বলেছি। গত হপ্তায় যখন তিনি এখানে আসেন, সে-সময়ে এ-বিষয়ে কি যেন বলেছিলেন। পাকাপাকি কিছু নয়—ঠিক আমাদের নিমন্ত্রণও করেন নি, কিন্তু মনে হয় করবেন।"

"তোমার কি তা ভাল লাগবে অ্যালেক্স ?"

"নয় কেন ?"

"উচিত মনে হচ্ছে ব'লেই কি করতে চাইছ ? না—যেহেতু তিনি নূতন কার্যনির্বাহক ভাইস-প্রেসিডেন্ট হ'তে চলেছেন বলে ?"

ক্ষণিকের জন্যে তাঁর মনে হ'ল কথাটা ব'লে ভুল করেছেন, তিনি হয়ত রেগে জ্বলে উঠবেন আর নয় ত আবার গুম হয়ে যাবেন। সৌভাগ্যক্রমে তিনি কোনটিই করলেন না। "না তেমন কারণে আমি কিছুই করব না। মানুষের জীবন খুবই ছোট। যাই হোক তাঁর নূতন কার্যনির্বাহক ভাইস-প্রেসি-ডেন্ট হওয়ার বিষয়েও কোন স্থিরতা নেই। এ শুধু আমার আন্দাজ, আর কিছু নয়।"

তিনি নিশ্চিন্ত হয়ে হেসে উঠলেন। "তোমার ত তাঁকে ভাল লাগে, নয় কি ?"

"আহা, তা আমি জানি না। অন্তত অন্য লোকের মতামত সম্বন্ধে তাঁর বিবেচনা আছে তাঁর কাছে আমাদের ব্যক্তিগত ধারণার কিছু মূল্য থাকতে পারে যদিও সম্পূর্ণ হয়ত তাঁর মতের সঙ্গে মিলবে না।"

অ্যাভেরি বুলার্ডের আসা সম্বন্ধে মেরিয়ান একটি প্রশ্ন প্রায় জিজ্ঞেস ক'রে

ফেলেছিলেন, তাড়াতাড়ি সামলে নিলেন। "তুমি বলেছিলে শ'দের একটি বাড়ি আছে সেই—"

টেলিফোন বেজে ওঠায় বাধা পড়ল। চেয়ারটি ঘুরিয়ে মেরিয়ান তার জবাব দিতে গেলেন।

এক রুক্ষ পুরুষের গলায় প্রশ্ন হ'ল, "এটি কি মিঃ অ্যালেক্স ওল্ড্‌হ্যাম নামে কারুর বাড়ি?"

"হাঁ।"

"ট্রেড্‌ওয়ে কর্পোরেশনের সঙ্গে তাঁর কি কোন সম্পর্ক আছে?"

"হাঁ, ম্যানেজার—"

পুলিশ বিভাগ থেকে বলছি। আমরা তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চাই। তিনি কি ওখানে আছেন?"

অ্যালেক্স তাঁকে লক্ষ্য করছিলেন। তাঁর কাছে পৌঁছতে তাঁর যেটুকু সময় লাগল, তারই মধ্যে পাগলের মত শতেক ভাবনা মেরিয়ানের মনের ভিতর ঘুরপাক খাচ্ছিল। তাঁর হাতে রিসিভারটি দিয়ে তিনি ফিসফিস ক'রে বললেন, "পুলিশ।"

এক পা পিছু হ'টে তিনি স্বামীর মুখের দিকে তাকালেন আর তাঁর ছোট কাটা কাটা উত্তরের মধ্যে সেই কথাবার্তার সূত্র খুঁজতে লাগলেন।

"হাঁ—হাঁ, ঠিক—হাঁ-হাঁ, বুঝেছি—হাঁ-কি!"

শেষের কথাটি তিনি চমকে উত্তেজিতস্বরে বললেন, আর মেরিয়ান দেখলেন তাঁর মুখের ক্ষীণ আভাটুকু পর্যন্ত মিলিয়ে গেছে।

"কিন্তু, এত—হাঁ, চিপেণ্ডেল বিল্ডিং—হাঁ, দেখতে পাচ্ছি-হাঁ—না—হাঁ, আমি এসে পড়ব কি? ভাল কথা—পাঁচ মিনিট? হাঁ, আমি তৈরি থাকব।"

তিনি টেলিফোনটি ঝুলিয়ে রাখলেন। তাঁর হাতটি টেলিফোনের উপরই রইল, যেন তাঁর দেহকে সোজা রাখবার জন্যে বাহুর সাহায্য দরকার।

"অ্যালেক্স, কি হয়েছে?"

মাথাটি ধীরে ধীরে ঘুরিয়ে আবার ইতস্তত ক'রে তিনি কথা বললেন। "অ্যাভেরি বুলার্ড মারা গেছেন।"

"আহা, না, না।"

"আজ বিকালে চিপেণ্ডল বিল্ডিং-এর সামনে রাস্তায় জ্ঞান হারিয়ে প'ড়ে যান। তখন থেকেই পুলিশ তাঁকে সনাক্ত করবার চেষ্টা করছে।"

"তোমায় কি যেতে হবে?"

'পুলিশের গাড়ি পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমায় তুলে নিতে আসছে।"

"হয়ত এ মিঃ বুলার্ড নয়। অন্য লোকও হ'তে পারে।"

"না, সমস্তই মিলে যাচ্ছে। চিপেণ্ডেল বিল্ডিং—তিনি সেখানে স্টাইগেল ও পিল্‌চারের সঙ্গে মধ্যাহ্ন ভোজন করতে গিয়েছিলেন, তা আমি জানি। সবকিছু মিলে যাচ্ছে। এ অন্য কেউ হ'তে পারে না।"

মেরিয়ান ধীরে ধীরে বললেন, "তোমার খাওয়া শেষ ক'রে নাও; গাড়ি এখানে এসে পেঁছান অবধি তোমার ত কিছুই করবার নেই।"

মনে হ'ল তাঁর কথা তিনি শুনতেই পাননি। "এখনই মিল্‌বার্গে খবর পাঠাতে হবে।" টেলিফোন ওঠাতে গিয়ে আবার তিনি রেখে দিলেন, "কিন্তু কোন হতভাগাকেই বা আমি ডাকি?"

এই প্রশ্নের জবাব দেবার কিছু ছিল না, কিন্তু স্বামীর উত্তেজনার জন্যে ভাবনায় প'ড়ে তিনি বলতে বাধ্য হলেন, "আমার ত মনে হয়, তুমি মিঃ শ'কে ডাকবে, তিনিই যখন...

মেরিয়ান বলতে চাইছিলেন "নূতন কার্যনির্বাহক ভাইস-প্রেসিডেন্ট হ'তে চলেছেন।" কিন্তু এখন সবই বদলে গেল, মনে ক'রে তিনি চুপ ক'রে গেলেন।

অ্যালেক্স নিজের মনে বললেন "আমার মনে হয় ওয়াল্ট ডাড্‌লে। এই ভাইস-প্রেসিডেন্টের কাছেই আমায় খবর দিতে হবে। না—ভুলে গিয়েছিলুম—ওয়াল্ট ত এর আগেই শিকাগো চ'লে গিয়ে থাকবেন। আজ সকালেই তাঁর সঙ্গে আমার ফোনে কথা হয়েছিল, তিনি বলেছিলেন সকাল সকাল একটা প্লেন ধরবেন তিনি। তা হ'লে অল্ডার্‌সন কিংবা জেসি গ্রিম—কিন্তু কাকে?"

তিনি কি স্থির করলেন তাঁর স্ত্রী জানতে পারলেন না, যে পর্যন্ত না তিনি শুনলেন "অপারেটর আমি পেন্‌সিল্‌ভ্যানিয়ার মিল্‌বার্গে ডন ওয়ালিং-এর সঙ্গে কথা বলতে চাই। হাঁ ঠিক—ব্যক্তিগত 'কল' হাঁ, মিঃ ডন ওয়ালিং।"

বুঝিয়ে না দিলেও তাঁর স্ত্রী বুঝতে পারলেন তিনি কি করেছেন। একবার যখন এক ডিনার পার্টিতে পদমর্যাদা নিয়ে এক সাংঘাতিক সমস্যা দেখা দিয়েছিল, তখন তিনিও ঠিক এই জিনিসই করেছিলেন। যে-ব্যক্তিকে আগে খাবার দেওয়া হ'ল, তাঁকে সেটা যদি স্তুতি বা সম্মানের কোন ব্যাপার না হয়, তবে তাতে কারও আপত্তি থাকতে পারে না।

(৬)

মিল্‌বার্গ পেন্‌সিল্‌ভ্যানিয়া

সন্ধ্যা ৬-৫৬

মেরিল্যাণ্ড যাবার পথটি ছিল দক্ষিণ ওয়াটার স্ট্রীট ধ'রে সোজা, কিন্তু জেসি গ্রিম বাঁ দিকে মোড় নিয়ে পাইক স্ট্রীট ধ'রে গেলেন। নিজেকে তিনি বোঝালেন এই রাস্তায় গাড়ি ঘোড়ার ভিড় অত বেশী হবে না, কিন্তু এ ছিল এক নির্দোষ আত্মপ্রতারণা, আসলে যাতে তিনি রিজ রোডের কোণে উঁচু পাহাড়ের ধার থেকে আর একবার নিচে পাইক স্ট্রীটের কারখানার দিকে তাকিয়ে নিতে পারেন, সেজন্যে অনর্থক এক মাইল বেশী গাড়ি চালানোর এক অছিলা।

সৌন্দর্যের পরিমাপ হয় দর্শকের চোখ দিয়ে। জেসি গ্রিমের কাছে পাইক স্ট্রীট কারখানাটি পৃথিবীর মধ্যে সুন্দরতম। যে-রাতে খবর আসে হিরোশিমায় আণবিক বোমা ফেলা হয়েছে, সে-সময়ে অ্যাভেরি বুলার্ড বলেছিলেন, "এই শেষ হয়ে গেল, জেসি, সুতরাং, এস আমরা এগোতে শুরু করি। পাইক স্ট্রীটের এই জমিটি নিয়ে কারবারের মধ্যে সবচেয়ে সেরা কাঠের আসবাবের কারখানা তৈরি ক'রে নাও।"

জেসি গ্রিম ঠিক তাই করেছিলেন। তিনি জানতেন তাঁর সাফল্য হয়েছে। দেশের সব জায়গা থেকে স্থপতি ও ইঞ্জিনীয়ারের দল বেড়াতে এসে পরিকল্পনা-গুলির প্রশংসা করত, সেগুলি চুরি করত। তাঁদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা তিনি সাবধানেই গ্রহণ করতেন, বিনয়ের বর্মটিতে কিছুতেই ফাঁক ধরতে দিতেন না, কৃপণ যেমন মহামূল্য ঐশ্বর্য জমিয়ে রাখে, তেমনই কথাগুলি তিনি নিজের মনে সঞ্চিত ক'রে রাখতেন।

গোপনে জেসি গ্রিমের কাছে এই সব প্রশংসার মূল্য থাকলেও তাঁর সব-চেয়ে বেশী তৃপ্তি এসেছিল আর একটি জিনিস থেকে, তিনি এটি আরও বেশী ক'রে গোপন রাখতেন—সেটি হচ্ছে, পরিকল্পনার কোনরূপ অংশ গ্রহণ করার ব্যাপারে ডন ওয়ালিংকে ঠেকিয়ে রাখা। যে-মুহূর্তে অ্যাভেরি বুলার্ড কাজ

আরম্ভ করার আদেশ দেন, তখন থেকেই জেসি গ্রিমের সর্বদা এই ভয়ই ছিল, ওয়ালিং পাশ করা স্থপতি, সেজন্যে তাঁকে হয়ত তাঁর উপর কর্তৃত্ব করতে দেওয়া হবে। কিন্তু তাঁকে তা করতে দেওয়া হয়নি, ওয়ালিং পিট্‌স্‌বার্গে আটকা প'ড়ে ছিলেন, আর কারখানার কাজও এতটা এগিয়ে গিয়েছিল যে মূল পরিকল্পনার কোন রকম পরিবর্তন সম্ভব ছিল না; ওয়ালিং-এর পিট্‌স্‌বার্গে আটকে থাকাই ছিল অ্যাভেরি বুলার্ডের প্রতি জেসি গ্রিমের আন্তরিক শ্রদ্ধার উৎস-স্থল।

এখন মোড়াটি ছাড়িয়ে প্রশস্ত জায়গায় ধীরে ধীরে গাড়ি থামিয়ে জেসি গ্রিম আসন থেকে স'রে নিচে কারখানার দিকে তাকালেন। ঠিক তাঁর নিচেই সাদা দাগ দেওয়া গাড়ি রাখবার মস্ত কালো জায়গা। এখন এ-জায়গা শূন্য, কেবল দূরে এক ধারে কয়েকটি গাড়ি এদিক ওদিকে ছড়ানো দেখে মনে পড়ল যে ওয়ালিং আজ রাত্রে তাঁর ঢালাই ছাঁচের পরীক্ষার জন্যে কাজ চালাচ্ছেন।

অস্পষ্ট আলোয় ভাল ক'রে তাকিয়ে তিনি ওয়ালিং-এর বেলে রঙের বুইক গাড়িটি দেখতে পেলেন, সেটি চিনতে পারার পরক্ষণেই দেখলেন গাড়িটি চলতে শুরু করেছে। আরও দুটি গাড়ি পিছু পিছু যাচ্ছিল। আর একটি গাড়ি কারখানার জমি ছাড়িয়ে পাইক স্ট্রীটে মোড় নিচ্ছিল। বোঝা গেল পরীক্ষা নিষ্ফল হয়েছে। তা যদি না হ'ত, তবে ওয়ালিং এত তাড়াতাড়ি চ'লে যেতেন না। গ্রিম ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস নিলেন। পাইপের মুখে আগুন জ্বলছিল, তার তাপ তিনি ভিতরে টেনে নিলেন, ক্রমেই তা দেহের অভ্যন্তরে পেঁৗছতে লাগল, শেষে তাঁর চেতনার অন্ধকারাচ্ছন্ন গহন প্রদেশে প্রবেশ করতে লাগল। তিনি ডন ওয়ালিং-এর উপর তাঁর বহুদিনের রাগ লুকিয়ে রেখেছিলেন। তাঁর মনের অন্য যে-কোন চিন্তা বা স্মৃতির চাইতেও যা বেশী গোপন ছিল, সে হ'ল ডন ওয়ালিং-এর প্রতি তাঁর বহুদিনের বিতৃষ্ণা।

তিনি জানতেন তাঁর এরকম মনোভাবের কোনও অর্থ হয় না। কিন্তু সে-জানায় কোন রকমের পরিবর্তন ঘটেনি। এক গোপন পাপ, যাতে লজ্জা হ'ত, কিন্তু সে-অভ্যাস ছেড়ে দেবার মত মনের জোর ছিল না। এক গভীর দুষ্ট ক্ষত, নির্ণয়ের অসাধ্য ব'লে কম সাংঘাতিক নয়।

ডন ওয়ালিং-এর প্রতি তাঁর এই মনোভাবের সবচেয়ে সম্ভাব্য কারণ হিসাবে জেসি গ্রিম যা বার করতে পেরেছিলেন, তার সূত্রপাত পিট্‌স্‌বার্গে সেই প্রথম কয়েক মাসে, যখন ওয়ালিং নিজেকে বুলার্ডের 'কার্বন-কপি' হিসাবে চালাতে চেষ্টা করেছিলেন। তাঁকে তিনি তা নিয়ে পার পেতে দেননি......তিনি তাঁকে এমনই কড়া শাসিয়ে দিয়েছিলেন যে তার আগে বা পরে কখনও কারুকে সে-রকম শাসান নি......আর ওয়ালিং

তা মেনেও নিয়েছিলেন......এমন কি তাঁকে ধন্যবাদও দেন। এমন একটা কিছুর জন্যে এই সব কাঁচা ছোকরাদের মধ্যে ওয়ালিংই যে প্রথম তাঁকে ধন্যবাদ দিয়েছিলেন, তা নয়, ওয়ালিংয়ের বেলায় ধন্যবাদটা বড় বেশী তাড়াতাড়ি এসেছিল। এই হলেন ওয়ালিং...সব সময়েই খুব চটপটে খুব ক্ষিপ্র, বড় নিশ্চিত, বড় চালাক।

যখন ওয়ালিং কাছাকাছি থাকতেন, তখন সব সময়েই এমন উত্তেজনা থাকত যে পিঠে ব্যথা ধ'রে যেত...জানা ছিল বুলার্ডের মনের মত উত্তর দিতে না পারলে তিনি বলবেন, "বেশ, ডন, এ-ব্যাপারে জেসি যখন হেরে গেল, তুমি যদি একবার এ নিয়ে চেষ্টা ক'রে দেখ,"......আর তার পরেই ওয়ালিং-এর পোড়া কপাল খুলে যাবে। তাঁর অদৃষ্ট এমনি ভাল। বুলার্ড যতটা মনে করেন ওয়ালিং যদি তাঁর অর্ধেকও ভাল হন, তবু এটা খানিকটা বরাতই বলতে হবে......ঠিক যেমন সেই অনাসৃষ্টি উল্টো চাপের প্রক্রিয়াটি তাঁর ফিনিশের কাজে সহায়তা করল......আর সেই ভাঙ্গা রোলারস্কেট কুলাল-চক্র......আর তাঁর দ্রাবক জিনিসের দ্বারা উদ্ধারের প্রণালী। কোন জিনিসের যান্ত্রিক ব্যবস্থা যদি ভাল না হয় আর তার প্রস্তুতের কাজও ঠিক না হয় অথচ তাতে কাজ পাওয়া যায়, তবে সেটা অদৃষ্ট ছাড়া আর কি?

কিন্তু একটা কারখানা চালাতে গেলে অদৃষ্টের চেয়ে বেশী কিছু দরকার ...দস্তুরমত বেশী। অ্যাভেরি বুলার্ড তা বুঝতে পারবেন। আর বেশী দিন লাগবে না...আর মোটে চারটে মাস।

জেসি গ্রিমের চোখ দুটি সরু হয়ে উঠল, তাতে পাইক স্ট্রীট কারখানার প্রতি তাঁর দৃষ্টি অস্পষ্ট হয়ে গেল। আর তিনি যে-সিদ্ধান্ত করেছেন পঁয়ষট্টি বছর বয়স অবধি অপেক্ষা না ক'রে ষাট বছরেই অবসর নেবেন, সে-সিদ্ধান্তও দৃঢ় রাখবার ইচ্ছাটা এইভাবে পাকাপাকি ক'রে নিলেন।

কাজ ছেড়ে যাবার সবচেয়ে খারাপ দিকটি হচ্ছে এই কথা জানা যে তিনি আর কখনও পাইক স্ট্রীটের কারখানাটি দেখতে পাবেন না। এ-কারখানা তাঁরই...নিচের ভিত্তি থেকে ছাতের উপরে ধূলি জমবার জায়গাগুলি পর্যন্ত...প্রতিটি ইঁট, প্রতিটি যন্ত্র, সমস্ত, উৎপাদনের সাজসরঞ্জামের প্রত্যেকটি ইঞ্চি...পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম আসবাবপত্রের কারখানা। তিনি কি এটি ছাড়তে পারবেন?

তাঁর ঠোঁট দুটি আলগা হওয়ায় পাইপের মুখটি নেমে গেল। নিশ্চয় তিনি এ ছাড়তে পারবেন! নয় কেন? তাঁর অভাব কারুরই মনে হবে

না। এরা ত আর সত্যিকার উৎপাদন-কর্মী চায় না...শুধু এক দল কলেজে পড়া ছেলে স্টপ-ওয়াচ নিয়ে টিক টিক করবে...সময় আর গতি লক্ষ্য করা...শিল্পের ইঞ্জিনীয়ারিং...গবেষণা আর উন্নয়ন...ওয়ালিং...এক পাল ক্ষুদে ওয়ালিং তাদের স্টপ ওয়াচ, ক্লিপ আঁটা বোর্ড আর স্লাইড রুল নিয়ে ছুটে বেড়াবে। এরা পাইক স্ট্রীট বদলে দেবে...খালি মেরামত আর মোচড়, ঘোরানো আর ছেঁড়া, ভাঙ্গা আর চেরা...আর তখন এটি জগতের সবচেয়ে সেরা আসবাব কারখানা থাকবে না। সেকি তিনি সইতে পারবেন?

হাঁ...তিনি জানতে পারবেন না...আর যা জানবেন না, তাতে তিনি আঘাতও পাবেন না। তিনি ছেড়ে যাবেন, আর কখনও ফিরে আসবেন না. .এমনিতেই অনেক দিন অপেক্ষা করেছেন...নষ্ট করবার মত সময় আর নেই। চার মাস অপেক্ষা ক'রে থাকাই বড় বেশী...কিন্তু সে তাঁকে করতেই হবে...ষাট বছর বয়েস অবধি অপেক্ষা করতে হবে...না করলে ভাল দেখাবে না। হাঁ, এই শেষ চার মাস তাঁকে প'ড়ে থাকতে হবে। কিন্তু আর বেশী দিন নেই! তখন আর কিছুই তাঁকে আটকাতে পারবে না...কিছুই না। তর্ক ক'রে অ্যাভেরি বুলার্ডের মুখ নীল হয়ে গেলেও তিনি আর মত বদলাচ্ছেন না। না, তিনি পঁয়ষট্টি বছর অবধি এখানে থাকবেন না...আরও পাঁচটি বছর অপেক্ষা করা সম্ভব নয়...মেরিল্যাণ্ডে সমস্ত তৈরি হয়ে গেছে...বাড়ি পুরোপুরি নূতন ক'রে ফেলা হয়েছে... কারখানাও প্রায় তৈরী। ছুতোরেরা যদি আবার এই সপ্তাহেও মাছ ধরতে না যেত, তবে ইতিমধ্যে জানলাগুলি এসে যেত, দরজাও বসত। আসছে সপ্তাহে তারা কাজ করবার বেঞ্চ আর যন্ত্রপাতির আলমারি তৈরি আরম্ভ করতে পারত।

হাত দিয়ে তিনি গাড়ির স্টিয়ারিং-এর চাকা ধরেছিলেন, মনে মনে তৈলাক্ত ইস্পাত স্পর্শ করলেন। আবার হাতে যন্ত্র ধরতে চমৎকার লাগবে। আশ্চর্য, মানুষ যা চায়, সে-বিষয়ে সে কতখানি অন্ধ হয়ে যায়...কোনও লক্ষ্যে পেঁছিবার জন্যে সারা জীবন কাজ করে...কেউ একজন হয়ে দাঁড়ায়... আর শেষে দেখতে পায় যার কিছু মানে হয়, সেটি শুরুতেই তার ছিল... কারিগরের এক যোড়া হাত, এবং তা ব্যবহার করবার জন্যে একটি কারখানা। অ্যাভেরি বুলার্ড তা বুঝতে পারবেন না, আজকের অ্যাভেরি বুলার্ড তো নয়ই। আগেকার অ্যাভেরি বুলার্ড হয়ত বুঝতেন, দশ বছর আগের অ্যাভেরি বুলার্ড ...যে অ্যাভেরি বুলার্ড সেই রাত্রে পিট্স্বার্গের বৃষ্টিতে তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে-

ছিলেন, আর রাস্তায় ট্রামগাড়ির জন্যে অপেক্ষা করতে করতে তাঁকে বলেছিলেন, "তুমি আমার ডান হাত, জেসি, এ আমি কখনও ভুলব না।" তারপর তাঁরা বাড়ি গেলেন, সারা তাঁদের জন্যে শূয়োরের মাংস আর বাঁধাকপি রেঁধে দিলেন, আর তাঁরা অর্ধেক রাত্রি পর্যন্ত ব'সে ব'সে গল্প করেছিলেন।

জেসি গ্রিমের হাসি পেল, হাসতে যে পারলেন সেজন্যে তাঁর আনন্দ হ'ল। কি ক'রে বেঁচে থাকতে হয়, তিনি আবার তা শিখছেন। কোন সময়ে, তামাসা ক'রে...এ-সমস্ত চুকে গেলে পর...তিনি বলবেন, "অ্যাভেরি, বাড়ি এসে সারাকে দিয়ে আমাদের শূয়োরের মাংস ও বাঁধাকপি খাবার যোগাড় করালে কেমন হয়?"

তাতে অ্যাভেরি বুলার্ডের মুখের ভাব যা হবে, তার কথা কল্পনা ক'রে তাঁর হাসি আরও বেড়ে গেল। সারা তার চাইতেও বেশী থতমত হয়ে যাবেন। "জেসি, তুমি কি পাগল হয়ে গেছ? আমরা নিজেরাই আর শূয়োরের মাংস ও বাঁধাকপি খাই না।"

সারার সঙ্গে তাঁর কাল্পনিক কথা শেষ করার জন্যে মনে মনে তিনি বললেন, "কিন্তু মেরিল্যাণ্ডে গুছিয়ে ব'সেই আমরা তার ব্যবস্থা করব। প্রথম বিয়ের পর আমরা যেমন করতাম, তেমনই প্রতি সোমবার রাত্রে আমরা শূয়োরের মাংস ও বাঁধাকপি খাব।"

পথের ধারে এক বিয়ারের দোকানে নিয়ন-আলো-আঁটা ঘড়ি ছিল ...সাতটা বাজতে দু মিনিট...ওয়াল্ডর্ফ-এ্যাস্টোরিয়া থেকে পার্ক এ্যাভিনিউ ধ'রে এগিয়ে গেলে সেই সৌখিন হোটেল—অ্যাভেরি বুলার্ড নিউইয়র্কে থাকলে যেখানে সব সময় খানা খান, যেখানে খাবারের তালিকা সবটাই ফরাসীতে লেখা—সেখানে এতক্ষণ তিনি ডিনারে বসেছেন। তেমন কোন জায়গায় গিয়ে কোন লোক যদি শূয়োরের মাংস আর বাঁধাকপির ফরমাস করে, কেমন হয়?

একথা ভেবে জেসি গ্রিম হেসে ফেললেন, হাসির আওয়াজ অবাধে ছড়িয়ে পড়ল। জীবনে অনেক মজার জিনিস আছে...শুধু, সেগুলির তারিফ করবার জন্যে নিজেকে অবসর দেওয়া চাই।

সন্ধ্যা ৬-৫৯

লাণ্ডীন তার সরু আঙুলগুলি দিয়ে স্লাইড্‌রুলের হলদে চামড়ার ব্যাগটি হাতের মধ্যে বার বার নাড়তে নাড়তে, চিন্তিতভাবে জিজ্ঞেস করল, "স্টুয়ার্ট

স্ট্রীট দিয়ে গেলে আপনাকে ঘুরতে হবে না, ঠিক জানেন ত মিঃ ওয়ালিং ?"

ওয়ালিং জানতেন বিল লাণ্ডীনের এই অস্থিরতার কারণ গাড়ির ঘুরপথের ভাবনা নয়, পরীক্ষার ব্যাপারে যা ঘটল, তাই হচ্ছে এর মূল। তিনি স্থির করলেন এই তরুণ কেমিস্টের মনে স্বস্তি এনে দেওয়াই সুবুদ্ধি ও সহানুভূতির কাজ হবে।

তিনি বললেন, "আজ রাত্রের ব্যাপার যা হ'ল, সেজন্য খুব বেশী ভেব না, বিল। এ তোমার ত্রুটি নয়, আমি তোমায় দোষ দিচ্ছি না।"

লাণ্ডীন কৃতজ্ঞ হয়ে বললে, "ধন্যবাদ, স্যর, আমি এখন বুঝতে পারছি যন্ত্রের চাপ বাড়িয়ে দেওয়া উচিত ছিল। আমি সেকথা ভেবে-ছিলাম, কিন্তু সে-ঝুঁকির মধ্যে যেতে ভয় হ'ল পাছে পুরো কলটিতেই উল্টো চাপ প'ড়ে যন্ত্রপাতি সব নষ্ট হয়ে যায়।"

ওয়ালিং ধৈর্যের সঙ্গে বললেন, "জানি।" অল্পবয়েসী লাণ্ডীনকে তিনি একথা বলতে পারলেন না তার সে-ঝুঁকি নেওয়া উচিত ছিল। বিলের নেবার মত ঝুঁকি সেটা ছিল না...ছেলেমানুষ, তিন বছর মাত্র কলেজ ছেড়েছে; চালাক আর তাড়াতাড়ি এগোচ্ছে বটে, কিন্তু পরিচালনা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত সে নেবে, এমন আশা করা যায় না। "বড়ই দুঃখের কথা যে আমি নিজে সেখানে থাকতে পারিনি।"

আড়-চোখে তিনি দেখলেন লাণ্ডীন ঘাড় নেড়ে সায় দিল। বিল বোধ হয় ভেবেছে তিনি এক জরুরী সভায় হাজির ছিলেন, সে-সভা নয়টি ট্রেডওয়ে কারখানার একটির এক কোণে সামান্য এক পরীক্ষার কাজের চেয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর লোভ হচ্ছিল শুধু ছোকরাকে একটু আভাস দেবার জন্যে আসলে যা ঘটেছে আর টাওয়ারের চব্বিশতলাব জীবনযাত্রা কি রকম তা ব'লে দেবেন, কিন্তু ভাইস-প্রেসিডেন্ট হয়ে ত এমন কাজ করা চলে না। তাঁকে মুখ বন্ধ ক'রে থাকতে হয়। উপরে উঠলে বেশী লোকের সঙ্গে কথা বলা যায় না, যত উঁচুতে, ততই কথা বলার লোক কম, আর শেষ পর্যন্ত সেই কম লোকের সঙ্গেও কথা হয় না। অনেক সময় তিনি মনে করেন কথা বলবেন, কিন্তু কথা আর হয় না। কথাগুলি যেন বোতলে ছিপি আঁটা অম্ল আরকের মত, হৃদয়কে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয়। ভাইস-প্রেসিডেন্ট হ'লে এই একটি জিনিস শিখতে হয়...যাই হয়ে যাক না কেন, মুখ বন্ধ ক'রে থাকতে হবে। অ্যাভেরি বুলার্ড এক সভা ডাকলেন...তিনি সব পণ্ড ক'রে সেখানে গেলেন...অ্যাভেরি দেখাই দিলেন না...সুতরাং তিনি

ভাল ছেলেটির মত খেলনাপত্র গুছিয়ে নিয়ে বাড়ি চ'লে গেলেন। এঁদের পাঁচজনের কারুর একজনের মুখে সমালোচনার একটি কথা ছিল কি? পোড়া কথা একটাও উচ্চারিত হয়নি। কেউ অ্যাভেরি বুলার্ডের নাম পর্যন্ত করেনি।

তাঁরা এখন সাউথ ফ্রন্টে এসে গিয়েছিলেন, আর টাওয়ারের ঘণ্টাটি বেজে সময় জানাচ্ছিল, নদীর উপরে দক্ষিণ বাতাসে সে-শব্দ কেঁপে কেঁপে উঠছিল। আপনা হ'তেই ডন ওয়ালিং সাদা চূড়ার উপরে বল্লমের মত চূড়াটির দিকে তাকালেন, আর দেখেন যে লাণ্ডীনও তাই করছে।

লাণ্ডীন বলল, "আমি জানতাম না মিঃ বুলার্ড থাকলে এরা ঘণ্টা বাজায়।"

তিনি তার উত্তর দিলেন না। কিছুই বলবার ছিল না তাঁর। শুধু যেটুকু না বললে নয় সেটুকুই বলতে পারেন।

ফুলানো বেলুনের মত মোটা অদ্ভুত একটি দো-আঁশলা কুকুর তাঁদের সামনে ধীরে ধীরে দুলে দুলে রাস্তা পার হ'তে লাগল। তাতে দুদিকেরই গাড়ি চলাচল বন্ধ হয়ে গেল, আর ডন ওয়ালিং কুকুরটির এই মজার বেয়া-দবিতে হাসতে লাগলেন।

বোঝা যাচ্ছে বিল লাণ্ডীন উত্তেজনা কেটে যাবার অপেক্ষায় ছিল, তাড়াতাড়ি তার সুযোগও নিল। "আপনি যদি কিছু না মনে করেন, জিম আর আমি যে-মতলব করেছি, তার কথা আপনাকে বলতে চাই।"

"নিশ্চয়, বল না।"

"মানে, আমরা যেভাবে এই পরীক্ষাগুলি কারখানায় করছি, তাতে বড় বেশী সময় নষ্ট হয়। এখন উৎপাদন বিভাগের বাঁধাধরা কাজের মধ্যে আমাদের আর একবার সুযোগ দিতে দিতে দু-তিন সপ্তাহ লেগে যাবে।"

"সে আমি জানি।"

যেকোনো রকম সায় দেওয়াই হ'ল উৎসাহ দেওয়া, তাই লাণ্ডীনও যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল,—যে পেশাদার বৈজ্ঞানিকের অবিচল ভাবটি বজায় রাখবার জন্যে সাধারণতঃ সে খুব চেষ্টা করে, উত্তেজনায় তা আর রইল না। "দেখুন, জিম আর আমি সেদিন ওয়াটার স্ট্রীটে দেখে বেড়াচ্ছিলাম—বুঝলেন, শুকনো চুল্লির পিছনের ঘরটিতে,—সেখানে আমরা দেখলাম বাষ্পে গরম-করা ভিতরকার অংশ তৈরি করবার পুরনো একটা প্রেস, অব্যবহৃত হয়ে প'ড়ে আছে। ফ্রেমটি ঠিক করাতে আর নতুন সব যন্ত্র লাগিয়ে নিতে হবে, কিন্তু তা যদি আমরা ক'রে নিই, তবে আমরা আমাদের নিজেদেরই এক ছোট-খাট পরীক্ষার কারখানা বসাতে পারি। তা হ'লে আমরা যত শীঘ্র চাই একটার পর একটা পরীক্ষা চালাতে পারব।"

ডন বল্লেন, "শুনে মনে হচ্ছে এতে কাজ হ'তে পারে।" এড়িয়ে যাওয়ার মতই তিনি কথাটি বললেন, কারণ তিনি যে এই প্রেসটিই নতুন ক'রে তৈরি করিয়ে পাইক স্ট্রীটে বসাবার জন্যে টাকা চেয়ে এক মাস পূর্বে প্রেসিডেন্টের দপ্তরে এক বিশেষ বাজেটের অনুরোধ পাঠিয়েছিলেন, তা ব'লে আর ছেলেটিকে তিনি দমিয়ে দিতে চাইলেন না। তিন সপ্তাহ হ'ল, তিনি এ-বিষয়ে কিছুই জানতে পারেন নি। গত সপ্তাহে তিনি বুলার্ডকে এ-সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। তিনি এক নূতন নিয়মের কথা বলেছিলেন, সে-নিয়মে টাকা মঞ্জুরীর সমস্ত অনুরোধ অনুমোদিত হবার আগে শ-এর কাছে যাবে। অ্যাভেরি বুলার্ড বলেছিলেন, "কোম্পানি এখন বিরাট হয়ে উঠছে। এত সব জিনিস আর একা চালাতে পারছি না—দায়িত্বের ভার অন্যদেরও দিতে হবে।" এর উত্তরে বলবার মত যুক্তি কিছু ছিল না...ট্রেড্ওয়ে সত্যই বড় কর্পোরেশন আর তার প্রেসিডেন্টকে কর্তৃত্বের বিলিব্যবস্থাও করতে হবে, ...কিন্তু অ্যাভেরি বুলার্ড কি দেখতে পাচ্ছেন না তিনি কি করছেন? কর্তৃত্বের ভার, যাদের চালানো উচিত, এমন লোকেদের ত দেওয়া হচ্ছে না। তা দেওয়া হচ্ছে কেবল শ'কে, যিনি তা দিয়ে বাঁধা-ধরা নিয়মকানুনের এমনই এক ফাঁস বুনেছেন যে তাতে দম আটকে কোম্পানির বৃদ্ধিই রোধ হয়ে যাচ্ছে। এটা ভুল। সব লোকের মধ্যে অন্তত অ্যাভেরি বুলার্ডের তা জানা উচিত। নিয়মকানুনের বাঁধনে হাত বাঁধা রেখে, হিসাবরক্ষক প্রতিপদে তাঁকে আটকে দিচ্ছে, এমন অবস্থায় ত তিনি ট্রেড্ওয়ে কর্পোরেশন গ'ড়ে তোলেন নি ...তাঁর নিজের সাফল্যের মূলে যে-স্বাধীনতা ছিল, অপরের ক্ষেত্রে তা তিনি অস্বীকার করছেন কেন? কেন তিনি শ'কে তাঁর উপর এতটা প্রভাব খাটাতে দিচ্ছেন? শ'কে আদৌ তিনি রাখতে গেলেন কেন?

ডন ওয়ালিংয়ের মনে একটা উত্তর এল। আগে কার্ল এরিক ক্যাসেল বলতেন, "বড়কর্তা যত বড় হয়, ততই কোন লোক এসে নিজেকে ওস্তাদ বললে তার কাছে তিনি আহাম্মক ব'নে যান। এর কারণ কি জান? কারণ তিনি ভয় পেতে শুরু করেন। তিনি যত উপরে ওঠেন, তাঁর ভয়ও ততই বেড়ে চলে। যখন উপরে উঠতে থাকেন, তখন সব জিনিস টেনে ছিঁড়ে কাজ গোছাতে এত ব্যস্ত থাকেন যে ভুল হ'লে তার জন্যে ব'সে কখনও দুর্ভাবনা করেন না। কখনও কখনও মার খান। তিনি কি তার পরোয়া করেন? না। লড়াইয়ের ষাঁড়ের মত তিনি আবার লাফিয়ে তেড়ে যান। তারপর কি হয়? তিনি সফল হন। কেন? কারণ এইভাবেই সাফল্য আসে। তারপর? তারপরেই দেখতে পাবে তিনি রাংতা-মোড়া দেবতা

হয়ে মস্ত বড় সিংহাসনে ব'সে আছেন। এখন আর পিছনে লাথি খেতে তার ভাল লাগে না। সেটা সম্মানেরও নয়। শেয়ার-হোল্ডারদের তা ভাল লাগবে না। তিনি ভয় পেতে আরম্ভ করেন। তারপর তিনি কি করেন? বোকা ব'নে যান আর সব ওস্তাদ রাখতে আরম্ভ করেন। কেন? কারণ তারা তাঁকে আশ্বাস দেয় মহান ব্যক্তিটিকে মার খাওয়া থেকে বাঁচাবে। ব্যাপারটা এই, এতই সহজ।"

এ-উত্তর খুব সঙ্গত হ'লেও গ্রহণ করা যায় না। ডন ওয়ালিং কিন্তু কখনও বিশ্বাস করতে পারতেন না, অ্যাভেরি বুলার্ডের ভয় আছে। একথা বিশ্বাস করলে ওয়ালিং যে-ভিত্তির উপর নিজের জীবন গ'ড়ে তুলেছেন, সেইটিই ধ্বংস হয়ে যাবে। সমস্ত সবল মানুষের মত, যে-নেতৃত্বে ভয়ের দাবি রয়েছে, তার বশ্যতা তিনি মেনে নিতে পারেন, কিন্তু যে-নেতার নিজেরই ভয় আছে তাকে মানবেন কি ক'রে?

তিনি শুনতে পেলেন লাণ্ডীন বলছে—আগের খানিকটা অংশ তিনি শুনতে পাননি "—আর তাতে খরচ খুব বেশী পড়বে না। জিম আর আমি খুব ভাল ক'রে যে-হিসাব করেছি, তাতে সমস্ত জিনিসটায় পাঁচ থেকে ছ' হাজারের বেশী লাগবে না—যদি অবশ্য আমরা পাইক স্ট্রীটে জায়গা পাই, কারণ তা হ'লে আমরা নিয়মিত উৎপাদন-ব্যবস্থার সঙ্গে মিলে কাজ করতে পারি আর বাড়তি সাজসরঞ্জামের খরচও বেঁচে যায়।"

তিনি সতর্কভাবে বললেন, "পুরো জিনিসটা তুমি একটা স্মারকপত্রে লিখে ফেল, বিল। আমি জানি না কতদূর কি হ'তে পারবে, কিন্তু আমি নিশ্চয়ই বিবেচনা ক'রে দেখব।"

"তা হ'লে চমৎকার হবে,—জিম আর আমিও সেইটুকুই চাই—কেবল আপনি একবার এই সুযোগটুকু সম্পর্কে ভেবে দেখুন। হয়ত এতেও গলদ আছে, কিন্তু আপনিই তা আমাদের চেয়ে ভাল বুঝবেন।"

"এই ত তোমার রাস্তায় এসে গেছি, না?"

"হাঁ, কি আশ্চর্য। এমন কথা বলছি যে খেয়ালই করিনি।" লাণ্ডীন গাড়ি থেকে নেমে পড়ল। তার পা দুটি বেয়াড়া রকম লম্বা। "গুড নাইট, স্যার। ব্যাপার যেভাবে ঘ'টে গেল, সেজন্যে দুঃখিত।"

"ঠিক আছে, বিল। তোমার দোষ নয়। গুড নাইট।"

না, বিলের দোষ নেই...আর এ তাঁরও দোষ নয়। দোষ কেবল একটি লোকের...আর সে লোকটি হলেন লরেন শ।

পথের নিশানা লক্ষ্য না ক'রেই তিনি পরের মোড় ঘুরে গেলেন। কয়েক

সারি বাড়ি ছাড়িয়ে যাবার পর হঠাৎ তাঁর মনে হ'ল যে মিল্‌বার্গে প্রথম বছরে যে-বাড়িতে তিনি ও মেরী ছিলেন, এখনই সেই বাড়িটি পার হবেন। তাঁর আশ্চর্য লাগল। পুরনো ছাই রঙের পাথরের বড় বাড়ি, আলাদা আলাদা ভাড়া দেবার কামরায় ভাগ করা। বাড়ির মালিক মিঃ প্রেস্কট সামনের উঠানে গোলাপবাগানে হাঁটু গেড়ে কাজ করছিলেন। যাবার সময় ডন ওয়ালিং গাড়ির বেগ কমিয়ে ও হর্ন বাজিয়ে হাত নাড়লেন। বুড়ো মানুষটি উঠে দাঁড়ালেন, তাঁর পা আড়ষ্ট আর পিঠ বেঁকে গেছে, কিন্তু এ-শিষ্টাচারে তাঁর আনন্দ স্পষ্টই বোঝা গেল।

ডনের মনে হ'ল এই প্রেস্কটরা এক আশ্চর্য দম্পতি। তখনই তাঁর হাসি পেল সারা বছর ধ'রে যে বাঁধা বুলিটি মেরীর সঙ্গে এক পাকাপাকি তামাসার ব্যাপার হয়ে আছে, অন্যমনস্ক ভাবে তারই ফাঁদে প'ড়ে গেছেন তিনি। মেরী এতবার বলেছেন প্রেস্কটরা "আশ্চর্য মানুষ," যেকোনও অজ্ঞাত কারণে এখন কথাটি উঠলেই দুজনে হেসে ওঠেন।

গত কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মেরীর চিন্তা তাঁর এই প্রথম, আর সে-চিন্তা চাবির মত একটা দরজা বন্ধ করল আর আর-একটি খুলে দিল। খোলা দরজাটি দিয়ে মেরী যে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছেন এই চিন্তায় তাঁর মন আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আর যে-সমস্ত জিনিস এক মুহূর্ত আগেও ভুলে যাওয়া অসম্ভব মনে হয়েছিল, বন্ধ দরজাটি সেইগুলিকেই মন থেকে বার ক'রে দিল।

ডন ওয়ালিং-এর মন তা করতে পারত। তাঁর মন আলাদা আলাদা কামরায় ভাগ করা ছিল, সেগুলির মধ্যে যোগাযোগ ছিল না। মনের দরজা খোলা বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি এক বিষয় থেকে গভীর মনোযোগ সরিয়ে নিয়ে আর এক বিষয়ে সেই গভীর মনোযোগটুকু দিতে পারতেন। তিনি জীবনের গোড়ার কয় বছরেই এমন মন তৈরি করেছিলেন আর তা চালনা করবারও দক্ষতা অর্জন করেছিলেন—সে-সময়ে তিনি দেখতেন তিনি যা করতে চান, তা করবার একমাত্র উপায় হ'ল এমন একাগ্র একনিষ্ঠ চেষ্টায় মনকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া, যা এত গভীর হবে যে অন্য কোন ভাবনা এসে বিঘ্ন ঘটাবার সম্ভাবনাই থাকবে না। রাব্‌ল্ হিল বিদ্যালয়ে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন অবাঞ্ছিত ও পরিত্যক্ত শিশু হিসাবে তাঁর নিজের অবস্থার ভাবনায় যদি তাঁর পড়ার মনোযোগ নষ্ট হয়ে যায়, তবে তিনি তাঁর শ্রেণীতে অগ্রণী থাকতে পারবেন না। এই শিক্ষাই তিনি আবার পেয়েছিলেন কারিগরী বিদ্যালয়ে পরে কার্ল এরিক ক্যাসেলের কাছে। তার আগেই

মনকে কামরায় ভাগ ক'রে নেওয়া ও মনোযোগ একাগ্র করার ক্ষমতা তাঁর এত কার্যকরী হয়ে উঠেছিল, যে ক্যাসেলের জন্যে কয়েকটি সেরা পরিকল্পনা তিনি এইভাবেই করেছিলেন। তখন যদি তিনি তাঁর নিজের অনুভূতির প্রভাব তাঁর কাজের উপর আসতে দিতেন, তবে তাঁকে পেন্সিল ছুঁড়ে আর কাগজ ছিঁড়ে ফেলতে হ'ত।

ডন ওয়ালিং তাঁর এই মানসিক ক্রিয়াটি সজ্ঞানে অবগত ছিলেন না। কিন্তু তিনি এ-টুকু বুঝতেন, স্ত্রীর কাছে যে একটি ক্ষুদ্র ছলনার আশ্রয় নিতে তিনি বাধ্য হতেন, এইটিই ছিল তার কারণ। মেরী জিজ্ঞেস করতেন, "তুমি কি আজ আমার কথা ভেবেছিলে?" তাঁকে সর্বদাই বলতে হ'ত, "হ্যাঁ, নিশ্চয়," কিন্তু সচরাচর তা মিথ্যেই হ'ত। মেরীকে তিনি যতটা চিনেছেন—তাতে এটুকু জানতেন তাঁকে তিনি কোনদিন বোঝাতে পারবেন না যে দিনের মধ্যে এমন কয়েকটা ঘণ্টা ছিল যখন মেরীর চিন্তা এখন আরও তিনি মনের মধ্যে ঢুকতে দিতেন না, আবার অন্য সময়ও থাকত যখন মেরীব চিন্তা ছাড়া মনে আব কিছুই স্থান পেত না,—সবকিছুকে দূরে সরিয়ে শুধু মেরীর চিন্তা সম্পূর্ণরূপে তাঁর মনকে আচ্ছন্ন ক'রে রাখত।

যখন তিনি রিজ রোডে মোড় নিলেন, আব যে চড়াই রাস্তাটি দিয়ে পুরনো শহরের সমতল জমি থেকে উঁচুতে উঠতে লাগলেন, তখন তিনি একমাত্র মেরীর কথাই ভাবছিলেন।

যুদ্ধের পর এই কয় বছরে মিল্‌বার্গ শহর তার প্রাচীন সীমা লঙ্ঘন করেছে। শহরের উঁচু জায়গাগুলিতে নূতন নূতন সব বসতবাড়ি উঠছিল। পাহাড়ের গা বেয়ে রিজ রোডই নয়া মিল্‌বার্গের প্রধান পথ। আগের যুগের লোকেদের কাছে নর্থ ফ্রন্ট স্ট্রীট যা ছিল নূতন যুগের মানুষের কাছে 'লরেল হাইট্‌স''ও তাই। এক সময়ে যেমন নর্থ ফ্রন্ট স্ট্রীটের বাড়িগুলির সামাজিক মর্যাদা পিকাডিলি পার্ক থেকে তার দূরত্ব অনুযায়ী মাপা হ'ত, তেমন ভাবে এখন লরেল হাইট্‌সের সম্পত্তির মর্যাদা মিল্‌বার্গ কান্ট্রি ক্লাবের দূরত্ব দিয়ে মাপা হচ্ছে। যে-বাড়িটি লরেন শ কিনেছিলেন, "ক্যালিফোর্নিয়া খামারবাড়ি" আর "পেন্‌সিল্‌ভ্যানিয়া ক্ষেতবাড়ি"র মিশেলে চারদিকে ছড়ানো এক বাড়ি, সেটি ক্লাবের এত নিকটে যে গল্‌ফ খেলায় দ্বিতীয় গর্ত থেকে ঘোরানো মারের বলগুলি প্রায়ই সামনের উঠানে এসে পড়ত। কয়েকটি বাড়ি পরে, ক্লাব সীমানার নিরাপদ-দূরত্বে অথচ গাছের ফাঁক দিয়ে ক্লাবঘরটি দেখা যায়, এমন জায়গায় ওয়াল্টার ডাড্‌লের বাড়ি। "কলোনিয়াল" সাদা রঙ করা ইট, সবুজে ও সাদায় মিশানো চন্দ্রাতপ, আর বড় এক-

পাথর বাঁধানো বারান্দা, তার চারদিকে ঘিরে শ্যামল মাছের মত গোলাপী জিরেনিয়াম ফুলের প্রকাণ্ড টব—ফুলগুলি সরবরাহ করেছে "এক শতাব্দীরও বেশী মিল্‌বার্গের প্রধান ফুলবিক্রেতা" ফাউলারের দোকান।

লরেল হাইট্‌স্‌-এর দক্ষিণ সীমা হ'ল গ্রেরক রোড। রাস্তার উত্তর দিকটি হ'ল "প্রবেশ পথ" আর "বেরোবার পথ" দক্ষিণে। যদি কারুর বাড়ি দক্ষিণ দিক থেকে গ্রেরক রোডের মুখোমুখি হয়, তবে সে লরেল হাইট্‌স্‌-এ বাস করার সম্মান দাবি করতে পারবে না। মেরী তাড়াতাড়ি স্পষ্ট ভাষায় ব'লে দিয়েছিলেন জায়গা কেনায় দু হাজার ডলার বাঁচানোর চাইতে সে-সম্মানের মূল্য বেশী নয়। এতে ডনের সম্মতিও তেমনি তাড়াতাড়ি ও সুনিশ্চিত ছিল। তার উপর, যে-জমিটি তাঁরা দক্ষিণ দিকে পেয়ে গেলেন, দেখা গেল বিনা যুক্তি ও পরামর্শে ঠিক তাঁরা দুজনেই যা চাইছিলেন সেটি ঠিক তাই। দু একরের সামান্য কিছু বেশী জমি; ডন ইতিমধ্যেই যে-বাড়িটির পরিকল্পনা ক'রে রেখেছিলেন, তার পক্ষে নিখুঁত জায়গা, এক মস্ত মাঠ ধীরে ধীরে উপর দিকে উঠে হঠাৎ কতকগুলি চমৎকার মাথা উঁচু করা কোয়ার্টজ পাথর বিছানো পাহাড়ে বাধা পেয়েছে। পিছনে পুরনো ওক গাছের বন, তার নিচে লরেল ও রডোডেন্‌ড্রন ফুলে মাটি প্রায় ঢাকা প'ড়ে আছে।

বাড়িটি তৈরি হয়েছে পাহাড়ের ঠিক উপরে পাথর খুঁড়ে। উঁচু পাহাড়ের সঙ্গে সুন্দরভাবে মিলে গেছে। প্রথম বছরে নূতন অবস্থায়ই বাড়িটি প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে এত ভালভাবে খাপ খেয়ে গেল যে তাতে ডন ওয়ালিং-এর সারা জীবনের বাড়ির আকাঙ্ক্ষাও যেমন মিটল, তাঁর স্থপতি মনও তেমনই আনন্দ পেল।

কান্ট্রি ক্লাবের ফটকের সামনে গল্‌ফ খেলোয়াড়দের হুড-খোলা গাড়ি এড়াবার জন্যে ডন ওয়ালিং অনেকটা তফাতে ঘুরে গিয়ে বাঁ দিকে তাকাতে লাগলেন; পাহাড়ের চূড়ায় কখন তাঁর বাড়িটি প্রথম নজরে পড়বে, সেই মুহূর্তের প্রতীক্ষায় রইলেন। বাড়িটি দেখা গেল—আর তারপর দূরে শাদা একটি বিন্দু নড়াচড়ার মত মনে হ'ল, তিনি দেখতে পেলেন মেরী গাড়ি ঢোকবার রাস্তার শেষমুখে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। নিঃসন্দেহ হ'তে পারলেন না, কতকগুলি পপ্‌লার গাছ এসে তাঁর দৃষ্টি আড়াল ক'রে ফেলল, অধৈর্য আকাঙ্ক্ষায় এক্‌সিলারেটরে জোরে পায়ের চাপ দিলেন তিনি। গ্রেরক রোডে দ্রুত মোড় নেবার সময়ে টায়ারগুলি যেন প্রতিবাদে ক্যাঁচ ক'রে উঠল। এবার তিনি দেখলেন মেরীই দাঁড়িয়ে আছেন। ডাক-বাক্সের পাশে তাঁর পথ চেয়েই তিনি অপেক্ষা করছিলেন। আশায় তাঁর সারা দেহ পুলকিত হয়ে উঠল।

স্পষ্ট কোনো বিশ্লেষণের চাইতেও সাধারণ অনুভূতি দিয়ে তিনি বুঝতে পারলেন মেরী যেন গভীর আতঙ্ক-বিহ্বল হয়ে পড়েছেন। থামবার সময়ে তিনি তাঁর দিকে ছুটে এলেন, তাঁর ভয় তাতে আরও বেড়ে গেল। তাঁর মন হঠাৎ শঙ্কিত হয়ে উঠল—হয়ত শিশু স্টীভের কিছু হয়েছে।

মেরী হাঁপিয়ে পড়েছিলেন, আর কথা বলবার পূর্বে তিনি যে-ঢোঁক গিললেন সে-যেন শেষই হয় না। তারপর তিনি বললেন—সব কথাগুলি একসঙ্গে জড়িয়ে বললেন, "মিঃ বুলার্ড মারা গেছেন!"

ছেলেটির অসুস্থতার ভয় মিলিয়ে গেল, স্ত্রীর নিদারুণ আঘাতের কথাগুলির জন্যে মন প্রস্তুত হয়ে রইল। তারপর, সর্বদা যেমন সাংঘাতিক আঘাত পাওয়া আর তার বেদনার অনুভূতির মধ্যে ক্ষণিকের ব্যবধান থাকে, তেমনই হতভম্ব, স্তব্ধ হয়ে তিনি স্ত্রীর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন।

তিনি হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, "আমি পাইক স্ট্রীটে তোমার খোঁজ করেছিলাম; ওখান থেকে বলল, তুমি সবেমাত্র বেরিয়ে গেছ। আমি অন্যদের ধরবার চেষ্টা করেছি—মিঃ ওল্ড্‌হ্যাম তাই আমায় বলেছিলেন—কিন্তু কারুর সন্ধানই আমি পাইনি। শ'দের দাসীর কাছে আমি খবর দিয়ে রেখেছি, কিন্তু অন্য কোথাও টেলিফোনে কেউ সাড়া দেয়নি।"

শূন্য গলায় তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "ওল্ড্‌হ্যাম?" মনের মধ্যে তিনি যেন হাতড়ে বেড়াতে লাগলেন।

"হাঁ, তিনি নিউইয়র্ক থেকে ডেকেছিলেন। মিঃ বুলার্ড আজ বিকালে রাস্তায় জ্ঞান হারিয়ে প'ড়ে যান, মাত্র ক' মিনিট আগে তাঁকে সনাক্ত করা হয়। মিঃ ওল্ড্‌হ্যাম বললেন আমরা আর সবাইকে যেন জানিয়ে দিই, তাই আমি ভাবলুম সব চেয়ে ভাল হবে—"

একটি মাত্র খাপছাড়া ও অসংলগ্ন চিন্তা মনে আসায় তিনি প্রশ্ন করলেন, "ওল্ড্‌হ্যাম কি আমাদেরই আগে ডেকেছিলেন?"

"সম্ভবত অন্যদের চেষ্টা ক'রে তিনিও কারুকে পাননি।"

যে-অনুভূতি বন্যার মত তাঁর মনে ছাপিয়ে উঠতে আরম্ভ করল, প্রশ্ন আর উত্তর দুই তাতে ভেসে গেল। তাঁর মনে যে হাজার ভাবনা তোলপাড় করছিল, তারই বিশৃঙ্খলার মধ্যে তাঁর মনে পড়ল কিভাবে রাগের বশে তিনি অ্যাভেরি বুলার্ডের প্রতি তাঁর আনুগত্য নষ্ট করতে যাচ্ছিলেন। তাঁর মনে হ'ল এই মৃত্যু আর তাঁর নিজের অবিশ্বস্ততার মধ্যে যেন এক ভয়াবহ সম্পর্ক রয়েছে। নিজের প্রতি এ-দোষারোপের সমর্থনে কোনই যুক্তি ছিল না, কিন্তু শোকের প্রথম ক্ষণটিতে তাঁর মনের অস্থির অবস্থায় যুক্তির কোন স্থানই ছিল না।

তিনি গাড়ি থেকে নামলেন, মেরী গাড়ির দরজা বন্ধ করলেন।

"ডন তুমি কি জান অন্যেরা সব কোথায় আছে? যত শীঘ্র পারি তাদের বার করতে হবে।"

"ওয়াল্ট ডাড্‌লে শিকাগো পেঁৗছবার পথে, তিনি সাতটার প্লেন ধরেছেন। শ-ই তাঁকে গাড়িতে পেঁৗছে দিয়েছেন, তাঁর শীঘ্রই ফেরা উচিত।"

"তবে দাসী তাঁকে বলবে। আমি তাকে খবর দিয়েছি। মিঃ অল্ডার্‌সন ও মিঃ গ্রিনের খবর কি?"

"জেসি মেরিল্যাণ্ডে ফিরবার পথে। অল্ডার্‌সন?" তিনি ইতস্তত ক'রে যেসব ছোট ব্যাপারগুলির স্মৃতি এখন মনের অনেক নিচে চাপা প'ড়ে গিয়েছিল সেইগুলি হাতড়াতে লাগলেন, "ফ্রেড যেন বলেছিল রাত্রে বাইরে কোথায় ডিনার খেতে যাবে। এবার মনে পড়েছে—সে বলেছিল।"

"হয়ত জর্জ স্মিথ বা উইলোবির বাড়িতে। আমি তাঁকে ধরবার চেষ্টা করব কি?"

তিনি হতভম্বের মত বললেন "দেখ না।"

তাঁরা পাথর বাঁধানো পথ দিয়ে চললেন। মেরী তাঁর আধ পা পিছনে, তিনি জানতেন তার মুখ দেখবার চেষ্টা করছিলেন। খুঁটি শক্ত ক'রে ধ'রে তিনি ঘরের দিকে তাকালেন। "এ অসম্ভব মনে হচ্ছে, নয় কি? আমি-আমি এ বিশ্বাস করতে পারছি না।

তাঁর স্ত্রী খুব মৃদুস্বরে বললেন, "আমি জানি তোমার কি-রকম লাগছে।" তাঁর স্বরে সহানুভূতির স্নিগ্ধ স্পর্শ।

তিনি স্ত্রীর চোখ এড়িয়ে চললেন। সহানুভূতি পাবার তাঁর অধিকার নেই...আজ বিকালে তিনি...

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "কখন তাঁর মৃত্যু হয়েছে বললে?"

"আজ অপরাহ্ণের মাঝামাঝি কোনও সময়ে।"

ডন চোখ বুজলেন, রাগ করেছিলেন—মনে পড়ল তাঁর, আর আত্মসমালোচনার দারুণ কশাঘাতে তিনি যেন ক্ষত বিক্ষত হয়ে গেলেন।

যেন তিনি প্রায়শ্চিত্তের মন্ত্র পড়ছেন, এমনই ভাবে ধীরে ধীরে বললেন, "মস্ত বড় লোক ছিলেন। জীবনে যত লোকের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম পুরুষ।"

মেরী অস্পষ্টস্বরে কি যেন বলছিলেন, কিন্তু সে ক্ষমা হ'তে পারে না... ক্ষমা কখনও সম্ভব নয়। তিনি এমন মহাপাপ করেছেন, যার সংশোধন বা মার্জনা নেই। অ্যাভেরি বুলার্ডের মৃত্যু হয়েছে। এমনই সময়ে অ্যাভেরি বুলার্ডের মৃত্যু হয়েছে যখন কিনা তিনি তাঁর উপর রাগ করেছিলেন।

টেলিফোন বাজছিল, আর মেরী তাঁর আগেই ছুটে বাড়ির ভিতর গেলেন।

যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব মনে হ'ল, তার আগেই তিনি ফিরে এসে. তাঁর ঢোকবার জন্যে দরজাটি খুলে দাঁড়ালেন।

"খবরের কাগজ, ডন, এইমাত্র তারা নিউইয়র্ক থেকে সংবাদ পেয়েছে।"

"তুমিই তাদের সঙ্গে কথা বল, মেরী। জানবার যা কিছু আছে, সবই তুমি জান, আমার চেয়ে বেশিই জান।"

স্ত্রীর উত্তরের জন্যে অপেক্ষা না ক'রেই তিনি মুখ ফিরিয়ে যেখানে কালো ওক গাছগুলির কাছে গির্জার প্রাচীরের মত পাহাড় উঠেছে. ধীরে ধীরে সেদিকে এগিয়ে গেলেন।

সন্ধ্যা ৭-১২

গত চৌদ্দ বছরে যতগুলি মাস গেছে, তার প্রতি মাসেই একবার অল্ডার্সন. উইলোবি আর জর্জ স্মিথেরা এক সঙ্গে আহার ক'রে এসেছেন। এ-রীতি যে এত বেশী দিন চলে এসেছে অভ্যাস ছাড়া তার আর বিশেষ কোন কারণ ছিল না। গোড়াতে তাঁদের মধ্যে কেবল এইটুকুই বন্ধন ছিল যে তাঁরা সকলে একই পাড়ায় থাকতেন, এক গির্জায় যেতেন, আর সবাই এই একই অখ্যাতির বোঝা বইতেন যে তাঁরা মিল্‌বার্গের বনিয়াদি পরিবার নয়, সেজন্যে ফেডারেল ক্লাব ও ঐতিহাসিক পরিষদকে কেন্দ্র ক'রে যেসব সামাজিক ক্রিয়াকর্ম চলত. তার মধ্যে তাঁরা স্থান পেতেন না। কালক্রমে এই বন্ধন ভেঙ্গে গেছে। তাঁদের বাড়ি এখন দূরে দূরে। কেবল অল্ডার্সনেরাই এখনও সেন্ট মার্টিন্‌স এপিস্কো-প্যাল গির্জায় যান। অনেক কাল আগেই ফেডারেল ক্লাব ও ঐতিহাসিক পরিষদ তাঁদের সভ্যরূপে গ্রহণ করেছে। শুক্রবারের এই ডিনার থেকে যাওয়ার কারণ কেবল এই যে তিনটি দম্পতির প্রত্যেকেই এই প্রথা প্রথম ভাঙ্গতে অনিচ্ছুক ছিলেন। বয়স বেড়ে যাবার জন্যে জড়তা আর মৃত্যু. তাঁদের পুরনো আলাপী লোকেদের দলটিকে ছোট ক'রে দিতে শুরু করেছিল, তাই বিচ্ছিন্ন হবার ইচ্ছাটাও তাঁদের আরও ক'মে আসছিল।

আজ রাতে মিল্‌ড্রেড উইলোবি বলছিলেন, "সত্যি জিনিসপত্রের দাম যা হচ্ছে, তা ভাবলে ব'সে পড়তে হয়।" জোড়া বডি-সায়া প'রে সর্বদা যেমন অবস্থা হয় তেমনই তাড়াতাড়ি হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে কথা বলছিলেন তিনি। "সেদিন রাত্রেই জিম ও আমি আমাদের বিলগুলি দেখতে দেখতে এই কথা বলছিলাম। শুধু গত মাসেই আমাদের ফুলওয়ালার বিল হয়েছে প্রায় পঞ্চাশ ডলার।"

অ্যাগ্‌নেস স্মিথ বললেন, "এ-মাসটা আরও খারাপ যাবে, জুন মাসেই আবার যত বিয়ের ধূম।"

"আমাদের যে-অবস্থা, তাতে বিয়েটা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার মত অত খারাপ নয়।"

"না, বোধ হয় তাই ঠিক।"

প্রসঙ্গটি শেষ হয়ে যাওয়ায় মহিলা তিনজনই নীরবে ব'সে রইলেন। খোলা বারান্দায় যেখানে পুরুষ তিনজন আলাদা বসেছিলেন, সেখান থেকে রেডিওর শব্দ এসে শুধু সে-নীরবতা ভঙ্গ করছিল।

মিল্‌ড্রেড উইলোবি চেঁচিয়ে বললেন, জিম, রেডিওটা একটু কমিয়ে দিতে পার না কি?"

জিম উইলোবি জবাব দিলেন, "বল-খেলার ফলাফলের জন্যে অপেক্ষা করছি। মিনিট খানেকের মধ্যেই আরম্ভ হবে। ফ্রেডের সঙ্গে একটা বাজি হয়ে গেছে কিপ্‌টের টাকা বাগাবার এ-সুযোগ ছাড়ছি না।"

ঘুরে পাশ থেকে তিনি তাঁর গোল মুখটি বাড়ালেন, যাতে মহিলারা সবাই তাঁর চোখের ইসারা দেখতে পান। "ফ্রেড আজ ইয়্যাঙ্কস দলের উপর মোটা টাকা বাজি রেখেছে—পুরো দশ সেন্ট।"

সবাই হেসে উঠলেন। ফ্রেড অল্ডার্‌সনের কৃপণ-স্বভাব সম্বন্ধে তামাসা ক'রে ক'রে পুরনো হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু এই সন্ধ্যার মধ্যেই অপর কেউ অভ্যাসবশে অন্য যেসব কৌতুকের পুনরাবৃত্তি করবেন, তার চাইতে পুরনো নয়।

এডিথ অল্ডার্‌সন খোলা দরজার ফাঁক দিয়ে স্বামীকে হাসতে দেখে খুশি হলেন। আজ বাড়ি ফেরার সময়ে ফ্রেডকে অস্বাভাবিক রকম ক্লান্ত ও অবসন্ন দেখাচ্ছিল, আবার সেই পুরনো দিনের মত পেশীতে টান ধরবে ব'লে মনে হচ্ছিল।

অ্যাগ্‌নেস ধীরে ধীরে ডাকলেন, "এডিথ।"

"হাঁ?"

"আমি তোমায় জিজ্ঞেস করছিলাম—"

কিন্তু যা তিনি জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলেন, তা আর জিজ্ঞেস করা হ'ল না। রেডিওর গান হঠাৎ কেটে দিয়ে মনোযোগ দেবার জন্যে জোর হুকুম হ'ল।

নাটকীয় ভঙ্গিতে বলা হ'ল: "এক জরুরী খবর আপনাদের দেবার জন্যে আমরা এই প্রোগ্রাম থামাচ্ছি। আমরা অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস থেকে খবর পেয়েছি আজ অপরাহ্নে নিউইয়র্কে অ্যাভেরি বুলার্ডের মৃত্যু হয়েছে। আমি আবার বলছি—আমরা খবর পেয়েছি অ্যাভেরি বুলার্ড আজ অপরাহ্নে নিউইয়র্কে

মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন। এই মুহূর্তে আমরা কেবল এইটুকুই জানি। বেশী খবর পাবামাত্রই আমরা আপনাদের জানাব। সব শেষ ঘটনার জন্যে এই স্টেশন ধ'রে রাখবেন।"

কথার মাঝখানেই আবার গান শুরু হ'ল। কেউ চট ক'রে সুইচ টিপে দিলেন আর দুটি ঘর স্তব্ধ নীরবতায় ভ'রে গেল।

সবারই চোখ পড়ল ফ্রেডারিক অল্ডার্‌সনের দিকে। তিনি মাঝখানটিতে মেঝের উপর দাঁড়িয়ে, তাঁর কৃশ দেহ খুব সামান্য কাঁপছে, যেন মনে হয় তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়বেন। এডিথ তাড়াতাড়ি তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালেন।

মিল্‌ড্রেড উইলোবি ফিসফিস ক'রে বললেন, "তোমার মনে আছে এ ঘটবার ঠিক আগে আমি কিসের কথা বলছিলুম—অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া?"

অ্যাগ্‌নেস বিস্ময়ে ঘাড় নাড়লেন। "প্রায় মনে হচ্ছে তুমি যেন ভবিষ্যতের আভাস পেয়েছিলে।"

যে-কথাটি সব সময়ে জিজ্ঞেস করা হয়, জিম উইলোবি তাই জিজ্ঞেস করলেন, "বয়স কত হয়েছিল ফ্রেড?"

ফ্রেডারিক অল্ডার্‌সনের ঠোঁট নড়ল, কিন্তু প্রথমে কোন আওয়াজ বেরল না। তারপর ধীরে ধীরে কথাগুলি বেরিয়ে এল, "তিনি আমার চেয়ে পাঁচ বছরের ছোট ছিলেন—মোটে ছাপান্ন।"

এডিথ অল্ডার্‌সন তাড়াতাড়ি মন স্থির ক'রে বললেন, "আমাদের যেতে হবে। আমি দুঃখিত, মিল্‌ড্রেড, কিন্তু নিশ্চয় জানি তুমি বুঝবে।"

"অবশ্যই, আমি বুঝতে পারছি।"

ফ্রেডারিক অল্ডার্‌সন বললেন, "হাঁ-হাঁ, আমাদের যেতে হবে।"

জিম তাঁর টুপি এনে দিলেন আর এডিথ বসবার ঘরে তাঁর ব্যাগটি নেবার জন্যে ফিরে গেলেন।

জর্জ স্মিথ বললেন, "যদি আমার কিছু করবার থাকে-", অন্য সকলেও দরজার কাছে ক্ষুদ্র অর্ধচন্দ্রাকারে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে এই কথারই পুনরুক্তি করলেন।

এডিথ অল্ডার্‌সন বললেন, "আমি আপনাদের জানাব।" তারপর স্বামীর বাহুর উপর হাত রেখে তাঁকে সঙ্গে ক'রে দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলেন।

টেলিফোন বাজছিল, মিল্‌ড্রেড উইলোবি তার জবাব দিলেন। "কে—ও হাঁ, মিসেস ওয়ালিং,—হাঁ, তাঁরা এখানে ছিলেন, কিন্তু এইমাত্র চ'লে গেলেন-হাঁ, আমরা তা রেডিওতে শুনলুম—হাঁ, তাঁরা জানেন—না, কিছু না, মিসেস ওয়ালিং, টেলিফোন করার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ।"

তিনি বললেন, "মিসেস ওয়ালিং টেলিফোন করছিলেন, ফ্রেড ও এডিথকে খবরটা দেবার জন্যে।"

জর্জ স্মিথ গম্ভীরভাবে বললেন, "মনে হ'ল ফ্রেড খুব গভীর আঘাত পেয়েছে।"

উইলোবি বললেন, "হাঁ, এমন ব্যাপার ত আঘাত করবেই। আমি জানি, যখন মিঃ পেন মারা যান তখন কিরকম হয়েছিল। একই ব্যাপার। হার্টের অসুখ। ঠিক এইভাবেই তিনি গেলেন।"

অ্যাগ্‌নেস বললেন, "সেদিন সকাল বেলা তিনি মাঠের ঘাস কাটছিলেন। মিঃ পেন সর্বদা নিজের মাঠের ঘাস নিজেই কাটতেন।"

মিল্‌ড্রেড নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "সেই জন্যেই ত আমি জর্জকে আমাদের মাঠের ঘাস কাটতে দিই না, মাঠে জমা বরফও কোদাল দিয়ে সাফ করতে দিই না। আচ্ছা, এবার তা হ'লে আমরা ত বসলেই পারি। ফ্রেড ও এডিথের জায়গা খালিই থাকবে, কি আর করা যাবে; টেবিল ত সেইভাবেই সাজানো হয়েছে।"

জর্জ তাঁর স্ত্রীর চেয়ারটি ধ'রে রইলেন, তারপর তেমনি দাঁড়িয়ে টেবিলের অন্যদিকে তাকালেন। "আমি ভাবছি জিম—জান, ফ্রেডের পক্ষে এর মানে কি হবে?"

"ফ্রেডের পক্ষে?"

"তিনিই এখন কোম্পানির প্রেসিডেন্ট হবেন, নয় কি?"

"বটে, তাই ত ঠিক। বোধ হয় তিনিই হবেন।"

অ্যাগ্‌নেস প্রশ্ন করলেন, "তুমি কি সত্যই তাই মনে কর, জর্জ? আমি ভাবতুম ঐ মিঃ ডাড্‌লেই হবেন বুঝি।"

মিল্‌ড্রেড বললেন, "ওমা, তিনিই না সব চেয়ে সুন্দর মানুষটি।"

জর্জ ভ্রূকুটি করলেন। "আমার মতামত যদি চাও, তো বলব ফ্রেডই হবেন।"

অ্যাগ্‌নেস বললেন, "এডিথের পক্ষে তা চমৎকার হবে। কে না জানে যে সে-ই এর যোগ্য, আর ঐ ডাড্‌লের স্ত্রীর ধরনধারণ আমার কখনই তত ভাল লাগেনি।"

বাজিয়ে-সর্দারের ছড়ি তোলার ভঙ্গিতে তাঁর চামচটি উঠিয়ে মিল্‌ড্রেড বললেন, "এ-কথা তুমি আবার বলতে পার।" তাঁর চামচটি ফলের পেয়ালায় ডুবল আর ডিনারও আরম্ভ হ'ল।

পেন্‌সিল্‌ভ্যানিয়ায় আল্‌টুনার ৯,০০০ ফুট উপরে

সন্ধ্যা ৭-২২

ট্রান্‌স্‌ ন্যাশন্যাল এয়ার-লাইন্‌সের বিজ্ঞাপন-বিভাগীয় ম্যানেজার এই গাড়িটিতে যদি বিমানে থাকতেন, তবে তাঁর পেশাদারী তৎপরতায় তিনি ৯ নম্বর আসনের ভদ্রলোকটির এক রঙিন ফটো নিতে চাইতেন। ছবিটি নিঃসন্দেহে এমন নিখুঁত যে জনপ্রিয় পত্রিকাগুলির পাঠকদের বিশ্বাস জন্মাতে পারত জাতির সবচেয়ে গণ্যমান্য লোকেরা টি এন এ-তে ভ্রমণ করতে পছন্দ করেন। কোনও মডেলের দোকান কখনও এমন একটি মানুষ দিতে পারত না, যার মধ্য থেকে তেমন যথার্থ সম্ভ্রান্ত জ্যোতি বিচ্ছুরিত হয়। লোকটি নিঃসংশয়ে রাজা হয়েই যেন জন্মেছে, সবাই যাকে দেখা মাত্রই মার্কিন অভিজাত-কুলের সেরা ক্ষুদ্র একটি চাক্ষুষ প্রতিমূর্তি ব'লেই মেনে নেবে। এই ৯ নম্বর আসনের ভদ্রলোকটির চেহারায় যে-মর্যাদার পরিচয় রয়েছে, কেউই সন্দেহ করবে না তার অন্য কোন পরিচয় থাকতে পারে, এমনকি, খুব তীক্ষ্ণদৃষ্টি লোকেরাও নয়।

এই ৯ নম্বর আসনের ভদ্রলোকটি হলেন ওয়াল্টার ডাড্‌লে। যে-সত্যটি আসলে ধরা যায় না, সেটি হ'ল, তিনি আইওয়ার একটি ছোট গ্রামে জন্মেছিলেন। এক নিঃস্ব, জীবনে বীতস্পৃহ, পশু চিকিৎসকের ছেলে। "ডাক্তার" ডাড্‌লের মনে বিখ্যাত শল্য-চিকিৎসক হবার স্বপ্ন ছিল, কিন্তু মেডিকেল স্কুলের পড়া ভাল ক'রে শেষ করবার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে শেষে দ্বিতীয় পছন্দ হিসাবে পশুচিকিৎসাই তিনি অনিচ্ছার সঙ্গে গ্রহণ করেন। দুর্ভাগ্যের উপর দুর্ভাগ্য এই যে তাঁর অসন্তোষ থেকে এমন এক তিক্ততা এল যার ফলে জীবিকার জন্যে যেসব চাষী ও গোয়ালা মেষপালকদের উপর নির্ভর করতে তিনি বাধ্য হয়েছিলেন, তারাও দূরে স'রে গেল।

তরুণ ওয়াল্টারের মা, যাতে তাঁর স্বামীকে চাষারা পছন্দ করে, তেমনভাবে তাঁকে চালাবার সাধ্যমত চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর চেষ্টার প্রভাব "ডাক্তার" ডাড্‌লের উপরে সামান্যই হয়েছিল, হয়তো কিছুই হয়নি। কিন্তু এর ফলে এমন এক আবহাওয়া সৃষ্টি হ'ল যাতে তাঁর ছেলে জানতে পারলেন—শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে একথা বুঝতে পারার আগেই শুধু মাত্র তরুণেরাই শিখতে পারে—"লোকের সঙ্গে মানিয়ে চলাই" হচ্ছে জীবনে সব চেয়ে দরকারী জিনিস।

পরে ওয়াল্টারের যখন তাঁর বাবার ব্যর্থতার পরিমাণ বোঝবার বয়েস হ'ল,

তখন তিনি বুঝলেন লোকের কাছে নিজেকে প্রিয় করবার দিকে বৃদ্ধের অমার্জনীয় অবহেলা এর জন্যে সম্পূর্ণ দায়ী। ওয়াল্টারের একথা মনে হয়নি যে তাঁর এই বিচারদণ্ড এই জন্যে লঘু করা উচিত যে, তাঁর বাবাকে যে শুয়োরদের ছিন্ন-কোষ ক'রে তাঁর স্বল্প আয়ের বেশির ভাগটিই রোজগার করতে হ'ত, এবং তাই ছিল মস্ত শল্য-চিকিৎসক হওয়ার স্বপ্নের এক ব্যর্থ ও ক্ষুদ্র পরিণতি। বাবার এই স্বপ্ন তিনি কোনদিন বুঝতে পারেন নি, কেননা, বালক বয়সেও তিনি স্বপ্নবিলাসী ছিলেন না।

বালক ওয়াল্টারের মনটি জ্ঞানার্জনের পক্ষে নিতান্তই উপযোগী ছিল, আর বিদ্যালয়ে সর্বদাই তিনি ভাল নম্বর পেতেন। তিনি যা-কিছু পড়তেন আর শুনতেন, সেসব মনে ক'রে রাখা তাঁর পক্ষে খুব সহজ ছিল, কারণ তাঁর সযত্নে সাজানো স্মৃতিগুলি কল্পনার ঘূর্ণী হাওয়ায় কখনও বিক্ষিপ্ত হ'ত না, যা-কিছু তিনি মনের মধ্যে গুছিয়ে রাখতেন, তা প্রয়োজন হ'লেই স্মরণে আসবার অপেক্ষায় থাকত। তাঁর শিক্ষকেরা, বিশেষতঃ যাঁরা স্মরণশক্তি উজ্জীবিত রাখবার পদ্ধতি শিক্ষা দিতেন, আর তাঁদের সংখ্যাই ছিল বেশি,—তাঁরা মনে করতেন তিনি একজন "খুব ভাল ছাত্র।" হাই স্কুলের বাইশজন সিনিয়র ছাত্রের মধ্যে তিনি দ্বিতীয় স্থান নিয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। প্রথম হবার সম্মান না পেয়ে যে সামান্য নৈরাশ্য তাঁর জেগেছিল, ক্লাসের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়ে হাইস্কুলের বার্ষিক পত্রিকায় "সব চেয়ে জনপ্রিয় সিনিয়র" নাম পেয়ে তার চেয়ে ঢের বেশীই আনন্দ হ'ল তাঁর।

ওয়াল্টার ডাড্লের জীবন ইতিমধ্যেই যে-ছাঁচে গড়া হয়েছিল, তাঁর ফুট-বলের অভিজ্ঞতাও ছিল সেই রকম। তাঁর স্বভাবে প্রতিযোগিতার খেলার দিকে ঝোঁক ছিল না, বিশেষতঃ যাতে দেহের সংযোগ রয়েছে; কিন্তু ছোট একটি স্কুলে, যেখানে নির্দিষ্ট এগারোটি ইউনিফর্ম পরবার ছেলেই প্রায় পাওয়া যায় না, সেখানে তাঁর খেলার অংশ নেওয়া অনিবার্য হয়ে পড়েছিল। বয়সের পক্ষে তাঁর দেহটি ছিল বড়, ছ' ফুট এক ইঞ্চি লম্বা আর ওজন একশ' নব্বই পাউণ্ড, আর খেলায় না নামলে সারা ছাত্র সম্প্রদায়ের সঙ্গেই তাঁর বন্ধুত্ব মাটি হয়ে যেত।

খেলা থেকে তিনি সামান্যই আনন্দ পেতেন। তাঁর শরীরে এক বিশেষ কোমলতা ছিল, বহু শিক্ষা অনুশীলনের পরেও তা যেন গেল না, শারীরিক যন্ত্রণাটা তিনি অনুভব করতেন সাধারণের চেয়ে বেশী। দেখা যেত হুড়োমুড়ি খেলার দৈহিক তৃপ্তিতে অন্য ছেলেরা আমোদ পাচ্ছে, কিন্তু ওয়াল্টার ডাড্লের কাছে সে ছিল এক সহনীয় বস্তু—খেলার দলের সঙ্গীদের কাছে খাতির পাবার

জন্যে করতেই হবে। পোশাক-ঘরে সরস হাসিঠাট্টায় যোগ দেবার সুযোগের জন্যে আর শহরের প্রত্যেক লোকের উল্লাস সংবর্ধনার মধ্যে মাঠে দৌড়ে যাবার ঠিক পূর্বে খেলার শিক্ষকের উৎসাহ উপদেশের কথা শোনবার জন্যে গোল হয়ে ফিরে থাকা দলটিতে স্থান পাবার আনন্দের জন্যেই তাঁকে এই মূল্য দিতে হ'ত।

কেউ কখনও একথা জানত না যে ওয়াল্টারের ভয় হ'ত। কিন্তু তিনি পিছিয়ে যাননি। ভীতু মানুষেরা কখনও কখনও যেমন হয় সেইভাবে জোর, বেপরোয়া চেষ্টা করার ঝোঁক তাঁব ছিল। 'জুনিয়র' শ্রেণীতে তিনি দলেব ক্যাপ্টেন নির্বাচিত হন, আর সিনিয়ব শ্রেণীতে সারা রাজ্যের হাই স্কুলের দলে সম্মানের সঙ্গে উল্লেখযোগ্য খেলোয়াড় হিসাবে দ্য মোয়ানের এক খবরেব কাগজে তাঁর নাম বেরিয়েছিল। স্কুলের কেউই কখনও এ-সম্মান পায়নি। তাঁকে সোনার ফুটবল পুরস্কার দেবার জন্যে এক বিশেষ সভা ডাকা হয়েছিল। সোনার ফুটবলটির সোনালী রং করা পিতল বেরিয়ে পড়বাব বহুকাল পরেও ওয়াল্টারের যেকথাটি মনে ছিল, তা এই যে, সব ছাত্রের দল "ফর হি'জ এ জলি গুড ফেলো" গানটি গাইবার জন্যে উঠে দাঁড়িয়েছিল।

সেবার শরৎকালে ওয়াল্টার ডাড্লে একটি বৃত্তি নিয়ে কলেজে গেলেন, জন কতক প্রাক্তন ছাত্র ফুটবল দলে সাফল্যের সম্ভাবনায় তাঁকে বেছে নিয়েছিল, তাদের সাহায্যও তিনি পেলেন। প্রথম কয়েক সপ্তাহের প্রাথমিক শিক্ষাতেই দেখা গেল ওয়াল্টারের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বার যোগ্যতা নেই। কিন্তু যাতে তাঁর মুরুব্বিরা তাঁর সম্বন্ধে মন্দ না ভাবেন, সেদিকে লক্ষ্য রেখে ভালো খেলা দেখাবার জন্যে তিনি নির্দয়ভাবে নিজেকে শিক্ষা দিতে লাগলেন। শেষে যখন খেলা অভ্যাসের সময় এক খেলোয়াড়েব ধাক্কায় কাঁধের একটি হাড় ভেঙ্গে গেল আর খেলার অভ্যাস করা বন্ধ হয়ে গেল, তখন তিনি যে স্বস্তিই বোধ করছিলেন তা নিজেরও কাছে স্বীকার করতে পারেন নি। কিন্তু ফুটবল দলের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন হ'ল না। তাঁর খাওয়া থাকার পরিবর্তে কাজ পড়ল 'স্যাঙ্ক-টাম' নামে ঘরটি দেখাশুনা করা। মাঠের দোতলা বাড়ির এই ঘরটি খেলাব সর্দারদের ক্লাবঘর হিসাবে আলাদা করা ছিল। অন্য কেউ এই ঘরের দরজা ডিঙ্গোতে পেত না, তাদের কাছে ঘরটির জৌলুস লোভনীয় ছিল। আসলে ঘরটি ছিল নোংরা ধূসর-বাদামি রঙ-এর আর সব সময়েই দুর্গন্ধযুক্ত। ঘরটির ভিতরে থাকবার মধ্যে ছিল শুধু কটা ভাঙ্গা টেবিল আর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত চেয়ার। কাঁধের হাড় ভাঙ্গার ঘটনাটির আগে খেলার পাণ্ডারা ওয়াল্টকে কিছু নূতন আসবাবপত্র আনুক, এই দাবি করেছিল। এ-দাবি ছোটখাট এক জুলুম

হিসাবে তিনি সঙ্গতভাবেই অগ্রাহ্য করেন। কিন্তু তার পরেও সর্দারেরা যে তাঁকে ভিতরে আসতে আর সিগারেট খেয়ে যেসব দোষজনক প্রমাণ প'ড়ে থাকত তা পরিষ্কার করতে দিত, তারই কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তিনি আগ্রহ সহকারে খোঁজ করতে লেগে গেলেন। এইভাবেই তাঁর বার্নি স্লুজ্ম্যানের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়।

বার্নি লোকটির মনে ইচ্ছে ছিল অনেক। কলেজ অ্যাভিনিউয়ে এক নূতন ও পুরনো আসবাবের দোকান চালাত সে। যখন ওয়াল্ট আসবাবের আশায় তার কাছে যান, সেও তাড়াতাড়ি এক পাল্টা প্রস্তাব করল। সে বলল প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে বয়োবৃদ্ধ খেলার পাণ্ডাদের কাছে আসবাব কেনবার জন্যে অর্থ সংগ্রহ করা হোক না কেন—বার্নি তাতে বাড়তি দাম না ধ'রেই দাতার নাম খোদাই করা পিতলের ফলক এঁটে দেবে। ওয়াল্ট তালিকা তৈরি ক'রে চিঠি-গুলি লিখে দিলেন। একমাসের মধ্যেই স্যাঙ্কটামে ছাব্বিশটি নূতন চেয়ার, দুটি চামড়ার মেজ, চারটি টেবিল ডেস্ক, একটি বরফের বাক্স এসে গেল। খেলার সর্দারেরা ওয়াল্ট ডাড্লেকে পুরস্কারস্বরূপ স্যাঙ্কটামের একটি চাবি দিলেন। তাঁর বাকী কলেজ জীবনে, যারা খেলোয়াড় নয়, তাদের মধ্যে একমাত্র তিনিই ক্লাবঘরের সমস্ত সুযোগ উপভোগ করতে পেলেন।

ওয়াল্ট ডাড্লের টাকা তোলবার ক্ষমতার কাহিনীটি সারা কলেজে ছড়িয়ে পড়ল। খবরের কাগজ ও বার্ষিক পত্রিকা দুয়েরই বিজ্ঞাপন ও বিক্রয়ের কর্মীদলে তিনি নিযুক্ত হলেন। জুনিয়ার শ্রেণীতেই শুধু ক্লাসের প্রেসিডেন্ট নয়, বার্ষিক পত্রিকার বাণিজ্য-ম্যানেজারও নির্বাচিত হলেন। এত সম্মান পূর্বে কারও ভাগ্যে ঘটেনি। ভোটে তাঁর নাম যাদুমন্ত্রের মত ছিল। ওয়াল্ট ডাড্লেকে সকলেই পছন্দ করত।

কলেজ জীবনের পরবর্তী অধ্যায়ে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল, বার্নি স্লুজ্ম্যানের সঙ্গে তাঁর স্থায়ী সম্পর্ক। স্যাঙ্কটামের পরিকল্পনায় সাফল্যের পর বার্নি, যেসব ছাত্র মেসবাড়ি ও ছাত্রাবাসের সামান্য আসবাবে খুশি ছিল না, তাদের আসবাব বিক্রি করবার সুযোগ দেন। দস্তুরির টাকাতেই তাঁর কলেজের শিক্ষার বেশির ভাগ খরচ চ'লে গেল, এবং, আরও গুরুত্বের কথা, তিনি আসবাবপত্রের ব্যবসা শিখতে আরম্ভ করলেন।

বার্নিই পরামর্শ দেয় ডিগ্রী পাবার পর ওয়াল্ট পাইকারি আসবাব বিক্রেতার চাকরি নেন যেন। আর নিজের ডিপ্লোমা ও কলেজের ফলাফলের চেয়ে বেশী বার্নির সুপারিশের জোরেই তিনি ট্রেড্ওয়ে আসবাব কোম্পানির মিনি-পোলিস এলাকার এজেন্ট এ. বি. পয়েন্ডেক্সটারের কাছে জুনিয়র বিক্রেতা হয়ে ঢোকবার সুযোগ পেলেন।

ছ বছরে ওয়াল্টার ডাড্লে এতটা কৃতিত্ব দেখান যে অ্যাভেরি বুলার্ড তাঁকে বেছে নিলেন। বুলার্ড তখন ট্রেড্ওয়ে ফার্নিচারের সেল্স ম্যানেজার। ক্যান্সাস সিটিতে নিজের একটি বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করবার জন্যে তিনি ডাড্লেকে উৎসাহ দিলেন। ১৯৩৬ সালে, ট্রেড্ওয়ে কর্পোরেশন গঠিত হবার পর, তিনি নিজস্ব বিক্রয় কেন্দ্রটি বন্ধ ক'রে জেলার সেল্স ম্যানেজার হিসাবে কর্পোরেশনে যোগ দেন। আরও কতকগুলি পরিবর্তন হ'ল, প্রত্যেকটিই উপর দিকে; তারপর তাঁর পদ হ'ল ওয়েস্টার্ন সেল্স ম্যানেজার, প্রধান কেন্দ্র হ'ল শিকাগোয়। ১৯৪৫ সালে তাঁকে মিল্বার্গে ফিরিয়ে এনে বিক্রয় বিভাগীয় ভাইস-প্রেসিডেন্ট করা হয়।

তিপ্পান্ন বছর বয়েসে ওয়াল্টার ডাড্লে বোধ হয় সারা আসবাব ব্যবসায়ে সব চেয়ে সুপরিচিত লোক ছিলেন। নাম ও চেহারার ক্ষেত্রে তাঁর স্মরণ-শক্তি ছিল অদ্ভুত। শিকাগোর এক বাজারে দুজন সেল্স্ম্যান মার্চ্যান্ডাইজ মার্টে ট্রেড্ওয়ে প্রদর্শনী ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে সত্যিই সংখ্যা গুণছিল। তারা শুনতে পেল ডাড্লে দু'শ আঠারো জন আসবাবের দোকানের মালিক ও খরিদ্দারকে নাম ধ'রে অভ্যর্থনা করলেন, শুধু একটি মাত্র লোকের নাম তাঁর মনে আসেনি। এমন শত শত আসবাব ব্যবসায়ী ছিল যাদের মনে হ'ত চমৎকার মানুষ ওয়াল্ট ডাড্লের সঙ্গে একবার করমর্দন করবার সুযোগ না পেলে বাজারে আসাটা অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

পিছন দিকে তাকালে মনে হ'ত ওয়াল্টার ডাড্লের জীবন এমনই ধরা-বাঁধা পথে চলেছে যেন ভাগ্যদেবী তার গতি এক মাপকাঠি দিয়ে নির্দিষ্ট ক'রে দিয়েছিলেন। আসলে তিনি কোন বাঁধা পথ ভেবেচিন্তে অনুসরণ করেন নি। সারা জীবনে তিনি ভবিষ্যতের দুর্ভাবনা ভেবে খুব অল্পই সময় নষ্ট করেছেন। তিনি যখন অধীনস্থ অল্পবয়সী বিক্রেতাদের উপদেশ দিতেন, তখন সম্পূর্ণ সত্য কথাই বলতেন। সে-উপদেশ হ'ল: "কাজ কর, এই হ'ল উত্তর। শুধু কাজ ক'রে যাও, ভাবনা ক'র না। গোল পোস্টের দিকে নজর দিও না, বলের উপরে চোখ রাখ। যদি তুমি সারাক্ষণ তোমার জায়গায় ঠিক থাক, আর ক্রমাগত মেরে যাও, তা হ'লে শীগ্গীরই হোক বা দেরিতেই হোক, খেলায় তোমার জিত হবেই।"

তিনি যেমন উপদেশ দিতেন, কাজও করতেন তেমনই। তাঁর বন্ধুত্ব করবার ক্ষমতা আর স্মরণশক্তি তার মস্ত এক সুবিধে হয়েছিল; কিন্তু তাঁর যে অফুরন্ত স্ফূর্তির ভাণ্ডার ছিল, তা না থাকলে এই দুটি শক্তির কোনটিই কার্যকরী হ'ত না। যখন বিক্রেতাদের সঙ্গে তিনি ঘুরতেন, এটা প্রায়ই

তিনি করতেন—তখন তিনি এমন এক কর্মসূচীর পক্ষপাতী ছিলেন যাতে গোড়াতে দিনটি তাঁরা শুরু করতেন ভোরবেলাই এক খোলা দোকানে গিয়ে তারপর দ্রুত তাঁদের চলা আরম্ভ হ'ত—আর শেষ হ'ত কাছাকাছি কোন দোকানে গিয়ে, যেটি সন্ধ্যা পর্যন্ত খোলা থাকত। তারপর মাঝরাত্রি পর্যন্ত হোটেলের ঘরে আলোচনা চলত। কাজ শেষ ক'রে যখন তিনি স্থানান্তরে যেতেন, তখন পিছনে প'ড়ে থাকত এক দল ক্লান্ত ও বিস্মিত বিক্রেতা। তারা যখন পরে একসঙ্গে মিলে আলোচনা করত, তখন স্বীকার করতে বাধ্য হ'ত যে তিনি বোঝাবুঝির ঊর্ধ্বে এক আশ্চর্য মানুষ।

ওয়াল্টার ডাড্‌লের কাজ করবার স্ফূর্তি যেমন তাঁর বিক্রেতাদের বোঝা-বুঝির বাইরে ছিল, তেমনই এটাও সমান সত্যি তা তাঁর নিজের বুদ্ধিরও অগম্য ছিল। এর উৎসস্থল তিনি জানতেন না, আর তা অনুসন্ধান ক'রে সময় নষ্টও করেন নি। হিসাব করা উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাঁর প্রেরণাশক্তি যোগায় নি, যদিও অপরের পক্ষে সেকথা বিশ্বাস করা কঠিন হ'ত। তিনি দৌড়তেন বটে, তবে সামনে লক্ষ্য না রেখেই দৌড়তেন। দৌড়নই ছিল তাঁর জীবনের মন্ত্র। যদি জোরে ছোটা যায় আর যথেষ্ট বন্ধু জোটানো যায়, তবে সব কিছুই ঠিক ভাবে চ'লে যায়।

ওয়াল্টার ডাড্‌লের জীবনে মাত্র দুজন লোক এসেছিলেন যাঁরা কখনও কখনও তাঁদের পুরাপুরি বন্ধুত্ব না দিয়ে যেন তাঁকে বিব্রত করেছিলেন। একজন ছিলেন অ্যাভেরি বুলার্ড, অপর জন তাঁর স্ত্রী ক্যাথারিন।

বিবাহে ওয়াল্টার ডাড্‌লের জীবনের সোজাসুজি ধারার কোনও ব্যতিক্রম ঘটেনি। কলেজের পর সেই প্রথম বছরে ক্যাথারিনের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। তিনি মিঃ পয়েন্‌ডেক্সটারের এক বন্ধুর মেয়ে, লেক অব দি আইল্‌সের কাছাকাছি এক বাড়িতে থাকতেন। সেই বাড়িতেই ওয়াল্টার তাঁর শিক্ষার শেষ পর্যায় আরম্ভ করেন। সেখানেই তিনি প্রথম কক্‌টেল পান করেন, প্রথম বার সৌখিন ডিনার কোট পরেন এবং উচ্চস্তরের সামাজিক জীবনের বিলাস শিখে নেন। ভাল শিক্ষার্থী ছিলেন আর সহজে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিলেন আর ক্যাথারিনের এই ধারনাই বদ্ধমূল হ'ল যে প্রার্থীদের মধ্যে ইনিই সব চেয়ে পছন্দসইভাবে টিঁকে গেলেন, যাঁর কাছে তাঁর প্রধান দুটি ত্রুটি ধরা পড়ল না। প্রথম, তাঁর বাবা, যতটা মনে হ'ত, তার চেয়ে অনেক কম ধনী আর দ্বিতীয়, ক্যাথারিনের যৌন আকাঙ্ক্ষার সম্পূর্ণ অভাব না থাকলেও অভিজ্ঞ পরীক্ষাধীন পাণিপ্রার্থীদের প্রত্যাশার তুলনায় তা যথেষ্ট ছিল না। সৌভাগ্যবশতঃ ওয়াল্টারের কোন অভিজ্ঞতাই ছিল না। পরের জুনেই তাদের বিয়ে হ'ল।

পরে বিবাহিত জীবনের গোড়ার ক' বছর, স্ত্রীর কাছ থেকে সাড়া না পেয়ে মাঝে মাঝে তাঁর খারাপ লাগত। কিন্তু তা খুব এক সাংঘাতিক দু-শ্চিন্তায় দাঁড়াবার আগেই তিনি দেখলেন তাঁর নিজের আকাঙ্ক্ষাও ক্রমশই ক'মে যাচ্ছে, আর অপ্রস্তুত হওয়ার আগেই তিনি প্রেম নিবেদন একেবারে কমিয়ে দিলেন। ক্রমেই প্রতি বছরে তা আরও হ্রাস পেতে লাগল। ছেলে-মেয়েই হ'ল না তাঁদের।

স্ত্রীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের চেয়ে অ্যাভেরি বুলার্ডের সঙ্গে কাজের সম্পর্ক আসলে তাঁকে বেশী উদ্বিগ্ন করেছিল। সেখানেও সংযোগের অভাবই ছিল তাঁর অসুবিধে। মিল্‌বার্গে যাবার আগে অ্যাভেরি বুলার্ডের সঙ্গে তাঁর বছরে দু তিন বারের বেশি দেখা হ'ত না। আর যেহেতু তাঁদের সাক্ষাতের কারণটি প্রায়ই হ'ত পদ বা বেতন বৃদ্ধি সম্পর্কিত, তাই সেজন্যে তিনি মিঃ বুলার্ডকে একজন সর্বদা খুশী মানুষ ও তাঁর বহু বন্ধুর মধ্যে সব চেয়ে আন্তরিক বন্ধু ব'লে মনে করতে আরম্ভ করেছিলেন।

মিল্‌বার্গে আসার পর অ্যাভেরি বুলার্ডের সংস্পর্শে প্রায় প্রতিদিন আসার ফলে তিনি এক ভয়াবহ জিনিস আবিষ্কার করলেন। আগে সর্বদাই ওয়াল্ট ডাড্‌লে তাঁর সব সমস্যাই সমাধান করতে সক্ষম হয়েছিলেন, যেমন ক'রে তিনি লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতেন, সেভাবে। একেই তিনি তাঁর "বিক্রয়-দক্ষতা" মনে করতেন। অ্যাভেরি বুলার্ডের সাড়া পাওয়া যেত সাংঘাতিক কম। সচরাচর তিনি যথেষ্ট আমুদে ছিলেন, কিন্তু তাঁর প্রশ্ন চলত অবিরাম আর সাধারণ খোসগল্পকে তিনি উত্তর ব'লে মনে করতেন না। আরও অসুবিধে বেড়ে গিয়েছিল এই জন্যে যে মিঃ বুলার্ড যেসব তথ্য চাইতেন, তার বেশির ভাগ ছিল ভবিষ্যৎ সম্পর্কে। ওয়াল্টার ডাড্‌লের স্বপ্নবর্জিত মনে ভবিষ্যতের কোনও আকারই ছিল না। তাঁর অবস্থা হয়েছিল সে-ধরনের এক সৈনিকের মত, আসল হাতাহাতি লড়াইয়ের মুখামুখি সারা সময় কাটিয়ে যাঁকে হঠাৎ এনে খাস দপ্তরের এক ডেস্কে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে আর বলা হয়েছে বড় বড় যুদ্ধের সমগ্র রণকৌশলের পরিকল্পনা করতে; সে-যুদ্ধ হবে এক অনির্দিষ্ট কালে, অজানা জায়গায় আর তার অস্ত্রশস্ত্রও এখনও আবিষ্কৃত হয়নি।

যদিও অ্যাভেরি বুলার্ডের অবিরাম প্রশ্ন সময়ে সময়ে অত্যাচারেরই সামিল হয়ে পড়ত, তা হ'লেও ডাড্‌লের বিরক্তি বা রাগ হয়নি। তার বদলে প্রেসিডেন্টের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা সর্বদা বেড়েই চলেছিল আর নিজেকে বুলার্ডের ছাঁচে গ'ড়ে তোলবার তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন।

যখনই তিনি নূতন ক'রে নিজের অক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন হতেন, তখনই অনিবার্যভাবে নিরুৎসাহ হয়ে পড়তেন। এমনি এক সময়ে লরেন শ প্রথম তাঁর উদ্ধারে আসেন। অ্যাভেরি বুলার্ড সম্প্রতি "দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার" ঝোঁকে মেতে ছিলেন, পরের পাঁচ বছরের জন্যে প্রতি বছরের হিসাব ক'রে প্রত্যেক কারখানা ধ'রে বার্ষিক বিক্রয়ের একটি বরাদ্দ চান তিনি। ডাড্‌লে এক সপ্তাহ ধ'রে এই কাজটি নিয়ে গোল পাকিয়ে চলেছিলেন, একের পর এক ভুল হয়ে যাচ্ছিল। পরে একদিন বিকেলে শ সাহায্য করবার প্রস্তাব নিয়ে তাঁর দপ্তরে ঢুকে পড়লেন। এ হচ্ছে হিসাব-রক্ষক হয়ে তাঁর কোম্পানিতে যোগ দেবার মাত্র কয়েক মাস পরের কথা। অজানা জিনিসকে উল্লেখযোগ্য অঙ্কের সুন্দর সাজানো সারিতে পরিণত করবার যে অদ্ভুত ক্ষমতা শ-এর ছিল, ডাড্‌লে তা জানতেন না। এর আগে কারুর উপর যিনি নির্ভর না ক'রে চালিয়েছেন, সেই জে. ওয়াল্টার ডাড্‌লে আপাততঃ লরেন শ-এর উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়লেন। হিসাব-রক্ষকের অঙ্কগুলিই তাঁকে মিঃ বুলার্ডের সব চেয়ে জরুরী প্রশ্নগুলির জবাব দিয়ে দিল। এমন ক'রে এর আগে আর কোন কিছুর প্রয়োজন অনুভব করেন নি তিনি।

গত চার বছরে এই নির্ভরশীলতা বন্ধুত্বে পরিণত হয়েছিল,—দপ্তরের মধ্যে আর বাইরেও। যদিও ডাড্‌লে সব ভাইস-প্রেসিডেন্টকেই তাঁর বন্ধু মনে করতেন, তবু নিঃসন্দেহে তাঁর সব চেয়ে আন্তরিক বন্ধু ছিল শ। প্রতি-দিন তার প্রমাণ পাওয়া যেত এবং আজও তার ব্যতিক্রম হয়নি। শ-ই আজ তাঁকে বিমানঘাঁটিতে গাড়ি ক'রে পেঁাছে দেন, আর শ-ই বিকালে তাঁকে নিজের দপ্তরে ডেকে, সামনে যে এক বিপদ থাকতে পারে, তার জন্যে প্রস্তুত ক'রে দেন। তিনি বলেন, "ওয়াল্ট, আমার সন্দেহ হচ্ছে শিকাগোর বাজারে দরে কিছু চাপ দেখতে পাবে। দোকানদারদের মজুত মাল বেশি হয়েছে, সম্ভবতঃ কেনবার জন্যে তারা খুব ব্যস্ত হবে না আর আমাদের কোন কোন প্রতিদ্বন্দ্বী কারবারের জন্যে মুখিয়ে থাকবে। দাম পড়তে পারে। যদি তৈরি থাকতে পার, ব'লে দিচ্ছি, এতেই ফল পাবে।

তারপর শ তাঁকে এক তাড়া চার্ট দিলেন, সেটিই এখন তিনি দেখছিলেন। প্রত্যেক প্রধান জিনিসের এক একটি চার্ট কেবল দুটি রেখার ছেদবিন্দুটি বার করলেই বিভিন্ন দাম ও পরিমাণের হিসাবে তুলনামূলক নিট লাভ তাড়াতাড়ি বার করা যাবে। চার্টগুলি ওলটাতে ওলটাতে ওয়াল্টার ডাড্‌লে নিজেকে পরম নিশ্চিন্ত মনে করলেন। তাড়াতাড়ি কাজ করতে পারলেন, অথচ মিঃ বুলার্ড পরে অস্বস্তিকর প্রশ্নও করতে পারবেন না। লরেন শ তাঁর বড়ই উপকারী বন্ধু।

ডাড্‌লে জানতেন দরের যদি গোলমাল হয়,—তা শীগগীরই আসছে—সকালে যখনই ডাকের অর্ডার ও জোট বাঁধা দোকানের লোকেদের সঙ্গে দেখা হবে, তখনই জানতে পারবেন। চার্টগুলি প'ড়ে নিয়ে তিনি নিজেকে তার জন্যে প্রস্তুত রাখবার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু কাল ও আজকের মধ্যে একটা রাতের ব্যবধান, আর রাত্রির চিন্তাগুলি ক্রমাগত তাঁর মনের সামনে জড় হ'তে লাগল।

দৃঢ়চিত্তে তিনি চার্টগুলি তাঁর ঘোড়ার জিনের চামড়ার ব্যাগে তুলে রাখলেন, আর মনে মনে বললেন ইভা হার্ডিং-এর ব্যাপারটি একেবারে পুরাপুরি ও বরাবরের জন্যে মিটিয়ে ফেলবার সময় এসেছে। আজ রাতে তিনি যদি দুর্বল হন, যেমন দুর্বল তিনি আগেও হয়েছেন...আর তাকে আবার ডেকে বসেন...না, তেমন সিদ্ধান্ত করবার প্রয়োজন আর নেই। যা হবার হয়ে গেছে। শেষবার তাকে ছেড়ে আসবার সময়েই তিনি মন স্থির ক'রে ফেলেছেন। সেই তাঁর সিদ্ধান্ত, শেষ,...একেবারেই শেষ! আর কখনও তিনি ইভা হার্ডিং-এর সঙ্গে দেখা করবেন না। এ-প্রতিজ্ঞা অন্য বারের মত নয়, পালন করবার জন্যেই এ-প্রতিজ্ঞা।

ইভা হার্ডিংই তাঁর জীবনের সরল ধারা থেকে তাঁকে এক পাশে সরিয়ে নিয়েছেন। তাঁকে যে নিয়ে যাওয়াই হয়েছিল, সে-বিষয়ে এখন আর প্রশ্ন করবার কিছু নেই। তখন ইভা তাঁকে তাঁর অনিচ্ছার জন্যে যেমন তিরস্কার করত, তেমনই খোলাখুলিভাবে এ-কথাও সে পরে স্বীকার করেছিল। এই স্বীকৃতির ঘনিষ্ঠ অবস্থায় তিনি দেখতে পেলেন ইভার সে-দোষ মেনে নেওয়া তার বকুনির মতই মনোমুগ্ধকর, যদিও এই ঘটনার পর ক্যাথারিনের তুলনায় ইভাকে খানিকটা অস্বাভাবিক মেয়েই মনে হয়েছিল। তাঁর অভিজ্ঞতায় তিনি একথা শেখেন নি যে যৌন আকাঙ্ক্ষা মেয়েদের পক্ষে অসম্ভব কোনও লক্ষণ নয়, বা কোনও সহৃদয়া নারীর ক্ষুধার্ত পুরুষকে যৌন পরিতৃপ্তি দেওয়া অনুগ্রহ ছাড়া অন্য কিছুও হ'তে পারে।

এক গ্রীষ্মের বাজারে সর্বপ্রথম ওয়াল্টার ডাড্‌লের মনে ইভা হার্ডিং-এর চেহারা ও নামের ছাপ পড়েছিল। তার সঙ্গে প্রদর্শনী-কক্ষে আলাপ করিয়ে দেয় শিকাগো দপ্তরের এক বিক্রেতা, মর্ট ফিনি। মর্ট তাঁর কানে কানে মন্তব্য করে "বাহাদুর মেয়ে, উত্তর মিচিগানে সম্প্রতি সে এক সাজসজ্জার দোকান খুলেছে—ভালভাবে নজরে রাখবার মতই মেয়ে।"

শীতের বাজারে ওয়াল্টার ডাড্‌লের স্মরণশক্তি অভ্যস্ত দক্ষতার সঙ্গে কাজ করেছিল। তাঁকে স্মরণ করিয়ে না দিলেও মিস হার্ডিং-এর নাম তিনি মনে রাখতে পেরেছিলেন। উত্তর মিচিগান বুলভার্ডে তার দোকানের

খোঁজ করেছিলেন তিনি। পরবর্তী জুনেও তিনি এই ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি করেন। জানুয়ারীতেও। সেবার যেসব খরিদ্দার মিলওয়ে ফেডারেল নামে ট্রেডওয়ের সব চেয়ে দামী ঔপনিবেশিক ছাঁদের জিনিসগুলিতে অসাধারণ সাফল্য দেখিয়েছে, তাদের এক তালিকায় ইভার নামটি দেখে তাকে তিনি তার কৃতিত্বের জন্যে অভিনন্দন জানালেন, তার দোকানের ফটো ট্রেডওয়ের কোনও বাণিজ্য-পত্রিকার বিজ্ঞাপনে লাগতে পারে, সে-সম্ভাবনার কথাও বললেন। এর ফলে সে তাঁকে তার দোকান দেখবার আমন্ত্রণ জানায়। এই আমন্ত্রণের উপর ওয়াল্টার ডাড্লে বিশেষ কোন গুরুত্ব দেননি, কারণ কারবারের অবস্থা সম্বন্ধে নিয়মিত প্রশ্নের মত এও দোকান মালিকদের এক অভ্যস্ত প্রথা ছিল। পরে অবশ্য মর্ট ফিনি তাঁর কাছে এসে বলে, "কর্তা, আমার মনে হয় শিকাগো গেলে আপনি যদি কোন রকমে দু এক মিনিটের জন্যে ওর দোকানে যেতে পারেন ত ভাল হয়। সত্যি, সব সেরা জিনিসের মজুদ বাড়াতে শুরু করেছে সে। আমার মনে হচ্ছে আপনি নিজে একবারটি গেলে ভিতরের খবর পাবার আমার বড়ই সুবিধে হবে। মেয়ের মত মেয়ে —মাথায় অনেক ফন্দি আছে। আমার যদি ভুল না হয়, তবে তার সঙ্গে কথা ব'লে আপনার ভালই লাগবে।"

শেষের কথাটি যে কতখানি সত্য ভবিষ্যদ্বাণী হয়েছিল, মর্ট ফিনি তা কখনও জানতে পারেনি।

পরের শুক্রবার ওয়াল্টার ডাড্লে বিকেলের দিকে ড্রেক হোটেলে একটা কাজ সেরে ফিরছিলেন, উত্তর মিচিগান বুলভার্ড ধ'রে আসতে আসতে ইভা হার্ডিং-এর দোকানের সামনে তার নামটি দেখতে পেলেন। তিনি ঠিক করলেন মার্চ্যান্ডাইজ মার্টে ফিরে না গিয়ে তার সঙ্গে দেখা ক'রে গেলেই বিকেলের বাকী কয় মিনিটের সদ্ব্যবহার করা হবে।

অল্প অল্প বরফ পড়ছিল আর হ্রদ থেকে প্রবল বাতাস এসে চাবুকের মত লাগছিল। চালককে গাড়ি থামাতে বলবার আগেই গন্তব্যস্থল ছাড়িয়ে যে লম্বা বাড়ির সারি সে পার হয়ে গিয়েছিল ততখানি হেঁটে আসতে আসতে ওয়াল্টার ডাড্লের নিতান্তই ক্লান্তি বোধ হচ্ছিল। অ্যাভেরি বুলার্ডের কথামত যাদের সঙ্গে দেখা করতে তিনি গিয়েছিলেন তা সম্পূর্ণ ব্যর্থই হয়েছিল। মিলবার্গে গিয়ে অপ্রীতিকর রিপোর্টের সম্মুখীন হ'তে হবে তাঁকে। ইভা হার্ডিং-এর কাছে যাওয়া, যদিও এর পর তিনি জরুরী বোধ করলেন, তথাপি তাঁর মনে কোনও আনন্দের সাড়া জাগল না। তিনি শুধু একটা কথা রাখছিলেন মাত্র, যদিও তাঁর মনে হচ্ছিল যে কথা না দিলেই হ'ত।

সাধারণ নীতি হিসাবে ওয়াল্টার ডাড্‌লে ব্যবসায়ী মেয়েদের পছন্দ করতেন না, অবশ্য একথা তিনি কখনও খোলাখুলি প্রকাশ করেন নি—বিশেষতঃ মনে মনে তিনি ইভা হার্ডিংকে যে-শ্রেণীতে ফেলেছিলেন, সেই রকম ব্যবসায়ী মেয়েদের। সেরকম অনেকের সঙ্গেই তাঁর পরিচয় হয়েছিল, তারা সবাই ছিল অতিরিক্ত নির্ভীক আর চালাক, বড় বেশী কঠিন ও ভঙ্গুর, তাদের মধ্যে স্পষ্ট মেয়েলী ধূর্ততা ও পুরুষের অনুকরণের এক খাপছাড়া মিল দেখা যায়।

ইভা হার্ডিং-এর দোকানে পৌঁছবার প্রথম কয়েক মিনিটের মধ্যে, তার বিষয়ে তাঁর গোড়ার ধারণা বদলে যাবার মত কিছুই ঘটেনি,—যদি তার সঙ্গে কথা বলা, তিনি যেমন মনে করেছিলেন, তার চেয়ে কিছু সহজ দেখতে পেলেন। তার ধরনের অনেক মেয়ে যেমন ক'রে থাকে, সেই রকম নিজের "ব্যক্তিত্ব" দেখাতে সে চায়নি। আর তার পর যখন সে তাঁকে তাড়াতাড়ি দোকানের চারদিকে দেখাতে নিয়ে গেল, কারবারের যে, পরিকল্পনাগুলি তাঁর মনোযোগে আনবার জন্যে সে বেছে নিল, তাতে সে অসাধারণ বিচারবুদ্ধি দেখাল, জানা ব্যাপারগুলি বাদ দিয়ে যেগুলি সত্যই নতুন ধরনের, কেবল সেগুলির বিষয়েই সে মন্তব্য করল।

যখন তাঁরা দোতলায় মজুত আসবাব দেখাবার জন্যে সাজানো ঘরে পৌঁছলেন, তখন ওয়াল্টার ডাড্‌লের আগ্রহ তীব্র হয়ে উঠল। ট্রেড্‌ওয়ের আসবাব সেখানে বলতে গেলে এমন একটি ছিল না, যা সে বদল ক'রে কিছু উন্নতি ক'রে নেয়নি। ১৬০৪ নং খাবার টেবিলটাতে পিতলের অংশগুলি পরিবর্তন ক'রে তার যে-বৈশিষ্ট্য খুলেছে, আগে তা ছিল না। ৩৭০বি টেবিলে কাঁচের নিচে এক সোনালী চীনা বাহারী কাগজ রয়েছে। ৯১৮১ নম্বর-এ দরজাগুলির উপর চারটি ছোট পিতলের তাবকা লাগিয়ে অদ্ভুত পরিবর্তন হয়েছে।

ইভা তাকে বুঝিয়ে দিল সব দোকানে একই জিনিস রয়েছে তাদের সঙ্গে সরাসরি প্রতিযোগিতা বাঁচাবার জন্যে এরকম বদল করা দরকার, যেন তার ভয় হ'ল ওয়াল্টারকে তিনি খুশি করতে পারবেন না, কথাগুলি তাই খানিকটা দোষ স্বীকারের মতই শোনাল, আবার স্পষ্টই তার আনন্দ হ'ল যখন ডাড্‌লে তার কয়েকটি পরিকল্পনা কিনে নেবার প্রস্তাব করলেন। প্রস্তাবটা এড়িয়ে গেল সে। "আপনি যা-কিছু দেখছেন, তার যেকোন একটি আপনি নিলে আমি কৃতার্থ হব, মিঃ ডাড্‌লে। আপনি নিলে খুবই ভাল হবে।" তারপর এক ঘণ্টার উপর তাঁরা কথা বললেন, মিঃ ডাড্‌লের নোট বইয়ের অনেকগুলি পাতা ভ'রে গেল।

বিনা খেয়ালেই সময় কেটে গেল. আর যখন তিনি দেখলেন প্রায় সাতটা বাজে. তখন তাঁর মনে হ'ল তাকে ডিনারে নিমন্ত্রণটুকু অন্তত তিনি করতে পারেন। লক্ষ্য ক'রে তাঁর শ্রদ্ধা বেড়ে গেল যে সে দ্বিধা না ক'রেই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করল, এরকম অবস্থায় ব্যবসায়ের আলাপী কোন পুরুষ যা করত, তার চেয়ে কিছু বেশী বাড়াবাড়ি সে করল না। তার পরামর্শেই তাঁরা জাকুই রেস্তোরায় গেলেন। সেটি ছিল মাত্র কয়েক সারি বাড়ি পরে। যখন তাঁরা দেখলেন অপেক্ষা করার লাইনটি অসম্ভব লম্বা, তখন সে তেমনই স্বাভাবিক ভাবেই বললে, "চলুন, আমার বাড়িতে যাই। তা হ'লে খাবার জন্যে এখানকার চেয়ে বেশী অপেক্ষা করতে হবে না আপনাকে, আর আমি বলতে পারি, আপনি অপেক্ষা করবার সময়েও বেশী আরাম পাবেন। অসম্মতি জানাবার সুযোগ হয়নি. কোন কারণও দেখা যায়নি।

পরে যখন তিনি একথা ভাবতেন—আর এ-বিষয়ে তিনি খুবই ভাবতেন, এত ভাবতেন যে ঐ স্মৃতির আনন্দ শেষকালে বোঝা হয়ে উঠেছিল—তখন তিনি কিছুতেই বুঝতে পারতেন না ইভা হার্ডিং-এর সঙ্গে কাটানো সেই প্রথম সন্ধ্যাটিতে এমন কি ছিল যা তাঁকে এতখানি সুখ দিয়েছিল। এক মুহূর্তের জন্যেও অন্ততঃ মনে হয়েছিল এর একমাত্র যে সহজ কারণ থাকতে পারে তা এই যে ব্যবসায়ে ইভা যে-মানুষ, বাড়িতে সে তা নয়. তা দেখতে পেয়েই তাঁর এ-আনন্দ এসেছিল। তখনই তিনি জানতেন তাঁর এ-ব্যাখ্যা অসম্পূর্ণ. পরে তা একেবারেই অকেজো হয়ে গিয়েছিল।

তার থাকবার ঘরটিতেই এই আনন্দের সূচনা। যে-মুহূর্তে তিনি দরজার ভিতরে পা বাড়ালেন, তখনই তিনি ঘরের মধ্যে এমন এক আরাম ও বিশ্রামের আবহাওয়া পেলেন যে তাঁর মনে হ'ল,—কিন্তু প্রকাশ করলেন না—ক্যাথারিন যে বিখ্যাত কিন্তু অদ্ভুত বেয়াড়া লোকটিকে নিউইয়র্ক থেকে এনেছিলেন, তার পরিবর্তে ইভা হার্ডিং তাঁর বাড়ির ভিতরের কারুকার্য করলেই ভাল হ'ত।

ইভা হার্ডিং জিজ্ঞেস করল, "কিছু না মনে করেন ত বলি, কক্‌টেলটা আপনি তৈরি করবেন কি, মিঃ ডাড্‌লে?" তার পর তারই নির্দেশে তিনি টেবিলের এক কোণে বোতলগুলি ও আর এক কোণে গেলাসগুলি, এবং রান্নাঘরে কক্‌টেল নাড়বার পাত্র ও বরফ পেয়ে গেলেন। কক্‌টেল যখন প্রস্তুত হ'ল, প্রতিদিন সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরবার পূর্বে ক্যাথারিন সর্বদা ভায়োলেটকে দিয়ে সব ঠিক করিয়ে টেবিলে রাখিয়ে দিতেন, আর তিনি সযত্নে রুপালী ট্রে-তে যে কক্‌টেল তৈরি করতেন,—তার চেয়ে এই কক্‌টেল কেমন যেন ঢের ভাল লাগল।

যখন তিনি কক্‌টেল তৈরি করছিলেন, সে-সময়ে ইভা চ'লে গিয়েছিল, ফিরল পোশাক বদলে, রান্নাঘরের উপযোগী লাল চেক দেওয়া ছিটের পোশাক। আগে সে যে ভাল দর্জীর কাটা কালো পোশাক পরেছিল, তা থেকে এ একেবারে যতদূর সম্ভব ভিন্ন ধরনের। সে জিজ্ঞেস করল, "এখানে রান্না-ঘরে ব'সে আপনি যদি আমার খাবার যোগাড় করা দেখেন, তাতে কি আপনার কক্‌টেল খাওয়া মাটি হয়ে যাবে? না কি আপনি আর একটু লৌকিকতা পছন্দ করেন?" উত্তর আগেই দেওয়া হয়ে গিয়েছিল, আর ইভা বলল, "আপনার সম্বন্ধে এই প্রথম আমি যে আন্দাজ করলুম, খুশি হচ্ছি এই দেখে যে তা ঠিক হয়েছে।"

তিনি ব'সে তাকে দেখতে লাগলেন, আসলে এই প্রথম তিনি তাকে মানুষ হিসাবে নজর ক'রে দেখলেন। আর সে-সময়ে তাঁর এই ধারণা হয়েছিল—আর পরেও তা থেকে গেছে—সে রূপসীও নয় আর খুব সাদা-সিধেও নয়, সে সাধারণ চেহারার কোন এক অনির্দিষ্ট মাঝামাঝি পর্যায়ের। কোনক্রমেই ক্যাথারিনের মত আকর্ষণীয় সুন্দরী সে নয়। কিন্তু তার মধ্যে একটি সজীবতার দীপ্তি রয়েছে, তার প্রত্যেকটি ভঙ্গির সাবলীলতা, তার হাতের ক্ষিপ্র, নিশ্চিত ভঙ্গি, তার দৃষ্টির তৎপরতা, মুহূর্তের দ্বিধায় ম্লান না হ'য়েই তার মুখে যে-হাসির ঝিলিকটি ফুটে ওঠে। এইসব কারণেই সে এত সহজ ও সপ্রতিভ।

আগুনের ধারে ব'সে তাঁরা খেলেন, অগ্নিকুণ্ডে এই আগুন করতে তাঁকেই সে অনুরোধ করেছিল। বহুকাল পরেও তাঁর অস্বস্তি হ'ত এই কারণে যে তাঁর স্মরণশক্তির উপর সাধারণতঃ তিনি পূর্ণ বিশ্বাসে নির্ভর করতে পারলেও, সেদিন কি খেয়েছিলেন ঠিক তা স্মরণ করতে পারেন না, শুধু মনে আছে খাওয়াটা ভালই হয়েছিল। তাঁরা যা সব কথা বলেছিলেন, তাও তাঁর স্মরণ নেই, শুধু মনে আছে সে যা কিছু বলেছিল আর তাঁকে বলিয়েছিল, তাতে যেন তারই সজীবতা খানিকটা তাঁর মধ্যে এসে গিয়েছিল। আর যথেষ্ট কথা হবার ঢের আগেই সে ব'লে উঠেছিল, "বাসনগুলি পরিষ্কার করবার সময় হয়েছে," আর তিনি হাসতে হাসতে তাকে সাহায্য করার কথা বলেছিলেন। জবাবে সেও হেসে বলেছিল, "নিশ্চয়, মিঃ ডাড্‌লে, আমিও ঠিক এই আশাই করছিলুম।"

পরে যতদূর তাঁর স্মরণ হ'ত, সারা সন্ধ্যায় সেদিন মাত্র একটি কথা হয়েছিল, যাতে ভবিষ্যতে যা ঘটতে চলেছে, তার বিন্দুমাত্র ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সেটি হ'ল তাঁর যাবার সময়ে, দরজায় তাড়াতাড়িতে সেকখাটির বিনিময় হয়। তাঁরা

করমর্দন করলেন...সেই প্রথম তাঁদের হাত পরস্পরকে স্পর্শ করল...আর তাঁর ধন্যবাদের উত্তরে সে ধীরে ধীরে এক জনপ্রিয় গানের একছত্র শিস দিয়েছিল। ভাগ্যক্রমে গানের কথাগুলি তাঁর মনে ছিল, উত্তরে তিনি সেইটিই মানে ক'রে ব'লে দিলেন, "বাড়ির পুরুষ হয়ে কতই ভাল লেগেছে"...সে হাসল, তিনিও হাসলেন; তিনি বললেন "গুড নাইট, মিস হার্ডিং", সে বললে, "গুড নাইট, মিঃ ডাড্লে"...আর যখন তিনি পামার হাউসের একুশ তলায় তাঁর চাবিটি আর অ্যাভেরি বুলার্ডের সঙ্গে কথা বলবার চিরকুটটি তুলে ডেস্কের সামনে এসে দাঁড়ালেন, তখন এগারোটা বেজে পাঁচ মিনিট হয়েছে। তাঁর মনে ছিল, কারণ মিল্‌বার্গে মাঝরাত্রির পর তিনি টেলিফোনের লাইন পেলেন আর মিঃ বুলার্ড বলেছিলেন, "এখন আমায় একথা বল না যে তুমি এতক্ষণ একজন খরিদ্দারের আপ্যায়ন করছিলে." তিনি উত্তর দেন, "আপনি বিশ্বাস করুন আর নাই করুন মিঃ বুলার্ড, একজন খরিদ্দারই আমার আপ্যায়ন করছিল।"

পরের কয়েক সপ্তাহ ওয়াল্টার ডাড্লের জীবনে সব চেয়ে চাঞ্চল্যকর রহস্যময় সময় গেল। সম্পূর্ণ অজানা কোনও কারণে তিনি ইভার চিন্তা মন থেকে দূরে রাখতে পারতেন না। আর তার চেয়েও বেশী অস্বস্তির কথা ছিল এই যে রাতে তিনি জেগে উঠতেন, আর কল্পনাপ্রসূ অন্ধকারের মধ্যে সে যেন তার পাশে শুয়ে থাকত, যেন ঠোঁট দিয়ে তাঁর ঠোঁট স্পর্শ করত—আর তার পর ভয় পেয়ে তিনি বিছানা ছেড়ে উঠে পড়তেন, নিচে লাইব্রেরী ঘরে গিয়ে সিগারেট টানতেন। তাতেও যদি তাঁর ভালবাসার পাগলামির ছাপ মুছে না যেত, তবে বাড়ি ছাড়িয়ে তিনি মস্ত ঠাণ্ডা রান্নাঘরটির সাদা স্বল্প আলোয় ঘুরে বেড়াতেন, আর তারপরে সব সময়েই তিনি শান্ত হতেন। কেবল এই রাতগুলি ছাড়া আর কখনও তিনি রান্নাঘরে ঢোকেন নি, কারণ ক্যাথারিন তাঁকে সাবধান ক'রে দিয়েছিলেন রান্নাঘরটি হ'ল ভায়োলেটের নিজস্ব এলাকা, ভাল রাঁধনীদের খুশি রাখতে হয়, কারণ একবার একটিকে হারালে আজকালকার দিনে তার জায়গায় আর একজন পাওয়া প্রায় অসম্ভব।

মার্চ মাসে পশ্চিম উপকূলে যাবার পথে তিনি শিকাগোতে এলেন। নিজেকে তিনি বুঝিয়েছিলেন ইভা হার্ডিং-এর সঙ্গে দেখা করবার কোন অভি-প্রায়ই তাঁর নেই আর বিমানঘাঁটি থেকে তাকে যখন টেলিফোন করেন তাঁর আবার সেখানে যাবার আশা যে সে করেছিল কথায় তার সামান্য মাত্রও ইঙ্গিত পাওয়া যায়নি। কিন্তু রাত্রিগুলি যে-মায়া নিয়ে তাঁর কাছে দেখা দিত, তেমনই রহস্যময় কোনও আকর্ষণে যেই তিনি তার বাড়ির দরজা পার হলেন, তখনই

এক মুহূর্ত ইতস্তত না ক'রে তাঁরা পরস্পরের আলিঙ্গনাবদ্ধ হলেন কল্পনা আর কল্পনা রইল না, মধ্যবর্তী বিচ্ছেদের ক' মাস যে-বেদনা তাঁরা সহ্য করেছেন—এটা তারই রূপান্তর।

তিনি ধ'রেই নিয়েছিলেন যে তাঁর যৌন ক্ষমতা ক'মে যাচ্ছে, বয়েস তাঁর বীর্যকে যুদ্ধে পরাস্ত করেছে। কিন্তু ইভা হার্ডিং-এর সাহচর্যের ফলে তিনি মহোল্লাসে নিজের মধ্যে এমন পুরুষত্বের সন্ধান পেলেন যা তাঁর তরুণ বয়সের সকল অভিজ্ঞতাও ছাড়িয়ে গেল। দীপ্ত চোখে তাঁর মুখের পানে চেয়ে পুলকে কম্পমান হাত দুটি তাঁর গালের উপর রেখে ইভা বলেছিল, "প্রিয়তম, তুমি সত্যি, সত্যিই এত তরুণ!"

সে-মুহূর্তটি তিনি কখনও ভুলবেন বা কোনদিন অনুতপ্ত হবেন না তার জন্যে—কিন্তু সেদিনই এই সব কিছু শেষ হয়ে যাওয়া উচিত ছিল, পরে তিনি প্রতিজ্ঞাও করেছিলেন। কিন্তু তা হয়নি। ইভা যদি একটি বার কখনও তাঁর উপর একটুও দাবি খাটাত, বা দখলের বিন্দুমাত্র চিহ্নও দেখাত তবে তা হয়ত শেষ হয়ে যেত। কিন্তু সে তা করেনি। তাকে তিনি অপ্রত্যাশিত সময়ে ডাকতেন, সে সব সময়েই হাজির থাকত। তাকে তিনি যা কিছু করতে বলেছেন, তাতে কখনও মনে হয়নি যে তাতে তার সামান্যমাত্র অসুবিধাও হয়েছে বা তার জীবনের অন্য কোন ব্যাপারে লেশমাত্রও ব্যাঘাত ঘটেছে। সে কিছুই চায়নি, এমন কি ভালবাসার কথাটি পর্যন্ত নয়; সে-মুহূর্তে সে-দাবি অগ্রাহ্য করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হ'ত। আর ফিরে আসবার কোন ছুতা না ক'রেই সে তাঁকে চ'লে যেতে দিত। তিনি যদি ফিরে না আসতেন, তবে কোন প্রতিশ্রুতি ভাঙা হ'ত না।

যখন তিনি আবার এলেন, বরং সেদিনই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হ'ল—আর সে-প্রতিশ্রুতি ছিল তাঁর নিজের কাছেই। বিচারে সে-প্রতিশ্রুতি সর্বদাই অসার প্রমাণিত হ'ত, কারণ ইভা হার্ডিং ক্যাথারিনের উপর তাঁর ভালবাসা নষ্ট ক'রে দেবে, এই ভুল কথাটি ধ'রে নিয়েই এই প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল। তা ঘটেনি, তা ঘটবেও না। এই যে এখন আকাশে নয় হাজার ফুট উঁচুতে, মাটি থেকে তিনি যতটা বিচ্ছিন্ন, ইভার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ক্যাথারিনের সম্পর্ক থেকে ততখানিই পৃথক।

না, ইভা হার্ডিং-এর সঙ্গে আর কখনও তাঁর দেখা করা উচিত নয়, তার কারণ ক্যাথারিন নয়। আসল কারণ এই যে, এক অতি আকাঙ্ক্ষিত শান্তির মধ্যে পালাবার স্থান হচ্ছে ইভার সান্নিধ্য। আজ রাত্রে এই সভায় ব'সে অপেক্ষা ক'রে, কি ঘটতে পারে না জেনে, অ্যাভেরি বুলার্ডের পৌঁছবার

আগের মুহূর্ত পর্যন্ত মনের মধ্যে ভয় নিয়ে তাঁর মন চ'লে গিয়েছিল ইভা হার্ডিং-এর কাছে। ইভা হার্ডিং ভয় থেকে পলায়নের উপায়। কিন্তু এই পলায়ন তিনি কখনই মেনে নিতে চাননি। মানুষকে খেটে যেতে হবে, ...প্রাণপণে ল'ড়ে চলতে হবে, যখন সে ভয় পাচ্ছে, তখনও...হাঁ, যেহেতু সে ভয় পেয়েছে। ভয়কে জয় করতেই হবে...পালাতে সাহস হয় না...সেখানে থেকে শেষ অবধি ল'ড়ে যেতে হবে।

"মিঃ ডাড্‌লে?"

তিনি মুখ তুললেন। এয়ারহোস্টেস তাঁর দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে আছেন।

"আপনার ডিনার চাই?"

তাঁর খাওয়া হয়নি, কিন্তু বললেন, "না, ধন্যবাদ।" যদি ওর চেহারাটি তাঁকে ইভা হার্ডিং-এর কথা আরও কম মনে করিয়ে দিত, তবে তিনি "হাঁ" বলতেন।

তাতে কিছু আসে যায় না। পামার হাউসে নেমে তিনি কিছু খাবার খেয়ে যাবেন। শুতে যাবার আগে তাঁর হাতে যথেষ্ট সময় থাকবে।

তাঁর ব্যাগটি আবার খুলে তিনি লরেন শ-এর তৈরি চার্টগুলি বার করলেন।

মিল্‌বার্গ, পেন্‌সিল্‌ভ্যানিয়া

সন্ধ্যা ৭-২৮

ডন ওয়ালিং তাঁর বাড়ির পিছনে ওকগাছ্‌গুলির মধ্যে সম্পূর্ণ ঢাকা এক বন্ধুর পাহাড়ের চূড়ার কালো ছায়ায় দাঁড়িয়েছিলেন। কতক্ষণ তিনি এখানে দাঁড়িয়েছিলেন, সে-খেয়াল তাঁর নেই; কিন্তু যখন তাঁর হাতের উপর থেকে তাঁর অবশ দেহের ভার তুললেন, তখন দেখেন পাহাড়ের গায়ের এবড়ো-খেবড়ো দাগে তাঁর হাতের তেলোয় লাল ছাপ প'ড়ে গেছে।

অ্যাভেরি বুলার্ডের মৃত্যু-সংবাদের সাংঘাতিক বেদনা ধীরে ধীরে ক'মে আসছিল, কিন্তু বেদনার তীব্রতা ক'মে যাওয়ায় ব্যক্তিগত ক্ষতির অনুভূতি আরও তীব্র হয়ে উঠল। তাঁর চোখ গিয়ে পড়ল বাড়িটির উপরে, আর যা-কিছু তিনি দেখতে পেলেন, তা অ্যাভেরি বুলার্ডের মহত্ত্বের কথাই তাঁকে মনে করিয়ে দিল। তাঁর যা-কিছু আছে...সবকিছু অ্যাভেরি বুলার্ডের থেকেই এসেছে। এমন কি অ্যাভেরি বুলার্ড না হ'লে মেরীও তাঁর হতেন

না, যদি সেই রাতটিতে শিকাগোতে অ্যাভেরি বুলার্ডের সঙ্গে তাঁর দেখা না হ'ত, যদি অ্যাভেরি বুলার্ড তাঁকে পিট্‌স্‌বার্গে আবার না পাঠাতেন, তিনি যে মেরীর যোগ্য তা প্রমাণ করবার সুযোগ যদি অ্যাভেরি বুলার্ড তাঁকে না দিতেন।

স্ত্রীর চিন্তায় অজ্ঞাতেই তাঁর দুঃখের ভার ক'মে গেল। ভালবাসা আর মৃত্যুর মধ্যে তাঁর মনে একটা যোগাযোগ ছিল। মেরীর বাবার মৃত্যুর রাত্রিটিতেই তিনি তাঁর প্রেমে পড়েন।

অ্যাভেরি বুলার্ড তাঁকে পিট্‌স্‌বার্গে কগ্‌ল্যান কারখানায় পাঠাবার প্রথম কয়েক সপ্তাহ পর মাইক কোভালিসকে খুঁজে বার করবার জন্যে ডন ওয়ালিং চেষ্টা করেন। তাঁর নামে টেলিফোন ছিল না, আর শ্যেন্‌লী হিলের পুরাতন হোটেলটির তখন এক নূতন মালিক হয়েছিল। সে আগের মালিকের সম্বন্ধে কিছুই জানত না। শেষে এক গ্রীক-মার্কিন ক্লাবে একজনের সঙ্গে তাঁর দেখা হ'ল। সেখানে মাইক এক সময়ে সভ্য ছিলেন; লোকটির কাছ থেকে তিনি জানতে পারলেন কোভালিস সাংঘাতিক অসুস্থ। তিনি তখনই হাসপাতালে যান পরে তাঁর এজন্যে আনন্দ হ'ল যে তিনি দেরি করেন নি। আগন্তুকদের আসতে দেওয়ার সেই ছিল শেষ রাত্রি। সেদিন সন্ধ্যায় তিনি মেরীকে হাসপাতালে দেখেন, কিন্তু তাঁর মন পড়েছিল মেয়েটির বাবার দিকে। পরে তাঁকে দেখে প্রথম মুহূর্তেই তাঁর আশ্চর্য লাগল, এই কি সেই ডিগ-ডিগে মেয়েটি, যে পিছনকার দরজা দিয়ে হোটেলে আসত আর রান্নাঘরের এক কোণে ব'সে ক্রমাগত, এমন কি খেতে খেতেও, বই পড়ত?

এক সপ্তাহ পরে যে-রাত্রে তাঁর বাবার মৃত্যু হয়, সে-রাত্রে মেরী কোভালিস তাঁকে ডাকেন। কথাও দিয়েছিলেন তিনি ডাকবেন। আর ডন তাঁর কাছে যাবার জন্যে বেরিয়ে পড়েন। সেই সময়েই—যদি সে-মুহূর্তটি কখনও চিহ্নিত করতে পারা যেত, তিনি তাঁর প্রেমে পড়েন। তিনি সুন্দরী, প্রাচীন এথেন্সের ছাঁদে গড়া তাঁর নিখুঁত মুখশ্রী দেখে ডনের গ্রীক ভাস্কর্যের কথা মনে প'ড়ে যেত; কিন্তু রূপই তাঁকে সব চেয়ে বেশী আকৃষ্ট করেনি। বাইরে উজ্জ্বল হয়ে উঠত তাঁর অন্তরের আসল রূপটি, এই শক্তি দুঃখের মূল্য না কমিয়েও তাকে তার উর্ধ্বে উঠতে সক্ষম করেছিল, এক যথার্থ মহত্ত্ব, এমন এক নারীত্ব—যা সব-কিছুই দিতে পারে—একজন স্ত্রীলোকের পক্ষে যা দেওয়া সম্ভব অথচ তার জন্যে সম্পূর্ণ নির্ভরশীলতার প্রচলিত মূল্যটি দাবি করে না, এই সবই ছিল তাঁর আকর্ষণ। তিনি জানতেন কোন মানুষই এমন কোন শক্তি দিতে পারে না, যার প্রতিদান মেরী কোভালিস অন্যভাবে দিতে না পারে।

এমন এক শক্তির প্রয়োজন ছিল ওয়ালিং-এর, তিনি ধীরে ধীরে বাড়ির দিকে চলতে লাগলেন। তিনি জানতেন বারান্দার ধারে তাঁর জন্যে মেরী অপেক্ষা করছেন, তবু সোজাসুজি তাঁর দিকে তাকিয়ে তাঁর উপস্থিতি মেনে নেবার ইচ্ছা হ'ল না। যখন তিনি স্ত্রীর পাশে পেঁ ৗছলেন, তখন তিনি ডনের হাতটি নিজের হাতের মধ্যে নিলেন, আর সেই সময়ে কিছু বলার চাইতে তাঁর নীরবতা, অধিক সুবুদ্ধিরই পরিচায়ক।

ডন প্রায় ধরা গলাতেই জিজ্ঞেস করলেন, "ফ্রেড অল্ডার্‌সনকে ধরতে পারলে ?"

"তাঁরা ডিনারে উইলোবিদের বাড়ি গিয়েছিলেন, আমি যখন ফোন করি, সে-সময়েই তাঁরা চ'লে যাচ্ছিলেন। তাঁরা রেডিওতে খবরটি শুনলেন।"

"আমি বরং ফ্রেডকে ডেকে দেখি আমার কিছু করবার আছে কিনা।"

মেরী সাবধানে শান্তভাবে বললেন, "তিনি আরও কয়েক মিনিট বাড়ি পৌছবেন না। উইলোবিদের বাড়ি থেকে গাড়িতে বেশ খানিকটা আসতে হবে। এস, খেয়ে নাও, ডন। সবই তৈরি আছে।"

তিনি যন্ত্রের মত স্ত্রীকে অনুসরণ করলেন, আর তেমনই যন্ত্রের মতই সামনে যা দেওয়া হ'ল, খেতে আরম্ভ করলেন। তিনি বুঝতে পারছিলেন তাঁর স্ত্রী কথা বলতে চান, কিন্তু যে পর্যন্ত না তিনি সহজভাবে কথা বলতে পারলেন ততক্ষণ তাঁর স্ত্রী যে অপেক্ষা করলেন, সেজন্যে ডন তাঁর সুবিবেচনায় তারিফ করলেন।

যে-আসনটিতে তাঁদের নয় বছরের ছেলেটি সাধারণতঃ বসত, সেটি শূন্য দেখতে পেয়ে এই নীরবতা ভঙ্গ করবার জন্যে একটি অন্য কথা এসে গেল, "স্টিভ কোথায় গেল রাত্রে ?"

"ক্রুস্টারদের বাড়িতে—কেনীর জন্মদিনের নিমন্ত্রণ।"

সকালে তাঁদের এ-বিষয়ে আলোচনা হয়েছে, ভাসা ভাসা মনে প'ড়ে যাওয়ায় তিনি অন্যমনস্কভাবে সায় দিলেন—আজকের সকাল যেন একমাস আগে গত হয়ে গেছে।

অবশেষে তিনি বললেন, "আহা," আর এই কথাটিই যেন ঝাঁপ দেবার মত হ'ল, "সমস্ত পৃথিবীটাই যেন ওলট পালট হয়ে গেল।"

"হাঁ।" এ-স্বরে শুধু আরও কিছু বলবার মৃদু আমন্ত্রণই ছিল।

"যা ঘটতে পারে তেমন অনেক কিছুই আমি ভেবেছি, প্রায় সব কিছুই ভেবেছি, কেবল এটি ছাড়া। এটি—মানে, এ হচ্ছে এমন জিনিস যা ঘটতে পারে না।"

"কিন্তু এ ত ঘটেছে," মেরী দৃঢ়স্বরে বললেন, যেন তাঁকে এটি মেনে নেবার দাবি করছেন।

তাঁর এই দাবিতে যুক্তি ছিল, তাঁর স্বামী তা বুঝলেন। একবার তিনি যদি খোলাখুলিভাবে অ্যাভেরি বুলার্ডের মৃত্যুর কথা স্বীকার ক'রে নেন, তবে তাঁর মনের একটি দরজা বন্ধ হয়ে যাবে ও একটি দরজা খুলবে। তাই তিনি ধীরে ধীরে বললেন, "হাঁ তাঁর মৃত্যু হয়েছে," আর তাঁর স্বরে সিদ্ধান্তের ইঙ্গিত ছিল।

তাঁর স্ত্রী এই ফাঁকে বললেন, "ডন, আমি জানি এখনও তুমি এ-বিষয়ে ভাববার অবকাশ পাওনি—তুমি ত একথা ভাববেই, যখন ভাববে তখন এই ভেবে চিন্তিত হয়ে প'ড় না যে অ্যাভেরি বুলার্ডের জায়গায় অন্য কেউ ট্রেড্ওয়ে কর্পোরেশনের প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন। কোম্পানি চলতেই থাকবে—তুমিও।"

স্ত্রীর স্বরের প্রবল আন্তরিকতায় তিনি বুঝতে পারলেন তাঁর মনে কোনও ভয় লুকিয়ে আছে। তিনি বললেন, "তুমি কিসেব ভাবনা করছ?"

"তোমার।"

"আমার?"

"হাঁ।"

"কেন?"

মেরী ইতস্তত করতে লাগলেন, যেন আরও বলা উচিত হবে কিনা, তাই তিনি ভেবে দেখছেন। "ডন, আমি জানি অ্যাভেরি বুলার্ড তোমার কাছে কতখানি ছিলেন। তোমাব কাছে অ্যাভেরি বুলার্ডই ছিলেন কোম্পানি—সব কিছু।"

প্লেটে একটু খাবার নাড়াচাড়া করতে করতে নিষ্প্রাণ অথচ সতর্ক গলায় তিনি বললেন, "আমি ঠিকই থাকব।"

টেবিলের উপর হাত বাড়িয়ে স্বামীর হাতের উল্টা পিঠ ধীরে ধীরে আঙ্গুল দিয়ে স্পর্শ করলেন তিনি, "আমি জানি তুমি ঠিক থাকবে, ডন। যদি আমি এমন কিছু ব'লে ফেলে থাকি যা বলা উচিত ছিল না, আমায় ক্ষমা কর।"

"এখন বরং ফ্রেডকে ডাকা যাক।" তিনি চেয়ারটি পিছনে ঠেলে তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন। মেরী অন্যদিকে ফিরলেন, আর ডন বুঝতে পারলেন তিনি মেরীকে আঘাত দিয়েছেন। তিনি মেরীর চেয়ারের পিছনে গিয়ে ধীরে ধীরে তাঁর কাঁধের উপর হাত দুটি রাখলেন, "আমি দুঃখিত। তেমনভাবে আমি কিছু বলিনি। একটু অস্থির হয়ে পড়েছি, এই মাত্র।"

তিনি দেখলেন মেরী তাড়াতাড়ি ডান হাতটি উঠিয়ে তাঁর বাঁ হাতের উপর রাখলেন, মেরীর সজল কালো চোখ দুটি স্থির রইল তাঁর চোখের উপর।

"আমি তোমায় ভালবাসি, ডন, আর আমি চাই না তুমি আঘাত পাও—এইটুকুই মাত্র।"

স্ত্রীর কাঁধ দুটিতে হাত রাখলেন তিনি। "নিশ্চয়, তা আমি জানি।"

মেরী তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে বললেন "অল্ডারসনদের নম্বর ঐ প্যাডে রয়েছে।"

নম্বরটির জন্যে তিনি টেলিফোনের ডায়াল করলেন, নম্বরটা এনগেজ্‌ড ছিল।

"তার চেয়ে বরং আমি চ'লে যাই, কি করতে পারি দেখি।"

"ডন?"

তিনি নীরবে ফিরে এলেন।

"ইনিই কি নূতন প্রেসিডেন্ট হবেন?"

"কে?"

"মিঃ অল্ডারসন?"

"কি থেকে তুমি তা মনে করছ?"

"আমি তা মনে করিনি। আমি শুধু জিজ্ঞেস করলাম, কারণ তুমিই তাঁকে সাহায্য করবার কথা বলছিলে—যেন তিনিই সব ভার নেবেন।"

নিজের কাছেও এই প্রশ্নটি এড়িয়ে যাচ্ছিলেন তিনি। কিন্তু এমন খোলাখুলি জিজ্ঞেস করায় প্রশ্নটি তাঁর মনের মধ্যে আকাশ-ছোঁয়া রকেটের মত উড়তে লাগল, তারপর বার বার ফেটে পড়তে লাগল অন্য শত প্রশ্নের রূপ নিয়ে।

তিনি নিস্তেজভাবে বললেন, "হাঁ, ফ্রেডের বয়সই সব চেয়ে বেশী। জেসি শহরের বাইরে, ওয়াল্টও তাই—না, আমার কোন ধারণা নেই—কে জানে কে প্রেসিডেন্ট হবে।"

"যদি মিঃ ফিট্‌জ্‌জেরাল্ড বেঁচে থাকতেন, তবে এ-বিষয়ে কোন প্রশ্নই উঠত না; নয় কি?"

"আমার তা মনে হয় না?"

"কিন্তু তাঁর জায়গায় অন্য কেউ যদি নির্বাচিত হতেন?"

"কিন্তু কেউই ত হয়নি।"

তিনি চিন্তিতভাবে বললেন, "আমি ভাবছি কেন হয়নি।"

স্বামীর কণ্ঠস্বরেও তাঁর ভাবনার রেশটি এসে গেল। "আমার মনে হয় আগামী মঙ্গলবারে বোর্ডের সভায় ব্যাপারটা নির্ধারিত হবে—বিশেষ

যেকোনও কারণে নয়—এমনি, আন্দাজ। এখন—" তাঁর স্বর থেমে গেল, আগামী মঙ্গলবার ডিরেক্টর-মণ্ডলী যে অ্যাভেরি বুলার্ডের পরবর্তী ব্যক্তি নির্বাচন করবেন, সেকথা জোর ক'রে বলবার প্রয়োজন তিনি এইভাবে এড়িয়ে গেলেন।

যেমন প্রায়ই ঘটেছে, আজও তেমনি মেরী তাঁর না বলা কথাগুলি যেন শুনতে পেলেন। "বোধ হয় আমার জানা উচিত ছিল, কিন্তু আমি জানি না। কিভাবে নূতন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন, স্টক হোল্ডারেরা করেন, না বোর্ড করে?"

"বোর্ডই করে। হোল্ডারেরা বোর্ডের সভ্য নির্বাচন করেন তারপর বোর্ড কর্মকর্তাদের নির্বাচন করে।"

তিনি আবার বসলেন। মেরী কফি ঢাললেন, "বোর্ডে কতজন আছেন?"

"বোর্ডে? ন'জন; মানে মিঃ ফিট্জ্‌জেরাল্ডের মারা যাবার আগে ন'জন ছিলেন। তারপর আটজন রয়ে গেলেন।"

তিনি বললেন, "মিঃ বুলার্ডকে ছেড়ে সাতজন?"

"ওহো।" বলতে বলতে তাঁর গলার আওয়াজ আটকে যাচ্ছিল, "হাঁ, সাতজন।"

মাথাটি পিছনদিকে হেলিয়ে দিয়ে তিনি গুণতে লাগলেন। "তুমি আর মিঃ অল্ডারসন, জেসি গ্রিম ও ওয়াল্ট ডাড্‌লে, লরেন শ আর নিউইয়র্কের সেই লোকটি।"

"জর্জ ক্যাস্‌ওয়েল।"

"হাঁ, তা হ'লে ছ'জন হ'ল। আর এক জন কে?"

"জুলিয়া ট্রেড্‌ওয়ে প্রিন্স।"

"ও, আমি ভুলে গিয়েছিলাম যে তিনিও একজন ডিরেক্টর।"

"অন্ততঃ নামে। কখনও সভায় আসেন না, কিন্তু এখনও তিনি সরকারী-ভাবে একজন ডিরেক্টর।"

"তোমরাই প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করবে—তোমরা সাতজনে?"

এটি আগের মতই একটি প্রশ্ন, যেন আকাশে ওড়া রকেট।

"হাঁ—হাঁ, বোধ হয় আমরাই করব।"

তাঁর দৃষ্টিতেই সতর্কতা ছিল। "কে হবেন, ডন? কাকে তোমরা নির্বাচন করবে?"

"হা ভগবান, মেরী, এত শীগগীর কেন"—গলার আওয়াজ ঝাঁঝালো হয়ে আসছে টের পেয়ে তিনি চুপ ক'রে গেলেন। স্ত্রীর ক্রমাগত জেরায় জোর ক'রে তিনি চেপে রাখলেন তাঁর বিরক্তি।

মেরী তাড়াতাড়ি বললেন, "আমি দুঃখিত, আমায় মাপ কর।"

তিনি চামচটি পেয়ালার চারদিকে ঘুরিয়ে কফি নাড়তে লাগলেন, পানীয়র ধীরে পাক-খাওয়া ঘূর্ণীটির উপর তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে রইল। অবশেষে তিনি বললেন, "তুমি ঠিক বলেছ। এ ভাবনা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা ক'রে কোন লাভ নেই। কথায় বলে, 'রাজার মৃত্যু হয়েছে, রাজা দীর্ঘজীবী হোন।' তাঁর চামচ নাড়া বন্ধ হ'ল, পেয়ালার ভিতরে ঘূর্ণীটিও মিলিয়ে গেল। 'না, আমি অল্ডারসনকে প্রেসিডেন্ট ব'লে ভাবতে পারছি না। এই কাজ তাঁর পক্ষে খুব বেশী হয়ে পড়বে। বিরাট কোম্পানি। আসলে, ধরতে গেলে, ফ্রেড কখনও অ্যাভেরি বুলার্ডের এক বড়গোছের সেক্রেটারী ছাড়া কখনই অন্য কিছু ছিলেন না। আচ্ছা, মন্তব্যটা হয়ত খুব ন্যায্য হ'ল না—টাকাকড়ির ব্যাপারে তিনি পাকা—খুবই পাকা—কিন্তু অ্যাভেরি বুলার্ডের জায়গায় বসতে হ'লে এর চেয়ে অনেক বেশী কিছু চাই। ফ্রেডের সত্যিই তা নেই।"

তিনি বললেন, "মিঃ গ্রিম?"

"জেসি? হাঁ, জেসি অদ্ভুত মানুষ—কারখানায় চমৎকার, যত লোক আছে তাদের মধ্যে সব চেয়ে ভাল—কিন্তু—"

হাজার স্মৃতি তাঁর মনে ভাসতে লাগল, একটি আর একটির সঙ্গে মিশে গিয়ে, জেসি গ্রিমের ভাবশূন্য চেহারাটির এক সম্পূর্ণ ছবি গ'ড়ে উঠল—তাঁর ধীরে ধীরে পাইপ টানা...তাঁর স্বল্পভাষিতা, যার জন্যে ঘন্টার পর ঘন্টা তিনি একটি কথাও না ব'লে কাটান। না, অ্যাভেরি বুলার্ড যা করেছেন জেসি কখনই তা পারবে না...মানুষের মনে আগুনের শিখা জ্বালানো... অসম্ভব সাধন করবার উদ্দীপনা জ্বালিয়ে দেওয়া। "বলতে খুবই খারাপ লাগছে, জেসিকে এত পছন্দ করি আমি, কিন্তু সে একাজ পারবে না, কিছুতেই না।"

"ওয়াল্ট ডাড্‌লের সম্ভাবনা, কি রকম?"

কথা বলবার আগেই মাথা নাড়তে শুরু করেছিলেন, কিন্তু নিজেকে সামলে নিলেন। হাঁ, ওয়াল্ট ডাড্‌লের মধ্যে কিছু আছে...কথার বাঁধনি, যা জেসির নেই। ওয়াল্ট যখন কথা বলেন তখন লোকে তা শুনতে চায়। তিনি বিক্রি করতে জানেন...আর অন্য লোকেদেরও বিক্রি করতে শেখাতে পারেন। লোকে তাঁকে পছন্দ করে। হাঁ, সেইটিই ওয়াল্টের শক্তি, লোকেদের দিয়ে নিজেকে পছন্দ করানো...কিন্তু এটি তাঁর দুর্বলতাও বটে। সবাই ত অ্যাভেরি বুলার্ডকে পছন্দ করত না। এমন অনেক সময় আসে, যখন প্রেসিডেন্টকে কঠোর হ'তে হয়...চাবুক চালাতে হয়...মানুষের অন্তর জ্বালিয়ে দিতে হয়। মানুষ তোমাকে

ঘৃণা করতে পারে কিন্তু সেকথা ভাববার সাহস হবে না তোমার...এই ভাবেই মানুষ তৈরি করতে হয়...এই ভাবেই কোম্পানি গ'ড়ে তুলতে হয়...তাকে চালু করতে হয়। ওয়াল্ট ডাড্‌লের সেই ভিতরের শক্তি নেই, নেই সেই কঠিন অন্তর, দুনিয়া কি ভাবছে তা গ্রাহ্য না ক'রে দুনিয়ার সঙ্গে লড়াই করবার সেই সাহস। তাঁর কণ্ঠস্বর চিন্তার প্রবাহে ডুবে গেল। উঁচু গলায় তিনি বললেন, "না, ওয়াল্ট ডাড্‌লে নন।"

"তবে লরেন শ'ই র'য়ে গেলেন।"

এক মুহূর্তেই তিনি বাতিল হয়ে গেলেন, "হা ভগবান, না শ নয়।"

"আমি বুঝতে পারিনি এ-বিষয়ে তোমার মনোভাব এতটা প্রবল। আমি জানতুম তুমি ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে খুব বেশী পছন্দ কর না, কিন্তু আমার মনে হ'ত তুমি—"

তিনি কথার মাঝখানেই বললেন "যা আর যে-রকমেই হোক, অ্যাভেরি বুলার্ডের এই একটি জিনিস প্রথম থেকেই আমি কোন দিন বুঝতে পারিনি, তিনি শ'কে কেন কোম্পানিতে আনলেন।"

প্রায় অদৃশ্য হাসি মেরীর কাল চোখের আড়ালে খেলে গেল, "বোধ হয় তার কারণ, তিনি তোমাদের সবাইকার থেকে অন্য রকম—রুটির যেমন গাঁজলা।"

তিনি গম্ভীরমুখে বললেন, "ও কখনও প্রেসিডেন্ট হবে না, একথা তোমায় আমি বলতে পারি।"

"যখন তুমি সকলকেই বাতিল করলে, দেখা যাচ্ছে তুমি নিজেকেই ভোট দিতে মনস্থ করেছ।"

তাঁর কৌতুকের চেষ্টায় ডনের মুখ বিকৃত হয়ে উঠল।

মেরীর গলার সুরটি তাড়াতাড়ি বদলে গেল। "ডন, নূতন প্রেসিডেন্ট যিনিই হোন না কেন তিনি আর একজন অ্যাভেরি বুলার্ড হবেন না। তুমি যদি প্রত্যেককে অ্যাভেরি বুলার্ডের সঙ্গে ওজন ক'রে দেখ, তবে কারুকেই উপযুক্ত মনে হওয়ার সম্ভাবনা নেই।"

তিনি অন্তরে ব্যথা পেলেন আর যাতে বাইরে কোনও প্রতিক্রিয়া না দেখা যায় সেই জন্যে মুখের ভাব নির্বিকার ক'রে নিলেন ; তার কারণ এই নয় যে গোপন সত্যটিতে মেরী খোঁচা দিয়েছেন, তিনি আবার তার খোলস খুলবার চেষ্টা করছেন। মেরীর একটি বৈশিষ্ট্য তাঁর ভাল লাগে না ; কখনও কখনও মেরীর ব্যবহারে তিনি মনে করতে বাধ্য হন, মেরীর কাছে তিনি যেন অস্বাভাবিক মনোবৃত্তির চিকিৎসাযোগ্য এক রোগী আর মেরী যেন একজন শিক্ষয়িত্রী, ক্লাসের ছাত্রদের কাছে তার মতামত প্রকাশ করছেন।

তবু মেরীর কথাই ঠিক। আর একজন অ্যাভেরি বুলার্ড ত হ'তে পারে না। যা কিছু এখন করা যেতে পারে তা হ'ল, যতটা সম্ভব সকলে খুব কাছাকাছি আসা। বাছবার চারটি মাত্র লোক আছেন...না, মাত্র তিনজন... শ'ত বাদ। অল্ডার্সন...গ্রিম...ডাড্‌লে? অল্ডার্সন...গ্রিম? অল্ডারসন। হাঁ, ফ্রেড চালিয়ে যেতে পারেন। তিনিই অ্যাভেরি বুলার্ডের সব চেয়ে নিকটে ছিলেন...সারা কোম্পানিতে কি হচ্ছে সে-সম্বন্ধে সব চেয়ে বেশী তিনিই জানেন এমন সব জিনিস জানেন যা আর কেউ জানে না। কিন্তু ফ্রেড এত দুর্বল। না, হয়ত তা দুর্বলতা নয়...হয়ত মতের মিল। হাঁ, এই ঠিক হয়ত এই কারণেই ফ্রেড কার্যনির্বাহক সমিতির সভায় অ্যাভেরি বুলার্ডের বিপক্ষে কখনও কিছু বলতেন না...কারণ তিনি অ্যাভেরি বুলার্ডের মতই ভাবতেন... যেসব মানুষ পরস্পর ঘনিষ্ঠ তারা যেমন এক রকম ভাবতে শুরু করে, একই মাথা যেন ভাগাভাগি ক'রে নিয়েছে...যেমন তিনি কিছু বলবার আগেই মেরী অনেক সময়ে জানতে পারেন তিনি কি বলতে যাচ্ছেন।

মেরীর স্বরে তাঁর চেতনা ফিরে এল। "তুমি কি নিশ্চয় জান যে মিঃ অল্ডার্সন চাইবেন?"

তিনি চোখ পিট্ পিট্ করতে লাগলেন, ক্ষণিকের জন্যে তাঁর মনে হ'ল মেরী কি সত্যিই এই কথা বলেছেন, না যে-প্রশ্নটি এই মাত্র তাঁর নিজেরই মনের এক কোণে জেগে উঠেছে, এ তারই কল্পিত সমর্থন?

মেরী ব'লে চললেন, "সম্প্রতি তাঁর শরীর খুব ভাল যাচ্ছে না। তাঁর স্ত্রীর কথায় আমি তা জেনেছি—আর তিনি যুবক নন, ডন। বয়েস তাঁর নিশ্চয়ই একষট্টি কি বাষট্টি।"

তিনি হঠাৎ ন'ড়ে উঠে চেয়ার থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে পড়লেন, অনুভব করলেন তাঁর স্থানান্তরে যাওয়া উচিত, এমন সহজ যুক্তির বিচার থেকে পালিয়ে যাওয়া উচিত। মেরী কোন দিন এসব ব্যাপার বোঝেন নি, বোঝেন নি যে সব জিনিসই গণিতের কোন ক্ষুদ্র সমস্যার মত বিচার করা যায় না।

তিনি এড়িয়ে যাবার ছলে দরজায় দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বললেন, "আমি দেখে আসি জেসিকে কি ক'রে খবর দেওয়া যায়।"

তাঁর স্ত্রীও তাঁর সঙ্গে এলেন। "ডন, মিঃ বুলার্ডের পরিবারে কি এমন কেউ আছেন যাঁকে খবর দেওয়া উচিত?"

তিনি বললেন, "পরিবারই নেই তাঁর।" এই কথায় অ্যাভেরি বুলার্ডের জীবনের শূন্যতার কথা তাঁর মনে পড়ল, আর তাঁর নিজের শোক আবার ফিরে এল।

"তাঁর স্ত্রী ত রয়েছেন।"

"স্ত্রী? অনেক বছর আগেই তাঁদের বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়েছে।"

"তবু তিনি হয়ত জানতে চান। বোধ হয় এডিথ অল্ডারসনের কাছে তাঁর ঠিকানা আছে।"

তিনি নির্লিপ্তভাবে বললেন, "বেশ।" অ্যাভেরি বুলার্ডের স্ত্রী, যখন তাঁর স্ত্রীর প্রয়োজন সব চেয়ে বেশী ছিল, সে-সময়ে বুলার্ডের স্ত্রী তাঁকে ত্যাগ করেন। কয়েকবছর আগে জেসি যখন একথা তাকে বলেন তখন তাঁর মনে তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছিল, তার স্মৃতি তিনি চাপা দিয়ে রাখলেন। একথা বহুদিনই তাঁর মনে আসেনি গাড়ির দিকে চলতে চলতে এই ভেবে আশ্চর্য লাগল যে অ্যাভেরি বুলার্ডের যে এক সময়ে স্ত্রী ছিলেন, সেকথা মেরীর মনে আছে।

রাত্রি ৭-৩৮

টেলিফোন যন্ত্রটি প্রসাধন টেবিলের ধার থেকে ঝুলছিল, যন্ত্রটি বেজে চলার একঘেঁয়ে ঘড় ঘড় শব্দের সঙ্গে তাল রেখে সেটি আস্তে আস্তে ঘড়ির দোলকের মত দুলে যাচ্ছিল।

এরিকা মার্টিন বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে মিঃ শ-এর কথাগুলির অবিরাম পুনরাবৃত্তি ছাড়া আর কিছুই শুনতে পাচ্ছিলেন না। "আহা আপনি কি শোনেন নি, মিস মার্টিন? মিঃ বুলার্ড মারা গেছেন।"

খবরটি এসেছিল একটা আঘাতের মত নয়, কনকনে ঠাণ্ডা ইস্পাতের ছুরির ফলার মত, ক্রমশ গভীরভাবে কেটে চলেছে, এক স্নায়ুকেন্দ্রের পর আর এক স্নায়ুকেন্দ্র ছিন্ন ভিন্ন ক'রে ধীরে ধীরে এমন এক অবশতা সর্ব্বাঙ্গে ছড়িয়ে দিচ্ছে যে শেষে তার বিস্মৃতি এল।

বিস্মৃতিতে খানিকটা সময় হারিয়ে গেল, তারপর তিনি অনুভব করলেন তাঁর চেতনা যেন দূর থেকে ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্নভাবে আবার দেহের মধ্যে ফিরে আসছে, কিন্তু মস্তিষ্কের মধ্যে নয়। আর মনে হচ্ছিল যেন তাঁর দেহ তার নিজের চেতনাশক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, আর যে-চেতনা জেগে উঠছে, তা যেন শূন্যতার অসহ্যভার। এ বিষম বোঝা, আর এখন চিরদিন কেবল এই-ই থাকবে। একটি মানুষের জীবনের ভার, চিরদিন অতৃপ্ত সেই অভাব পূরণ, যে-আত্মসমর্পণের স্বপ্ন দেখে তিনি এতদিন ধ'রে প্রস্তুত হয়ে ছিলেন, তা আর কোনদিনই তাঁর পূর্ণ হবে না। তাঁর মন তাঁর দেহের বিরুদ্ধে

আক্ষেপ, জানাচ্ছিল না, বরং দেহই মনের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাচ্ছিল। তাঁর মনই ত তাঁকে পালিয়ে যেতে বাধ্য করেছিল যখন পালাবার কোন, কারণ ছিল না; তাঁকে ভয় দেখিয়েছিল. যখন ভয় পাবার কিছুই ছিল না; যা তাঁর হ'তে পারত, অথচ এখন আর কখনও হওয়া সম্ভব নয়, সেটি তাঁর কাছ থেকে কেউ কেড়ে নিয়েছে।

ধীরে ধীরে মেঘ স'রে যাওয়ার মত অবশভাব ক'মে তাঁর মাথা পরিষ্কার হ'তে লাগল। চোখ খুলে দেখলেন টেলিফোনটি ঝুলছে, নিশ্চয় ওখানেই তিনি সেটাকে ফেলে রেখেছিলেন। নিছক ইচ্ছাশক্তির বলে দেহকে চালালেন তিনি। দেহকে চলতে দেখে তাঁর বড় আশ্চর্য লাগল। উঠে দাঁড়িয়ে তিনি টেলিফোন যথাস্থানে রেখে দিলেন। তারপর তিনি আবার মিঃ শ-এর কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন, যেন দূর থেকে অস্পষ্ট ভেসে আসছে, যেন ওষুধের ঘোরে অজ্ঞান অবস্থায় শোনা কথার মত মনে পড়ছে, তিনি যেন দপ্তরে আসতে বলছেন, "মুশকিল. মিস গার্টিন. কিন্তু আজ রাত্রে আপনার সাহায্য আমার দরকার হবে।"

হলঘরের দরজা টেলিফোন বাজবার সময়ে যেমন খোলা ছিল, তেমনই খোলাই রয়েছে। তিনি দরজা দিয়ে বেরোলেন, এখনও তিনি এত অবশ যে সজ্ঞানে চোখের জল ফেলে সান্ত্বনা পেতেও তিনি অক্ষম।

রাত্রি ৭-৪১

এডিথ অল্ডার্‌সন আড়ষ্টভাবে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে প্রায়-বন্ধ দরজাটির দিকে তাকিয়েছিলেন। তাঁর মুখের শ্বেত বর্ণই ঘরের আবছা অন্ধকারে একমাত্র শুভ্রতা ছিল। দুহাতে তাঁর কনুইদুটি চাপা ছিল, তাঁর রোগা বাহু ও কাঁধ মিলিয়ে দেহটা তাঁর বিরলভাবে বিক্ষিপ্ত মনে হচ্ছিল। সুখী স্ত্রীলোক নন তিনি। তাঁর দেহ যেন তাঁর দুঃখের বাস্তব রূপটিই প্রকাশ পেত।

মিঃ বুলার্ডের মৃত্যুর খবরের পরের মুহূর্তেই যে ভয় নিশ্রিত অনুভূতি জেগেছিল তাঁর কয়েক মিনিট আগে গাড়িতে উইলোবিদের বাড়ি থেকে আসবার সময় তা দৃঢ় হ'ল—ফ্রেডই এরপর ট্রেড্‌ওয়ের প্রেসিডেন্ট হবেন। এতে প্রথমে তাঁর যে-মনোভাব হ'ল, সে পরম স্বস্তিরই—অবশেষে তিনি অ্যাভেরি বুলার্ডের সর্বময় প্রভুত্ব থেকে মুক্তি পেলেন। কিন্তু সে হয়েছিল তিনি ফ্রেডের চেহারাটি দেখবার আর ফিরবার পথে ফ্রেডের সঙ্গে কথা হবার পূর্বে।

তিনি এখন ফ্রেডের গলা শুনতে পাচ্ছিলেন, নিউইয়র্কের সেই

মিঃ ওল্ডহ্যামের সঙ্গে শবদেহটি মিল্‌বার্গে আনার বন্দোবস্ত সম্পর্কে কথা বলছেন। তিনি শুনছিলেন প্রত্যেকটি কথার সঙ্গে ফ্রেডের গলার শব্দ শক্ত হয়ে উঠছে, ক্রমশ বেশী আত্মপ্রত্যয়ক হয়ে উঠছে। দু এক মিনিটেই এই কথা শেষ হবে। তারপর তিনি দরজা থেকে বেরিয়ে আসবেন, এডিথকে গিয়ে তাঁর সামনে দাঁড়াতে হবে। তারই প্রস্তুতিতে তাঁর সারা শরীর কঠিন হয়ে উঠল, পেশী-গুলি শক্ত হ'ল, পাতলা ঠোঁট দুটি তিনি জোরে চেপে রইলেন, তাঁর কাঁধের শিরাগুলি সারি সারি স্পষ্ট হয়ে উঠল।

পরের কয়েক মিনিটই তাঁর আত্মরক্ষার জন্যে লড়াই করবার শেষ সুযোগ... তাঁদের জীবনের যেটুকু অবশিষ্ট আছে সেটুকু বাঁচাবার শেষ সুযোগ। তিনি প্রস্তুত ছিলেন না...এ-ঘটনা বড় তাড়াতাড়ি ঘটে গেল...সতর্ক হবার কোন সঙ্কেত পাওয়া যায়নি। আরও খারাপ এই যে পাল্টা লড়াই করবার অভ্যাসটিও তাঁর চ'লে গেছে। অ্যাভেরি বুলার্ডের সঙ্গে সংগ্রামে হার মেনে নেওয়ার পর এর মাঝে অনেকগুলি বছরই চ'লে গেছে।

একটু সময় পাবার জন্যে তিনি ব্যাকুল...প্রতিটি পদক্ষেপ তাঁকে আর একটি মূল্যবান মুহূর্ত এনে দেবে...অন্ধকার হল থেকে তিনি বসবার ঘরের প্রায় সমান অন্ধকারে গেলেন। বাইরে রোদ তখনও উজ্জ্বল কিন্তু জানলার বাইরে ঘন ঝোপের নিবিড় আবরণের মধ্যে দিয়ে যে ক্ষীণ আলো ভিতরে আসছিল ঘরের চিরস্থায়ী নৈরাশ্য দূর করবার মত শক্তি তার ছিল না।

এডিথ অল্ডার্‌সনের প্রথম যে-যুদ্ধে হার হয়েছিল, তা এই বাড়িটি নিয়ে। আর যোদ্ধা যেমন নিজের পরাজয়ের প্রাচীরের মধ্যেই বন্দী থাকেন, তেমনই কুড়ি বছরের উপর এর মধ্যে বাস করতে বাধ্য হয়েছেন। ১৮৬৯ সালে এই বাড়িটি তৈরি করান গুস্তাভ ক্রাউজ, যে কয় ভাই পুরনো মিল্‌স লোহা কারখানাটি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্যদলে বন্দুকের বাক্স সরবরাহ ক'রে ফেঁপে ওঠেন, ইনি তাঁদেরই একজন। তাঁর ডলারের গড়া সিঁড়ি বেয়ে তিনি ওলন্দাজ নগরের বাইরে নেমে এসেছিলেন, তবে নর্থ ফ্রন্টে তিনি ঠিক পেঁছিতে পারেন নি। ফেডারেল ক্লাবের পিছনকার ঘরে এক গোপন সাক্ষাতে যতখানি হওয়া সম্ভব ততখানি কাছাকাছি তিনি এসেছিলেন। নিজের বাড়িটি তিনি করালেন জর্জ স্ট্রীটে; সেখানে তাঁর জমির পিছন দিকে, আর যে-বাড়িটি নর্থ ফ্রন্ট স্ট্রীটের মুখামুখি ছিল, তার মধ্যে শুধুমাত্র এক সরু গলির ব্যবধান।

এডিথ অল্ডার্‌সন জানতেন তাঁর স্বামী এই বাড়িটি কিনেছিলেন তার কারণ যখন তাঁদের কেনবার ক্ষমতা এল তখন গলির ওধারের বাড়িটিতে বাস করতেন অ্যাভেরি বুলার্ড। যাই ব'লে থাকুন না তিনি তাতে কোনই ফল

হয়নি, তাঁর মতামত গ্রাহ্যেই আনা হয়নি। ফ্রেড যে-যুক্তি দিয়ে সব-কিছু অগ্রাহ্য করলেন সে হ'ল, "মিঃ বুলার্ড মনে করেন আমাদের এখানে আসাই উচিত।" এ-যুক্তি তিনি অখণ্ডনীয় মনে করতেন।

অনেক রকমে বাড়িটাকে পালটে ফেলতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু যেমন তৈরি হয়েছিল, বাড়িটা তেমনই রয়ে গেল। যেন রুচিহীন যুগের রুচিহীন মনের সৃষ্টি। প্রত্যেকটি ঘরে, এমন কি রান্নাঘরে পর্যন্ত, দেয়ালে কালো কাঠের ফালি বসানো আর তাতে এত বেশী কারুকার্য যে একটি ঘরে তা রঙ দিয়ে ঢাকবার চেষ্টা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছিল। তাঁর সে-চেষ্টার ফল মোটের উপর এই হ'ল যে অসংখ্য খোদাই ক'রে আঁকা কন্দর্পের মোটা পেট আর গোল পিছনটা আরও বেশী নজরে পড়তে লাগল, যেগুলি এতদিন সেই ঘোরতর অন্ধকারে রাতে-ওড়া বাদুড়ের মত প্রায় দৃষ্টির বাইরে ছিল। সেকেলে রং-বেরং-এর তক্তা বসানো মেঝের অনবরত ক্যাঁচক্যাঁচ আওয়াজ কম্বল বিছানো সত্ত্বেও ঢাকা পড়ত না, ফাঁকগুলি থেকে ধূলা উপরে উঠত, হাজার ঝেড়েও তার কিনারা করা যেত না। আর এক ভাপসা গন্ধ দূর হ'ত না কোন উপায়েই। পুরাপুরি নৈরাশ্যের মুহূর্তে তিনি যখন উপরদিকে চাইতেন, তখন সমস্ত জানলাগুলির মাথায় অর্ধবৃত্তাকার রঙিন কাঁচে যে বিদঘুটে ছোট ছোট পরী আঁকা ছিল, তাদের ধূর্ত হাসি চোখের সামনে দেখতে পেতেন।

কিন্তু বাড়িটি খারাপ হ'লেও, অ্যাভেরি বুলার্ড তাঁর জন্যে যা করেছেন তার মধ্যে এইটিই সব চেয়ে খারাপ ছিল। অতি সহজ কথায় বলতে গেলে—বহু বছরের নিঃসঙ্গতায় এডিথ অল্ডারসন সব জিনিসই সহজ কথার মধ্যে ফেলবার প্রচুর সময় পেয়েছেন—অ্যাভেরি বুলার্ড তাঁর কাছ থেকে তাঁর স্বামীকে কেড়ে নিয়েছিলেন। অ্যাভেরি বুলার্ড তাঁর জীবন এমনই অলীক আর অর্থহীন ক'রে দিয়েছিলেন যে তাঁর যে-মানুষটির সঙ্গে বিবাহ হয়েছিল, তাঁর আনুগত্যের উপর তাঁর প্রথম দাবিটুকুও তিনি করতে পারতেন না।

অ্যাভেরি বুলার্ড যা চাইতেন, সব সময়ে সেইটিই আগে হ'ত। এডিথ যা চাইতেন তা গ্রাহ্যেই আনা হ'ত না। প্রায় গোড়া থেকে, তাঁদের বিবাহিত জীবনের দ্বিতীয় বছর থেকেই, এইভাবে চলেছিল। ফ্রেড ছিলেন যেন কোন দৈত্যের দ্বারা সম্মোহিত এক মানুষ। যেই অ্যাভেরি বুলার্ড আঙ্গুলের ইশারা করলেন, তখনই তাঁরা সর্বস্ব ছেড়ে মিল্‌বার্গে চ'লে এলেন। সেই তাঁর প্রথম ভুল। তিনি তখন খুবই ছেলেমানুষ আর নিরীহ প্রকৃতির ছিলেন, তাঁর জানা ছিল না যে জগতে অ্যাভেরি বুলার্ডের মত লোকও আছে।

বেশ কিছুকাল তিনি এজন্যে ফ্রেডকেই দোষ দিয়েছেন। যেদিন বুঝতে

পারলেন সব দোষই অ্যাভেরি বুলার্ডের, তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। ততদিনে ফ্রেড পুরাপুরি সেই রাক্ষসের খপ্পরে প'ড়ে গেছেন। মাঝ বয়েসে মানুষ আর নতুন ক'রে জীবন আরম্ভ করতে পারে না। তখন আর ফ্রেড কিইবা করতে পারেন? সেই সময়টিতে এডিথ আত্মরক্ষার লড়াই বন্ধ করেন। একটি মাত্র পথ তখন বাকী ছিল, তা হ'ল ফ্রেডের অবসর নেওয়ার জন্যে অপেক্ষা করা।

আজ রাত্রে আচমকা পরিত্রাণ পাবার আশা তাঁর মধ্যে জেগে উঠেছিল। অ্যাভেরি বুলার্ড মারা গেছেন। তারপরই, ফ্রেড-এর প্রেসিডেন্ট হওয়ার সম্ভাবনা মনে হওয়ায় সে-আশা নির্মমভাবে ছিন্ন হ'ল। ফ্রেড যদি অ্যাভেরি বুলার্ডের চেয়ারে বসেন, তবে অনন্তকাল তাঁকে বুলার্ডের প্রেতের দাসত্ব করবার অভিশাপ বইতে হবে...বুলার্ডের স্বরে কথা বলতে হবে...বুলার্ডের বুদ্ধি দিয়ে ভাবতে হবে। তাঁর হৃদয় হবে বুলার্ডের হৃদয় আর সেখানে এডিথের কোনও স্থান থাকবে না। চিরজীবন অ্যাভেরি বুলার্ড তাঁকে পরাজিত ক'রে এসেছেন, এখন মৃত্যুর পরেও কবর থেকে তাঁকে হারিয়ে দেবার ভয় দেখাচ্ছেন।

তিনি পায়চারি করতে লাগলেন। ফ্লোরেন্স তাঁকে ত্যাগ করা পর্যন্ত যে-বাড়িটিতে অ্যাভেরি বুলার্ড থাকতেন, পিছনকার জানলার বাইরে মাথা-সমান উঁচু বক্স গাছের উপরে তারই চূড়াটি দেখতে পেলেন।

ফ্লোরেন্সের এই বুলার্ডকে ছেড়ে যাওয়ার ব্যাপারটি সে-সময়ে এডিথ অলডার্‌সন অ্যাভেরি বুলার্ডের বিরুদ্ধে তাঁর প্রথম জিত ব'লেই মনে করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন এতে লোকটির চৈতন্যোদয় হবে। তা কিন্তু হয়নি। এর পর তিনি যেন আগেকার চেয়েও বেশী আসুরিক হয়ে উঠলেন। অনেক সময়ই এমন হ'তে লাগল যে ফ্রেড মাঝরাত্রির বেশ-কিছুটা কাটিয়ে বাড়ি ফিরতেন। রক্ত চক্ষু, ক্লান্তিতে মত্ত তিনি একবার তাঁর হাতটি পর্যন্ত স্পর্শ না ক'রে তাঁর পাশে ঘুমিয়ে পড়তেন। তারপর অন্ধকারে তিনি শুনতে পেতেন ফ্রেড স্বপ্ন দেখে বিড়বিড় করছেন, অ্যাভেরি বুলার্ডের কথাগুলিই বলছেন। তখন তাঁর চোখ জ্বালা করত, তাঁর ঘৃণার আগুন যেন চোখের জলকে তপ্ত বাষ্পে পরিণত ক'রে দিত।

এডিথ তাঁর দিকে এগিয়ে এলেন, তার পর তাঁকে ছাড়িয়ে লাইব্রেরীতে চ'লে গেলেন। তাঁর কানে স্বামীর কণ্ঠস্বরের নির্লিপ্ত লৌকিকতার রেশটি বাজতে লাগল।

তালিকাটি দেরাজের নিচে ছিল; সেখানে তিনি কোনদিন পড়া হবে না এমন সব পুস্তিকা, মাসে মাসে মিল্‌বার্গ ঐতিহাসিক পরিষদ থেকে যা আসত, গাদা ক'রে রাখতেন। সেটি তিনি পেলেন, নামটি প্রথম পাতাতেই ছিল।

"ধন্যবাদ।" ডেস্কের উপর ঝুঁকে প'ড়ে এক অত্যন্ত ছুঁচাল পেন্সিল দিয়ে তিনি বড় বড় ক'রে ছাপা হরফের মত লিখলেন কিছু।

আর একটি নাম তালিকায় দেখতে পেলেন। "ফ্রেড?"

"হাঁ?"

"তুমি কি তার করছ?"

"হাঁ।"

"আর একজনকে আমাদের তার করা উচিত।"

"কে?"

"ফ্লোরেন্স।"

তিনি সোজা হয়ে বসলেন, এডিথ দেখলেন তাঁর দিকেই তিনি তাকিয়ে আছেন। তাঁর মুখটি ফিকে গোলাপী, গত এক ঘন্টায় যেন তাঁর বয়েস কমে গেছে, তাঁর পরিপাটি ক'রে আঁচড়ানো সাদা চুলের জন্যে সে রং আরও খুলেছে। "তিনি আমাদের তা করতে বলতেন কি না, সে-বিষয়ে আমার সন্দেহ রয়েছে।

এডিথ বললেন, "তাঁর মৃত্যু হয়েছে।" যতখানি অর্থ তিনি এতে প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন, তার পক্ষে কথাগুলি খুব ছোট, তাই তিনি আরও বললেন, "আমি নিজেই পাঠাব।" যে সৌখিন মিনা-করা বাক্সে তিনি সম্প্রতি পাওয়া তাঁর নিজের চিঠিপত্র রাখতেন, সেইটির কাছে গেলেন। মাত্র গত মাসে পাওয়া ফ্লোরেন্সের এক চিঠি ছিল। এডিথ সেটি পেয়ে ডেস্কের বাতির কাছে গেলেন, যাতে কোণের ছাপা ঠিকানাটি পড়বার মত যথেষ্ট আলো পাওয়া যায়।

তিনি শুনতে পেলেন ফ্রেড বলছেন, "ঠিকানাটি আমাকে দাও।" এই ক্ষুদ্র জয়লাভের উৎসাহে তাঁর মন আনন্দে নেচে উঠল। "মিসেস ফ্লোরেন্স স্টোর্ড—পাইন্‌স হোটেল—প্যাকার বীচ, মেন।"

তিনি স্বামীর লেখার সঙ্গে তাল রেখে কথা ব'লে চলেছিলেন, "মেন" কথাটির পর তিনি থামতেই এডিথ তাঁর নাম ধ'রে ডাকলেন।

"হুঁ?" একথাটি ছিল শুধু ভদ্রতার সাড়া, জিজ্ঞাসা নয়। তিনি তারের খবরটি লিখতে শুরু ক'রে দিয়েছিলেন।

"ফ্রেড, এ তুমি করতে পার না।"

কথাগুলি তাঁর মুখ থেকে যেন ফেটে পড়ল। ফ্রেড ধীরে ধীরে সংযত বিস্ময়ের ভঙ্গিতে মাথাটি তুললেন, তাঁর পেন্সিল থেমে রইল। "কি করতে পারি না এডিথ?"

"কোম্পানির প্রেসিডেন্ট হ'তে।"

"কেন?"

"উন্মুক্ত গলায় তিনি বললেন, "তোমার শরীর সুস্থ নয়, ফ্রেড, তুমি তা জান। এতে—এতে তুমি মারা পড়বে। তুমি ত জান ডাক্তার কি বলেছেন—সব ডাক্তারই কি বলেছেন।"

তিনি উত্তর দিলেন। তাঁর স্বর এত শান্ত যে তাতে যেন মাথা খারাপ হয়ে যায়। "সে ত অস্ত্রোপচারের আগে, এডিথ। গত দুবছর আমি বেশ ভালই আছি।"

"কিন্তু এ তুমি কেন চাও—কেন?"

"এখন, এডিথ, তুমি—"

"কোনই কারণ নেই, কিছুমাত্র কারণ নেই। আমাদের আর টাকার প্রয়োজন নেই। যখন যা দরকার সবই আছে। ফ্রেড. তোমার একষট্টি হ'ল, আর মোটে চার বছরেই তুমি অবসর পাবে। ফ্রেড, তুমি কি করছ? —বুঝতে পারছ না—"

ফ্রেডের মুখ এমন নির্মম হয়ে উঠেছিল, ঢালে লেগে বর্শা যেমন চূর্ণ হয়ে যায়, তাঁর স্বরও তেমনই ব্যর্থ হয়ে থেমে গেল।

"এডিথ তুমি বুঝতে পারছ না।"

"আমি বেশ বুঝেছি। এখনও সেই অ্যাভেরি বুলার্ড, এখনও—"

তাঁর কথায় বাধা দেওয়ার মত জোরেই ফ্রেড ব'লে উঠলেন, "না।" কিন্তু তারপর তাঁর স্বর নেমে এল, কিন্তু সে-স্বর কোমল নয়, ওজন করা গভীর ঘৃণাতেই তা মৃদু হয়ে উঠেছিল, "এ লরেন শ। আমি যদি প্রেসিডেন্ট না হই, তবে লরেন শ'ই হবে।"

"হ'তে দাও তাকে। তোমার তাতে কি এসে যায়?"

"একথা তুমি মন থেকে বলতে পার না, এডিথ।"

"আমি মন থেকেই বলছি। তুমি তোমার সমস্ত জীবন অ্যাভেরি বুলার্ডকে দিয়েছ। সেই যথেষ্ট।"

ফ্রেডের চেহারার ভাবে একটি প্রশ্নের আভাস দেখতে পেয়ে ক্ষণিকের জন্যে তাঁর আশা হ'ল যে তখনও তিনি জিততে পারেন। ফ্রেড নিচের দিকে তাকিয়ে পেন্সিলের ছুঁচাল মুখ দিয়ে প্যাডের উপর আকা-বাঁকা লাইন টানছিলেন। নিঃশ্বাস বন্ধ ক'রে এডিথ তাঁর কথা শোনবার অপেক্ষায় রইলেন। তাঁর প্রথম কথাটিতেই কিন্তু এডিথের আশা মিলিয়ে গেল।

"না, এডিথ, আমি আমার জীবন অ্যাভেরি বুলার্ডকে দিইনি। আমার জীবন আমি দিয়েছি কোম্পানিকে—আর আমি এটা দেখতে চাই না যে শ-এর মত একটা বেজন্মা তা নষ্ট করবে।"

বেজন্মা! বন্দুকের গুলির মত কথাটি এসে লাগল। আগে কখনও স্বামীকে এমন কথা বলতে শোনেন নি তিনি। এ ফ্রেড নয়...না...না...না এ বুলার্ড...অ্যাভেরি বুলার্ডই কথা বলছেন।

হতাশায় চুপ ক'রে তিনি দেয়ালের দিকে পিছু হ'টে গেলেন। তাঁর দিকে না তাকিয়েই ফ্রেড তারগুলি লেখা শেষ করলেন। তারপর টেলিফোনটি তুলে যে-নম্বরটি তিনি আগেই প্যাডের উপরের কিনারায় লিখে রেখেছিলেন, তার জন্যে ডায়াল করলেন।

না, এ ফ্রেডের কথা নয়...ফ্রেডের ঘৃণা করবার শক্তি নেই...অ্যাভেরি বুলার্ড...অ্যাভেরি বুলার্ডই শুধু এমন ঘৃণা পোষণ করতে পারতেন।

তাঁর মনের গহনে এই বিশ্রী কথাটি এক সলতে লাগানো বোমার মত ধোঁয়া ছাড়ছিল, তিনি সেই কথাটি অ্যাভেরি বুলার্ডের যে-ছবিটি তাঁর স্বামীর ডেস্কের উপরে ঝুলছিল, তারই দিকে ছুঁড়ে মারলেন।

রাত্রি ৭-৪৪

ডন ওয়ালিং যখন রিজ রোডের মোড় ঘুরলেন, তখন তাঁর নজর পড়ল, গাড়ির পেট্রল মাপবার কাঁটাটি নির্দেশ দিচ্ছে পেট্রল ফুরিয়ে এসেছে। কান্ট্রি ক্লাবের, ফটকের ধারে যে পেট্রলের স্টেশনটি ছিল, সেখানে তিনি থামলেন। মালিক "রেড" ব্যারি গ্রীজ রাখবার তাকের উপর তার আসন থেকে লাফিয়ে উঠে তাঁর দিকে এগিয়ে এল। মুখে তার অফুরন্ত হাসি, চূড়াওয়ালা টুপিটি যেন উপেক্ষাভবে মাথার উপর চ'ড়ে আছে।

"এই যে মিঃ ওয়ালিং, বলি মিঃ বুলার্ডের খবর ত খারাপ নয়?

ডন ওয়ালিং উত্তরে কেবল ঘাড় নাড়লেন। রেডের দুঃখহীন স্বর আর তার নির্বোধ অশ্রদ্ধার হাসিতে তাঁর বিরক্তি ধরল।

লোক-ভর্তি হুড-খোলা একখানা গাড়ি শোঁ ক'রে চ'লে গেল, ছেলেমানুষদের হাসির শব্দ তার পিছনে ভাসতে লাগল। গাছগুলির আড়ালে ক্লাবের টেনিস কোর্ট থেকে আরও হাসির শব্দ এল। পাহাড়ের বাঁকের নিচে বেসবল খেলার মাঠগুলি থেকে বহু কণ্ঠের বিকৃত চিৎকারধ্বনি ভেসে আসছিল, আরও দূর থেকে আসছিল জয়ল্যাণ্ড পার্কের চটকদার গান। সারা পৃথিবীতে মৃত্যুর স্তব্ধতা থাকাই উচিত ছিল তা ছিল না ব'লে তাঁর শোকের নিঃসঙ্গতা তাঁর দুঃখকে আরও নিদারুণ ক'রে তুলল। সে-ভাবটি আরও বেড়ে গিয়েছিল এই জন্যে যে মনের কোণে তাঁর আত্মগ্লানি ছিল, তিনি নিজেই তাঁর দুঃখকে

উপেক্ষা করার দোষে অপরাধী, কারণ তিনি, অ্যাভেরি বুলার্ডের নয়, কে তাঁর স্থানে নিযুক্ত হবেন, তারই চিন্তা তাঁর মনকে পেয়ে বসতে দিয়েছিলেন।

"যা শুনছি, তাতে বোঝা যায় তেমন বুড়োও ত তিনি হননি, হেঁ হেঁ, মিঃ ওয়ালিং?" রেডের যে-হাসিটি কখনও মিলাত না, তেমনি হাসিমুখে সে কথাটি বলল। এখন সে-হাসি বিশ্রী ভূতের মত লাগল। "লোকে বলছে মোটে ছাপ্পান্ন। বয়েস বেশি নয়, কিন্তু খাটুনির জীবন ছিল, হেঁ হেঁ মিঃ ওয়ালিং? আমি পেট্রল পাম্প করা নিয়েই থাকব। তিন ডলার বিরানব্বই সেন্ট দাম হ'ল, মিঃ ওয়ালিং।"

তিনি তাকে চার ডলার দিয়ে গাড়ি চালিয়ে তাড়াতাড়ি পালালেন। কিন্তু জগতের দুঃখবিহীন কলরব থেকে পালাবার পথ ছিল না। পাহাড় থেকে গাড়ি চালিয়ে নামতে নামতে মনে হচ্ছিল যে বেখাপ্পা হুল্লোড়ের এক মহাকুণ্ডে তিনি অবতরণ করছেন। জয়ল্যাণ্ড পার্ক তৈরি হয়েছিল এক পরিত্যক্ত পাথরের খনির সমতল জায়গাটিতে আর তার পিছনে কাটা পাহাড়গুলিও শব্দ বাড়াবার কাজ করছিল, তাতে হাজার হাজার আলাদা আওয়াজ বেড়ে গিয়ে সব মিলে এক বেসুরো হট্টগোল সৃষ্টি হয়েছিল।

পাহাড়ের নিচে যানবাহন থেমে গিয়েছিল। রোলার কোস্টার উঁচু তক্তার বেড়া পার হয়ে গিয়েছিল। আর গাড়িগুলির সশব্দে নিচে নামার সঙ্গে যে কানে-তালা-ধরানো প্রচণ্ড উল্লাসের চিৎকার হচ্ছিল, সেটা তাঁর অসহ্য লাগল।

যানবাহনের স্রোত চলতে আরম্ভ হ'ল, কিন্তু তিনি গাড়ি ছাড়তে না ছাড়তেই একজন পুলিশ হাত উঠিয়ে তাঁকে থামিয়ে দিয়ে জনস্রোতটিকে হুড়োহুড়ি ক'রে রাস্তার ওপার থেকে পার্কের ফটকের দিকে আসতে দিল, ঠেলাঠেলি, ধাক্কাধাক্কি ক'রে, মানুষের সৃষ্ট এই উত্তেজনায় হৈচৈ করবার, হাসবার ও চেঁচাবার এক উন্মুক্ত আগ্রহে সবাই যেন চালিত হচ্ছে। একটি লোককে তিনি চিনতে পারলেন, ওয়াটার স্ট্রীট কারখানার পালিশঘরের এক শিফ্‌ট ফোরম্যান। তাকে চিনতে পেরে এই কথা মনে হ'ল আরও অনেকে হয়ত ট্রেড্‌ওয়েরেই লোক হবে। তাঁর মনে পড়ল ডিরেক্টরদের যে-সভায় তাঁরা কোম্পানির বাজেট অনুমোদন করেন, তাতে অ্যাভেরি বুলার্ড বলেছিলেন ট্রেড্‌-ওয়ে কর্পোরেশনের মাহিনার চেক মিল্‌বার্গে প্রতি তিনটি পরিবারের একটির ভরণপোষণ সহজভাবে চালায়, এবং অবশিষ্টের অন্তত অর্ধেকের জীবিকা সংস্থানে সাহায্য করে।

অ্যাভেরি বুলার্ড মারা গেছেন...কিন্তু এরা কি তা গ্রাহ্য করে? তাতে

কি? এরা বলবে...অ্যাভেরি বুলার্ড কি ছিলেন...একজন মানুষ মাত্র... মানুষ প্রতিদিনই মরছে...কাগজে শোক-সংবাদের স্তম্ভে আর একটি নাম শুধু...তাদের মাহিনার চেকের নিচের নামটি পর্যন্ত নয়। সেই নামটিরই যা কিছু মূল্য...চেকের উপর নামটি...ফ্রেডারিক অল্ডার্‌সন, ভাইস-প্রেসিডেন্ট ও কোষাধ্যক্ষ।

পুলিশের হাত নামল আর গাড়ি চলার সঙ্গে ডন ওয়ালিং-এর মনও একলাফে এগিয়ে চলল। এমন সম্ভাবনা রয়েছে যে মেরীর কথাই ঠিক হ'তে পারে, ফ্রেডারিক অল্ডার্‌সন হয়ত প্রেসিডেন্টের পদই নেবেন না। অন্তত তিনি অনিচ্ছুক হবেন, আর কিছু না হ'লেও বিনয়ের খাতিরে। তখন কি বলবেন তাই তিনি মনে মনে আওড়াতে লাগলেন...ফ্রেড, আমি জানি তোমার কি মনে হচ্ছে...আমাদের সকলেরও ঠিক তাই মনে হচ্ছে...অ্যাভেরি বুলার্ডের স্থান কেউই নিতে পারবে না...কিন্তু আমাদের আর সকলের চেয়ে তুমিই সব চেয়ে বেশী দিন তাঁর সঙ্গে ছিলে...খুব কাছাকাছি ছিলে...তাঁর চিন্তা-ধারার সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে...সমস্ত অর্ধসমাপ্ত কাজ আমাদের চালিয়ে যেতে হবে। চালিয়ে যাওয়া...হাঁ, তাই ত আমাদের করতে হবে, ফ্রেড...চালিয়ে যাও।

গাড়ির ব্রেকের তীব্র শব্দ হ'ল। নর্থ ফ্রন্ট স্ট্রীটের পিছনের সরু বাঁকে একটা গাড়ি তাঁর দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ছিল তা তিনি দেখতে পাননি। অবচেতন মনের নির্দেশে জোরে চাকা ঘুরিয়ে তিনি সংঘর্ষের হাত এড়ালেন বটে, কিন্তু তিনি যখন অল্ডার্‌সনদের সীমানায় ঢুকছেন, তখনও তাঁর বুকের ভিতর ধড়ফড় করছে।

বাড়িটি ছাড়িয়ে পিছনে বাঁধানো জায়গায় আসার সময় তিনি জানলায় মিসেস অল্ডার্‌সনের চেহারা মুহূর্তের জন্যে একবারটি দেখতে পেলেন। তিনি নিশ্চয় তাড়াতাড়ি দরজায় চ'লে এসেছিলেন, কারণ যখন ওয়ালিং সিঁড়ি বেয়ে উঠছেন তখনই তিনি দরজা খুলে দিলেন। ওয়ালিং প্রথমে যে মনে করেছিলেন এটি অভ্যর্থনার চিহ্ন, তা নয়; কারণ তাঁর জন্যে তিনি দরজাটি খুলে ধ'রে থাকেন নি, নিজেই তিনি বেরিয়ে চট ক'রে দরজাটি বন্ধ করলেন আর ইশারায় তাঁকে গাড়িবারান্দার ধারে ডাকলেন।

ওয়ালিং খুব কাছে এসে তাঁর চোখ দুটি দেখতে পেলেন, স্পষ্টই বোঝা গেল তিনি কাঁদলেন। এতে তিনি আশ্চর্য হলেন, কারণ বরাবর মিসেস অল্ডার্‌সনকে তিনি নির্লিপ্ত অবেগহীন স্ত্রীলোকই ভেবে এসেছেন, আর তাঁর মনেই হয়নি যে অ্যাভেরি বুলার্ডের মৃত্যুতে তিনি এত গভীরভাবে বিচলিত হ'তে পারেন।

সহানুভূতির সঙ্গে তিনি বললেন, "আমি জানি আপনার কি রকম মনে হচ্ছে। আমাদের সকলেরই বোধ হচ্ছে—"

তিনি মাঝখানেই ব'লে উঠলেন, "চট ক'রে আমায় বলুন—ফ্রেড এসে পড়বার আগেই বলুন, এসবের মানে কি দাঁড়াবে? এত দীর্ঘকাল গেছে—কত বছর জীবনের কতখানি দিয়েছেন—"

তাঁর কথায় একটি মাত্র যে-দাবি প্রকাশ পাচ্ছিল, সেইটিই তাড়াতাড়ি ওয়ালিং-এর মনে এল...যাতে তাঁর স্বামীকে প্রেসিডেন্ট করা হয়, তিনি সেই জন্যে পীড়াপীড়ি করছেন।

"ভাববেন না, মিসেস অল্ডার্‌সন। আমি নিশ্চয় জানি সব ঠিকই হবে। আমি কেবল ডিরেক্টরদের একজন, কিন্তু—"

দরজা খুলে গেল। ফ্রেড অল্ডার্‌সন গাড়িবারান্দায় বেরিয়ে এলেন। তিনি দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন, আর যেই ডন ওয়ালিং তাঁদের মাঝখানের দুটি ধাপ এগিয়ে এলেন, তিনি ধীরে ধীরে বললেন, "তুমি যে এসেছ তাতে আমি খুশি হয়েছি।" বললেন কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছেন এমন ভাবে নয়, যেন তিনি কিছুর প্রত্যাশা করেছিলেন, তারই প্রাপ্তি স্বীকার করছেন।

তাঁদের পিছনে এডিথ নিঃশব্দে বাড়ির মধ্যে ঢুকলেন।

অন্য অবস্থায় এঁদের করমর্দন এক খাপছাড়া কাজ হ'ত; কিন্তু এখন তাৎপর্য ছিল। অল্ডার্‌সনের হাতের মুষ্টি আশ্বাসজনক রূপে দৃঢ় ও বলিষ্ঠ।

তিনি গম্ভীরভাবে বললেন, "আমি তোমার সাহায্য চাই, ডন।" গাছগুলির ফাঁকে তিনি চোখ তুললেন, তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে ডন ওয়ালিং তার মধ্যে থেকে দেখতে পেলেন দূরে ট্রেড্‌ওয়েব সাদা চূড়াটি উঠেছে। তার পিছনে, আরও দূরে, নদীর ধারের পাহাড়ের মাথায় নীল কুয়াশা।

তাঁদের হাত দুটি তখনও করবদ্ধ ছিল, আর সেই হাতধরা অবস্থাতেই মনের প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে অল্ডার্‌সনের আঙুলগুলি হঠাৎ শক্ত হয়ে গেল, তাঁরা দুজনে একই মুহূর্তে একই জিনিস দেখতে পেয়েছেন। তেইশ তলার উত্তর-পূর্ব কোণের দপ্তরটিতে একটা আলো জ্বলে উঠেছিল। সেটি ছিল শ-এর দপ্তর।

ক্ষণিকের জন্যে দ্বিধা হ'ল, কিন্তু সে এক মুহূর্ত মাত্র। তারপরই অল্ডার্‌সন কঠিনস্বরে বললেন, "যাওয়া যাক।"

এই দুটি কথা তিনি বললেন যেন একটি শব্দ উচ্চারণের মত, ডন ওয়ালিং-এর মনে তারই প্রতিধ্বনি বাজতে লাগল। এ ছিল বুলার্ডের সংগ্রাম ধ্বনি; তিনি হাজারবার একথা শুনেছেন। এখন সেকথা আরও ধীরে বলা

হ'ল বটে, কিন্তু কথাগুলি তো একই, কথাগুলির মধ্যে সেই সুরের প্রতিধ্বনিই ছিল, ক্ষীণ হ'লেও তা স্পষ্ট।

তাড়াতাড়ি এক ধাপ এগিয়ে তিনি ফ্রেডারিক অল্ডার্সনের জন্যে গাড়ির দরজা খুলে দিলেন।

রাত্রি ৭-৫৯

শিল্পপতির খাসকামরার নিজস্ব লিফ্‌টের চালক লুইগি ক্যাসোনির দুটি মূল্যবান সম্পত্তি ছিল। একটি—মিঃ অ্যাভেরি বুলার্ডের দেওয়া সোনার ঘড়ি, অন্যটি—সে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক. তারই প্রমাণস্বরূপ ফ্রেমে আঁটা সার্টিফিকেট।

তার খুবই গর্ব ছিল যে সে মার্কিন নাগরিক ; কিন্তু এক একটা সময় আসত যখন সে নিশ্চিত বুঝতে পারত না, সে এই সম্মানের যোগ্য কিনা। আটাশ বছর পার হয়ে, এখনও মার্কিন নাগরিকের যেভাবে চলা উচিত, তেমনভাবে নিজেকে চালাতে পারত না সে। তার একটি খারাপ স্বভাব—কথা বলার সময়ে বড় বেশী হাত নাড়ার অভ্যাস—সে জয় ক'রে ফেলেছিল জোর ক'রে লিফ্‌টের কলকব্জার উপর হাত রাখতে শিখে। দুর্ভাগ্যক্রমে, সে প্রকাশ্যভাবে চোখের জল ফেলা থেকে নিজেকে বাঁচাবার এই রকম কোনও উপায় বার করতে পারে-নি, অথচ সে লক্ষ্য ক'রে জেনেছিল একাজটি আমেরিকা-সম্মত নয়।

ইটালির যে ছোট গ্রামটিতে লুইগি বড় হয়েছিল, সেখানে পুরুষ-মানুষের পক্ষে কাঁদাকাটা করাকে একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার হিসাবে কেউই ভাবত না। তার বাবা প্রায়ই কাঁদতেন—পিযেত্রো গাধা চুরি করায় যখন তিনি খুব চ'টে গিয়েছিলেন—লুসিয়ার মুখে "রেনিয়াভা নেল সাইলেন্‌জিও" গানটি শুনে যখন তিনি খুব খুশি হতেন, যখন খুব দুঃখিত হতেন, যেমন দুঃখ তাঁর হয়েছিল ডিউকের মৃত্যুর সময়ে। ডিউকের মৃত্যুর দিন রাত্রে গ্রামের সমস্ত লোকই কেঁদেছিল, পুরুষেরা মেয়েদের চেয়ে বেশিই কেঁদেছিল। একমাত্র লোক যাঁর চোখের জল দেখা যায়নি, তিনি হলেন গাঁয়ের পুরোহিত, তিনি অবশ্য সাধারণ মানুষ থেকে একটু স্বতন্ত্র ধরনের।

মার্কিন পুরুষেরা সেই পুরোহিতের মত। আজ রাত্রে তাঁরা লিফ্‌টে এসে যে-কথাগুলি বললেন, সেগুলি উপাসনা-মন্ত্র আবৃত্তি করার মত। তাঁদের চেহারাও সেই পুরোহিতের মতই, চোখে তাঁদের জল ছিল না। অ্যাভেরি বুলার্ডের মৃত্যুতে তাঁরা শোক পাননি, এমন কথা নয়, লুইগি নিশ্চয় ক'রেই তা জানত, একমাত্র কারণ হ'ল তাঁরা আমেরিকান।

যে-রাত্রে ডিউক মারা যান, সেই রাত্রে নিশানা দেবার জন্যে পাহাড়ের চূড়ায় সিডার গাছের ডাল দিয়ে আগুন জ্বালা হয়। সবাই সে-আলো দেখে ভিয়া টরেন্‌জোর মাঠে গিয়ে একসঙ্গে শোক প্রকাশ করতে এসেছিল। গির্জার প্রকাণ্ড গম্ভীর আওয়াজের ঘন্টাটি ডিউকের জন্মদিনে বছরে একবার বাজানো হ'ত, ডিউকের বয়স হয়েছিল বাহাত্তর।

লুইগি তাঁর মাথাটি তুললেন। দূরে উঁচু থেকে ঘন্টার আওয়াজ এল, কিন্তু সে খালি বাজনার ঘন্টা, আর গম্ভীর ঘন্টাটির শব্দ হ'ল আটবার মাত্র। আটটা বাজল।

লিফ্‌টের সংকেত-যন্ত্রে শব্দ হ'তেই সে দরজা খুলে দিল। এরিকা মার্টিন। সেরাত্রে এই প্রথম সে চোখের জল দেখতে পেল। কিন্তু তিনি ত স্ত্রীলোক; মার্কিন দেশে কোন মেয়ের কাঁদায় দোষ নেই। কিন্তু এ বড় আশ্চর্য যে তিনি তখনও সেখানে রয়েছেন। ডিউকের যেদিন মৃত্যু হয়, সেরাত্রে ভিয়া টরেন্‌জোর মাঠে কেউ ডিউক-পত্নীকে দেখতে পায়নি।

(৭)

ওয়েষ্ট কোভ, লঙ্‌ আইল্যাণ্ড

রাত্রি ৮-০২

জর্জ ক্যাস্‌ওয়েল যে-বয়সে পেঁাছেছেন তাতে সমবয়সী কোন একজনের মৃত্যু হওয়া অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। আর দিনের বেলায় ঘটনাগুলি না ঘটলে তিনি সম্ভবত: অ্যাভেরি বুলার্ডের মৃত্যুর খবরটি খাবার টেবিলে নিয়ে যেতেন না। তিনি নিয়ম করেছিলেন কিটির কাছে ব্যবসার কথা তুলবেন না। তিনি তাঁকে বিয়ে করেছিলেন অন্তত খানিকটা এই কারণে যে কিটি ষ্টকের দালালি থেকে তাঁর মন ভুলিয়ে রাখবেন। এই উদ্দেশ্য সাধনে কিটি এত চমৎকার সফল হয়েছিলেন যে কখনও তিনি তাঁর সে-ভূমিকা বদল করবার কোনও কারণ দেখেন নি। এখন টেলিফোনে কথাবার্তার পর টেবিলে ফিরে আসবার সময়ে তাঁর চেহারায় যে-দুশ্চিন্তা প্রকাশ পেল, সে যে তাঁর স্ত্রীর নজর এড়ায় নি, তা তিনি বুঝেছিলেন।

কিটি ভাল ক'রে তাঁকে লক্ষ্য করতে করতে জিজ্ঞেস করলেন, "কিছু মিষ্টি নেবে, না শুধু কফি?"

"শুধু কফি।"

"খারাপ খবর কিছু?"

"তাই। অ্যাভেরি বুলার্ডের মৃত্যু হয়েছে।"

"বুলার্ড? ও, ইনি পেন্‌সিল্‌ভ্যানিয়ার সেই লোকটি, নয় কি—আসবাবের লোক?"

বুলার্ডের নাম যে তাঁর স্ত্রী চিনতে পেরেছেন, তাতে আশ্চর্য হয়ে তিনি বললেন, 'হাঁ. ট্রেড্‌ওয়ে কর্পোরেশন।"

"এটি কি তোমার কোম্পানিগুলির একটি নয়, জর্জ? তুমিও ডিরেক্টর বা ঐরকম কিছু, নয় কি?"

"হাঁ।"

"আমরা একবার মিঃ বুলার্ডকে ডিনারে নিয়ে গিয়েছিলাম।"

"নিয়ে গিয়েছিলাম কি? আমার ত মনে পড়ছে না।"

"যখন আমরা নিউরশেলে ছিলাম, তোমার সমস্ত বড় বড় খরিদ্দারদের জন্যে আমরা সেই ডিনার দিয়েছিলাম।"

"ওহো, বহুকাল আগে—বোধ হয় তিনি ছিলেন।" ডিনারের কথা তাঁর বেশ মনে ছিল, কিন্তু সে-ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি তিনি আর কখনও করেন নি কেন, সেকথা আবার বোঝবার প্রয়োজন তিনি এড়িয়ে যেতেই চাইলেন।

কিটি বিজয়ী গলায় বললেন, "অবশ্যই তিনি মিঃ বুলার্ড। তাঁর সেকা কডমাছ খুব ভাল লেগেছিল, খুব সুখ্যাতি করেন...আর সেরাত্রে আমাদের মুর্গীর সেরা খানাও ছিল।"

তিনি প্লেট থেকে মুখ তুললেন, বাড়িতে যত ডিনার পার্টি হয়েছে, তার প্রায় প্রত্যেকটির অতিথি ও খাবারের তালিকা মনে রাখবার কিটির অদ্ভুত ক্ষমতায় তাঁর আর একবার আশ্চর্য বোধ হ'ল। সমান বিস্ময়কর আর একটি ক্ষমতা কিটির হ'ল তিনি যা কিছু কেনেন, তার কত দাম লেগেছে তা সঙ্গে সঙ্গে ভুলে যান—এর তুলনায় এই স্মরণশক্তির অদ্ভুত অসামঞ্জস্য ছিল।

কিটি ব'লে চলেছিলেন, "তিনি ছিলেন লোমওয়ালা ভাল্লুকের মত, চেঁচাতেন কিন্তু স্বভাবটি মধুর, চমৎকার। তিনিই কিনা মারা গেলেন! কি ভয়ানক? তোমার কারবারের পক্ষে কি খুব ক্ষতিকারক হবে, জর্জ?"

তিনি অনিশ্চয়তার গলায় বললেন, "না আমার তা মনে হয় না। তিনি বড় ভাল মানুষটি ছিলেন, এই মাত্র—আমার যেসব মানুষের সঙ্গে আলাপ হয়েছে, তাঁদের মধ্যে সব চেয়ে সেরা একজন।"

"কিন্তু আমি কখনও বুঝতে পারিনি তিনি তোমার একজন বন্ধু ছিলেন। আমরা তাঁকে নিয়ে বেরুই নি কেন? আমার ভাল লাগত—"

"মিঃ লিণ্ডম্যানই তখন ডাকছিলেন," হঠাৎ প্রসঙ্গটি একেবারে চাপা দেবার জন্যে তিনি কথাটা বললেন, কিন্তু সে এত তাড়াতাড়ি হ'ল যে তিনি বোঝেন নি এই আলোচনা চালিয়ে যাবার দায়ই তিনি ঘাড়ে নিচ্ছেন।

"ওহো, তাঁরাও বুঝি মিঃ বুলার্ডের বন্ধু? কি আশ্চর্য, তাঁর সঙ্গে লিণ্ডম্যানদেরও আমরা নিমন্ত্রণ করিনি কেন, এর ত কোনই কারণ ছিল না। যেকোন পার্টিতে এরা দুজনেই ভারী চমৎকার।"

তিনি ধৈর্যের সঙ্গে বোঝালেন, 'না, মিঃ লিণ্ডম্যান মিঃ অ্যাভেরি বুলার্ডের বন্ধু নন। মিঃ লিণ্ডম্যান এক অর্থবিনিয়োগ-তহবিলের বড় কর্তা, সেটির দখলে বহু পরিমাণ ট্রেড্‌ওয়ে স্টক রয়েছে। বুলার্ডের মৃত্যুতে স্টকগুলোর বাজার দরের উপর কি ফল দাঁড়াতে পারে, তাই ছিল তাঁর ভাবনা।"

তাঁর স্ত্রী বিরাগসহকারে বললেন, "কি ভয়ানক।"

"কি?"

"বেচারা! ভদ্রভাবে ম'রে যাওয়া পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা করতে পারতেন। আশ্চর্য, কোন জিনিসের বাজারের উপর কি প্রভাব হবে, তা ছাড়া আর কিছু কি তোমরা পুরুষেরা কখনও ভাব না?"

"প্রায়ই ভাবি।"

"আমার বিশ্বাস হয় না।"

"প্রতিবার যখন বাড়িতে তোমার কাছে ফিরে আসি, তখনি" তিনি সুন্দর কথাটি আরও মিষ্টি ক'রে বললেন।

কিটি খুশি হয়ে হাসলেন; আর জর্জ আশা করলেন প্রসঙ্গটি চাপা পড়েছে। তা হয়নি। তাঁর স্ত্রী বললেন, "তুমি বড় ভাল, কিন্তু তাঁকে তুমি কি বললে?"

"কাকে?"

"মিঃ লিণ্ডম্যানকে?"

"কি বিষয়ে?"

অন্য কথায় ভুলবার লোক কিটি নন, তিনি বললেন, "যে-বিষয়ে তুমি বলছিলে, মিঃ বুলার্ডের মৃত্যু হওয়াতে তাঁর কোম্পানির এখন কি হবে।"

"এটা মিঃ বুলার্ডের কোম্পানি নয়। কোম্পানি স্টক হোল্ডারদের। মিঃ বুলার্ড ছিলেন একজন কর্মচারী। তাঁরা মাইনে দিয়ে প্রেসিডেন্ট হবার জন্যে বুলার্ডকে রেখেছিলেন, ঠিক যেমন তাঁরা আর সমস্ত লোক রেখেছিলেন—এই ধর ট্রাক-চালক বা হিসাব-রক্ষক।"

তাঁর স্ত্রী ভালমানুষের মত জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি আমাকে বলতে চাও না. কি বল?"

"নিশ্চয় চাই. আমি শুধু—"

"তবে মিঃ লিণ্ডম্যানকে তুমি কি বলেছিলে?"

"হঠাৎ আমার কারবারের ব্যাপারে এত আগ্রহ কেন?"

"আমি কেবল জানতে চাইছি, তুমি কি বললে।"

লুকান হাসিটি প্রকাশ ক'রে দিয়ে কিটি ব্যাপারটিকে তামাসায় পরিণত ক'রে দিল, জর্জও সেই রকম খেলাচ্ছলেই বললেন, "বেশ আমি মিঃ লিণ্ডম্যানকে বললাম তাঁর দুশ্চিন্তার একটুও কারণ নেই, ট্রেড্‌ওয়ে কর্পোরেশনের মত সফল আজকালকার কোনও ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান কখনও একজন মাত্র মানুষের সংস্থা হ'তে পারে না, জনকয়েক যোগ্য ভাইস-প্রেসিডেন্ট রয়েছেন, তাঁদের যে কেউ মিঃ বুলার্ডের জায়গায় আসতে পারেন—আমি স্বয়ং বোর্ডের সভায় আসছে মঙ্গলবারে উপস্থিত থাকব, আর দেখব যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিই নির্বাচিত হন। ট্রেড্‌ওয়ে কর্পোরেশনের উপর আমার নিজের আস্থার চরম নিদর্শন স্বরূপ আজ বিকেলেই আমি সাধারণ স্টকের দু হাজার শেয়ার কিনেছি।"

আনন্দিত শিশুর মত হাততালি দিয়ে উঠলেন কিটি। "জর্জ তুমি আশ্চর্য মানুষ। তুমি যেসব কথা আমায় বল. তা তোমার আরও বেশি ক'রে বলা উচিত। এতে তোমায় কত গুরুগম্ভীর শোনায়। মঙ্গলবার? তুমি কি বলছিলে যে তুমি মঙ্গলবার যাবে?"

"এ ত তোমার ক্যালেণ্ডারেই রয়েছে। আমি নিজে তা লিখে রেখেছিলাম। যখন—" তিনি হঠাৎ থেমে গেলেন। "ওহো, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া. সেকথা ত মনে হয়নি।"

"তোমায় কি যেতেই হবে? এসব ব্যাপার সর্বদাই এত দুঃখের।"

"হাঁ। সোমবারে হবে বোধ হয়।"

"কোথায় হবে—সেই কোন জায়গায় যেন তিনি থাকতেন?"

"মিল্‌বার্গ।"

"তুমি ত কিছুতেই যেতে পাব না।"

"কি?"

"সোমবারে ইয়ট ক্লাবের অনুষ্ঠান রয়েছে, আর তুমিই ভাইস-কমোডোর।"

কথাটি বড়ই বোকার মত মনে হ'ল তাঁর, এবং প্রতিক্রিয়ায় তাঁর মনও যেন লাফ দিয়ে ঠিক বিপরীত দিকে চ'লে গেল। তিনি গম্ভীরভাবে বললেন, "যদি পৃথিবীর অর্ধেকটা ডিঙ্গাতে হয়, আর পৌঁছতে পুরা একটি মাসও লেগে যায়, তবু আমি অ্যাভেরি বুলার্ডের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় উপস্থিত থাকব।"

কিটি তাঁকে শান্ত করবার ভঙ্গিতে বললেন, "অবশ্যই তুমি যাবে। পরদিন থেকে ডিনারটা বারান্দায় হ'লে তোমার ভাল লাগবে কি?"

"কি?"

"বারান্দার কথা বলছি। প্রায় জুলাই মাস হ'ল। তোমার কি মনে নেই গত বছর গরমকালে বারান্দায় ডিনার খাওয়া কি চমৎকার লাগত?"

তিনি বললেন, "হাঁ, খুব চমৎকার।" কথাগুলি তিনি অর্ধেক শুনতে পাচ্ছিলেন, তাঁর নজরে পড়ল যেন কোন হাত অজ্ঞাতেই কফির চামচের ডগাটি দিয়ে টেবিল ক্লথের উপর "২000" সংখ্যাটি, লিখে দিয়েছে। তিনি আশ্চর্য হলেন না। তাঁর মন সব সময়েই সংখ্যায় ভর্তি থাকত।

"তা হ'লে ঠিক আছে, কি বল?" ডিনার যে শেষ হয়েছে, সেটা জানাবার এই হ'ল তাঁর ধরন।

জর্জ উঠে দাঁড়ালেন। "ভাবছি একবার গোলাপফুলগুলি দেখে আসি। আজ রাত্রে তোমার ত কিছু করবার নেই, আছে কি?"

"আজ আবার সে-ব্যাপারে লোক এসেছিল। কি তারা করল তা আমি জানি না, কিন্তু তারা এসেছিল এখানে।"

"ভাল।" এমনভাবে জর্জ একথা বললেন যে তার কোনও অর্থ হয় না। বারান্দা পার হয়ে মাঠে যেতে যেতে তিনি কথাটি ব'লে গেলেন। খরচের তুলনায় গোলাপগুলি কিছুই নয়, যদি নষ্ট না হয় ত কালো দাগ, কালো দাগ না হ'লে পোকা...ফুলের দোকান থেকে অনেক সস্তায় গোলাপ কিনলেই হয়।

তাঁদের দুই বাগানের মাঝখানে নিচু ইউ গাছের বেড়ার কাছে নীল ফিঞ্চ দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে কুশল বিনিময় অনিবার্য হয়ে উঠল। অ্যাভেরি বুলার্ডের বিষয়ে তাঁকে না ব'লেও উপায় রইল না।

ফিঞ্চ যেন জয়োল্লাসে বললেন, "আমি ভাল ক'রেই জানতাম পিল্‌চার কিছু জানতে পেরেছে। মনে আছে আমি গাড়িতে বাড়ি ফিরবার সময়ে তোমায় কি বলেছিলাম?"

"কিন্তু পিল্‌চার জানল কি ক'রে? এই মাত্র লিণ্ডম্যানের ছেলে, ওয়াল স্ট্রীট পত্রিকায় কি একটা কাজ করে, সে মাত্র ক' মিনিট আগে টেলিগ্রামে খবরটি পায়।" নিজের কথা নিজে শুনতে শুনতেই তাঁর স্বর থেকে বিশ্বাস উবে গেল। কারণ লিণ্ডম্যান যতটা বিবরণ তাঁকে দিয়েছিলেন, সেসবই তিনি ফিঞ্চকে আগেই ব'লে দিয়েছেন, আর এখন হঠাৎ সবটাই যেন অর্থপূর্ণ হয়ে উঠল।

ফিঞ্চ জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি বলছ আজ বিকালে প্রায় আড়াইটের সময় বুলার্ড প'ড়ে যান। পিল্‌চারের বিক্রির অর্ডার আসে প্রায় দুটো চল্লিশে।

আমার মনে আছে উইন্‌গেট বলছিল, ছুটির ঘণ্টা বাজবার আগে তার হাতে মাত্র কুড়ি মিনিট সময় আছে। তার মানে কি দেখতে পাচ্ছ না? পিল্‌চার নিশ্চয় সেসময়ে জেনেছিল যে বুলার্ড মারা গেছেন। কোথায় তিনি প'ড়ে গিয়েছিলেন তুমি বললে?"

"চিপেণ্ডেল বিল্ডিং-এর সামনের রাস্তায়।"

"সেইখানেই ত পিল্‌চারের দপ্তর, নয় কি?"

"হ্যাঁ।"

"আর বুলার্ড সেখানে পিল্‌চারের সঙ্গে দুপুরের খানা খেয়েছিলেন?"

জর্জ ক্যাস্‌ওয়েল অসুস্থ বোধ করলেন, যেন তাঁর অব্যক্ত কথাগুলি বমির উদ্রেক করবে। কোন রকমে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "কিন্তু আজ রাত্রি পর্যন্ত মৃতদেহ সনাক্ত হয়নি কেন?" অবশ্য তিনি জানতেন প্রশ্নটা অর্থহীন, আর এর উত্তরও স্পষ্টই বোঝা যায়।

"কারণ পিল্‌চার চাযনি তিনি সনাক্ত হন। আমার ব্রুস পিল্‌চারের উপর কখনই খুব শ্রদ্ধা ছিল না. কিন্তু আমি জানতাম না যে সে এত খারাপ!" হঠাৎ শ্লেষের হাসি দেখা গেল ফিঞ্চের মুখে। "তোমার বন্ধুগুলি ভাল জুটেছে, মিঃ ক্যাস্‌ওয়েল।"

"সে আমার বন্ধু হ'তে যাবে কেন?"

"আমার মনে হচ্ছে তুমিই বুলার্ডের কাছে কার্যনির্বাহক ভাইস-প্রেসিডেন্ট হিসাবে তার নাম করেছিলে?"

ক্যাস্‌ওয়েল তীব্রস্বরে বললেন, "আমি কখনই তেমন কাজ করিনি। তিনি একটি নামের তালিকায় তাঁকে রেখেছিলেন—সম্ভাব্য পাত্র হিসাবে—এই মাত্র।"

ফিঞ্চ হেসে উঠলেন, "কথাগুলি এত কঠিনভাবে নিও না জর্জ। পিল্‌চার যেসব লোককে বোকা বানিয়েছে, তার মধ্যে তুমিই প্রথম নও।"

ক্যাস্‌ওয়েল বললেন, "সে আমায় বোকা বানায় নি—আর বানাবেও না।"

"সে ঐ শর্ট শেয়ার বিক্রি থেকে তাড়াতাড়ি বেশ টাকা ক'রে নেবে। বুলার্ডের মৃত্যু নিশ্চয় স্টককে শেষ ক'রে দেবে।"

ক্যাস্‌ওয়েল গম্ভীর দৃঢ় সংকল্প নিয়ে বললেন, "স্টক মারা পড়বে না।"

ফিঞ্চ হাঁ হয়ে গেলেন। "আচ্ছা এই ব্যাপার! জর্জ, তুমি ধূর্ত বটে—আর আমি তা একবারও ধরতে পারিনি। যে-শেয়ারের পুঁজি তোমার আগেই রয়েছে—আর যে দু হাজার শেয়ার তুমি আজ পেলে—সোমবারে আর যা-কিছু ছড়িয়ে যায় তা কুড়িয়ে নেবে—অবাক করলে হে, আমি তোমায় কিনা

বাহাদুরি দিচ্ছিলাম না! কোম্পানির কর্তৃত্ব প্রায় তোমার হাতেই এসে যাবে, নয় কি?" .

জর্জ ক্যাস্‌ওয়েলের বুড়া আঙ্গুলের নখে ইউ গাছের একটি কচি ডাল কেটে গেল। পরিস্থিতির ভাবী সম্ভাবনার দিকটা তাঁর মনে হয়নি। তাঁর একমাত্র চিন্তা ছিল অ্যাভেরি বুলার্ডের কাছে তিনি পিল্‌চারের অনুকূলে যা-কিছু ব'লে থাকেন, সে-সম্বন্ধে নিজের বিবেককে মুক্ত করা। কিন্তু এখন ঝাঁঝাল ধোঁয়ার মত এক উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাঁর মনে এল, এল এক অলক্ষিত স্থল থেকে, ঠিক যেমন শ্যাম্পেন থেকে গাঁজলা ওঠে।

মনে হ'ল ফিঞ্চ কিছু বলছেন যা তিনি শোনেন নি। "আর একবারটি বল, নীল, আমি—"

"আমি ভাবছিলাম এও কি সম্ভব যে তুমি নিজেই ঢুকে প'ড়ে প্রেসিডেন্টের পদটি নেবে ভাবছ?—তাজ্জব কাণ্ড, তা তুমি চাও না, চাও কি?"

তিনি বললেন, "আমি—আমি জানি না, ভাবতে হবে।" আরম্ভে তাঁর মুখ গম্ভীর ছিল কিন্তু শেষে সেখানে হাসির কাছাকাছি ভাবই ফুটে উঠল। ফিঞ্চের মুখ থেকে শ্লেষের হাসিটি যেভাবে মিলিয়ে গেল, তাতে তিনি খুশি হলেন।

"বেশ জর্জ, যা-কিছু আমি করতে পারি—তুমি ত আমায় জান বন্ধু, কেবল একটু ব'লে দিও।"

"ধন্যবাদ। আচ্ছা—আজ রাত্রে অনেক কিছু করবার রয়েছে। পরে দেখা হবে নীল।"

মাঠ পার হয়ে তিনি বাড়ির ভিতর এলেন।

কিটি জিজ্ঞেস করলেন, "গোলাপফুলগুলি ঠিক আছে?"

"গোলাপ। ও—হাঁ। বেশ ভালই আছে। দেখ, এইমাত্র আমি ভাবছিলাম—লিণ্ডম্যান এই ট্রেড্‌ওয়ের ব্যাপারে সত্যই বড় ভাবনায় পড়েছেন—কে প্রেসিডেন্ট হবেন বুঝেছ। দুঃখের বিষয় আমাকে কাল মিল্‌বার্গ যেতে হবে, অবস্থার গতিক জানতে।"

"কাল? কিন্তু সে অসম্ভব। কালই ত ন্যান্সি ব্রাইটনের বিয়ে।"

তিনি অবাক হয়ে গেলেন, "ওহো। বেশ—আমি না হয় রবিবার গাড়িতে যেতে পারি। যাই হোক সোমবার সেখানে পৌঁছতেই হবে।"

তাঁর স্ত্রীর উত্তর দেবার আগেই তিনি চ'লে গেলেন লাইব্রেরী ঘরে, গিয়ে দরজা বন্ধ ক'রে দিলেন।

খোলা জানলার চওড়া আলসের উপর বসলেন তিনি। তাঁর দেহ কঠিন

আর সোজা হয়ে রইল, যেন তিনি একজন খেলোয়াড়, খেলা আরম্ভের সঙ্কেতের জন্যে অপেক্ষা করছেন। তাঁর মনেও হচ্ছিল তাই। এই হয়ত আরম্ভ। তিনি যার জন্যে অপেক্ষা ক'রে আসছেন, তারই শুরু। কিন্তু তা নাও হ'তে পারে। এমন ত তাঁর আগেও মনে হয়েছে...মনে হয়েছে তার প্রাপ্য মিলে গেছে... তারপর সে-আশাকে আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে গ'লে যেতে দিয়েছেন...তিনি যে কখনই এই সব স্বপ্নের কোনটি সত্যে পরিণত করতে পারতেন না, সে-কারণে নয়...তার কারণ শুধু এই, তিনি তা করতে চাননি...যেহেতু পরীক্ষা ক'রে বুঝতে পেরেছেন, তিনি যা চান সেগুলো তা নয়।

এটা এমন কিছু নয় যে তাঁকে করতেই হবে...তা হ'লে ওয়ালস্ট্রীটের দশভাগের ন'ভাগ লোক তাঁকে উন্মাদ মনে করবে...যদি তিপ্পান্ন বছর বয়সে ক্যাস্ওয়েল কোম্পানি ছেড়ে দিয়ে আর একটা কিছু নিয়ে গোড়াপত্তন করেন। এর কারণ টাকা নয়। টাকার জন্যে তাঁকে কখনও কিছু করতে হয়নি। তাঁর বাবার সম্পত্তিতেই সে-ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছিল। তিনি বড় মানুষের ছেলে হয়েই কাটিয়ে দিতে পারতেন, সারা জীবনে একটি দিনের জন্যেও কাজ না করলেও তাঁর চ'লে যেত। তা তিনি করেন নি। তিনি ক্যাস্ওয়েল কোম্পানিতে যোগ দিয়েছিলেন, আর এমন কেউ নেই যে বলতে পারে তার উন্নতি করেন নি তিনি; এমন কি তাঁর বাবা যে-উন্নতি করেছিলেন, তার চেয়েও বেশি। না, এ টাকা নয়। এ অন্য কিছু। সেটি কি?

হাঁ, সেই হ'ল প্রশ্ন। আগে সর্বদা ঠিক এইখানটিতেই এসে তিনি ঘাবড়ে গেছেন, এই উত্তর পাবার চেষ্টায়। এ রাজনীতি নয়...যখন ওরা তাঁকে সেনেটের সদস্য পদ দিতে চেয়েছিল, আর নির্বাচনে মোটা টাকা পাবার জন্যে হাতও পাতেনি, সেবার তিনি তা পুরাপুরি ভেবে দেখেছিলেন। এ সরকারী কাজও নয়...সেবার দুমাস অর্থ-কমিশনের সদস্য থেকে সে-বিষয়ে তিনি নিশ্চিন্ত হয়েছেন। স্টক বাজারের প্রেসিডেন্টের পদও নয়...ওরা এই নিয়ে যতই বেশি তাঁর সঙ্গে তর্ক করেছে, ততই তিনি কেবল এই দেখেছেন যে এ তিনি মোটেই চান না।

তিনি কি শিল্প-ব্যবসায় চান? বোধ হয়। অন্য কিছু যদি না হয় তবে এটিই হ'তে হবে...অন্যগুলি বাদ দিলে এইটি দাঁড়ায়...কিছু একটা ত হবেই। বৃদ্ধ সেনেট-সদস্য তিনি হ'তে চাননি...অর্থ-কমিশনের চেয়ারম্যান নয়...স্টক বাজারের প্রেসিডেন্ট নয়...যে দাতব্য প্রতিষ্ঠানটি তাঁকে চালাতে সবাই অনুরোধ করেছিল তার কর্তাও নয়...ওহিওর সেই কলেজের প্রেসিডেন্টও নয়...না, এর মধ্যে কোনটিই তিনি হ'তে চাননি। তবে কি অ্যাভেরি বুলার্ড? তিনিই কি...

দরজায় আঘাত পড়ল, শব্দটা মৃদু, কিন্তু চমকে দিলে।

তিনি সাড়া দিলেন, "হাঁ?"

কিটি কৌতুকের স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি রাগ ক'রে ব'সে আছ না কি?"

তিনি হাসলেন, আর তাঁর কথায় সে-হাসির রেশ রেখে দিলেন। "কিছু চাও?"

"হুঁ-উ। তোমাকে।"

"এক মিনিটেই বেরোচ্ছি। একটা জিনিস আমায় ভেবে শেষ করতে হচ্ছে।"

"তুমি জান কি তুমি আমার মনে ব্যথা দিয়েছ।"

"আমি দিয়েছি?"

"তুমি দরজা বন্ধ ক'রে দিলে যে।"

"তুমি ত জান চিন্তা করা আর তোমায় দেখা একই সময়ে করতে পারি না আমি।"

ছোট মেয়ের মত হাসি শুনতে পেলেন তিনি, তার পর তাঁর পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল। তিনি মনে মনে বললেন, আশ্চর্য এই কিটি—আর সেকথা ব'লেই সব সময়কার মত তার সংশ্লিষ্ট এই কথাটি মনে করতে তিনি বাধ্য হলেন, কি আশ্চর্য যে তাঁর কিটিকে বিবাহ করা এত ভাল দাঁড়িয়ে গেল। আসলে এটি বড় খেয়াল ও অবিবেচনার কাজ হয়েছিল...বলতে গেলে, এই একমাত্র খেয়াল ও অবিবেচনার কাজই তিনি করেছেন... কিন্তু তা যে এমন উতরে গেছে সেটিই ভাল কথা। এ-বিষয়ে ভাববার যদি সময় থাকত, তবে সম্ভবতঃ কখনও এটি তিনি ঘটতে দিতেন না।

এই চিন্তার শেষ এখানেই। এর বেশি তিনি কখনও এগোন নি।

যেখানে বাধা পড়েছিল, সেখানে তাঁর মনটি ফিরে গেল। তিনি কি তাই হ'তে চান...যা অ্যাভেরি বুলার্ড ছিলেন? কিসে মানুষের জীবন সার্থক হয়, তার উত্তর কি অ্যাভেরি বুলার্ড খুঁজে পেয়েছিলেন?

এই প্রশ্নগুলিতে যেন তাঁর মনের একটা বাঁধ ভেঙ্গে বন্যার মত ঢেউ এসে পড়ল, তারই উপরে ভাসতে লাগল অ্যাভেরি বুলার্ডের কথাটি, "মানুষ শুধু টাকার জন্যেই খাটতে পারে না, জর্জ। টাকা শুধু হিসাব রাখবার উপায় মাত্র—পোকার খেলার ঘুঁটির মত—আর যারা ঘুঁটিই গোণে, তারা কখনই জেতে না।"

জর্জ ক্যাস্‌ওয়েল দেরিতে বুঝে ঘাড় নাড়লেন। যা তাঁর আগেই জানা

উচিত ছিল, তা তিনি এইমাত্র জানলেন। হাঁ, এই তিনি সারা জীবনে হয়েছেন...ঘুঁটি গুণবার লোক...নিজের ঘুঁটি গুণেছেন...নিজের আর অন্য লোকের ঘুঁটি। খেলা যখন শেষ হয়ে যায়, তখন আর কিছুই থাকে না, ঘুঁটিগুলি পর্যন্ত নয়, শুধু এক টুকরা কাগজে কতকগুলি সংখ্যা। মানুষের আরও কিছু থাকা চাই...তার জীবনের মূল্য হিসাবে দেখাবার মত... প্রত্যক্ষ কিছু। হাঁ, অ্যাভেরি বুলার্ডের তাই ছিল। তিনি গড়তে পারতেন...আর যা তিনি গড়েছেন, সেগুলি সত্যিকার জিনিস...সে জিনিসগুলি চোখে দেখা যায়, হাত দিয়ে অনুভব করা যায়।

এখন তিনি বুঝতে পেরেছেন...তিনি এখন জানতে পারলেন, বরাবর তিনি কি চেয়েছেন। এ কোন উদ্দাম স্বপ্ন নয়...এবার এর অর্থ হয়। এ এমন নয় যে তিনি সম্পূর্ণ নূতন কিছু আরম্ভ করছেন...তাঁর গোড়া-পত্তন আগেই হয়ে গেছে। তিনি এ-কারবার জানেন...বারো বছর যাবৎ তিনি ট্রেড্ওয়েের ডিরেক্টর। বাইরের লোক নন...অন্য ডিরেক্টরেরা সবাই তাঁর বন্ধু...তিনি তাঁদের সমর্থন পাবেন...অল্ডার্সন, গ্রিম, ডাড্লে, শ. ওয়ালিং।

এবারে দরজার ধাক্কায় অত চমকালেন না তিনি।

কিটি চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "এখনও ভাবছ?"

তিনি উঠে গিয়ে দরজা খুললেন, "সব ভাবনার শেষ ক'রে ফেলেছি।"

"কি ভাবছিলে আমাকে বলবে ত?"

তিনি মাথা নাড়লেন। "এখন নয়, কিটি।"

কিটি দাবি করলেন, "হাঁ, বল না, তুমি কি ভাবছিলে তা আমি জানতে চাইছি, আর তা হ'লে তোমার বিষয়ে আমি গর্ব করতে পারব।"

তিনি ধীরে ধীরে বললেন, "মনে হয় গর্বই তোমার হবে।"

"বল।"

"এখন নয়। আমি তোমায় অবাক ক'রে দিতে চাই।"

"আমাকে?"

তাঁর মুখে ক্ষীণ হাসি ফুটল। "হাঁ, আমার বোধ হয় তুমি আশ্চর্য হয়ে যাবে।"

তাঁর প্রায় ইচ্ছাই হচ্ছিল স্ত্রীকে বলবার...কিন্তু, না। তা করা যায় না। তার পরিবর্তে তিনি কিটিকে চুম্বন করলেন, আর কিটিকে তাতেই সন্তুষ্ট মনে হ'ল।

নিউইয়র্ক শহর

রাত্রি ৮-১৩

ব্রুস পিল্‌চার নিজের গলার টাই শেষবারের জন্যে পরিপাটিভাবে ঠিক ক'রে লক্ষ্য করলেন আয়নায় তাঁর মুখটি বেশ খুশি খুশি দেখাচ্ছে। তিনি হাসলেন, আর ছবিটিও তাই করল। আয়না নিয়ে থাকা অনেক রকমেই স্ত্রীকে নিয়ে বাস করার চেয়ে বেশী আরামের। এতে অন্তত মধ্যে মধ্যে একটু হাসবার নিশ্চয়তা পাওয়া যায়। বার্বারার কাছে তিনি কখনও এই হাসিটুকুর জন্যে নির্ভর করতে পারেন নি। একথা ভেবে তাঁর মজা লাগল, আয়নায় নিজের চেহারাও যেন সে-মজা বুঝতে পারল।

দশ মিনিট আগে তিনি প্রমাণ ক'রে নিয়েছেন যে অ্যাভেরি বুলার্ডের দেহ পুলিশ সনাক্ত করেছে। তাঁর মনে আর কোন ভাবনা নেই। সপ্তাহ-শেষের ছুটিতে তাঁর আর বাধা নেই। সোমবার দশটায় যখন বাজার খুলবে, তখন পর্যন্ত ভাববার আর কিছু নেই...আর তখনকার জন্যে দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। স্কট লিণ্ডম্যানের সঙ্গে টেলিফোনে কথা ব'লে তাঁর এই অনুমানই সমর্থিত হ'ল যে নিঃসংশয়ে ট্রেড্‌ওয়ের স্টক কিছু নামবে। লিণ্ডম্যানকে ডাকা ক্যাস্‌ওয়েলকে ডাকার চাইতে ঢের ভাল হয়েছে।

তাঁর প্ল্যাটিনামের সিগারেট-কেসটি ভরতে ভরতে, তিনি হোটেলে আসার সময়ে তাঁর ডাকবাক্সে যে-কাগজটি ছিল, তার উপর তাঁর নজর পড়ল। এ ছিল স্টাইগেলের বাড়ির নম্বরে টেলিফোন করার অনুরোধ। বুড়ো জুলিয়াস বেচারা এখন সত্যই বেসামাল হয়ে পড়েছে...লুটের ভাগ পাবার চেষ্টা করছে...এ বড় মজার যে কোন কোন মানুষ তাড়াতাড়ি মুনাফায় ভাগ বসাবার জন্যে কতদূর যেতে পারে...জুলিয়াসের মত বুড়ো বকধার্মিকগুলো তাদের মধ্যে সব চেয়ে নিকৃষ্ট।

আয়নার ছবিটি তাঁর দিকে চোখের ইশারা করল, তিনি যতক্ষণ হাসলেন ততক্ষণই হাসল। তিনি যখন ঘর ছেড়ে বেরোবার জন্যে ফিরলেন, সেও ফিরল তখনই।

এখন আটটা পনেরো। সেই এলোয়াজ—কি যেন নাম তার, তাকে তিনি বলেছেন সাড়ে আটটায় শ্যামবোর্ডে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। সাধারণত: সেখানে খুব তাড়াতাড়ি যাওয়া ঠিক নয়...তাদের অপেক্ষা করিয়ে রাখাটাই ভাল...তাতে তারা ঠিক থাকে। কিন্তু এলোয়াজের অতটা দরকার নেই,

মাসখানেকের জন্যে। যারা কাঁচা, তাদের নিয়ে মাঝে মাঝে মজা হয় ...যদি তারা সত্যই খাঁটি হয়...কিন্তু তা হ'লেও কখনও বেশী দিন টেঁকে না।

রাত্রি ৮-১৭

অ্যালেক্স ওল্ডহ্যাম দায়িত্বে অনভ্যস্ত ছিলেন না। নিউইয়র্ক ট্রেড্ওয়ের সব চেয়ে বড় শাখা অফিস, তা তিনি ন বছর চালিয়েছেন। কিন্তু এই রকম ব্যাপার আগে আর কোন দিন হয়নি। আজ রাত্রে তাঁর রাজত্বে তিনিই প্রধান ব্যক্তি। অ্যাভেরি বুলার্ডের দেহ সনাক্ত করিয়ে পুলিস যখন তাকে ফিরিয়ে আনল, তখন শ টেলিফোনে তাঁর কর্তব্য বাতলে দিয়েছেন। শ বলেছেন, "সমস্তই তোমার হাতে, পুরা নিউইয়র্কের দিকটা। এর বন্দোবস্ত সবটাই আমি তোমার হাতে ছেড়ে দিলুম।"

যে সৎকার-প্রতিষ্ঠানের লোকটির নাম শ দিয়েছিলেন, তাকে ডাকবার পর আসলে তাঁর বাকী কাজগুলো এত কম যে হতাশ হ'তে হয়। মোলায়েম মধুর গলায় সে বলেছিল, "আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, কোন খুঁটিনাটি ব্যাপারই আমাদের চোখ এড়াবে না। এমন ঘটনায় আমরা খুবই অভ্যস্ত, আর কিছুই ভাবনা কববার নেই মশাই, কিছু মাত্র না।"

শ-এর আর অল্প যে-কটি কথা লেখা ছিল, অ্যালেক্স ওল্ডহ্যাম তা মিলিয়ে দেখছেন, এমন সময় তাঁর স্ত্রী বললেন, "অ্যালেক্স, তোমার কি মনে হয় এর ফলে আমাদের কিছু হবে?"

তিনি মিল্বার্গের মেয়ে—এক বছর এক বিক্রয়ের সমাবেশে গিয়ে সেখানে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়—আর তিনি জানতেন বরাবার তাঁর স্ত্রী এই আশায় আছেন, কোন না কোন দিন সেখানেই বাস করতে তাঁরা ফিরে যাবেন।"

তিনি সহানুভূতির সঙ্গে বললেন, "হ'তে পারে।" তাঁর মনে হ'ল তাঁর স্ত্রী এই ব্যাপারটি ভালভাবেই নিয়েছেন, অন্য অনেক স্ত্রী যেমন সারাক্ষণ তাড়া লাগাতেন, ইনি তা করেন নি। "সমস্ত নির্ভর করছে ওয়াল্ট ডাড্লের কি হয়, তারই উপর। তিনি যদি উপরে ওঠেন, তবে আমাদের বদল হ'তে পারে।"

"মিঃ শ ত নূতন প্রেসিডেন্ট হবেন, নয়?"

"আমি জানি না।"

"আচ্ছা, তুমি কি এ ঘটবার আগে ভাবনি যে তিনিই কার্যনির্বাহক ভাইস-প্রেসিডেন্ট হবেন?"

অলক্ষ্যে সায় দেওয়ার মত তিনি বললেন, "সম্ভবতঃ এর মানে এই যে তিনি যে আমাদের ম্যোন-এ নেমন্তন্ন করেছিলেন—সেটি মাঠে মারা গেল।

"তা হ'লে মিঃ ডাড়লেকে কার্যনির্বাহক ভাইস-প্রেসিডেন্ট ক'রে উপরে তোলা হবে না?"

"আকাশ-কুসুম ভাবতে শুরু ক'র না।"

"কিন্তু সেইটাই ত যুক্তিযুক্ত হবে, নয় কি?"

"অনেক যুক্তিযুক্ত জিনিস কখন হয় না। এই রকম কাববারে আমি যতদিন আছি, ততদিন তুমি থাকলে তাই শিখতে।"

"হয়ত এখন মিঃ বুলার্ড মারা যাওয়ায় তেমন আরও অনেক কিছু হবে। যদি সমস্ত—" তাঁর স্বামী ক্ষুব্ধ হয়ে তিরস্কারের যে তীব্র দৃষ্টিতে তাকালেন, তাতে হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন তিনি। "কিন্তু অ্যালেক্স, তুমিই ত সর্বদা বলেছ যে মিঃ বুলার্ড ছিলেন—"

হাত ঝাঁকিয়ে স্ত্রীকে তিনি থামিয়ে দিলেন, আর ক্ষমার এক প্রবল আকাঙ্ক্ষায় চালিত হয়ে তাড়াতাড়ি তিনি ব'লে উঠলেন, "জানি, জানি। বুলার্ড মাঝে মাঝে মানুষকে পাগল ক'রে দিতে পারতেন। কিন্তু তাতে তেমন কিছু হ'ত না—কিছুমাত্র নয়! ভগবানকে বলি, যদি এখনও তিনি বেঁচে থাকতেন। আমি এখনও বলছি। এতে আমাদের যাই হোক, তাতে কিছুই এসে যেত না। ভগবানকে বলি, এটা না ঘটলেই হ'ত।"

তিনি চোখ বন্ধ করলেন। পুলিশ যখন ঢাকা খুলে দেয়, তখন সেই মুখের প্রাণহীন স্তব্ধতায় যে-ভর্ৎসনার দৃষ্টি তিনি দেখেছিলেন, আবার তাই দেখতে পেলেন। তিনি জানতেন সারা জীবনই তিনি তা দেখবেন।

(৮)

মিল্‌বার্গ, পেন্‌সিল্‌ভ্যানিয়া

রাত্রি ৮-২৮

ট্রেড্‌ওয়ে টাওয়ারের দুটি জীবনধারা ছিল, একটি চলত দিনে, অন্যটি রাতে। দিনের জীবনে ছিল বহু লোক, উজ্জ্বল আলো, উদ্দেশ্যের প্রাবল্য আর হাজার শব্দের প্রাণশক্তি—মানুষের আওয়াজ এবং যন্ত্রের আওয়াজ, দীর্ঘ

নিঃশ্বাস আর চিৎকার, খটাখট-ঠকাঠক আওয়াজ, খুক খুক হাসি আর আর্তনাদ, দরজার দুমদাম আর দেরাজের খুটখাট, নাকে কান্না ও ফিসফিস, দৌড়ে চলা ও কষ্টে-স্বষ্টে চলার পদধ্বনি, কাজকর্মের এই প্রাণ-শব্দ জীবন্ত হয়ে থাকত।

পাঁচটার সময়ে ঘন্টার প্রথম শব্দটি বাজলে শুধু শেষবার লোকেরা উন্মত্ত হয়ে ভিড় ক'রে বেরিয়ে আসত, তারপর এই জীবনের শেষ। মিঃ বুলার্ড শহরে থাকলে ঘন্টা বাজানো হ'ত না, বড় ঘড়িটিতে সেকেণ্ডের কাঁটাটি ঘুরে যেত শুধু, সঙ্গে সঙ্গে চব্বিশটি তলার সব বড় বড় ঘড়ি এই মুহূর্তটি জানিয়ে দিত।

বন্যার মত দিনের জীবনস্রোত বেরিয়ে যেত, রাতের জীবন আসত ভাঁটার মত। পাংশু-মুখ স্ত্রীলোকেরা ক্লান্তভাবে বাইরের ঘরের মধ্যে দিয়ে চ'লে আসত। তাদের চোখ নিচু আর ফিরানো থাকত, যেন এই প্রকাণ্ড ঘরের ঝকঝকে কালো মার্বেল পাথর ও ব্রোঞ্জের ভাস্কর্যের মধ্যে তাদের উপস্থিতির অসামঞ্জস্য তারা বুঝতে পারত। তারা গিয়ে পেঁছাত পিছনদিকের বাইরের ঘরে, সেখানে মার্বেল ও ব্রোঞ্জের পরিবর্তে যবনিকার পিছনে ছিল ধূসর রং, সেখানে তারা গিয়ে পড়ত মাল-পত্র ওঠাবার লিফ্‌টের মধ্যে। অবশেষে অনেকক্ষণ বিনা প্রতিবাদে বিলম্ব সইবার পর বাড়িটির ভিন্ন ভিন্ন তলায় তাদের ছেড়ে দেওয়া হ'ত। সেখানে বুরুশ, ঝাঁটা, ন্যাতা আর ঘর মুছবার বালতি নিয়ে তারা সারাদিনে যা-কিছু ময়লা লেগেছে, তা মুছে ফেলবার জন্যে শৃঙ্খলার সঙ্গে কাজে লেগে যেত।

ঘর-মোছা স্ত্রীলোকদের পরে আসত পুরুষ চৌকিদারেরা। টাওয়ারের নৈশ-জীবনে উচ্চতর সামাজিক মর্যাদা ছিল ব'লে তারা কিছুটা দেরিতে আসার সুযোগ দাবি করত। চৌকিদারদের পর আসত রক্ষীদল; তারা আলোর বালব বদলানো, কলঘরে জল বেরোবার বন্দোবস্ত ঠিক করা, দক্ষতার সঙ্গে এই সব কাজ ক'রে টাওয়ারের রাত্রির জীবনে অভিজাত শ্রেণীতে নিজেদের উন্নীত করেছিল।

সাধারণতঃ ট্রেড্‌ওয়ে টাওয়ারের দিনের ও রাত্রির জীবনের মধ্যে কোনও সংস্পর্শ ছিল না। মাঝে মাঝে দিনের কোনও কর্মী দেরি করত, আটটা পর্যন্ত থাকলে তাকে বলা হ'ত "আটক-থাকা" আর তার চেয়ে বেশী সময় থাকলে তাকে বলত "প'ড়ে-থাকা" এদের বাদ দিলে রাত্রির জীবন নিজস্ব এক আলাদা জগৎ। হঠাৎ কেউ উঁকি মেরে দেখলে তার যতটা মানে হবে, এ-জীবন ততটা নীরস নয়। দেওয়ালের গায়ে কুলুঙ্গির মধ্যে কফির পাত্র টগবগ ক'রে ফুটছে, চাবি না দেওয়া দেরাজে সিগারেট, কখনও বা ভাল সিগার, আর বড় বড় ক্যাম্বিসের থলিতে বাজে কাগজ ভ'রে যে নরম চমৎকার খড়মড়ে গদি তৈরি হ'ত, মাঝে মাঝে তাতে প্রেমলীলাও চলত।

আজ রাত্রে কিন্তু সেই টগবগ, খড়খড় কিছুই নেই—একটি সিগার পর্যন্ত কেউ ফুঁকছে না। বাড়ির প্রত্যেক তলায় অন্তত একজন ক'রে "প'ড়ে-থাকা" লোক আছে। ঠিক আটটা বাজার আগে লোকেরা নিজের নিজের দপ্তরে আবার ফিরতে আরম্ভ করেছে এখন সবদিকেই একটা হট্টগোল। সর্দার চৌকিদারেরা একতলা থেকে আর এক তলায় ছুটোছুটি ক'রে ঘর মুছবার ব্যবস্থা বদলাবার আর বিরক্ত ঝিদের শান্ত করবার চেষ্টা করছে; খুব খারাপ রাত্রেও এমন ঘটনা ঘটেনি। শুক্রবার হ'ল সপ্তাহের শেষ, সপ্তাহে একবার করবার মত কাজগুলি শুক্রবারের রাত্রেই করা হয়।

মিঃ বুলার্ড মারা গেছেন, এই কৈফিয়তই ব্যতিব্যস্ত চৌকিদারেরা চারদিকে চালাচ্ছিল, কিন্তু স্ত্রীলোকগুলির কাছে তাতে কোন ফল হয়নি। তারা সবাই মিসেস ও'টুলের অভিমত প্রতিধ্বনি করছিল—ট্রেড্ওয়ের ঘরমোছা ঝিদের মধ্যে একমাত্র আইরিশ বংশজাত ব'লে ন্যায্যভাবেই সে মুখপাত্রের ভূমিকাটি নিয়েছে "এরা যদি রাত-জাগাব মহড়া দেয়, তবে আমার মনে হয় এমন জায়গা-তেই তা করা উচিত, সৎপথে থেকে যাদের পেট চালাতে হয়, তাদের কাজে বাধা না পড়ে।"

একমাত্র যে এতে আপত্তি তুলতে পারত, তার কথা শোনা গেল না। অ্যানা শুলট্জ গত তেরো বছর ধ'রে শিল্পপতির খাস কামরাটি সাফ ক'রে এসেছে; চব্বিশ তলার পিছনের অন্ধকার বারান্দায় স্থির হয়ে ব'সে মিঃ শ-এর ঘরে সভা ভাঙ্গবার অপেক্ষায় ছিল। কয়েকবার যখনই কেউ বেরিয়েছে ঘর থেকে, তখনই তার আশাও বেড়ে গেছে এই বুঝি সভা ভাঙ্গল, আবার পর-মুহূর্তেই কেউ ভিতরে ঢুকে পড়েছে। এখন নিচের তলা থেকে জন ছয় লোক হলঘরের চারদিকে অপেক্ষা করছে, এবং, আরও দমে যাবার কথা এই, মিঃ ওয়ালিং ও মিঃ অল্ডার্সন এইমাত্র উপরে উঠে এসে মিঃ অল্ডার্সনের দপ্তরে ঢুকেছেন।

অ্যানা তার এ-দুর্ভাগ্য শান্তভাবেই মেনে নিলে। সর্দার চৌকিদার জানত শিল্পপতির খাস দপ্তরে অনেক "প'ড়ে-থাকা" লোক থাকে, তাই অ্যানা কত ঘন্টা বাড়তি সময় কাজ করল, তা নিয়ে সে তর্ক তুলত না। কোন কোন মাসে যখন মিঃ বুলার্ড খুব বেশী সময় শহরে যেতেন তখন অ্যানা এইভাবে পঁচিশ থেকে তিরিশ ডলার বেশি রোজগার করত। এখন অলস চিন্তায় অপেক্ষা করতে করতে তার মনে হ'ল নূতন প্রেসিডেন্টও কি তেমনই ভাল হবে? মিঃ শ' যদি হন, তবে আরম্ভটি ভালই দেখা যাচ্ছে। আজ রাত্রে সে অন্তত: দু ঘন্টা বাড়তি কাজের মজুরি পাবে, তিন ঘন্টাও হ'তে পারে।

রাত্রি ৮-৩১

ডন ওয়ালিং যখন অল্ডারসনের পিছনে তাঁর দপ্তরে যান, তারপরে বারোটির বেশি কথা উচ্চারিত হয়নি। এখন বয়োজ্যেষ্ঠ লোকটিকে আরও ভাল ক'রে লক্ষ্য ক'রে চব্বিশ তলায় পৌঁছান মাত্র যে-দ্বিধার কথা তিনি টের পেয়েছিলেন, সেটি আরও বেশি ক'রে বোধ হ'তে লাগল। তিনি আশা করেছিলেন শ-এর দপ্তরে ফ্রেডারিক অল্ডারসন সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ করবেন; লিফ্‌ট থেকে নেমে অল্ডারসনের প্রথম পদক্ষেপ সেই ইচ্ছাটিরই সমর্থন করেছিল, কিন্তু তারপরই তিনি একটু ইতস্তত ক'রে ফিরে নিজের দপ্তরেই ঢুকে পড়লেন, আর ইশারায় ওয়ালিংকেও তাঁর অনুসরণ করতে বললেন।

দু মিনিট অল্ডারসন নিজের নোটবই নিয়েই ব্যস্ত রইলেন, এত ধীরে তার লেখা চলছিল যে মনে হচ্ছিল যেন কথার অক্ষরগুলি তিনি বুঝি আঁকছেন।

ওয়ালিং শেষে বাধ্য হয়ে নীরবতা ভঙ্গ ক'রে বললেন, "মনে হচ্ছে শ বড় দপ্তরগুলির প্রধানদের বেশির ভাগকেই ডেকে এনেছেন।"

মন্তব্যটি যেন স্নায়ুরন্ধ বন্দুকের ঘোড়া টিপল, আর সঙ্গে সঙ্গে অল্ডারসনের মুখ থেকে ছোট একটি কথার তোড় বেরিয়ে এল, "এর কোন অর্থই আমি দেখতে পাচ্ছি না, কোন অর্থই নয়।"

অল্ডারসন শহরে আসবার পথে যে স্থির আত্মবিশ্বাস দেখিয়েছিলেন তা সম্পূর্ণ চ'লে গিয়েছিল, আর ডন ওয়ালিং সেটি তাড়াতাড়ি ফিরে আসার একান্ত প্রয়োজন বোধ করলেন। তিনি বললেন, "একথা বলছি ব'লে কিছু মনে ক'র না, মিঃ অল্ডারসন। আমার মনে হয় ব্যাপারটা বেশ স্পষ্ট।"

"কি?"

"শ ঘোড়ার পিঠে চড়বার জন্যে দৌড়ে এসে লাফ মেরেছেন। তিনি সবাইকে ডেকেছেন এই কথা জানাবার জন্যে যে লাগাম তাঁরই হাতে।"

কথাগুলির যেমন ফল তিনি চেয়েছিলেন, খানিকটা তাই হ'ল। অল্ডারসনের মুখ সঙ্কল্পে দৃঢ় হ'ল, কিন্তু তার জন্যে যতখানি চেষ্টা তাঁকে করতে হ'ল—তা প্রয়োজনের অতিরিক্ত মনে হ'ল। তিনি দাঁড়িয়ে বললেন, "চল আমরা এগোই," কিন্তু এই কথাগুলিতে আদেশের চেয়ে অনুকরণই ছিল বেশি আর দ্বিধাজড়িত পায়ে তিনি দপ্তর থেকে বেরিয়ে ওদিকে শ-এর দরজায় গেলেন।

ডন ওয়ালিং ঠিক পিছনে আসছিলেন, দেখলেন অল্ডারসন দরজা খুলতেই শ ফিরে তাকালেন।

শ খুশির ভঙ্গিতে বললেন, "আরে ফ্রেড! ভাল। তুমি আসায় খুশি হয়েছি। ও, ডনও বুঝি? বেশ। এস। হয়ত তুমি এ-ব্যাপারে কিছু পরামর্শ দিতে পার।"

বিজ্ঞাপন ও প্রচারের ম্যানেজার ভ্যান অর্ম্যাণ্ড শ-এর ডেস্কের ধারে বসেছিলেন। তিনি সাদা ডিনারের জামা পরেছিলেন, স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল যে তাঁকে কান্ট্রি ক্লাবে শুক্রবারের নাচের উৎসব থেকে ডেকে আনা হয়েছে।

শ বললেন, "আমার বিশ্বাস ভ্যান আর আমি একটি পরিকল্পনা বেশ ভালভাবেই খাড়া করেছি, কিন্তু হ'তে পারে কোন কিছু হয়ত বাদ পড়েছে।" এক ঘন্টার মধ্যে নিউইয়র্কের সকালের খবরের কাগজ—টাইম্‌স ও হেরাল্ড ট্রিবিউন-এ একটি বড় বিবরণ পাঠাব তার-মারফত। অর্থনৈতিক পত্রিকাগুলির জন্যে বিশেষ সংবাদ থাকবে, আর সন্ধ্যার ও রবিবারের কাগজগুলির জন্যে পরে আরও বিবরণ দেওয়া যাবে। আমাদের কারখানা যেসব শহরে আছে, সেগুলিতে মূলতঃ নিউইয়র্কের মতই বিবরণ পাঠান হবে, কিন্তু তাতে কোম্পানির ভাল অবস্থার উপর আরও বেশী জোর দেওয়া হবে। সমস্ত তার-সংবাদ প্রতিষ্ঠানগুলির জন্যে একটি ছোট বিবরণ যাবে। টাইম ও নিউজউইকের বাণিজ্য সম্পাদকদের আমরা টেলিফোন করব। একেবারে গোড়ার ব্যাপারগুলি, তাহলে, এতেই মোটামুটি মিটে গেল। মাসিক বাণিজ্যপত্রিকাগুলো সব বন্ধ আছে, তাদের জন্যে প্রচুর সময় পাওয়া যাবে। 'রিটেলিং ডেলি' কাল বেরোয় না, কিন্তু সোমবারে তাদের আমরা সমস্ত ঠিক ক'রে দেব। আচমকা অল্ডার্‌সনের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে তিনি বললেন, "আমার কি কিছু বাদ গেছে, ফ্রেড?"

দ্রুত গুলিবর্ষণের মত এই বিবৃতির ঠিক পরেই এই প্রশ্ন আসায় অল্ডার্‌সন থতমত খেয়ে কোন গতিকে শুধু 'না' ব'লেই উত্তর দিলেন।

ডন ওয়ালিং-এর ভয় বেড়ে যাচ্ছিল, তবু তিনি অল্ডার্‌সনের হতবুদ্ধি ভাবটা সহানুভূতির সঙ্গে না দেখে পারেন নি, কারণ এই কাণ্ড দেখে তিনিও ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। শ একবারও কোন লেখা দেখেন নি বা অর্ম্যাণ্ডের দিকে সূত্র বা সমর্থনের জন্যে তাকান নি। তাঁর স্বরে প্রচারকর্তার কাজের পুরা পেশাদারী জ্ঞানটাই প্রকাশ পেয়েছিল।

ভ্যান অর্ম্যাণ্ড নিজের কাগজপত্র গুছিয়ে নিয়ে খানিকটা দৌড়েই বেরিয়ে গেলেন, গদগদভাবে শ'কে ব'লে গেলেন, "আপনার সাহায্যের জন্যে অনেক ধন্যবাদ, স্যার।" অল্ডার্‌সনের উদ্দেশে তাড়াতাড়ি মাথা নত করলেন, ওয়ালিং-এর প্রতি আরও তাড়াতাড়ি।

দরজা বন্ধ হবার পর অল্ডার্‌সন বললেন, "আশা করি অর্ম্যাণ্ড প্রচারের গল্পের মত বিষয়টিকে দেখছে না।"

ওয়ালিং কাতর হলেন। এ এক অভিমানের কথা, অল্ডারসনের হাবভাবে তা আরও বেশী প্রকাশ পেল। এর কারণও তিনি বুঝতে পারলেন, কারণ শ-এর নির্লিপ্ত নির্বিকার ভঙ্গিতে তিনিও বিরক্ত হয়েছিলেন, কিন্তু সেজন্যে অল্ডারসনের চঞ্চল হওয়া উচিত হয়নি।

শ তাঁর ডেস্কের দেরাজ থেকে একটি পরিষ্কার রুমাল বার ক'রে দুই হাতের তালুর মধ্যে তা ধীরে ধীরে মোচড়াতে মোচড়াতে বললেন, "আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে, অরম্যাণ্ডের বিবেচনা ও সুরুচির উপর আমরা নির্ভর করতে পারি, তোমার কি তা মনে হয় না, ডন?"

শেষের প্রশ্নটি ছিল আর একটি ক্ষিপ্র আঘাত। ডন ওয়ালিং ইতস্তত করলেন, তাঁর সন্দেহ হচ্ছিল শ ইচ্ছা ক'রেই ফ্রেডারিক অল্ডারসনের সমর্থন থেকে তাঁকে টেনে নেবার চেষ্টা করছেন। যতটা সম্ভব ঘুরিয়ে তিনি উত্তর দিলেন, 'আমি ত দেখতে পাচ্ছি না শোক-সংবাদ পাঠানো ছাড়া আসলে আর বেশি কিছু করবার আছে।"

শ মাথা নেড়ে যোগ ক'রে দিলেন—"সংবাদের ছোট বড় আছে, ভিন্ন ভিন্ন পত্রিকা ও সাময়িক সম্পাদকদের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন দিকে গুরুত্ব দিতে হবে। খুব ঠিক কথা। তোমার কি এ-ছাড়া আর কিছু মনে হচ্ছে, ফ্রেড?"

আবার প্রশ্নটি অপ্রত্যাশিতভাবে এল, খেয়ালমত লাগানো চাবুকের আগায় পটকার মত। গত দু মিনিটের মধ্যে এই তৃতীয় বার শ ব্যাপারটির পুনরাবৃত্তি করলেন, আর ডন ওয়ালিং নিশ্চিত বুঝতে পারলেন যে এ এক হিসাব করা চাল। এখন থেকে তিনি সতর্ক হবেন।

শ বললেন, "খবরের বিজ্ঞপ্তি পাঠানো মানুষ যা ভাবে তার চেয়ে বড় কাজ। আমার মনে হ'ল সব চেয়ে ভাল হবে অরম্যাণ্ডকে ধরা আর এখনই তাকে এখানে নিয়ে আসা। যখন প্রথম একথা মনে উঠল, তখন প্রায় আমি না ক'রেই ছেড়ে দিচ্ছিলাম, কারণ আমার বোধ হ'ল আমার আগেই নিশ্চয় কেউ একথা ভেবেছে। দেখা যাচ্ছে কেউই তা ভাবেনি।"

চাল এখন বদলাল কিন্তু ছুরির খোঁচাটি কম তীক্ষ্ণ হ'ল না। ডন ওয়ালিং আশা করেছিলেন অল্ডারসন এর উত্তর দেবার চেষ্টা করবেন না, আর সৌভাগ্য-ক্রমে তিনি তা করেন নি।

শ তাঁর সামনে একটি কাগজে দৃষ্টি রেখে বললেন, "আরও কয়েকটি খুচরা ব্যাপারেরও আমি গতি করেছি। তার কোনটিই খুব গুরুতর নয়, তবু জানানো কর্তব্য হিসাবে সেগুলি আমি ব'লে দিচ্ছি। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হবে সোমবার সাড়ে চারটায়। আমি ব'লে দিয়েছি—"

এক দারুণ হুঙ্কার ছেড়ে অল্ডার্‌সন বাধা দিয়ে উঠলেন। কথাটি বোঝা গেল না বটে, কিন্তু একই সঙ্গে যে বিস্ময় ও ক্রোধ ডন ওয়ালিং-এর মধ্যেও ফুলে ফুলে উঠছিল, তা কোন কথাতেই এত ভাল প্রকাশ হ'তে পারত না। শ-এর এভাবে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে অন্ত্যেষ্টির সময় ঠিক করা উদ্ধত স্পর্দ্ধা। তিনি অল্ডার্‌সনের দিকে তাকিয়ে তাঁর দৃঢ় চোয়াল আর স্থির হাত দেখে বিস্মিত ও আশ্বস্ত হলেন।

অল্ডার্‌সন গম্ভীরমুখে বললেন, "অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া দুটোর সময়ে হবে।" কথাগুলি ছিল অস্ত্র ছোঁড়ার মত, নিঃসংশয়ে তা যুদ্ধের আহ্বান।

শ রুমালটি ঠোঁটে ঠেকালেন, যেন তাঁর ভাবশূন্য মুখের নির্বিকার ভাবটা তিনি পরীক্ষা করছেন। "সেন্ট মার্টিনের গির্জায়?"

"হাঁ।"

শ ধীরে ধীরে গলা ঝেড়ে বললেন, "বুঝেছি। বোধ হয় আমি ভুল খবর পেয়েছি। আমি যখন গির্জার ক্যালেণ্ডার মিলাই, তখন দেখি দুটোয় একটি বিয়ে স্থির হয়ে আছে।"

যদিও ডন ওয়ালিং ক্রমাগত অল্ডার্‌সনের মুখের দিকে নজর না করবারই চেষ্টা করছিলেন, তবু তিনি একবার আড়চোখে না তাকিয়ে পারলেন না। গাড়িতে আসতে আসতে তিনি যা শুনেছিলেন, তা থেকে তিনি জানতেন যে অল্ডার্‌সন গির্জার কথাবার্তা ঠিক করেন নি, কারণ তিনি বলেছিলেন যেসব কাজ তখনও বাকী আছে, এটা তারই মধ্যে একটি। তিনি এখন দেখলেন অল্ডার্‌সন জোর ধাক্কা খেয়েছেন, আর এমন কিছু বলবার তাঁর প্রবল ইচ্ছা হ'ল যাতে অল্ডার্‌সন সামলে নেবার জন্যে কিছু সময় পাবেন। বলবার একটি মাত্র জিনিস তিনি ভেবে বললেন, অন্ত্যেষ্টির সময়টি তুচ্ছ ব্যাপার আর সে প্রায় তর্কের যোগ্য কথাই নয়। কিন্তু বলতে গিয়ে বাধা পেলেন কারণ স্পষ্টই অল্ডার্‌সন এইটিকেই বড় ক'রে দাঁড় করিয়েছেন।

শেষ পর্যন্ত অল্ডার্‌সন বললেন, "গির্জা সম্বন্ধে একটা কিছু করা যেতে পারে।"

শ সদয়ভাবে মেনে নিলেন, "বোধ হয়। কিন্তু আর একটা কথা আমার মনে হচ্ছিল। আমার বিশ্বাস—আমার ধারণাই ঠিক—বেশী বয়সের কারখানা কর্মী যারা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দিতে চাইবে, তাদের বেশির ভাগই সাতটা থেকে তিনটের সিফট-এ কাজ করে। অন্ত্যেষ্টি সাড়ে চারটেতে করলে তাদের পক্ষে সেখানে আসাও সম্ভব হ'তে পারে।"

অল্ডার্‌সন তীব্রস্বরে বলে উঠলেন, "তাতে কিছু এসে যাবে না। কার-খানা বন্ধ থাকবে।"

শ মোলায়েমভাবে জিজ্ঞেস করলেন, "পুরো দিনটাই?"

"হাঁ, পুরো দিনটাই।"

অল্ডারসন উত্তর দেবার আগে ওয়ালিং তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিটি রাগের বশে আগুন উগরে দিলেন, তিনি যে ফাঁদে পা দিচ্ছেন তা তাঁর চোখে পড়েনি। মাত্র কয়েক মাস পূর্বে কারখানা ইউনিয়নের সভাপতির মৃত্যু হয়, আর সহ-সভাপতি ম্যাক্স হারজেল তাড়াতাড়ি জনপ্রিয়তা পাবার জন্যে দাবি করেন অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দিনটি সব কারখানাতেই যেন বেতন সহ ছুটি দেওয়া হয়। আগেকার সব চুক্তির আলোচনায় স-বেতন ছুটির প্রশ্নটি বড়ই গোলমেলে হয়েছিল ব'লে অ্যাভেরি বুলার্ড আর প্রশ্রয় দেবার বিষয়ে সতর্ক হয়ে সে-অনুরোধ অগ্রাহ্য করেন। তখন হারজেল আবার সঙ্ঘের সভ্যদের কাছে এই প্রশ্ন তুললেন, আর এর ভিতরে ভাবপ্রবণতার যতটা সম্ভব সদ্ব্যবহার করার ফলে কর্মীদের একজোটে কারখানা থেকে বেরিয়ে যাওয়াটাই যা বাকী রইল। শেষ পর্যন্ত ধর্মঘট এড়ানো গিয়েছিল বটে, কিন্তু অল্ডারসনের বোঝা উচিত ছিল, যেমন স্পষ্টই শ বুঝেছেন, একটা নজির খাড়া হয়ে গেছে, আর এখন তা ভাঙলেই আর এক সাংঘাতিক আন্দোলনের ঝুঁকি নিতে হবে।

ওয়ালিং বলতে শুরু করলেন, "ইউনিয়নের পরিস্থিতি বিবেচনা ক'রে—" এইটুকু ব'লেই থেমে গেলেন, তাঁর এই আশা ছিল যে এতেই অল্ডারসনের স্মৃতিতে নাড়া পড়বে।

অল্ডারসন তাঁর কথা শোনেনই নি মনে হ'ল। শ-এর দিকে তিনি একদৃষ্টে তাকিয়েছিলেন, রাগে তাঁর দেহ নিথর। "বোধ হয় এতে যে-টাকা খরচ হবে, তারই কথা তুমি ভাবছ?"

শ স্থিরভাবে বললেন, "সেটাই প্রথম বিবেচ্য নয়, এইমাত্র ডন যেকথা বলল, প্রধানতঃ তার ভিত্তিতেই আমি ভেবেছি—ইউনিয়নের পরিস্থিতি—যদিও তোমার একথা ঠিক, ফ্রেড, যে খরচের ব্যাপারটিও এমন যে তা অবহেলা করা যায় না। আমার মনে প'ড়ে গেল মিঃ বুলার্ড কর্মী-সঙ্ঘকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন বেতন সহ ছুটিতে কোম্পানির মোটামুটি ৮৭,০০০ ডলার লোকসান যায়। এ-অঙ্ক অবশ্য গত মাহিনা বাড়ার আগে ছিল, বর্তমান হিসাবে আরও কিছু বেশি হবে।"

অল্ডারসন অর্থহীনভাবে বললেন, "আমার তাই মনে হয়েছিল।"

শ-এর মনে বিরক্তি অবশ্যই হচ্ছিল কিন্তু, তাঁর চেহারায় তার অতি ক্ষীণ আভাসও তিনি পড়তে দেননি, ওয়ালিং অনিচ্ছাতেও সেজন্যে মনে মনে তাঁকে প্রশংসা না ক'রে পারলেন না।

শ ব'লে চললেন, "আমার আরও মনে হ'ল যে সঙ্ঘ-প্রতিনিধিদের কাছে মিঃ বুলার্ডের এই যুক্তি ছিল মাহিনাশুদ্ধ ছুটিকে ঠিক শোক-জ্ঞাপন মনে করা যাবে না, কারণ তাতে জয়ল্যাণ্ড পার্কের ভিড় নিঃসন্দেহে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় ভিড়ের চেয়ে বেশি হবে।"

রোলার কোস্টার খেলাগাড়ি আবার ওয়ালিং-এর মনে গর্জন ক'রে উঠল, পিছনে আনন্দ ও হাসির চিৎকার তিনি শুনতে পেলেন। শ ঠিকই বলেছেন। ছুটি শোকের দিন হবে না, তা হবে আনন্দোৎসবের দিন। আর যা খরচ, সে হবে একেবারে অকারণ বহু পরিমাণ অর্থব্যয়। সবার উপরে ইউনিয়নের ভিমরুলের চাকে খোঁচা দেওয়ার মত হবে। অল্ডারসনের ব্যাপারখানা কি? তিনি কি একথা বুঝতে পারছেন না? একথা বোঝা যায় যে এসব জিনিস আগে ভেবে রাখতে তাঁর ভুল হয়ে গেছে। কিন্তু এখন তিনি এসব ভাববার পর একটি মাত্র সিদ্ধান্তই সম্ভব। শ ইতিপূর্বেই তা ক'রে ফেলেছেন। অল্ডারসনের তা সমর্থন করা ছাড়া আর পথ নেই, অথচ পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে তিনি তা করবেন না। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল তিনি নিঃশ্বাস বন্ধ ক'রে আছেন আর তাঁর মুখে এক বেগুনি আভা ধীরে ধীরে ফুটে উঠছে।

শ ব'লে গেলেন, "আর একটি কথা বিবেচনা করবার রয়েছে। এটি বোধ হয় সামান্য কথা, তবু মনে হ'ল এটিও গণ্য করবার মত। সাড়ে চারটে সময় হ'লে অন্ত্যেষ্টির সময়ে শিকাগো বাজার প্রদর্শনীটি বন্ধ কবার পক্ষেও বেশী সুবিধেজনক হবে।"

ওয়ালিং হাতের মুষ্টি বন্ধ করলেন। "সুবিধেজনক" কথাটি ব্যবহার ঠিক ভাল হয়নি, আর তিনি মনে কবলেন শ একথাটি ব্যবহার না করলে পারতেন। অর্থটি বেশ পরিষ্কার হয়েছিল কিন্তু তাঁর বুদ্ধি তাঁকে ব'লে দিল অল্ডারসনের মন আগেই যে-রাগে আচ্ছন্ন হয়ে আছে, এতে তা শুধু বেড়েই উঠবে।

অল্ডারসন তীব্র খোঁচা দিয়ে বললেন, "সুবিধেজনক? দেখা যাচ্ছে সব কিছুরই প্রতি তোমার এই মনোভাবই আছে, শ—মিঃ বুলার্ডের মৃত্যুটি যতখানি সম্ভব সুবিধেজনক ক'রে নেওয়া তোমার নিজের পক্ষে। আমার মনে হয়, এই বিষয়ে তুমি অন্য কিছু মতামতও দেখতে পাবে।"

অল্ডারসনের উঠেই দরজার দিকে এগিয়ে যাওয়া এমনই অপ্রত্যাশিত আর আকস্মিক হ'ল যে ওয়ালিং অসতর্ক হয়ে পড়েছিলেন। তিনি উঠে দাঁড়ান মাত্রই অল্ডারসন অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তিনি প্রথমে ভাবলেন তাঁর অনুসরণ করবেন, কিন্তু শ ডেস্কের পিছন থেকে বেরিয়ে দাঁড়িয়ে রাস্তার অর্দ্ধেকটা জুড়ে

রইলেন। স্পষ্টভাবে অভদ্রতা না ক'রে, তাঁকে ঠেলে দিয়ে এগিয়ে যাওয়া অসম্ভব ছিল।

শ-এর কণ্ঠস্বরে বিশেষ পরিবর্তন দেখা গেল, তাতে এমন এক ঘনিষ্ঠতা এল যা পূর্বে ছিল না। "ডন, বল ত আমার কি ভুল হয়েছে, না বৃদ্ধকে এমনি একটু অস্থির দেখাচ্ছিল? আমি জানি তাঁর শরীর ভাল যাচ্ছে না, কিন্তু—তুমি অবশ্য তাঁকে আমার চেয়ে ঢের ভাল জান—তোমার কি মনে হয়?"

"তা বোঝা খুব কঠিন নয়। মাত্র দু ঘন্টা হ'ল আমরা মিঃ বুলার্ডের মৃত্যুর খবর পেয়েছি।"

এই যে বহুবচন সর্বনামটির প্রয়োগ ক'রে অল্ডারসনের সঙ্গে তিনি নিজেকে জড়িয়ে ফেললেন, তা অর্ধজ্ঞানেই করা হয়েছিল, কিন্তু শ একথা ধ'রে নিলেন।

"আমায় কি এই বুঝতে হবে যে আমি যা করেছি তাতে ফ্রেডের ন্যায় তোমারও অমত আছে?"

"ঠিক তা নয়।"

শ-এর মুখে উদ্বেগের চিহ্ন দেখা গেল। "ঠিক কোন ব্যাপারে তোমার মত নেই? যেসব সিদ্ধান্ত আমি করেছি, সেগুলির আর কোনও পথ আমি দেখতে পাইনি, তা খুলেই বলছি। খবরের কাগজে বিবরণীগুলি পাঠানো স্পষ্টই দরকার ছিল আর তাড়াতাড়ি করাই ছিল আসল কথা। ঠিক ত?"

ওয়ালিং দ্বিধায় পড়লেন, এতে সায় দিতে অদ্ভুত খারাপ লাগছিল, কিন্তু সায় না দেওয়াও সম্ভব ছিল না।

শ ব'লে চলেছিলেন "অন্ত্যেষ্টির সময় আর ছুটি দেওয়ার নীতি এই দুটি ব্যবস্থাই হচ্ছে অবস্থানুযায়ী। অবশ্য হ'তে পারে কোনও দরকারী কথা হয়ত আমার নজরে পড়েনি। তেমন হ'লে যদি তুমি তা আমায় মনে করিয়ে দাও, তবে আমি নিজেকে বেশী রকম উপকৃত মনে করব। তেমন কিছু হয়েছে কি?"

"আমি তোমার সঙ্গে তর্ক করছি না।" ওয়ালিং শুনলেন কথাগুলো তাঁর কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এল।

"কিন্তু আমার প্রতি তোমার আন্তরিক সমর্থন নেই, আছে কি? আমি আশা করেছিলাম এর জন্যে তোমার উপর আমি নির্ভর করতে পারি, ডন—তোমার সমর্থন।"

এ-ছলটা সাহসের, কিন্তু শ অতি সামান্যের জন্যে তাতে বাড়াবাড়ি ক'রে ফেললেন। এতক্ষণ পর্যন্ত ওয়ালিং এই যুক্তিতে তাঁর আন্তরিক বিরাগ দমন করছিলেন যে প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি ব্যাপারেই শ-এর কথা ঠিক ছিল, তিনি যে

সব কাজ করেছেন বা উক্তি করেছেন, সেগুলির জন্যে তার সমালোচনা করবার কোনও যুক্তি নেই। কিন্তু আসল ব্যাপারটা যে কি চলেছে এখনই হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন। সারা দৃশ্যটি শ তাঁর সুবিধের জন্যেই অভিনয় করেছেন। প্রথমেই তাঁর সন্দেহ হয়েছিল যে তাঁকে অল্ডার্‌সনের কাছ থেকে আলাদা করবার জন্যে শ-এর চেষ্টা চলেছে, পরে সেদিকে আর তাঁর নজর ছিল না। শ-এর অভিনয়ের প্রত্যেকটি অংশ—হাসিখুশী মুখের ভাব, রাগ দমন, চাবুকের মত প্রশ্ন, অকাট্য যুক্তি—এসবই ছিল একটা হিসাব করা আক্রমণ, যাতে অল্ডার্‌সনকে যতদূর সম্ভব খারাপ দেখানো যায়। শুকনো কুয়োর মত ডন ওয়ালিং-এর মন থেকে অল্ডার্‌সনের প্রতি শ্রদ্ধা নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল, হঠাৎ তা বুড়ো মানুষটির প্রতি সহানুভূতিতে ভ'রে উঠল।

শ জিজ্ঞেস করলেন, "পরামর্শ কিছু নেই? সমালোচনাও নেই?"

ওয়ালিং একটু থেমে মনে মনে বিচার করে দেখলেন কিছু বলার প্রয়োজন নেই, তাতে কোনও ফলও হবে না। এ লড়াই তাঁর নয়; এ লড়াই শ এবং অল্ডার্‌সনের মধ্যে, তিনি একজন দর্শক মাত্র। কিন্তু তাঁর অন্তরের সততার তাগিদে তিনি বলতে বাধ্য হলেন, "বেশ, তুমি যখন আমায় জিজ্ঞেস করছ, আমার এই ধারণাই হয়েছিল যে তুমি ফ্রেডের উপর একটু রুক্ষই হয়েছিলে।"

"রুক্ষ? আমি ভেবে পাচ্ছি না কিসে তোমার তা মনে হল?"

"তুমি ত জানতে যে আমাদের আর সবাইয়ের চেয়ে তিনিই ব্যক্তিগতভাবে মিঃ বুলার্ডের কাছাকাছি ছিলেন। তিনি যে একটু বেশী আঘাত পাবেন, কিছুকাল স্থিরতা হারাবেন, সে ত স্বাভাবিক মাত্র। আমি যা বলবার চেষ্টা করছি, তুমি তা বুঝতে না পার, কিন্তু—"

শ তাড়াতাড়ি বললেন, "নিশ্চয়ই আমি তা বুঝি এবং তা ধর্তব্যের মধ্যে রাখবারও আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। আমি আশা করেছিলাম তা তোমার চোখে পড়েছে। তুমি নিশ্চয় দেখেছিলে আমার প্রতি ফ্রেডের স্পষ্টই বিরুদ্ধ মনোভাবে আমার বিরক্ত হবার সম্পূর্ণ কারণ ছিল—তবু আমি যতখানি সাধ্য তা না দেখাবারই চেষ্টা করেছিলাম।

"ভাল কথা—এ বাদ দাও।"

তিনি দরজার দিকে ফিরতে শ হাত দিয়ে তাঁর বাহুটি ধ'রে বললেন, "থাম, ডন। আমি চাই, তোমার এরকম না মনে হয়—বিশেষ ক'রে তোমার।"

"বিশেষ ক'রে আমার কেন?"

"কারণ—দেখ, ডন, আমার সর্বদাই মনে হয়েছে তোমার ও আমার স্বার্থের মধ্যে খানিকটা মিল রয়েছে—হয়ত এখনও তা পাওয়া যায়নি, তবু দুজনেরই

মিল আছে কিছু। আমি এই আশায় রয়েছি যে আমাদের একসঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করবার সুযোগ মিলবে। এখন হয়ত আমাদের তা হবে।"

"বোধ হয়।"

"ভাল।"

শ'কে অত্যন্ত আহ্লাদিত দেখাচ্ছিল, ওয়ালিং তাই ভাবলেন শ'কে যেটুকু সমর্থন করা হয়েছে ব'লে তিনি মনে ভেবেছেন—তা বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ ক'রে দেওয়া দরকার। তিনি ধীরে ধীরে বললেন, "কারুর সঙ্গে স্বার্থের মিল হ'ল শুধু কোম্পানির যেটুকু স্বার্থ সেইটুকু মাত্র।"

"তা হ'লে আমাদের দুজনেরই সেই একই স্বার্থ। ওহো ভাল কথা, আমি ভাবছিলাম তুমি কি অনুগ্রহ ক'রে আজ রাত্রে দু একটি ব্যাপারে আমায় সাহায্য করবে? এখনও বহু লোক আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে অপেক্ষা ক'রে রয়েছে আর—"

ওয়ালিং ব'লে উঠলেন, "সে আমি লক্ষ্য করেছি," তাঁর গলায় প্রশ্নের চিহ্ন।

শ বোঝালেন, "আমার মনে হ'ল মিঃ বুলার্ডের দ্রুত নিষ্পত্তির জন্যে সম্ভবতঃ অনেকগুলি ব্যাপার জ'মে রয়েছে। কার্যনির্বাহক সমিতি দ্বারা সেগুলির বন্দোবস্ত করাতে গেলে অবশ্যই কাজে দেরি হবে। সেইজন্যে আমার মনে হ'ল যদি আজ রাত্রে আমি তাড়াতাড়ি সমস্ত অবস্থার দ্রুত পর্যালোচনা ক'রে নিই তবে আমাদের সকলেরই কিছু সুবিধা হ'তে পারে। তাতে সপ্তাহের শেষ দিনগুলি সব ঠিকঠাক ক'রে ফেলবার জন্যে আমাদের হাতে থাকবে। তা হ'লে সোমবারে কাজের জন্যে আমরা প্রস্তুত থাকতে পারব।"

শ ইতস্তত ক'রে তারপর যেন আরও যুক্তি দেখাবার প্রয়োজন বুঝতে পেরেছেন, এইভাবে ব'লে চললেন, "আমি কতকগুলি চরম ব্যাপার জেনেছি। তুমি কি জান যে দক্ষিণের মিলগুলি থেকে আমাদের আঠাগাছের কাঠ জাহাজে চালান দেওয়া নির্দিষ্ট ব্যবস্থা থেকে প্রায় চার সপ্তাহ পিছিয়ে পড়েছে, ক্রয়-বিভাগ থেকে শ্যেফার এইমাত্র আমায় জানিয়েছে যে তিন সপ্তাহের আগেই ওয়াটার স্ট্রীট কারখানার আঠাগাছের কাঠ শেষ হয়ে যাবে। যদি এখনই কিছু করা না হয় তবে আমাদের কাজ বন্ধ রাখতে বাধ্য হ'তে হবে। তুমি কি এ জানতে?"

ডন ওয়ালিং-এর নিয়মিত কাজ থেকে কাঠ-সরবরাহের ব্যাপারের অনেকখানি ব্যবধান। ঘটনাক্রমে কয়েকদিন আগে মধ্যাহ্নভোজনের সময়ে জেসি গ্রিম এই পরিস্থিতির উল্লেখ করেছিলেন। আর এখন শ-এর এই বিরক্তিকর নিশ্চিন্ত স্বরে এমন সর্বনাশা ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতিবাদ হিসাবে তিনি এই কথা বলতে পেরে

একটুখানি আনন্দিত হলেন, "আমার মনে হয় তুমি দেখতে পাবে, জেসি বীচ ও বার্চ কাঠের ব্যবস্থা সব ঠিক ক'রে রেখেছেন। উত্তর পূর্বাঞ্চলের কয়েকটি মিলে প্রায় আড়াই লাখ বর্গফুট এক ইঞ্চি মোটা তক্তার ঠিকা দেওয়া হয়েছে।"

শ এমন এক দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়লেন যেন তাঁর নিজের নৈরাশ্যের ভাগ নিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তিনি বললেন, "আমারও সেই ধারণা ছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে সে-অর্ডার কখনই দেওয়া হয়নি। আমাদের অন্য পথ আছে—সেকথা ঠিক, কিন্তু সে-পথে আমরা যাইনি। জেসি গ্রিম মিঃ বুলার্ডের সম্মতি নেবার অপেক্ষায় ছিলেন ব'লে ক্রয়বিভাগ সেটি আটকে রেখেছিল।"

ডন ওয়ালিং-এর দেহ শিথিল হয়ে উঠল।

শ ক্ষীণ হেসে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি যা ভেবেছিলে তার চেয়ে একটু সঙ্গীন দাঁড়িয়েছে? সৌভাগ্যের কথা যে কিনবার সর্তের মেয়াদ আমাদের সোমবার দুপুর পর্যন্ত আছে, সুতরাং এড়িয়ে যাবার সুযোগ এখনও রয়েছে। তবে আমি জেসির সঙ্গে কথা বলব। শুনছি সে শহরের বাইরে।"

ওয়ালিং বললেন, "হাঁ, মেরিল্যাণ্ড-এ।" নিজের স্বর শুনতে পেলেন তিনি, যেন সে-স্বর সুদূর ও নির্লিপ্ত, লরেন শ-এর প্রতিবাদ তাঁর মন জুড়ে রয়েছে ...লোকটাকে যত অপছন্দ করা যায়, ততই তাঁর কথা ঠিক প্রমাণ হয়।

"জেসির সঙ্গে কি ক'রে যোগাযোগ করা যায়, তোমার তা জানার কোন সম্ভাবনা আছে কি?"

"আমার মনে হয় ফ্রেড টেলিফোনে তাঁকে খবর পাঠিয়েছেন, তিনি যেন ফিরতি টেলিফোন করেন।"

শ-এর নিচের ঠোঁটে হাসি খেলে গেল। "যদি আমাদের পরম বন্ধু মিঃ অল্ডার্‌সনের ঘোরতর আপত্তি না থাকে তবে মিঃ গ্রিম যেন আমার সঙ্গেও কথা বলেন, এই প্রস্তাব করতে তুমি কিছু মনে করবে কি?"

"আমি তাঁকে তা ব'লে দেব।"

চ'লে যাবার এই স্বাভাবিক সুযোগে তিনিও দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।"

তাঁর পিছনে শ-এর কণ্ঠস্বর এল, "ওহো ডন, যদি তোমার কয়েক মিনিট সময় থাকে?"

"আমি দুঃখিত, ভুলে গিয়েছিলাম। কি করবার আছে?"

"যদি কিছু মনে না কর ত উপরে গিয়ে একবার দেখে আসবে মিস মার্টিন কতদূর এগিয়েছেন। শহরের বাইরের কারখানা ও শাখাগুলিতে তার পাঠাতে আমি তাঁকে ব'লে এসেছি। একবারটি তদারক ক'রে নিও, দেখো সব কেমন চলছে। আচ্ছা মরিসন, ভিতরে এস।"

মরিসন, যারা বেঞ্চের উপর অপেক্ষা করছিল, তাদেরই একজন। এই অফিস-ম্যানেজারটি যখন লাফিয়ে দাঁড়িয়ে মিঃ শ-এর পিছনে তাঁর অফিসে প্রবেশ করল, তখন তার চেহারায় শশব্যস্ত অধীনতার চাউনি ডন ওয়ালিং দেখতে পেলেন। ওয়ালিং নিজের মনে বললেন, রাজার মৃত্যু হয়েছে, রাজা দীর্ঘজীবী হোন; আর তাঁর এমনি মনোভাব হ'ল যেন তাঁর মুখের মধ্যে তেল ঢেলে দেওয়া হয়েছে।

সিঁড়ির আধাআধি উঠেছেন এমন সময়ে বিবেকের দংশনে তাঁর মনে প'ড়ে গেল অল্ডারসন হয়ত নিজের দপ্তরে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছেন। পিছন ফিরে তিনি দেখলেন অল্ডারসনের বন্ধ দরজার ঘসা কাঁচের ফালি দিয়ে একটি হলদে আলোর রশ্মি বাইরে মেঝের উপরে এসে পড়েছে। সহানুভূতি তাঁর নৈরাশ্যকে ছাপিয়ে উঠল, তিনি আবার নিচে নামতে শুরু করলেন। প্রথম ধাপেই তিনি মাথার উপরে একটা শব্দ শুনতে পেয়ে উপর দিকে তাকালেন। এরিকা মার্টিন সিঁড়ির উপরে দাঁড়িয়ে আছেন। আলো বলতে তাঁর দপ্তরের খোলা দরজা থেকে আসা আলোই, সেই অন্ধকারের মধ্যে খোদাই ক'রে আঁকা তাঁর মুখ ও দেহ দেখে মনে হচ্ছিল যেন এক পথভ্রষ্ট আত্মা কালো গিরিগহ্বরের কিনারায় দাঁড়িয়ে রয়েছে।

তাড়াতাড়ি বিপরীত দিকে দ্রুত পা চালিয়ে তিনি তাঁর সামনে এসে পড়লেন; একধাপ নিচে দাঁড়িয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকালেন। মিস মার্টিন তাঁকে ছাড়িয়ে দূরের পানে চেয়েছিলেন, তাঁর দৃষ্টি শ-এর দপ্তরের দরজার উপর নিবদ্ধ ছিল।

"আপনি সুস্থ বোধ করছেন ত, মিস মার্টিন?"

তাঁর ভাবে এমনই মনে হ'ল যেন ওয়ালিংয়ের গলার আওয়াজেই তিনি প্রথম তাঁর উপস্থিতিটা টের পেলেন। তাঁর দেহ সচকিত হয়ে উঠল, বিদ্যুৎ-গতিতে ঘুরে তিনি নিজের দপ্তরে চ'লে এলেন।

তাঁর পিছনে ধাপ ছয়েক যেতেই ওয়ালিং-এর যেটুকু সময় লাগল, তার মধ্যেই মিস মার্টিন স্থিরতার আবরণটি ফিরে পেয়েছেন। যখন তিনি ওয়ালিং-এর দিকে তাকালেন, তখন তাঁর চোখের দৃষ্টি, জলের দাগ থাকা সত্ত্বেও, যথাসম্ভব পরিষ্কার ছিল।

"সমস্তই ঠিক আছে।" নিজের ডেস্কের দিকে তাকিয়ে তিনি কথা বললেন, যাতে তাঁর বক্তব্যের অর্থ তাঁকে অতিক্রম ক'রে তিনি যে-কাজ করেছেন, তার উপর গিয়ে পড়ে।

তিনি কার্বন কপির তাড়াটি দেখতে পেলেন, আর তাড়াতাড়ি উপরের

কাগজটি প'ড়ে বুঝতে পারলেন গত কয়েক মিনিটের মধ্যে মিস মার্টিন কতবার অ্যাভেরি বুলার্ডের মৃত্যুর মর্মান্তিক স্বীকৃতিটির পুনরুক্তি করতে বাধ্য হয়েছেন। তাঁর মনোভাব হ'ল সহানুভূতির স্থান পরিবর্তন। অজ্ঞাতে নিজেকে তিনি মিস মার্টিনের জায়গায় নিয়ে এলেন, কারণ তাঁদের মধ্যে হৃদ্যতার কোন পটভূমিকা ছিল না। তবু এখন তাঁর মন এতটা প্রভাবিত হয়ে উঠল যে তিনি মনের আবেগে বাহু বাড়িয়ে মিস মার্টিনের কাঁধের উপর রাখলেন।

সেই মুহূর্তেই মিস মার্টিনের দেহ কঠিন হয়ে তাঁর দেহের উপর ঢ'লে পড়ল, মাথাটি ঝুঁকে রইল তাঁর কাঁধের উপর, তিনিও মিঃ ওয়ালিং-এর মত সম্পূর্ণ আবেগ-চালিত ব'লেই ব্যাপারটি এত তাড়াতাড়ি ঘটতে পারল। তারপর ওয়ালিং শুনতে পেলেন কান্নার ঝাঁকুনি আর চাপা যন্ত্রণার শিহরিত শব্দ, এত কাছে যে মনে হচ্ছিল তাঁর নিজের গলা থেকেই শব্দটা বেরোচ্ছে। তাঁর বাহুর বন্ধন দৃঢ় হ'ল, আর চট ক'রে যে-রাত্রে মেরীর বাবা মারা যান, তারই স্মৃতি তাঁর মনকে আচ্ছন্ন ক'রে দিল।

মিস মার্টিন এত শীগ্‌গীর নিজেকে ছাড়িয়ে নিলেন যে আরম্ভ ও শেষ মাত্র যেন এক মুহূর্তের মধ্যেই হয়ে গেল, কিন্তু এরই মধ্যে মিস মার্টিন অন্ধ শোকের বশে অজ্ঞাতে যা ক'রে ফেলেছেন, তারই ত্রস্ত অনুভূতিতে শঙ্কিত হয়ে উঠলেন।

"আমি—আমি ভয়ানক দুঃখিত, মিঃ ওয়ালিং, আমি—"

ওয়ালিং পিঠ থেকে হাত নামিয়ে দৃঢ়ভাবে মার্টিনের হাত ধ'রে বললেন, "দুঃখিত হবেন না—হবেন না—আমি জানি আপনার কিরকম মনে হচ্ছে—বিশ্বাস করুন, আমি জানি।" তাঁর কথা আটকে যেতে লাগল, মনে হ'ল যা কিছুই তিনি বলুন তার কোন অর্থই হবে না। তবু মিস মার্টিনের কাছে কিছু অর্থ নিশ্চয় ছিল। মিস মার্টিন তাঁর দিকে তাকালেন। তাঁর মুখে তিনি যে কৃতজ্ঞতা দেখতে পেলেন, মেরী ছাড়া আর কারও মুখেই কখনও দেখেন নি তিনি। সহজ প্রবৃত্তিতে তিনি বুঝতে পারলেন এখন একে একা থাকতে দেওয়ার সময়, আর তা ভেবেই তিনি দরজাটি ধীরে ধীরে বন্ধ ক'রে দিলেন।

সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে তাঁর আবার মনে হ'ল, যেমন আগে বহুবার তাঁর মনে হয়েছে যে, এ বড়ই আশ্চর্য, অনেক লোককে যেমন দেখায় তা থেকে তারা কতখানি আলাদা...এবং আরও আশ্চর্য এই যে তারা যে-গুণগুলি গোপন রাখবার জন্যে এত চেষ্টা করে, যেসব গুণ তারা জগতকে অবাধে দেখাতে চায়, তার চেয়ে তা অনেক অধিক চিত্তাকর্ষক।

হলদে আলোর রশ্মি তখনও অল্ডার্‌সনের দরজা থেকে আসছিল। তিনি

তাই মনকে সহানুভূতির উপযোগী ক'রে তাড়াতাড়ি নেমে গেলেন। তিনি দ্রুততার মধ্যে শ'কে যে-কারণ দেখিয়েছিলেন অ্যাভেরি বুলার্ডের মৃত্যুতে অল্ডার্‌সন বড় অস্থির হয়েছেন, তা এই এক মিনিটের মধ্যে আরও সত্য হয়েছে। কিন্তু এখন এ-সহানুভূতি দয়ার এত কাছাকাছি পৌঁছলো যে আশার শেষ শিখাটুকুও নিভে গিয়েছিল। ফ্রেড অল্ডার্‌সন কখনই ট্রেড্‌ওয়ে কর্পোরেশনের প্রেসিডেন্ট হ'তে পারবেন না। স্পষ্টই তা অসম্ভব।

কিন্তু ফ্রেড কি তা বুঝতে পারছেন...না শ-এর দপ্তরে অন্ধের মত যে অর্থহীন পন্থা অনুসরণ করার জন্যে জিদ ধরেছিলেন এখনও তাই ধ'রে আছেন?

যে-মুহূর্তে ডন ওয়ালিং দরজা খুললেন, সেই মুহূর্তেই তিনি জানতে পারলেন অল্ডার্‌সন তাঁর পরাজয় মেনে নিয়েছেন। বৃদ্ধ তাঁর ডেস্কের সামনে ব'সে রয়েছেন। ভেঙ্গে-পড়া শ্রীহীন চেহারা। তাঁর চেহারা থেকে উত্তেজনা ও রাগের চিহ্ন মিলিয়ে গেছে, তার বদলে রয়েছে দোষ স্বীকার ও অনুতাপ।

"আমি দুঃখিত, ডন, ব্যাপারটা একেবারে পণ্ড ক'রে দিয়েছি. নয়কি?"

"আমি তা বলব না, ফ্রেড। তুমি—"

অল্ডার্‌সন হাত তুলে তাঁকে থামিয়ে দিলেন, তাঁর হাতটি কাঁপছিল। "না, না—আমার সম্বন্ধে তুমি নিরাশ হয়েছ। না হয়ে তোমার আর উপায় ছিল না। আমি নিজেই নিজের সম্বন্ধে হতাশ হয়েছি। ভেবেছিলাম আমি এটি করতে পারব, কিন্তু আমি তা পারলাম না।"

এ ছিল তাঁর হীন স্বীকারোক্তি, আর ডন ওয়ালিং শরীরটাকে মোচড়ালেন, দুর্বলতার সম্মুখীন হ'লে তিনি সর্বদাই যেমন করেন। "ফ্রেড. শ-এর সম্বন্ধে তোমার মনের ভাব কি, তা আমি জানি এবং—"

"না এ শ নয়- একেবারেই শ নয়। তা তুমি দেখতে পাচ্ছ না, ডন? আমি শ-এর জন্যে প্রস্তুত ছিলাম। তাঁকে আমি সামলাতে পারতাম। এ তা নয়। সেইখানেই আমার ভুল হয়েছিল, ভেবেছিলাম আমি শ-এর সঙ্গে লড়ছি। না. তাঁর সঙ্গে আমি লড়িনি। আমি ভাবিনি তুমি জানতে।"

"ফ্রেড, আমি—"

"না, আমায় থামাবার চেষ্টা ক'র না। আমি চাই যে তুমি জান। তোমাকে জানতেই হবে। না জানলে তুমি আমায় সাহায্য করতে পারবে না। আমি লড়ছিলাম অ্যাভেরি বুলার্ডের সঙ্গে। আমি তা জানতে পারলাম যখন আমরা নিচে এলাম—লিফ্‌টের উপরে সারা পথে। সেইজন্যে আমি আমার দপ্তরে গিয়েছিলাম—আমি যে এটি চালিয়ে যেতে পারব, সে-বিষয়ে নিজের বিশ্বাস আনবার চেষ্টা করতে—কিন্তু আমি তা পারলাম না। তুমি মনে করলে

আমি শ-এর কাছে ভয় পাচ্ছিলাম, নয়? তা নয় কিন্তু। সে সহজই হ'ত—যে-লোককে ঘৃণা করা যায় তার সঙ্গে লড়াই করা সহজ। এইটাই ত সব গণ্ডগোল ক'রে দিয়েছে—আমি অ্যাভেরি বুলার্ডের সঙ্গে লড়তে পারলাম না, কখনই পারিনি।"

এ-কথাগুলি দ্বিতীয় শৈশবের আবেগময় প্রলাপের মত শোনালো আর ডন ওয়ালিং তার কোনও গভীর অর্থ বার করবার চেষ্টা ছেড়ে দিলেন। এমন সময়ে হঠাৎ অল্ডার্‌সন বলতে লাগলেন, "এইটাই তোমায় জানতে হবে, ডন—অ্যাভেরি বুলার্ড চান না যে আমি প্রেসিডেন্ট হই। আমি ঠিক এখন যা আছি, তা ছাড়া আর কিছু হই, সে তিনি চান না। না, থাম—একথা সত্য, এ যদি সত্য না হ'ত, তবে তিনি আমায় কার্যনির্বাহক ভাইস-প্রেসিডেন্ট ক'রে নিতেন—এই গত বাব নয়, তার আগের বার—যখন তিনি তা ফিট্‌জ্‌জেরাল্ডকে দিলেন।"

সহানুভূতির খাতিরে প্রতিবাদ করতে হ'ল, "কিন্তু সে ত ছিল একত্রীকরণের ব্যাপার, ফ্রেড। ফিট্‌জ্‌জেরাল্ড এলেন, কারণ—"

না, ডন, না—এ সত্যি। অ্যাভেরি বুলার্ড আমাকে চাননি। সেজন্যে আমার দুশ্চিন্তা ছিল—না, আমার নিজের জন্যে নয়—তার কারণ তিনি আর কারুকে বেছে নেওয়া স্থগিত রাখছিলেন। বুঝেছ, তিনি দুবার আমায় ডিঙ্গিয়ে গিয়ে আমার মনে আঘাত দিতে চাননি। আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলতে যাচ্ছিলাম—তাঁকে বলতে যাচ্ছিলাম যে সত্যিই আমি গ্রাহ্য করি না—তিনি এগিয়ে গিয়ে আর কারুকে নিযুক্ত করুন।"

ডন ওয়ালিং-এর মনের পুরোভাগে একটি প্রশ্ন ঠেলে এল, আর অনিচ্ছা সত্ত্বেও, তা জিজ্ঞেস না ক'রে তিনি পারলেন না। "ফ্রেড, অ্যাভেরি বুলার্ড যদি কারুকে নিয়োগ করতেন, তবে সে কে হ'ত?"

অল্ডার্‌সন মুষ্টি বদ্ধ করলেন। "সেইটাই আমার ভয় ছিল—সেজন্যেই আমি তা করিনি—কখনও তাঁর সঙ্গে এবিষয়ে কোন কথা বলিনি।"

"সে কি শ হ'ত?"

ডন ওয়ালিং বুঝলেন যে প্রশ্নটি নির্মম, তবু একবার জিজ্ঞেস ক'রে ফেলার পর তাঁর মনে হ'ল তিনি ঠিকই করেছেন।

জিদের আবদারে চড় খেয়ে ছোট ছেলের যেমন হয়, অল্ডার্‌সন তেমনই ভাবে ক্ষণেকের জন্যে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন, তারপর তাঁর দৃষ্টি পরিষ্কার হ'ল। আবার যখন তিনি কথা বললেন, তখন তাঁর স্বর থেকে বিকারের ভাবটি কেটে গেছে। তিনি বললেন, "হাঁ, তা হ'তে পারত—কিন্তু আজ বিকালে আমি যা

দেখতে পেয়েছি, তা অ্যাভেরি বুলার্ডকে বলবার সুযোগ পেলে সেটি হ'ত না।" তিনি ইতস্তত করতে লাগলেন যেন ভাবছেন কথাটি বুঝিয়ে দেবেন কিনা, তারপর, স্পষ্টই তা না করা স্থির ক'রে, বলতে লাগলেন, "যাই হোক না কেন, ডন, শ হ'তে পারে না। আমরা সে ঘটতে দেব না।"

ডন ওয়ালিং দেখেন নিজের অজ্ঞাতসারেই এতে সায় দিয়ে তিনি ঘাড় নাড়ছেন।

অল্ডারসন বললেন, "জেসিকেই হ'তে হবে। শকে আটকাবার এই একমাত্র সুযোগ আছে।"

"জেসি?"

অল্ডারসন চট ক'রে সামনে নোট বইটি খুলে ওয়ালিং যাতে পড়তে পারেন সেজন্যে ঘুরিয়ে ধরলেন। অল্ডারসন তাঁর বড় বড় ছাপার মত লেখায় নামের দুটি স্তম্ভ পাশাপাশি লিখে রেখেছেন।

গ্রিম	শ
অল্ডারসন	ডাড্‌লে
ওয়ালিং	ক্যাস্‌ওয়েল

"এইভাবেই ভোট হবে তুমি মনে কর, ফ্রেড?"

"হাঁ, আমি জেসিকে সমর্থন করব, আর আমি ধ'রে নিচ্ছি তুমিও তাই করবে—অন্তত শ-এর বিরুদ্ধে।"

সতর্কতার খাতিরে ওয়ালিং পুরোপুরি কথা দেওয়া বন্ধ রেখে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার কিসে মনে হচ্ছে যে ডাড্‌লে শকে ভোট দেবেন?"

"গত কয়েক মাস এঁরা একেবারে চোরের মত হরিহরাত্মা হয়ে আছেন। তুমি কি তা লক্ষ্য করনি? তুমি কি দেখলে না আজ রাত্রে তাঁকে বিমান-ঘাঁটিতে নিয়ে যাবার জন্যে শ কিভাবে লাফিয়ে উঠলেন?"

ডন ওয়ালিং ঘাড় নেড়ে তা স্বীকার করলেন। তাঁর মনে পড়ল ফেডারেল ক্লাবের নাচে সেদিন তিনি ডাড্‌লের দলে শ'দের দেখেছিলেন।

অল্ডারসন ব'লে চললেন, "আর জর্জ ক্যাস্‌ওয়েলও অবশ্য শ'কেই ভোট দেবেন।"

"কেন তা মনে হচ্ছে তোমার?"

"কারণ শ ক্যাস্‌ওয়েলের লোক। তিনি ক্যাস্‌ওয়েলের সুপারিশেই এখানে এসেছিলেন।"

"কিন্তু শ ত আসেন পার্কিংটন-ম্যাকোনেলদের সঙ্গে যখন তাঁরা আমাদের পরিচালনা-ব্যবস্থা পর্যালোচনা করছিলেন। এর কারণ—"

"ক্যাস্ওয়েলই মিঃ বুলার্ডকে ব'লে ঐ দলটিকে নিতে রাজি করেন। না, শ ক্যাস্ওয়েলেরই লোক। সেখানে একটুও নির্ভর করতে পারা যায় না।"

"জুলিয়া ট্রেড্ওয়ে প্রিন্সের ব্যাপার কি?"

অল্ডার্সন ধীরে ধীরে বললেন, সেইটেই বুঝে ওঠবার আমি চেষ্টা করছি। তাঁকে কোথায় ফেলব তা আমি জানি না।"

ওয়ালিং নোট বইটি দেখলেন...একদিকে তিন ভোট, অন্যদিকেও তিনটি। "এতে তুমি যেভাবে সাজিয়েছ, ফ্রেড, তাতেও চূড়ান্ত ভোটটি তাঁর হাতেই রয়েছে।"

"আমি তা জানি। সেই কারণেই ত—মানে, আমি মনে করছিলাম বাড়ি যাবার পথে মিসেস প্রিন্সের সঙ্গে দেখা করলে হ'ত। বাস্তবিক, এমনিতেই আমার তা করা উচিত। মনে আছে আজ বিকেলে টেলিফোন ডাক এল—কার্যনির্বাহক সমিতির সভা থেকে মিস মার্টিন আমায় ডাকলেন?"

"হাঁ।"

"সেটি ছিল মিসেস প্রিন্সের কাছ থেকে। তাঁকে নিউইয়র্ক থেকে কেউ ডেকে তাঁর কিছু ট্রেড্ওয়ে স্টক কেনবার চেষ্টা করছিল। শ-এর বিষয়ে এই কথাই কয়েক মিনিট আগে আমি তোমায় বলতে আরম্ভ করেছিলাম। আমি নিশ্চিত জানি না, কিন্তু—"

হঠাৎ তাঁদের পিছনে দোর খুলে যাওয়ায় তাঁরা দুজনেই চমকে উঠলেন। শ!

শ জোর ক'রে আনন্দের ভাব এনে বললেন, "গুড নাইট, ভদ্রমহোদয়গণ। বোধ হয় কাল সকালে দুজনকেই দেখতে পাব?"

ওয়ালিং নিজেই শুনতে পেলেন তিনি যন্ত্রচালিতের মত বলছেন, "গুড নাইট।" তারপর অল্ডার্সনের মুখেও তার পুনরুক্তি শোনা গেল।

দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

ওয়ালিং নিজের অজ্ঞাতসারেই নিঃশ্বাস বন্ধ ক'রে ছিলেন।

একটু চুপ ক'রে থাকার পর অল্ডার্সন ফিসফিস ক'রে বললেন "তোমার কি মনে হয় ও শুনছিল?"

"যদি সে-চেষ্টা ক'রেও থাকেন ত কিছু শুনতে পাননি। দরজা বন্ধ ছিল।"

অল্ডার্সন ঘাড় নাড়লেন, কিন্তু তাতে আশ্বাস ছিল না। "মনে হচ্ছে আমরাও উঠতে পারি। এখন আর কিছু করবার নেই।"

বাইরে লিফ্‌টের জন্য অপেক্ষা করতে করতে ডন ওয়ালিং উপরে সিঁড়ির দিকে চাইলেন। এরিকা মার্টিনের দপ্তরে আলো নিভে গিয়েছিল।

একজন ঝাড়পোঁছের ঝি ন্যাতাটি টানতে টানতে তাঁদের দিকে পা ঘ'সে এল।

ওয়ালিং দোষ স্বীকারের ভঙ্গিতে বললেন, "দুঃখের বিষয় তোমায় আটকে রেখেছি।"

সে খুশী মেজাজে বললে, "এর চেয়েও খারাপ হ'তে পারত। যাহোক আপনারাই শেষ। তাঁর কাছে অনেক রাতেই আমার এর চেয়ে দেরি হয়েছে। "চট ক'রে পাংশু হাতে সিঁড়ির দিকে ইঙ্গিত ক'রে সে বলল, "বোধ হয় যে কেউ অন্ত্যেষ্টিতে যেতে পারে, হাঁ?"

"হাঁ, নিশ্চয়।"

"সে কবে হবে?"

ওয়ালিং অনুভব করলেন যে তাঁর নিঃশ্বাস আটকে রইল, তারপব তিনি শুনলেন ফ্রেডারিক অল্ডার্‌সন ইতস্তত না ক'রেই বলছেন, "সোমবার সাড়ে চারটে। সেন্ট মার্টিন্‌স গির্জা।"

সে বললে "অন্ত্যেষ্টি সুন্দর হওয়া উচিত, তাঁর মত মস্ত লোক," তারপর অন্ধকার বারান্দা দিয়ে পা ঘ'সে সে চ'লে গেল, তার কণ্ঠস্বরও মিলিয়ে গেল তার সঙ্গে।

লিফ্‌টের দরজা খুলে গেল। লুইগি তাঁদের মুখেব দিকে তাকায় নি, মাথাটি সে এমনভাবে ঘুরিয়ে নিল যে তার চোখ আড়াল পড়ল। দরজা বন্ধ হ'লে লিফ্‌ট নিচে নেমে গেল।

যেই তাঁরা বেরোলেন, অল্ডার্‌সন উপরে ঘড়ির দিকে তাকালেন। ন'টা দশ। তিনি মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "লুইগি, ন'টার সময়ে ঘন্টার কি হয়েছিল? আমি শোনবাব অপেক্ষায় ছিলাম, কিন্তু শুনতে পাইনি যে!"

"মিঃ শ বলেছিলেন সেটি বন্ধ ক'রে রাখতে, যাতে না বাজে।" এই ব'লে লুইগি দরজা বন্ধ করল।

ডন ওয়ালিং অল্ডার্‌সনের প্রতিক্রিয়ার জন্যে প্রতীক্ষা ক'রে রইলেন, কিন্তু কিছুই হ'ল না। তাঁরা একসঙ্গে এসে বাইরের ঘর পার হয়ে শেষ গোধূলির মধ্যে এসে পড়লেন।

অল্ডার্‌সন নরম স্বরে বললেন, "আমি জেসিকে খবর দিয়েছিলাম ন'টা পর্যন্ত আমি দপ্তরে থাকব। সেইজন্যেই আমি সময় সম্বন্ধে নিশ্চিত হ'তে চেয়েছিলাম।"

কেন্ট কাউন্টি, মেরীল্যাণ্ড

রাত্রি ৯-১৪

জেসি গ্রিম যে-পাহাড়টির উপর থেকে সাধারণতঃ কিন্‌ফোক কোভ প্রথম দেখতে পেতেন, সেটির চূড়ায় যখন তিনি এলেন, তখন গোধূলির শেষ আভাটুকু আকাশ থেকে মিলিয়ে গেছে। এখন তিনি দূরে কালো অন্ধকারই দেখতে পেলেন, আর যে-বিলম্বের জন্যে দিনের আলো তাঁকে হারাতে হ'ল, তারই কথা তাঁর মনকে খোঁচা দিতে লাগল। তিনি একদৃষ্টে চেয়ে থাকতে থাকতে রাত্রির অস্পষ্ট অন্ধকার ঘনিয়ে এল, তিনি স্থল ও জলের অস্পষ্ট আকার দেখতে পেলেন। স্মৃতির সাহায্যে খুঁটিনাটি বিবরণগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠল, কিন্‌ফোক ক্রীকের সরু রেখা, ক্রমশ চওড়া হয়ে যাওয়া, ধারে সাদা ফুলগাছের বেড়া জাহাজঘাটে এসে পড়েছে। তিনটি আলোর রশ্মি, একটি লাল আর উজ্জ্বল, দুটি হলদে ও স্থির। যে 'নান' বয়া জল আর তীরের মধ্যে চিহ্ন তৈরি করেছিল, তারই উপর লাল আলোটি পড়েছে। হলদে আলো হ'ল রান্নাঘরের জানলাগুলি। তাদের একটি মিটমিট করছিল, আর তিনি কল্পনা করলেন তাঁর স্ত্রী তাঁকে দেখবার চেষ্টায় জানলার সামনে এসেছেন। সপ্তাহের মাঝামাঝি সারা চ'লে এসেছিলেন, তিনি নিজেও আসতে চেয়েছিলেন, সেই সম্ভাবনার আনন্দে তিনি হৃষ্টচিত্তে কদিন নিঃসঙ্গতা সহ্য করেছেন। পূর্ব উপকূলে আসতে কেবল এই একটি জিনিসই তাঁকে ভাবিয়ে তুলেছে—সারার তা ভাল লাগবে কিনা কে জানে—এখন সারা প্রমাণ করেছেন যে তাঁর ভাল লেগেছে। আজ রাত্রে তাঁর যে দেরি হবে, সেকথা স্ত্রীকে জানিয়ে দেবার কোনও উপায় ছিল না, কারণ তখনও টেলিফোন কোম্পানির বড় রাস্তা থেকে লাইন নিয়ে আসবার অপেক্ষায় ছিলেন তাঁরা।

দেরি হয়ে যাওয়ায় জেসি গ্রিমের লোভ হ'ল টীলের দোকানে না থেমেই চ'লে যান কিন্তু তিনি ঠিক করলেন এতে যে দু এক মিনিট লাগবে, তাতে ভালই হবে। যাই হোক সারা হয়ত চান তিনি কোনো জিনিস নিয়ে যাবেন, দোকানে তিনি হয়ত ব'লেও থাকতে পারেন। কখনও কখনও এমন করেনও। তিনি জানেন তাঁর স্বামী সর্বদাই সেখানে থামেন।

জেসি গ্রিম যে কিন্‌ফোক কোভ পছন্দ করেছিলেন, তার একটি মেনে-না-নেওয়া কারণ হ'ল টীলের দোকান। তিনি দেখেছিলেন রাত্রে দোকানের পিছনে যে-আড্ডাটি বসত, তাতে এমন একটা সহজ হৃদ্যতা ছিল যা তিনি

পিট্স্বার্গ-এ তাঁর যৌবনের মিস্ত্রীগিরির দিনগুলির পরে আর দেখেন নি, ফেডারেল ক্লাবেও এমন জিনিসটি তিনি কখনও পাননি।

যখন জেসি গ্রিম প্রথম কিনফোক কোভে আসতে আরম্ভ করেন, তখন তিনি ঢুকলে টীলের দোকানের নিয়মিত আড্ডাধারীরা চুপ ক'রে যেত। এই ছিল কোন অপরিচিত লোকের প্রতি অভ্যস্ত আচরণ, কিন্তু যেসব আগন্তুকের 'শহরের টাকার'' খ্যাতি থাকত, তাদের সম্বন্ধে আবার বিশেষ নীরবতাও পালিত হ'ত। অপরিচিত ব্যক্তি থেকে টীলের দোকানের একজন মার্কামারা আড্ডাধারী হয়ে পড়ার দরুন জেসি গ্রিমের পদমর্যাদার পরিবর্তন ঘটল, তার কারণ—যদিও তিনি তা জানতেন না—জিম বিশপ এই কথা রটিয়ে দিয়েছিল যে "এই গ্রিম লোকটা'' টিম কালারের নৌকার ইঞ্জিনের ম্যাগ্নেটোটি সারিয়ে দিয়েছে। নৌকার ইঞ্জিনের খুটখাট মেরামত যে কেউ করতে পারে, কিন্তু ম্যাগ্নেটো ঠিক করা অন্য ব্যাপার। ম্যাগ্নেটো খারাপ হওয়া মানে তা খুলে চেস্টার টাউনে নিয়ে যাওয়া ; তাতে দু'তিন দিন কাঁকড়া ধরা বন্ধ। জেসি গ্রিম এই টিম কালারের ম্যাগ্নেটো খুব তাড়াতাড়ি মেরামত করে দিয়েছেন এই গল্প জিম বিশপ বলবার পরে জেসি গ্রিম টীলের দোকানে এলে সবাই তাঁকে বসবার জন্যে একটি কোকাকোলার বাক্স এগিয়ে দিতে শুরু করল। তারপর একদিন রাত্রে যখন ম্যাট টীল চেঁচামেচি করছিল যে তার সব আইস্ক্রীম গ'লে গেছে কারণ আইস্ক্রীম বাক্সের জমাবার যন্ত্রটির কিছু দোষ হয়েছে, জেসি সেটিও ঠিক ক'রে দেন। যখন আবার আইস্ক্রীম জ'মে শক্ত হ'তে আরম্ভ হ'ল, তখন ম্যাট বলেছিল, "কাপ্তেন জেসি, আপনি যে এখানে আসা ঠিক করেছেন তা বড়ই ভাল হয়েছে।'' তারপর সবাই তাঁকে "কাপ্তেন জেসি'' বলতে শুরু করল। পূর্ব উপকূলে "কাপ্তেন'' হওয়া খানিকটা কেন্টাকির "কর্ণেল'' হওয়ার মত, শুধু গৌরবটা কিছু বেশী। মেরিল্যাণ্ডের গভর্ণরও এমন কোন মানপত্র লিখে দিতে পারতেন না যার জন্যে টীলের দোকানের নিয়মিত আড্ডাধারীরা কোন লোককে "কাপ্তেন জেসি'' বলবে।

জেসি গ্রিম পেট্রোল পাম্পের পিছনেই তাঁর গাড়ি থামালেন, যাতে ম্যাট টীল ছুটে বেরিয়ে না আসে ; এবার পথ ধ'রে হেঁটে চললেন তিনি। তাঁর পায়ের নিচে ঝিনুকের খোলার কড়কড়ে আওয়াজটি তাঁর কানে বেশ লাগছিল। নোনা জল আর জলার ঘাসের যে-সুগন্ধে সূর্যাস্তকালের বাতাস ভ'রে উঠেছিল, তাঁর নাক তাতে চনমন ক'রে উঠল।

তিনি দরজার মধ্যে পা দিতেই, ম্যাট তাঁর অভ্যর্থনায় ব'লে উঠল, "আরে, কাপ্তেন জেসি না। এইমাত্র আপনার কথা হচ্ছিল, ভাবছিলাম আপনি আসছেন, কি আসছেন না।''

অন্ধকারের মধ্যে একটি স্বর ব'লে উঠল, "আমি জানতুম ইনি আসছেন, নইলে সারা হপ্তা আমি মাছই ধরতুম।" তাকে তারিফ জানিয়ে আড্ডার লোকেদের হাসির ঝড় বয়ে গেল; তারা তামাসা ক'রে বলছিল যে অ্যাবে যদি তার স্ত্রীর কাপড়-কাচা-কলটি আবার চালু করাতে চায়, তবে তার কাপ্তেন জেসির নূতন কারখানায় ছুতারের কাজ করাই ভাল।

জেসি বললেন, "আমায় একথা ব'ল না, তোমার স্ত্রীটি সারা হপ্তা ধ'রে তোমায় কাজ করিয়েছে।"

আবার হাসি চলল। অ্যাবের স্ত্রী ছিল কনোরদের লাল চুলওয়ালা মেয়েগুলির অন্যতমা। সকলেই জানত যে তার কাপড়-কাচা-কল না চললে সে তুমুল কাণ্ড বাধাতে পারে।

অ্যাবে বললে, "আমি তা না করলে সে আমাকে কাঁকড়ার ঘরে ঘুমাতে পাঠিয়ে ছাড়ত—আর এই কাপ্তেন জেসির উপর তার যা দরদ, কি বলব।" ওর সঙ্গে পারবার জো নেই, কথাটি হবামাত্র সে ঠিক জবাবটি দিয়ে ব'সে আছে।

আর সবাইয়ের সঙ্গে জেসিরও হাসির রব উঠল—এ-হাসি মিল্‌বার্গে কেউ কখনও শোনেনি। একজন তাঁর দিকে একটা বাক্স ঠেলে দিল।

জেসি বললেন, "না, থাকতে পারব না। বাড়ি যেতে হবে, নইলে সারা আমাকেও কাঁকড়ার ঘরে ঘুমাতে পাঠাবে। আজ রাত্রে কিছু দেরি হয়ে গেছে। আটকা প'ড়ে গিয়েছিলাম।"

একজন বললে, "আমরাও তাই মনে করছিলাম।"

হাসির মাঝে একটু বিরাম এল, ম্যাট টীল তাঁর কাছে ছেঁড়া এক টুকরো বাদামী কাগজ নিয়ে এসে বললে, "আপনার টেলিফোন এসেছিল, কাপ্তেন জেসি। আপনাকে এই লোকটিকে ডাকতে হবে। বলল, নটা পর্যন্ত সে নিজের দপ্তরে থাকবে। তারপর আপনাকে তার বাড়িতে টেলিফোন করতে হবে।"

কাগজে নাম ছিল "ফ্রেড্রিক অ্যালার্‌টন।"

ম্যাটের বানানে তেমন দখল ছিল না, তবে দোকান সে ভালই চালাত। ছাতের সিমেন্ট থেকে সুগন্ধি আচার পর্যন্ত এমন কিছুই ছিল না, যা টীলের দোকানে কিনতে পাওয়া যেত না।

ম্যাট ঘড়ি দেখছিল, সে বলল, "নটা বেজে কুড়ি। মনে হয় তার মানে এই যে আপনাকে তার বাড়িতে ফোন করতে হবে।"

জেসি টেলিফোনের দিকে এগোলেন। যেতে গিয়ে তাঁকে অ্যাবের পাশ দিয়ে চলতে হ'ল, "সত্যিই তুমি কাজ করছ, অ্যাবে?"

"নিশ্চয়, কাপ্তেন জেসি। সব জানলাগুলি লাগিয়ে দিয়েছি, শেষেরটি পর্যন্ত।"

"দরজাগুলি বসিয়েছ?"

অ্যাবের নিজের হাড়-বার-করা জানুতে চাপড় মেরে বললে, "আমি আপনার স্ত্রীকে বলেছিলাম, আপনি এই কথাই জিজ্ঞেস করবেন। কিন্তু তিনি বললেন তাঁর ভাঁড়ারঘরের তাক প্রথমে চাই, নইলে আপনার আর আমার দুজনেরই মাথা কাটা যাবে—তাই ভাবলাম যে ভাঁড়ারের তাক হওয়াই ভাল।"

অ্যাবের পাশ থেকে টেলিফোনের কাছে যেতে যেতে জেসিই প্রথমে হাসতে আরম্ভ করলেন।

যতক্ষণ অপারেটর টেলিফোনে ডাকটি পাঠাবার চেষ্টা করছিল, ততক্ষণ সবাই শ্রদ্ধায় চুপ ক'রে ব'সে রইল। কিন্তু মিল্‌বার্গে ফ্রেডারিক অল্ডার্‌সনের বাড়ি থেকে কোন জবাব পাওয়া গেল না।

জেসি বললেন, "বোধ হয় এ এমন কিছু নয় যা কাল সকাল অবধি ফেলে রাখা যায় না। বাড়ি যেতে হবে।"

হার্বে টিলিগ্যাস দরজা পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে এল "কাপ্তেন জেসি, আপনাদের নরম কাঁকড়া খেতে ভাল লাগে?"

"নিশ্চয় ভাল লাগে, কাপ্তেন হার্ব।"

"আমি কাল নিয়ে আসব।"

জেসি গ্রিম নিজের মনে হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেলেন...হার্বের নৌকার জলের পাম্পে আবার নিশ্চয় জল উঠছে।

মিল্‌বার্গ, পেন্‌সিল্‌ভ্যানিয়া

রাত্রি ৯-২১

নর্থ ফ্রন্ট স্ট্রীট থেকে গাড়িতে যেতে যেতে ফ্রেডারিক অল্ডার্‌সন ডন ওয়ালিংকে জুলিয়া ট্রেড্‌ওয়ে প্রিন্সের টেলিফোনে তাঁকে বলা কথাগুলি বলছিলেন।

ডন জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি বলছ যে এই পিল্‌চার লোকটিই স্টক পাবার চেষ্টা করছিল, আর সে শ-এর বন্ধু?"

"তোমার কি মনে নেই যে শ তার কথা বলছিলেন—সেই সেবার যখন আমরা ওডেসা স্টোর্‌সের মূল্য-সংরক্ষণ চুক্তির বিষয়ে আলোচনা করছিলাম?"

ডন অনিশ্চয়তার মধ্যে ঘাড় নাড়ল। "আমি এখনও এর মানেটি ঠিক ধরতে পারছি না, ফ্রেড।"

"দেখতে পাচ্ছ না, ডন—শ আরও বেশী স্টক হাতে আনবার চেষ্টা করছিলেন, যাতে তিনি অ্যাভেরি বুলার্ডের উপর আরও কিছু চাপা দিতে পারেন?"

"তিনি ভেবেছিলেন জোর ক'রে তিনি কার্যনির্বাহক ভাইস-প্রেসিডেন্ট হ'তে পারবেন?"

"নিশ্চয়। এতে কাজ হ'ত না—অ্যাভেরি বুলার্ডের কাছে নয়—কিন্তু শ এত বড় নির্বোধ যে তা বুঝতে পারেন নি।"

"কিন্তু পিল্‌চারকে ধ'রে কাজ চালাতে গেলেন কেন?"

"এ খুব সহজ—যাতে জুলিয়া না বুঝতে পারেন যে কি ব্যাপার চলছে। শ জানেন তিনি অ্যাভেরি বুলার্ডের অন্তরঙ্গ—অ্যাভেরি তাঁকে যা না করতে বলেন এমন কিছু তিনি কখনও করবেন না। এঁরা খুবই ঘনিষ্ঠ ছিলেন, বুঝলে—অনেক লোকই যা মনে করে, তার চেয়েও বেশী ঘনিষ্ঠ। বলছি—মানে, আমি এখনই এ-বিষয়ে ভাবছিলাম—মনে করছিলাম আমার সত্যি আজ রাত্রেই এত তাড়াতাড়ি তাঁর সঙ্গে কথা বলবার চেষ্টা করা উচিত কিনা। আমার অনুমান যদি ভুল না হয়, তবে তিনি খুব বেশীই ভেঙ্গে পড়বেন।"

কলকব্জার প্যানেলটি থেকে যে একটুখানি আলোর রেখা আসছিল, তাতে ঘড়ি দেখবার জন্যে অল্ডার্‌সন ঝুঁকলেন। "খানিকটা দেরিও হয়েছে—বোধ হয় তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্যে কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করাই ভাল।"

মুহূর্তকাল নীরবে তাঁরা গেলেন। ডন ওয়ালিং প্রশ্ন না জিজ্ঞেস ক'রে পারলেন না, "তোমার মনে হয় ফ্রেড এমন কোন সম্ভাবনা রয়েছে যে অ্যাভেরি বুলার্ড মারা গেছেন ব'লে মিসেস প্রিন্স কোম্পানির প্রতি তাঁর মনোভাব বদলাবেন—নিজের স্টক তিনি বিক্রি ক'রে দিতে পারেন?"

অল্ডার্‌সন ইতস্তত করলেন, "আমিও সেই কথাই ভাবছিলাম। না, আমি বরং আজ রাত্রেই তাঁর সঙ্গে দেখা করি। যাই হোক, তিনি সম্ভবতঃ আমার যাওয়ায় খুশি হবেন। বাড়িটি এর পরের সারিতে এইখানে, ডন। আমাকে নামিয়ে দাও। আমি পরে হেঁটে বাড়ি যেতে পারব।"

তাঁরা কোনটিতে এসে গিয়েছিলেন। ডন ওয়ালিং ব্রেক ছুঁয়ে যে লম্বা সাদা পাঁচিলটি ট্রেড্‌ওয়েের পুরনো বাড়িটিকে রাস্তা থেকে আড়াল ক'রে রেখেছে তার দিকে এগিয়ে গেলেন, গাড়ি যাবার রাস্তার জন্যে পাঁচিলে ফাঁক ছিল, সেখানে এসে থামলেন।

অল্ডার্‌সন বেরোতে যাচ্ছেন, এমন সময়ে হঠাৎ তিনি যেন জড়তায় নিশ্চল হয়ে গেলেন।
ওয়ালিং ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, "ফ্রেড, কি—"
তারপর তিনি দেখতে পেলেন। লরেন শ-এর গাড়ি আগেই রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

শিকাগো, ইলিনয়

রাত্রি ৯-০৯ (শিকাগো সময়)

বিমানঘাঁটির মুটেগুলি তাদের নিপুণ চোখে ৯ নং ফটক দিয়ে যেসব যাত্রী আসছিল তাঁদের লক্ষ্য করতে করতে কোন কাজ পাওয়া যায় কিনা দক্ষভাবে তারই হিসাব করছিল। সুশ্রী, অকালে চুল পাকা, স্পষ্টই দলের সেরা লোকটির দিকে তিনজন প্রায় একসঙ্গেই ছুটল। সবচেয়ে ক্ষিপ্র লোকটিই জিতল আর ওয়াল্টার ডাড্‌লে তাঁর রসিদপত্র তার হাতে দিয়ে দিলেন।
যা ঘটল তা ওয়াল্টার ডাড্‌লের অজানা ছিল না, আর এতে তিনি আশ্চর্যও হননি। এ-ধরনের তোষামোদে তিনি অনেকদিনই অভ্যস্ত, তাঁর ভালও লাগত, মানের খাতিরে তাঁকে যে মোটা বখশিস দিতে হ'ত, এর জন্য তাও পুষিয়ে যেত। তিনি জানতেন মালপত্র বিমান থেকে নামিয়ে আনতে কয়েক মিনিট লেগে যাবে, তাই তিনি বেড়াতে বেড়াতে খবরের কাগজের দোকানের দিকে গেলেন। ভিড়ের মধ্যে একজনের গলা শোনা গেল, "না, এ পূর্বাঞ্চলের সময়। এখানে, শিকাগোয়, মাত্র নটা পনের।"
নটা পনের...সারা সন্ধ্যা প'ড়ে আছে...হোটেলের কক্ষ......তিনি...... একাকী। না, তিনি ইভা হার্ডিংকে ডাকবেন না। সে-সঙ্কল্প স্থির হয়ে গেছে। এখন কি তিনি তার কথা ভাবছেনও না। যাই হোক, টেলিফোন-ঘরগুলিও আটকা রয়েছে দেখা যাচ্ছে। এবারে ব্যাপার অন্য রকম......এবার তিনি মন স্থির করেছেন...এবার তিনি নিজের কাছে আর হার মানবেন না। কেনই মানবেন? এর মানে কি? এ কোথায় নিয়ে যেতে পারে? গণ্ডগোল ছাড়া আর কোথাও নয়। ইভার প্রতিও ন্যায়বিচার হবে না, সে কখনও তাঁকে কোনও গোলমালে ফেলবে না। এমন সব কথা ভাবাও ন্যায়-সঙ্গত নয়...এতে বোঝায় যেন সে সস্তা ও মামুলী হয়ে পড়েছে। তার প্রতি ন্যায়বিচারটুকু অন্তত তিনি করতে পারেন। ইভা কখনও গোলমাল

বাধাবে না......কোন বাঁধন নেই......কোন দাবি নেই......কিছু না। সেই জন্যেই এ ভেঙ্গে ফেলা এত সহজ...কিন্তু সেই জন্যেই তা কঠিনও বটে। কিন্তু তিনি ঠিক সিদ্ধান্তই করেছেন...একমাত্র উচিত সিদ্ধান্ত...আর কখনও তাকে ডাকবেন না।

শেষের টেলিফোন-ঘর থেকে উজ্জ্বল নীল পোশাক পরা মোটা স্ত্রীলোকটি পিছু হ'টে বেরিয়ে এল। সেটি খালি...যেন অপেক্ষা ক'রে আছে কারুর জন্যে।

তিনি অন্যদিকে ফিরে মাথাটি চারদিকে ঘোরাতে লাগলেন, আর যখন তাঁর দৃষ্টি স্থির হ'ল, দেখতে পেলেন একটি মেয়ে ছুটে একজন লোকের বাহু-সংলগ্ন হয়ে গেল। তার তরুণ নমনীয় দেহটি আরও ঘন হয়ে এল, তার কোমল বক্ষের চাপ, তার উরুর শক্ত স্পর্শ অনুভব করলেন তিনি। তিনি তাড়াতাড়ি অন্য দিকে গেলেন, মালপত্রের কাউন্টারের দিকে চোখ ফিরালেন।

ব্যাগগুলি তখনও এসে পৌঁছয় নি। তিনি নিচু ঢাকা বারান্দায় দাঁড়িয়ে যে হলদে ট্যাক্সিগুলি অবিরাম নিঃশব্দে চ'লে যাচ্ছে, তাই জানলা থেকে দেখতে লাগলেন। তিনি যে-সঙ্কল্প ক'রে ফেলেছেন, তা ভালই হয়েছে। কত সহজ হয়ে যাবে...শুধু এইটুকুই তাঁকে করতে হবে যে "পামার হাউস" না বলা ...বলা "বত্রিশ চুয়াল্লিশ নর্থ—"

"আপনার মালপত্র, ট্যাক্সি চাই স্যর?"

এক ডলারের নোটখানি—"ধন্যবাদ, স্যর, অনেক ধন্যবাদ"—তারপর কে যেন একজন ব'লে উঠল, "কোথায় ম্যাক?"

উত্তরে "পামার হাউস" বলতেও তাঁকে ক্ষণিক বেগ পেতে হ'ল। "ম্যাক" ব'লে ডাকলে সর্বদাই ওয়াল্টার ডাড্‌লের বিরক্তি আসত।

শহরের কর্মকেন্দ্র লুপের ঘুরপাক রাস্তায় নামতে নামতে সারা পথ তিনি নিজের মনে বলতে লাগলেন, যেমন তিনি ভেবেছিলেন, ইভার কথা না ভাবা, তার চেয়ে কত বেশী সহজ।

যখন তিনি পামার হাউসের বাইরের ঘরে ঢুকলেন তখনও দশটা বাজতে দু মিনিট বাকী...মিলবার্গে এগারটা বাজতে দু মিনিট। রাত্রে তিনি ভাল ক'রে ঘুমিয়ে নেবেন...তা জমা থাকবে। সামনেই দু সপ্তাহ বাজারের কাজ রয়েছে। কিন্তু এ-বাজার তত খারাপ হবে না...ঘুম হবে। হাঁ, তিনি ঠিকই স্থির করেছেন...আর ঘুম নষ্ট করা নয়...ইভার সঙ্গে সেই সব বিনিদ্র রাত আর নয়...আর নয় সেই...

হোটেলের এক ছোকরা চাকর খুশি করবার আগ্রহে বললে, "আপনার চিঠিপত্র দেখে দেব, স্যর?"

হাঁ, ধন্যবাদ,—জে. ওয়াল্টার ডাড্‌লে।"

সাদা সাটিনে মোড়া একটি মূর্তি ভাসতে ভাসতে সিঁড়ি বেয়ে এম্পায়ার রুমে যাচ্ছিল, পায়ের সঙ্গে তার দেহটিও দুলছিল...পিছনে যে-লোকটি চলেছিল সে বোকা...রাতে তার ভাল ঘুম হবে না। ইভা কখনও এম্পায়ার রুমে আসতে চায়নি... "যখন আমরা এখানেই থাকতে পারি, তখন অন্য কোথাও যাওয়া বোকামি।" বোকামি...হাঁ বোকামি...অন্য কোথাও থাকা বোকামী, যখন...

"দুটি টেলিফোনের খবর স্যর। আপনার ব্যাগ কোনগুলি, স্যর ?"

তিনি তা দেখিয়ে দিয়ে ছোকরা যে-দুটি ছোটো খাম তাঁর হাতে দিলে, তা থেকে সংবাদ বার করলেন। 'পৌঁছবামাত্র মিঃ পিয়ার্সনকে ডাকবেন।' পিয়ার্সন শিকাগো-দপ্তরের ম্যানেজার। 'এখনই মিল্‌বার্গ পেন্‌সিল্‌ভ্যানিয়াতে মিঃ শ'কে ডাকবেন।'

তিনি নিজের ঘরে পৌঁছে টুপি খোলবার জন্যে অপেক্ষা না ক'রেই লরেন শ'কে টেলিফোনে ডাকলেন. যখন 'কলটি' যাচ্ছিল তখন ছোকরাকে এক ডলার বখশিস দিলেন আর তার সেলাম গ্রহণ করলেন।

যে-দেরিব আর শেষ হবে না মনে হয়েছিল তারপর অপারেটর বললে, "আমি দুঃখিত, মশাই. আমরা মিঃ শ'কে পাচ্ছি না। কুড়ি মিনিট পরে আবার চেষ্টা করব কি ?"

"কুড়ি মিনিট অপেক্ষা করবার দরকার নেই, চেষ্টা ক'রে যান।"

তারপর তিনি পিয়ার্সনকে ডাকলেন, আর ল্যারি পিয়ার্সনের কাছ থেকেই তিনি অ্যাভেরি বুলার্ডের মৃত্যুর খবর পেলেন।

এক ঘন্টারও কম পরে ইউনিয়ন স্টেশনের এক তীক্ষ্ণদৃষ্টি মুটে লক্ষ্য করল যে-ধরনের ভদ্রলোক সাধারণত একখানি ভাঁজ করা নোট বখশিস ক'রে থাকেন, তেমন এক সুপুরুষ ভদ্রলোক ট্যাক্সি থেকে নামলেন।

৫ নং কুঠুরীতে ট্রেন ছাড়বার জন্য অপেক্ষা করতে করতে, ওয়াল্টার ডাড্‌লে ল্যারি পিয়ার্সনের সঙ্গে কথা হবার পর এক ঘন্টার মধ্যে এলোপাতাড়ি দ্রুত যে-ব্যবস্থাগুলি করেছেন, তাই মিলিয়ে দেখতে লাগলেন। সভার সব বন্দোবস্ত ঠিক করা হয়েছে...পিয়ার্সন তা চালাতে পারবেন...কাল বিকালের নির্দিষ্ট ব্যবস্থাগুলি বাতিল করা...অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় স্থির হওয়া অবধি অন্যগুলি স্থগিত রাখা...মঙ্গলবারের সভাটি বৃহস্পতিবার পর্যন্ত পিছিয়ে দেওয়া। পিয়ার্সনকে বলা হয়েছে শ-এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে চেষ্টা ক'রে যেতে, তাঁকে ব'লে দেবে তিনি ট্রেনে।

খোলা দরজার পাশ থেকে মুটে চ'লে গেল।

তিনি ডাকলেন, "এই।"

"হাঁ, স্যর।"

"রাত্রে কি কোথাও আমরা খানিকটা থামব, যেখানে আমি টেলিফোন করবার মত সময় পেতে পারি?"

"না, স্যর। অতখানি থামা কোথাও নেই।"

বেশ, ঠিক আছে। শ-এর সঙ্গে তাঁর কথা না হ'লেও মিল্‌বার্গে ফিরে যাওয়াই যে উচিত কাজ, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। দুঃখের কথা যে আজ রাত্রে প্লেন নেই...কিন্তু সকাল নটা পয়তাল্লিশে পৌঁছানও খুব মন্দ হবে না। শিকাগোতে সমস্ত জিনিসই সামলানো আছে...পিয়ার্সন তা চালিয়ে নিতে পারবেন...আর ইভা যখন অ্যাভেরি বুলার্ডের মৃত্যুর কথা পড়বে, তখন বুঝতে পারবে তিনি যাননি কেন। সকাল বেলার কাগজ নিশ্চয় সে তা দেখতে পাবে।

মিল্‌বার্গ, পেন্‌সিল্‌ভ্যানিয়া

রাত্রি ১১-৪০

মেরী ওয়ালিং অন্ধকারে শুয়ে অপেক্ষা করছিলেন, স্বামীর নিঃশ্বাসের আওয়াজ যাতে শুনতে পান সেজন্যে নিজের নিঃশ্বাস চেপে ছিলেন। শব্দ মৃদু ও সমান হয়ে এল। তিনি ঠিক করলেন স্বামী ঘুমিয়ে পড়েছেন। এখন তিনি একা, যেসব কথা আগে ভাবতে তাঁর ভয় হয়েছিল পাছে স্বামী তাঁর মুখ দেখে সেগুলি বুঝতে পারেন, এখন তিনি অবাধে সেগুলি চিন্তা করতে পারবেন।

আজকের সন্ধ্যা রীতিমত কঠিন—সব চেয়ে কঠিন—এই সময়টিতে তাঁকে বাধ্য হয়ে বাধা ও সহায়তার মধ্যবর্তী সীমারেখাটির উপর দুলতে হয়েছিল। এক মুহূর্তে ডন তাঁর মতামত চাইছিলেন, আর পরের মুহূর্তেই তা শুনে তিনি রাগ করছিলেন।

এক এক সময়ে মেরী ওয়ালিং-এর বোধ হ'ত তাঁর স্বামী এক ভয়ানক রহস্যময় মানুষ, তাঁর মন তখন যে অদ্ভুত প্রক্রিয়ায় কাজ করত তা মেরীর বুদ্ধির সম্পূর্ণই অগম্য হ'ত। তবু এই ভয়, রহস্য ও বোধের অভাব কোন রকমেই তাঁর ভালবাসা কমিয়ে দিত না। তাতে কেবল স্বামীকে সাহায্য

করার ইচ্ছাই তাঁর বেড়ে যেত—যাতে তিনি আরও বেশি ক'রে তাঁর অংশ হ'তে পারেন, আরও সম্পূর্ণরূপে তাঁর জীবনের ভাগ নিতে পারেন। এই কারণেই আবার আজ রাত্রে মেরী অন্ধকারে জেগে আছেন।

তাঁর অসুবিধের মূলে এটা ছিল, ডনের মন তাঁর মন থেকে এতখানি ভিন্নভাবে কাজ করত যে তাঁর চিন্তার ছাঁদটি মেরী কিছুতেই নূতন ক'রে গড়তে পারতেন না। তিনি প্রায়ই এই কথা মনে করতেন, ডন ভাবেন না—অন্তত তিনি যাকে ভাবা মনে করেন—তেমন নয়। সমস্ত তথ্য শৃঙ্খলার সঙ্গে পাশা-পাশি সাজিয়ে রাখা ডন অপছন্দ করতেন, আর যে-উত্তর নিছক যুক্তি ও বিচার দ্বারা চালিত, মনে হ'ত আপনা হ'তেই তিনি তা এড়িয়ে যেতেন। যতটা গাঢ় একাগ্রতা মেরী প্রয়োগ করতেন, মনে হ'ত, ততখানি একাগ্রতা নিয়ে তিনি কখনও কোন সমস্যার পর্যালোচনা করতেন না। তার বদলে মনে হ'ত যে তিনি ভাসাভাসা ভাবে উপরের ভাগটি নিয়েই থাকতেন, এখান থেকে ওখান থেকে কতকগুলি অসংলগ্ন তথ্য টেনে নিয়ে মনের মধ্যে তালগোল পাকিয়ে সেগুলিকে এমনভাবে মিলিয়ে দিতেন যে তাতে শৃঙ্খলার কোন আভাসমাত্রও দেখা যেত না। তবু—মেরী ওয়ালিং তাঁর বুদ্ধির জোরে এই ব্যাপারটির সম্বন্ধে এখন অত্যন্ত সচেতন হয়েছিলেন—তার শেষ ফল প্রায়ই দাঁড়াত নিছক সৃষ্টিমূলক কল্পনার এক অত্যুজ্জ্বল দীপ্তি, সচেতন মন নিয়ে যা তিনি কখনই করতে পারতেন না। এ-শিক্ষা তিনি শতবার পেয়েছেন। শেষবার তা দেখা গেছে তাঁদের বাড়ির ব্যাপারে।

অনেক বছর থেকে তিনি বাড়ির পরিকল্পনা প্রভৃতি সংগ্রহ ক'রে রাখতেন। দুটি সযত্নে তালিকা করা ফাইলের দেরাজ তাতে ভ'রে গিয়েছিল। একটি নোট-বই ফুলে উঠেছিল নির্ভুলভাবে মেলানো তালিকায়, পড়তে পড়তে কোন নূতন কিছু পেলে তার দ্বারা এগুলি বার বার সংশোধন ক'রে রাখতেন; তবু শেষ পর্যন্ত যখন তাঁদের বাড়ি তৈরি করা স্থির হ'ল, যেসব তথ্য তিনি সংগ্রহ করেছিলেন সেগুলি দেখবার জন্যে ডনের মনোযোগ আকর্ষণ করা তাঁর পক্ষে প্রায় অসম্ভব হ'ল। কাটা কাগজের টুকরাগুলি এত তাড়াতাড়ি তিনি উলটে চললেন যে মেরীর নিশ্চিত মনে হ'ল তিনি সেগুলি দেখতেই পাননি। তাঁর নোট-বইয়ের পৃষ্ঠাগুলি সম্বন্ধেও একই কথা; পাতাগুলো এত দ্রুত উলটে গেলেন যে কোনকিছু পড়াই সম্ভব নয়। শেষকালে যখন তিনি ছবি আঁকার বোর্ড নিয়ে স্থির হয়ে বসলেন তখন মেরীর ফাইলগুলো অবজ্ঞাত হয়ে প'ড়ে রইল, নোট বই খোলাই হ'ল না। দ্রুত ছবি এঁকে এঁকে যেভাবে তিনি একের পর এক ফেলে দিতে লাগলেন, মেরীর প্রায় অসহ্য হয়ে উঠল। যে-ছবি তাঁর ভাল

লেগেছে, তাঁর যা পছন্দ এবং যা তিনি তাঁর কাটা কাগজের ফাইলে রেখেছেন, তার সঙ্গে যে-ছবিটির লেশমাত্রও সাদৃশ্য রয়েছে, তা ডন যেন দুষ্টামি ক'রেই ছিঁড়ে ফেলছেন। যে-ছবিগুলি তিনি রেখেছিলেন, তাতে না দেখা গেল যুক্তি, না বিচার। মেরী পুরাপুরি না হ'লেও প্রায় বাধ্য হচ্ছিলেন শেষ কথাটি বলতে—একজন স্থপতি নিয়োগ করা হোক; এমন সময়ে ডন বসলেন, এবং আশ্চর্য কম সময়ে এবং একটিও ভুল না ক'রে এমন এক বাড়ির নক্শা রচনা ক'রে ফেললেন, যা তাঁর কাটা কাগজের ফাইলের যেকোন বাড়ির ছবি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, তাঁর দেখা যেকোন বাড়ি থেকেই আলাদা, তবু কোন অদ্ভুত যাদুবলে তিনি বরাবর যেমনটি চেয়েছেন, এযেন একেবারে হুবহু সেই বাড়ি। যখন সেটি তৈরি হ'ল, তখন ডনের না-পড়া নোট বইয়ের সব কিছুই তাতে রইল।

তাঁর বিবাহিত জীবনের প্রথম কয়েক বৎসর ব্যাখ্যার অতীত ব্যাপারটি তাঁর ব্যাখ্যা করার চেষ্টায় মেরী ওয়ালিং নিজেকে এই ব'লে বোঝাতেন, ডনের প্রকৃতি শিল্পীর ন্যায়। এ-সিদ্ধান্ত যে শুধু ডনের শিল্পশিক্ষা কিংবা পরিকল্পনাকারী হিসাবে তাঁর সুস্পষ্ট নৈপুণ্য দ্বারা সমর্থিত হ'ত তা নয়, মেরী নিজের মনোবিদ্যা অনুশীলনেও এর সমর্থন পেতেন। তাতে তিনি শিখেছিলেন যে যথার্থ সৃজনশীল-মন খুব কম ব্যক্তিই নিছক অবরোহী ধারায় চিন্তা করে। দুর্ভাগ্যক্রমে সেই পাঠ্যপুস্তকের এই অনুসিদ্ধান্তটি দুর্বোধ্যই থেকে যেত; যে-মন আধুনিক ব্যবসায়ের কর্মকর্তার নির্দিষ্ট প্রয়োজনগুলি মিটাতে পারে, শিল্পী ও সৃজনশীল মন তার একেবারেই বিপরীত। ডন অতিঅবশ্য ব্যবসায়েও সফল হয়েছেন—শুধু পরিকল্পনাকারী ও আবিষ্কারক রূপে নয়—সৃজনী প্রতিভা দ্বারা তার ব্যাখ্যা করা চলে—অন্য অনেক রকমেও তিনি সাফল্য লাভ করেছেন যার কোন সহজ ব্যাখ্যা নেই। তাঁর স্বামীর নানা প্রতিভার এই অদ্ভুত অসামঞ্জস্য সম্বন্ধে তাঁর নিজের অভিমত পক্ষপাতদুষ্ট হ'তে পারে, সেকথা স্বীকার্য্য; কিন্তু বার বার এ-কথা সমর্থিত হয়ে এসেছে। সম্প্রতি স্পষ্টরূপে এর প্রমাণ পাওয়া গেছে সেই মামলায়, ধাতুর আসবাবে ব্যবহৃত ইস্পাতের নলে প্লাস্টিক পালিশ ছিটাবার পদ্ধতির পেটেন্টের মামলায়। এই মামলার আগে তাঁর নিশ্চিত ধারণা ছিল যে পেটেন্টের আইন সম্পর্কে ডনের জ্ঞান সামান্যই ছিল বা কিছুই ছিল না। তিনি হাত ভর্তি ক'রে এক গাদা বই বাড়ি নিয়ে এলেন এবং তাঁকে সাহায্য করবার আগ্রহে মেরী আপনা হ'তেই সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গগুলি খুঁজে বার করবার ও তালিকাভুক্ত ক'রে রাখবার প্রস্তাব করলেন। সে-প্রস্তাবে ডন পাশ কাটালেন, আর মেরীর বড় ভাবনা হ'ল তিনি অলসভাবে একটি তথ্যও লিখে না নিয়েই বইয়ের পাতাগুলি উলটে যেতে লাগলেন। তা সত্ত্বেও ফেডারেল ক্লাবে যে কক্‌টেল-পার্টিতে

আদালতে তাঁদের জয়লাভের আনন্দানুষ্ঠান হয়, তাতে যাঁরা ট্রেড্‌ওয়ের মামলা পরিচালনা করেছিলেন সেই উইল্‌মিংটন আইন-প্রতিষ্ঠানের বড় অংশীদার তাঁকে এক কোণে পেয়ে বলেন, "মিসেস ওয়ালিং, আপনার এই স্বামীটির বৃত্তি নির্বাচন ঠিক হয়নি। আমি এ-পর্যন্ত এই পেশার বাইরের লোকেদের মধ্যে যা দেখেছি তার মধ্যে সব চেয়ে সেরা এক আইনজ্ঞের মন; এমন কি আমি একথাও বলতে পারি যে আইন-ব্যবসায়ে আমার অনেক সহকর্মীর চেয়েও উৎকৃষ্ট।" মেরী জানতেন এ সম্পূর্ণ সত্য হ'তে পারে না—"আইনজ্ঞ মনের" সর্বপ্রধান ধর্ম হ'ল বিশুদ্ধ যুক্তি প্রয়োগের ক্ষমতা—তবু এর মধ্যে এতটা সত্য ছিল যে তাঁর স্বামীর মাথার মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কি চলছে, তার চিরন্তন রহস্যটি আরও গভীর হয়ে উঠল।

আজ রাত্রে তিনি মনে করেছিলেন ডন যে-মনোভাব নিয়ে বেরিয়েছিলেন, অ্যাভেরি বুলার্ডের মৃত্যুর দারুণ আঘাতের ফলে মনের সেই আচ্ছন্ন অবস্থা আরও বেশি ক'রে নিয়ে ফিরবেন। তাঁর আসার প্রতীক্ষা করতে করতে মেরী যেসব কথা ব'লে তাঁর দুঃখে সান্ত্বনা দেবেন, সেইগুলিই মনের মধ্যে জমা করছিলেন। মেরীর কিন্তু তার কোন কথাই বলা হয়নি। এক ঘন্টারও বেশী কথা হ'ল, কিন্তু অ্যাভেরি বুলার্ডের মৃত্যুর বিষয় একবারও প্রত্যক্ষ-ভাবে উল্লেখ করা হয়নি। তিনি বুঝেছিলেন ডনের মনে শোক তখনও রয়েছে, কিন্তু তা এত নিচে চাপা প'ড়ে গেছে, বোধ হ'ল, তা উপরে আনা যায়-নি। তিনি এতে আশ্চর্য হননি—পূর্বে অন্যান্য ঘটনাও ঘটেছে যাতে এই একই ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি দেখা গেছে—কিন্তু কিছু মেনে নিলেই ত তা বোঝা যায় না। যখন তাঁর নিজের জলাশয়ের মত স্বচ্ছ স্থির মনটিতে গুরুতর কিছু পড়ে, তখন বেশ কিছুদিন তার উপরে তরঙ্গের উচ্ছ্বাস থাকে। যখন সেই রকমই ভারী পাথর ডনের মনে এসে পড়ল, তখন ঝড়ের সাগরে পাহাড় ভেঙ্গে পড়লে প্রথমেই দ্রুত যে-আলোড়ন হয়, সেই রকমই শুধু হ'ল, আর তার পরেই ঢেউগুলি সে-বিক্ষোভ মুছে দিলে। কিন্তু মেরী জানতেন জলাশয়ের তলায় তখনও পাথরটি ভারী হয়ে প'ড়ে আছে।

আজ রাত্রে তাঁরা ট্রেড্‌ওয়ে কর্পোরেশনের নূতন প্রেসিডেন্ট কে হবেন, তারই কথাবার্তা বলছিলেন। মেরী সুশৃঙ্খল ও সংলগ্নভাবে কথা বলতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তা হয়নি, স্বামীর অদ্ভুত পাঁচমিশেলী কথার টুকরো থেকে যেমন হয়, তেমন বিচ্ছিন্নভাবেই কথাবার্তা হ'ল। সব একসঙ্গে মিশিয়ে তিনি বুঝতে পারলেন অল্ডার্‌সন প্রতিযোগিতার বাইরে চ'লে গেছেন আর গ্রিমই নির্বাচিত হবেন, তাঁর যে বিশেষ কোন গুণবত্তা আছে, সেজন্যে নয়,

প্রার্থীদের মধ্যে একমাত্র তিনিই শ'কে হারাতে পারেন, এই কারণে। গ্রিমের স্বপক্ষে ভোটগুলি হবে শ-এর বিপক্ষে।

মেরীর মনে হ'ল বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যবসায়-পরিচালনা অধ্যয়ন করবার সময়ে তিনি বৃহৎ ব্যবসায়-জগৎটির যে-চিত্র কল্পনা করেছিলেন, এসব তা থেকে অনেকখানি ভিন্ন ধরনের। ছাত্রী অবস্থায় তাঁর ধারণা ছিল বড় কর্পোরেশন হ'ল অর্থনৈতিক বিধানের এক সংগঠিত সক্রিয় রূপ; এমন একদল মহামানবের দ্বারা পরিচালিত, যাঁদের ভিতরে ব্যবসায়-পরিচালনা বিদ্যার ডীন, অর্থনীতির প্রধান অধ্যাপক ও পরিসংখ্যান বিশ্লেষণের সহযোগী অধ্যাপকের বৈশিষ্ট্যগুলির সংমিশ্রণ রয়েছে। এখনও তিনি স্পষ্টই স্মরণ করতে পারেন, তাঁর বিয়ের গোড়ার কয়বছর ডন তাঁকে ট্রেড্ওয়ে কর্পোরেশন সম্বন্ধে যা বলতেন, তা তাঁর পাঠ্য-পুস্তকে বর্ণিত ছাঁদটির সঙ্গে মিলিয়ে নিতে তাঁর কি মুশকিলই না হ'ত। তাঁর খাপছাড়া সব মন্তব্য থেকে যেসব ছোটখাট তথ্য মেরী সংগ্রহ করতেন, তা থেকে কোম্পানিটি সংগঠনহীন, আনাড়ী আর যথার্থই অযোগ্য প্রতিষ্ঠান মনে হ'ত। প্রধান কর্মকর্তাদের একেবারে সাধারণ পর্যায়ের একদল লোক ব'লে মনে হ'ত; তাঁদের উচ্চ স্তরের চিন্তা করবার শক্তি সামান্য মানুষেরই মত সীমাবদ্ধ ছিল ব'লে তাতে মন দ'মে যেত। বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণিত তথ্যের পরিবর্তে রাস্তার লোকের মত অনুমান ও সহজ জ্ঞানের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত করার অভ্যাসটির উপরেই তাঁদের অত্যধিক আসক্তি দেখা যেত।

ট্রেড্ওয়ে কর্পোরেশন যে নিঃসংশয়ে সফল হয়েছিল, আপাতদৃষ্টিতে এই পরস্পরবিরোধী ব্যাপারটিই ছিল, তিনি যা-কিছু শিখেছিলেন, তার বিভ্রান্তিকর চূড়ান্ত নিষ্পত্তি। তা ছাড়া অন্যান্য কর্পোরেশনের যেসব কর্মকর্তার সঙ্গে মেরীর মধ্যে মধ্যে সাক্ষাৎ হ'ত, তাঁদেরও ট্রেড্ওয়ের কর্মকর্তাদের চেয়ে কোনও অংশেই শ্রেষ্ঠ মনে হ'ত না। তা সত্ত্বেও এক রাত্রে যখন ডন তাঁকে বলেন, অ্যাভেরি বুলার্ড কর্পোরেশনের সংগঠনের কাঠামো ও পরিচালনা-পদ্ধতি পর্যা-লোচনা করবার জন্যে পরামর্শদাতা এক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করেছেন, তখন তিনি তাঁর নিজের অভিমতেরই একটা সমর্থন মনে করলেন। এই পর্যালোচনার তদারক যিনি করেছিলেন, সেই লরেন শ-ই যখন কয়েক মাস পরে কোম্পানির চাকরিতে নিযুক্ত হলেন এবং পরে ভাইস-প্রেসিডেন্ট হয়ে গেলেন, তখন তাঁর সমর্থন আরও দৃঢ় মনে হ'ল। এই ঘটনার পর তাঁর মিঃ শ'কে পছন্দ করবার ঝোঁকই হয়েছিল, তার উপর তিনি দেখলেন মানুষটি চমৎকার। বহু বিষয় তাঁর জানা আছে, তাঁর মন সূক্ষ্ম ও স্পষ্ট; যুক্তি দিয়ে চিন্তা করায় তাঁর বিশেষ ক্ষমতা আছে। শ-এর স্ত্রী ইভ্লিনকে বিশেষ ভাল লাগত না, তা

সত্ত্বেও তিনি শ'দের সম্ভাবিত ঘনিষ্ঠ বন্ধুরূপেই মনে করতে আরম্ভ করেছিলেন। এমন সময়ে হঠাৎ সবিস্ময়ে দেখতে পেলেন ডন শ'কে ভয়ানক অপছন্দ করেন। প্রথমে তিনি ভেবেছিলেন এর কারণ এমন হ'তে পারে যে শ পরিচালনা মন্ত্রণা-দাতার রিপোর্টে যে-সমস্ত সুপারিশ করেছিলেন তার কতকগুলি সম্পর্কে ডনের মতভেদ রয়েছে, কিন্তু প্রমাণ পাওয়া গেল যে ব্যাপার তা নয়। প্রস্তাবিত অধিকাংশ পরিবর্তন সম্পর্কে ডনের যথেষ্ট সম্মতি ছিল। শ-এর প্রতি তাঁর এ-বিরাগ ছিল অন্যকিছু। তাঁর অদ্ভুত দুর্বোধ্য মনটির ভিতরে ব্যাখ্যার অসাধ্য যেসব ব্যাপার চলত, এও তারই আর একটি।

এখন অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে তিনি আবার লরেন শ-এর প্রতি ডনের মনো-ভাবের রহস্য ভেদ করবার চেষ্টা করছিলেন। আবিষ্কার করবার কোন জরুরী তাড়া তাঁর ছিল না, কারণ জানাই ছিল যে তিনি যে-সিদ্ধান্তই করুন না কেন, ডনের মনোভাবের উপর তার কোনও প্রভাব থাকবে না। তবু দীর্ঘকাল এ-বিষয়টি না ভাববার পর আবার এটি নিয়ে পড়লেন তিনি, তার কারণ এখনও তাঁর মনে এই ভয়টি উঁকি মারে যে—প্রধাণতঃ তাঁর অবচেতন মনেই তা ছিল—লরেন শ-এর প্রতি তাঁর স্বামীর এই বিরাগ তাঁরই উপর প্রতিফলিত হচ্ছে, কারণ তিনি শ'কে চমৎকার লোক মনে করতেন। এখন বড় পার্টিগুলিতে ছাড়া তাঁর সঙ্গে মেরীর সাক্ষাৎও খুব কম হ'ত, কারণ বহুদিন আগেই শ'দের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক তাঁরা শেষ ক'রে দিয়েছিলেন। কিন্তু কয়েক সপ্তাহ আগে ডাড্লের এক বড় ডিনার-পার্টিতে তিনি লরেন শ'য়ের পাশেই বসেছিলেন আর সেটা তাঁর ভাল লেগেছিল। অন্ততপক্ষে লরেন শ-এর সুদূরপ্রসারী আগ্রহ আর মনের তীক্ষ্ণতা, জেসি গ্রিমের কীটের মত নীরবতা, ফ্রেড অল্ডারসনের কোম্পানির ব্যাপারে অবিরাম একনিষ্ঠতা বা পার্টির প্রাণ-স্বরূপ হবার জন্যে ওয়াল্টার ডাড্লের অবিরাম ব্যগ্রতার চেয়ে স্পষ্টই ভাল ছিল।

"ঘুমচ্ছ ?"

সম্পূর্ণ জাগ্রত ডনের ফিস ফিস কথা চীৎকারের মতই মনে হ'ল আর অকারণেই মেরী ক্ষণিক অপ্রতিভ বোধ করলেন, যেন তাঁর মনের গহনে উদ্দামভাবে আক্রমণ করা হয়েছে।

"না। তুমি কি ঘুমতে পারছ না ?"

"এখন পর্যন্ত নয়।"

নিস্তব্ধতা ভঙ্গকারী রাত্রির শব্দগুলি জানলা দিয়ে ভেসে আসতে লাগল। মেরী শুনতে পেলেন রাস্তা থেকে কেউ শিস দিতে দিতে চলেছে; "সাম এন্-চ্যান্টেড ইভনিং" গানের সুরটিতে এমন সব বেখাপ্পা টান ও বেসুরো পরিবর্তন

জুড়ে দিয়েছে যে প্রায় চেনাই যাচ্ছে না। স্তব্ধতার মধ্যে একটি শব্দ তাঁর কানে এল যা আগে গ্রাহ্যেই আসেনি, দূরে রিজ রোডে পাম্পঘরে ইঞ্জিনের ঘড়ঘড়ানি, ধীরে চার-চার তালে দূরে কুকুরের গর্জন এবং বৃষ্টির জল নর্দমা দিয়ে নিচে নামার গভীর কাশির মত শব্দ।

মেরী ফিসফিস ক'রে বললেন, "আমি জানতাম না তুমি জেগে আছ।"

"আজ রাত্রে অনেক কিছু ভাববার আছে।"

"আমি তা জানি।" হাত বাড়িয়ে মেরী স্বামীর হাতটি ধরলেন, তাঁর আঙ্গুলগুলির দৃঢ় চাপ, যে-ঘনিষ্ঠতা তাঁদের পরস্পরের মধ্যে ছিল, তারই আশ্বাসের শিহরণ জাগাল।

"আমি ফ্রেডের কথা মন থেকে দূর করতে পারছি না," ডন অধৈর্যভাবেই বললেন, যেন সে-চেষ্টায় তাঁর মনে বিরক্তি জমেছিল,—"জানি না কেন, কিছুতেই আমি তাঁর চিন্তা ভুলতে পারছি না।"

"তুমি কি সত্যই চেয়েছিলে যে তিনি প্রেসিডেন্টের পদ নিন, ডন?"

ডন তীক্ষ্ণস্বরে অস্বীকার জানালেন, "না, তা নয়। শুধু এই—বুঝেছ. ফ্রেডের মত একজন মানুষ এত বেশি ক'রে প্রেসিডেন্টের পদটি চাইছেন, তা দেখা—আর তারপর তাঁর এ-রকম শোচনীয় ভাবে হার স্বীকার করা—যেন মাতাল, অস্থির—যেন এক বুড়ো যোদ্ধা, যার আর লড়বার শক্তি নেই—সেখানে ব'সে ব'সে তাঁর সেই অবস্থা দেখা বড়ই করুণ ব্যাপার।"

"তাঁর কি কখনও সে-শক্তি ছিল, ডন?"

"নিশ্চয়। যদি ফ্রেডের জন্যে না হ'ত" মাঝখানেই তাঁর কথা থেমে গেল. যেন তিনি হঠাৎ বুঝতে পেরেছেন তিনি যা বলতে যাচ্ছিলেন, তা ভাবার কিংবা বলার মত নয়। তিনি বললেন, "হয়ত তিনি করেন নি। আমি জানি না। অ্যাভেরি বুলার্ড থেকে তাঁকে আলাদা করা শক্ত। তাঁরা এত কাছাকাছি ছিলেন যে কোনটি ফ্রেডের আর কোনটি মিঃ বুলার্ডের ছিল, তা নিশ্চয় ক'রে বলা যেত না। মনে হয় আসলে আমি সেই কথাই ভাবছিলাম। জান. এইভাবে কোন লোককে নিজের জীবনে আসতে দিয়ে নিজের কাছে তাঁর মূল্য এতখানি বাড়িয়ে তোলার মানে তাঁকে হারালে নিজেকেই হারাতে হয়. এ সাংঘাতিক জিনিস।"

তাঁর শিহরণ এত দ্রুত হ'ল যে তার কম্পন তাঁর বাহু থেকে তাঁর হাতে গিয়ে পৌঁছান তিনি বন্ধ করতে পারলেন না।

ডন চিন্তিত হয়ে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করলেন. "কি হ'ল?"

"কিছুই নয়, আমি—"

"তোমার কোন অস্বস্তি হচ্ছে? ব্যাপার কি?"

"কিছু আসে যায় না। আমি জানি তুমি সে-অর্থে এ-কথা বলনি। এ খালি আমার বোকামি।"

"কি অর্থে বলিনি?"

কথার আগে হেসে নিয়ে তিনি বললেন, "যে তুমি কারুকে নিজের জীবনে আসতে দেবে আর নিজের কাছে তাঁর মূল্য এতটা বাড়িয়ে নেবে—"

তাঁর ঠোঁট মেরীর ঠোঁটে মিলে কথাগুলি রুদ্ধ হ'ল, তিনি বললেন, "মেরী, তুমি ত জান আমি সে-অর্থে বলিনি—"

"অবশ্যই আমি জানি, কিন্তু যদি আমি কখনও তোমাকে হারাই—" মেরীর এই কথাটি বলার সময়টুকু মাত্র তাঁদের ঠোঁট বিচ্ছিন্ন হয়েছিল।

'ভেব না, ভাবতে পাবে না তুমি," কঠোর, পুরুষোচিত তাঁর গলার স্বর, তাতে অনেক বেশী আদর—কোমলতায় যা সম্ভব হ'ত না।

নিজের সর্বাঙ্গে যে-উত্তেজনার তাপ ছড়িয়ে পড়ছিল, তা অনুভব ক'রে স'রে এসে মেরী বললেন, "না-না, ডন, না।";

"কি না?"

"তুমি বিশ্বাস কর, আমাকে ভালবাসার জন্যে আমি তোমাকে ভোলাতে চাইনি।"

"নয় কেন?" তাঁর গায়ে ডন-এর হাত সঞ্চালিত হ'ল, সমস্ত শরীরটা মেরীর কাঁপছিল। স্বামীর হাত ঠেলে সরিয়ে দিয়ে তিনি বললেন, "ঘুমিয়ে পড়।"

চাপা মোটা গলায় প্রশ্ন হ'ল, "কেন?"

"না।"

তার চাপা হাসিতেও সেই মোটা সুর ছিল, তিনি বললেন, "তুমি এক ভয়ানক মনভোলানো ডাইনী হচ্ছ।"

চমকে উঠে মেরী বললেন, "কি বিশ্রী কথা—" তারপরই আবার স্বামীর চুম্বনে তাঁর কথা বন্ধ হয়ে গেল। তিনি বাধা দিলেন, শেষ পর্যন্ত এই লড়াই নিজেরই পরাজয় নিয়ে এল।

স্বামী ঠোঁট তুললে তিনি বলতে পারলেন, "আমি কি সত্যি এত খারাপ?"

"কি রকম?"

"যা তুমি বললে।"

"আমি কি বললাম?"

"তুমি জান।"

ডন ক্ষেপিয়ে তুললেন, "বল আমায়।"

মেরী বললেন, "বলতে পারি না—" কিন্তু কি-একটা যেন জোর ক'রে তাঁকে স্বামীর কানে মুখ রেখে কথাটি বলতে বাধ্য করল।

স্ত্রীর দেহটি বাঁকিয়ে নিজের কাছে এনে চেপে ধ'রে উদ্দামভাবে তিনি বললেন, "হাঁ, তুমি তাই! কি আশ্চর্য মেরী, আমার মনে হয় যে এমন যদি কোন উপায় থাকত একবার চিরদিনের জন্যে তোমাকে বুঝাতে পারতাম তোমাকে ভালবাসা আমার কখনও শেষ হবে না।"

মেরী ফিসফিস ক'রে বললেন, "চিরদিনের মত আমি শুনতে চাই না। আমি চাই যে তুমি আমাকে ব'লেই চলবে—বারবার—বারবার।"

ডন তাঁকে চুম্বন করলেন, অস্পষ্টভাবে ন'ড়ে উঠল তাঁর ঠোঁট আর মেরী বুঝতে পারলেন, "আমি তোমায় ভালবাসি" এই কথাটিই জানাচ্ছে ঠোঁট দুখানি।

"ওগো, যদি এমন কোনও সময় আসে যখন তুমি আর ভালবাসবে না, তা হ'লে তুমি আমায় ব'লে দেবে, এই প্রতিজ্ঞা করবে কি?"

"কখনও সে-সময় আসবে না।"

"প্রতিজ্ঞা কর—অনেক সময়ই আমার ভয় হয়। তুমি আমার কাছে এমনই রহস্যময়—আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাই—তুমি যেমন ভাব সেইভাবে আমি ভাবতে চাই—কিন্তু যখন আমি তোমার কাছে থাকি, তখন আমি ভাবতে পারি না —তখন আমি শুধু তোমার একটি অংশ হয়ে যেতে চাই—"

তারপর কালহীন বিস্মৃতির মধ্যে মেরী তাঁর অংশই হয়ে রইলেন, আর আবার যখন তিনি রাত্রির শব্দ শুনতে পেলেন, তখন স্বামীর গভীর নিদ্রায় নিঃশ্বাসের আওয়াজই প্রথম শুনলেন।

তাঁর মনে হচ্ছিল যেন তিনি অনন্তকাল ধ'রে জেগে রয়েছেন, যেন আর কখনও তিনি ঘুমতে পারবেন না, এমন কি ঘুমতে চাইবেনও না কখনও। এখন তিনি জানলেন, যেভাবে আর কখনও জানেন নি, যে তাঁর মত প্রয়োজনীয় স্বামীর কাছে আর কিছু নেই। স্বামী আজ রাত্রে তাঁকে যত বেশী কামনা করেছিলেন, তেমন আর কখনও করেন নি...সমস্ত রাত্রির মধ্যে আজ রাত্রিতে।

রাত্রি ১১-৫৬

ডোয়াইট প্রিন্সকে একটি ব্যাপারে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে। এমন সম্ভাবনা কখনও তাঁর প্রীতিকর লাগেনি। শয়নকক্ষটি তাঁদের দুজনার,

তারই বন্ধ দরজার সামনে হলের পথে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন। দুটি বিকল্প সমস্যার মুখামুখি হ'তে হয়েছে তাঁকে—হয় তিনি দরজাটি খুলবেন, নয় খুলবেন না। শেষের পন্থাটি যদি নেন, তবে সামনের অতিথি-কক্ষে তাঁকে একা ঘুমতে হবে। যদি প্রথমটি করেন তবে হয়ত দেখবেন তিনি অবাঞ্ছিত অনাহূত। সেই শ লোকটি বাড়ি থেকে বেরবার পরমুহূর্তেই জুলিয়া যখন দৌড়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরে চ'লে যান, তখন স্পষ্টই মনে হয়েছিল তিনি একা থাকতে চান। কিন্তু সে ছিল এক ঘন্টা আগে।

অভ্যাসমত ডোয়াইট প্রিন্স নিজের সহজ প্রবৃত্তির নির্দেশই মেনে নিলেন। জুলিয়ার সমস্ত ব্যাপারে তিনি দেখেছেন, বুদ্ধির চাইতে এইটি বেশী নির্ভরশীল। তিনি দরজা খুললেন।

জুলিয়া বিছানায় শুয়েছিলেন, কিন্তু শরীরটাকে তিনি এমন দ্রুত ঝাঁকুনি দিলেন যে দরজা আধখানা খোলবার আগেই তিনি উঠে বসলেন।

প্রথমে ডোয়াইটের মনে হ'ল তাঁর সিদ্ধান্তে ভুল হয়েছে, কারণ জুলিয়ার চোখের জল থামাবার চেষ্টার মধ্যে একটা অপ্রতিভ উন্মত্ত ভাব ছিল।

রুদ্ধশ্বাসে তিনি বললেন, "আমি দুঃখিত, ডোয়াইট." আর তাঁর ড্রেসিং গাউনের প্রান্তটি টেনে নিয়ে তারই ভাঁজের মধ্যে নিজের মুখ লুকালেন, কারণ চোখদুটি স্বামীকে দেখাবার সাহস ছিল না তাঁর।

সহজ প্রবৃত্তিই ডোয়াইটকে ব'লে দিলে তাঁর কাছে যেতে আর তিনি তাই করলেন। স্ত্রীর পাশে ব'সে তিনি তাঁর সরু কোমরটি দৃঢ়ভাবে বেষ্টন করলেন, কান্নার বেগ তিনি নিঃশ্বাস বন্ধ ক'রে থামাচ্ছিলেন, ডোয়াইট তা বুঝতে পারলেন। অ্যাভেরি বুলার্ডের মৃত্যুর খবর শোনবার পর থেকে যে শোকভার জুলিয়া জমিয়ে রেখেছিলেন, তাঁর কাছে এবং পরে লরেন শ-এর কাছে চেপে রেখেছিলেন, তা এখনও জমা হয়ে রয়েছে।

ডোয়াইট ফিসফিস ক'রে বলতে লাগলেন, "যদি একলা থাকতে তোমার বেশী ভাল লাগে—"

জুলিয়া হাত নামিয়ে চট ক'রে মাথা তুলে বললেন, "তুমি কি আমায় ঘৃণা কর, ডোয়াইট ?"

"না, কেন তোমার মনে হচ্ছে যে আমি ঘৃণা করি ?"

জুলিয়ার চোখ স্বামীর চোখ এড়িয়ে রইল, "অ্যাভেরি বুলার্ডের প্রতি আমার মনোভাবের জন্যে।"

তিনি থেমে ভাববার চেষ্টা করলেন, তারপর সে-চেষ্টা ত্যাগ ক'রে বললেন, "একথা কখনও গোপন ছিল না যে এক সময়ে তুমি তাঁকে ভালবাসতে—

আমাদের বিয়ে হবার পর তুমি আমায় তা বলেছিলে সুতরাং এখন যে তোমার চোখের জল দেখব সেজন্যে ভয় পাবার তোমার কোন কারণ নেই।"

জুলিয়া তাঁর দিকে ফিরলেন, আর যে চোখের জল আগে তিনি বন্ধ করতে পারেন নি তা হঠাৎ থেমে গেল। তারপর প্রাণপণে স্বামীর শারীরিক শক্তিকে অগ্রাহ্য ক'রে তাঁকে তিনি চুম্বন করলেন, যেন এটি তাঁরই ইচ্ছাকৃত ব্যবহার, স্বামীর কিছু করণীয় নেই।

হলঘরের ঘড়িতে বারোটা বাজল, কিন্তু তার জবাবে ট্রেড্ওয়ে টাওয়ারের ঘন্টাটি থেকে কোনও আওয়াজ এল না।

(৯)

মিল্বার্গ, পেন্সিল্ভ্যানিয়া

ভোর ৪-৪৭

মাঝরাত্রি থেকে ভ্যান অর্ম্যাণ্ড তাঁর কর্মজীবনের সর্বোচ্চ শিখরে উঠে বসেছেন। যখন তিনি ট্রেড্ওয়ে কর্পোরেশনের বিজ্ঞাপন ও প্রচার-ডিরেক্টর নিযুক্ত হন, তখন থেকে এতখানি উত্তেজনার কোনও ঘটনা ঘটেনি। অ্যাভেরি বুলার্ডের মৃত্যুর বিবরণগুলি বিলি হবার পর তিনি মিল্বার্গ টাইম্সের অফিসে তাদের প্রভাতী সংস্করণের কাহিনীটি কেমন হচ্ছে দেখবার জন্যে গেলেন। তাঁর মহা উল্লাস হ'ল শহর-সম্পাদক বিল ক্রাইশ তাঁর হাত ধ'রে যে-ডেস্কে পুনর্লিখন হচ্ছিল, তার কাছে এক চেয়ারে নিয়ে গিয়ে বসালেন। একজন খাঁটি সংবাদপত্রের সম্পাদকের যতখানি সান্নিধ্য তাঁর পক্ষে লাভ করা সম্ভব, এখানে তাঁর সেই অভিজ্ঞতাই হ'ল, এতে তাঁর শিহরণ জাগল। হাজার তথ্য তাঁকে মিলিয়ে দিতে হ'ল, হাজার প্রশ্ন তাঁকে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করা হ'ল, তিনি তার উত্তর দিলেন, গত দশ বছরের মধ্যে মিল্বার্গে সব চেয়ে বড় খবর, তারই কাহিনী সাজাবার যে আশ্চর্য, চাঞ্চল্যকর কাজ—তারই নায়ক হয়ে উঠলেন তিনি. হাঁ, মশাই, ঠিক এই কথাই বিল বলেছেন—গত দশ বছরে সব চেয়ে বড় স্থানীয় সংবাদ।

চমৎকার লোক বিল, একথা আবার বলা যায়। বিল তাঁকে কোম্পানির ইতিহাসের কাহিনীটি বেশির ভাগ লিখতে পর্যন্ত দিয়েছিলেন. এখন তা এখানে

ছাপার হরফে রয়েছে, প্রত্যেকটি শব্দ ঠিক যেমন তিনি লিখেছিলেন তেমনই আছে। ছবিগুলিও খাসা।

চার বছর আগে মিল্‌বার্গে যখন দ্বিশত বার্ষিক অনুষ্ঠান হয়, তখন টাইম্‌সে যে-ছবিগুলি বেরোয় সেগুলির কথা বিল ভুলে গিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি বলেছিলেন এ অতি চমৎকার হবে......ঠিক এই কথাই বিল বললেন......আর সত্যি এ অতি চমৎকার হবে। মিঃ শ সত্যি এতে আহ্লাদে আটখানা হয়ে যাবেন। মহা হুলস্থূল প'ড়ে যাবে......দ্বিতীয় পাতার উপরদিক ভ'রে সারি সারি প্রেসিডেন্টদের ছবি......বৃদ্ধ জোশিয়া ট্রেড্‌ওয়ে ভয়ানক রকম সম্ভ্রান্ত......মান সম্মানের ব্যাপার...আর জর্জ ট্রেড্‌ওয়ে মাথায় লোমের টুপি, অলিভারের লম্বা জুলফি, আর বৃদ্ধ অরিনকে দেখে মনে হয় যে তিনি লোক ভাল ছিলেন......তারপর দুকলম ভর্তি মিঃ বুলার্ডের সেই আণ্ডারউড অ্যাণ্ড আণ্ডারউডের তোলা ছবি, যেটি ব্যবহার করতে তিনি সর্বদা বলতেন......"এটায় আমাকে তত হোমরা-চোমরা দেখায় না।" বুলার্ড লোক ছিলেন খাঁটি, ভগবানের দিব্যি! যে যা-খুশি বলুক, কিন্তু বুড়োর ক্ষমতা ছিল একেবারে সৃষ্টি ছাড়া রকমের।

ভ্যান অর্‌ম্যাণ্ড আড়চোখে দেখলেন বিল ফ্রাইশ প্রুফের পাতায় পেন্সিল দিয়ে আঁচড় কেটে চলেছেন। আর অপরাধীর মত তিনি নিজেও আবার ভুল খুঁজে বার করার দিকে মন দেবার চেষ্টা করলেন।

বিল দুহাতে দুটি প্রুফ নিয়ে যেন অবশ ডানার মত নাড়তে নাড়তে তাঁর দিকে এলেন, তিনি জিজ্ঞেস করলেন "আর কিছু ধরতে পারলে, ভ্যান?"

তিনি পেশাদারী রসিকতায় বললেন, "শুধু টাইপের ভুল কয়েকটি, বিল।"

ফ্রাইশ তাঁর কাঁধের উপর ঝুঁকে মিলাতে মিলাতে বললেন, "হাঁ, এ সবগুলিই আমি পেয়েছি।" তাঁর নিজের প্রুফটি তিনি তাঁদের সামনে মেলে ধরলেন আর তাঁর মোটা বেঁটে আঙুল দিয়ে এক প্রশ্নের চিহ্ন বার ক'রে বললেন, "ওয়ালিং-এর প্রথম নামটি কি?"

"ডন। এ তোমার ঠিকই আছে বিল।"

ফ্রাইশ সংক্ষেপে বললেন, "সংক্ষিপ্ত নাম নয়। আমরা সর্বদা পুরা নাম দিই। সেটি কি—ডোনাল্ড?"

ভ্যান অর্‌ম্যাণ্ড থতমত হয়ে বল্লেন, "মানে, আমার মনে হয় ডনই তাঁর পুরা নাম, শুধু ডন। এইভাবেই তিনি সব সময়ে নাম সই করেন—" এক অস্পষ্ট স্মৃতি তাঁর মনে ভাসতে লাগল ও তারপর হঠাৎ সেটি দানা বাঁধল, তিনি বলেন, "ওহে, একটু থাম। আমার মনে পড়েছে—ম্যাক্‌ডোনাল্ড। আমার স্মরণ হচ্ছে একবার যখন আমি তাঁর ভাইস-প্রেসিডেন্ট হওয়া সম্পর্কে আমার

কাহিনীটি মেলাচ্ছিলাম, তখন এটি আমি তাঁর চাকরির বিবরণীতে দেখেছিলাম–ম্যাক্‌ডোনাল্ড ওয়ালিং।"

বিল বানান ক'রে বললেন, "এম'–'সি'?"

ভ্যান বিজয়োল্লাসে বললেন, "না সঙ্গে 'এ' আছে।" সাংবাদিক হ'তে গেলে স্মরণশক্তি থাকা অতিঅবশ্য দরকার...প্রেস চলা বন্ধ রেখে ঘুরে ঘুরে সব জিনিস মিলিয়ে দেখবার সময় হয় না।

বিল প্রুফের পাতাগুলির কোনে তাড়াতাড়ি আঁচড় কেটে যে বুড়ো লোকটি অপেক্ষা করছিল, তার দিকে ঠেলে দিলেন। তারপর তিনি দেয়াল-ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, "মোটে কুড়ি মিনিট দেরি হয়েছে। প্রেস বেশির ভাগই পুরিয়ে নিতে পারবে। বিবেচনা ক'রে দেখলে খুব খারাপ নয়।"

"আমার মনে হয় এ আশ্চর্য ব্যাপার, বিল, আর যেভাবে তুমি সহযোগিতা করেছ, সেজন্য অবশ্যই আমি তোমাকে ধন্যবাদ দিতে চাই—আমার নিজের আর কোম্পানির তরফ থেকে।"

"আরে যাও, ছোকরা, এটা যে খবর।"

"বেশ, তুমি নিঃসন্দেহে চমৎকার সাজিয়েছ, বিল, সেকথা আমি তোমাকে জানাতে চাই।"

ক্লান্ত হাসি হেসে বিল বললেন, "এ যে শনিবারে হ'ল, এই ভাল।" খবরের কাগজটি ছাপতে দেবার পর বড় বড় সাংবাদিকদের যেমন দেখায় ঠিক তেমনই তাঁকে দেখাচ্ছিল। তিনি বলতে লাগলেন, "শনিবারে সর্বদাই আমাদের কাজ হাল্কা থাকে। গতকাল যদি এটি আমার উপর এসে পড়ত, তা হ'লে জায়গার কি বন্দোবস্ত করতাম জানি না—শুক্রবারে যত সব পোড়ার বিজ্ঞাপন।"

ভ্যান অর্ম্যাণ্ড পেশাদারী হৃদ্যতার সুরে বললেন, "হাঁ, বিজ্ঞাপন যে ঘাড়ে ব্যথা ধরিয়ে দেয়, তা ঠিক। আজকাল প্রায়ই আমি মনে করি যে লক্ষ্মীছাড়া বিজ্ঞাপন থেকে কেটে বেরিয়ে সেই খাসা পুরনো খবরের কাগজেই ফিরে যাই।"

"পাগল! আমি বাজি রেখে বলতে পারি আমরা শহর শাখার এই সারা ঘরটির লোকেদের যা মাইনে দিই, তোমার নিজেরই তার চেয়ে বেশী রোজগার হয়।"

ভ্যান অর্ম্যাণ্ড গম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করলেন "জীবনে যদি মজাই না পাওয়া যায় তবে টাকায় কি হবে?"

বিল হেসে বললেন, "আমায় জিজ্ঞেস করছ কেন? আমি দুটির কোনটিই কিছু পাই না। এরা যতক্ষণ কাগজটি ছাপাখানায় দিচ্ছে, ততক্ষণ নিচে গিয়ে এক পেয়ালা কফি খেলে কেমন হয়?"

"আরে চমৎকার, বিল, চমৎকার।"

"আহা হা, দেখ—খ্রীস্টের দিব্যি, তুমি নিজের সর্বনাশ করেছ ছোকরা।"

ভ্যান অর্‌ম্যাণ্ড তাকিয়ে দেখেন যে কম্পোজঘরের টেবিলের উপর যেখানে তিনি ভর দিয়েছিলেন তাঁর সাদা ডিনারের জামার সেখানটিতে ময়লা দাগ লেগেছে। তিনি হেসে উঠলেন, অসতর্কতায় এক চড়া সুরের হাসি বেরিয়ে গেল, তিনি বললেন "উচ্ছন্নে যাক। আমি এটা খরচের হিসাবে ফেলে দেব। এই মাত্র করব, শুধু এটি সেই জোচ্চুরির খাতায় ফেলে দেব।"

ভোর ৬-০৫

লরেন শ আবার চোখ খুললেন, আর রাত্রি যে শেষ পর্যন্ত মিলিয়ে গেছে, সেজন্যে কৃতজ্ঞ বোধ করলেন। অন্ধকারের মধ্যে বার বার তিনি জেগে উঠেছেন, আর প্রতিবারই ঘুম আসা আরও বেশী দুঃসাধ্য আর ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। তাঁর স্বপ্নগুলি কল্পনার বাহন হয় নি—কখনও তা হ'ত না—শুধু তাঁর দিনের চিন্তাগুলির ধারাই এগুলির মধ্যে অসংযত আকারে চলেছে। এই সংযমের অভাবটিই ছিল ভয়ঙ্কর। এইটিই কাল রাত্রে তাঁর পরাজয় ঘটিয়েছিল। আর একটি ভুল হ'লেই তিনি এতদিন যা পাবার জন্যে খেটে এসেছেন, সেসবই পণ্ড হয়ে যেতে পারত।

লরেন শ চার বছর আগে প্রথম সেই সন্ধ্যাটিতে অ্যাভেরি বুলার্ডের মনের মধ্যে সযত্নে সেই বীজটি বপন করেন, যার ফলে শেষ পর্যন্ত তিনি ভাইস-প্রেসিডেন্ট ও হিসাবরক্ষক নিযুক্ত হন, তখন থেকেই ট্রেড্‌ওয়ে কর্পোরেশনের প্রেসিডেন্টের পদ তাঁর সুচিন্তিত লক্ষ্য ছিল। আসলে তার সূত্রপাত হয় আরও আগে, পার্কিংটন ম্যাকোনেলের চাকরিতে থাকার সময়ে বিভিন্ন কোম্পানির তিনি পরিচালনা পর্যালোচনা করেন, সেই সময় থেকে। প্রত্যেক-বার পর্যালোচনায় একটি প্রধান প্রশ্ন থাকত, সে-প্রশ্ন কখনও তাঁর চামড়া-বাঁধানো চূড়ান্ত রিপোর্টে জিজ্ঞেস করা বা উত্তর দেওয়া হ'ত না, তাঁর নিজের মনের গহনেই তা থাকত, সেটি হ'ল এই জিজ্ঞাসা—"অনেক কোম্পানির প্রেসিডেন্ট থেকে যে-অপমান আমি সহ্য করতে বাধ্য হয়েছি—এখানে সেই সব কিছুর উর্ধ্বে কি আমি উঠতে পারব?"

এই অপমান অবশ্য ছিল ব্যক্তিগত, কাজের দিক থেকে নয়। লরেন শ-এর কাজের যোগ্যতার সম্পর্কে প্রশ্ন তোলার সাহস কেউ কখনও করেনি—পার্কিংটন-ম্যাকোনেলে তাঁর ভাইস-প্রেসিডেন্ট ও উর্ধ্বতন বিশ্লেষকের পদ-

মর্যাদা সেদিক থেকে তাঁকে অচ্ছেদ্য রেখেছিল। কিন্তু তিনি যে কর্পোরেশনের প্রেসিডেন্টদের চেয়ে শিক্ষা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠায় ছোট, সেকথা সর্বদা অনুভব করার নিদারুণ অবিচার থেকে রক্ষা পাননি ; আর পরিহাসের কথা এই যে, তাঁদের কারবার কি ক'রে চালাতে হবে, তা তিনিই তাঁদের ব'লে দেবেন, এজন্যে তাঁরা পেতেন মোটা পারিশ্রমিক। তাঁরা জিজ্ঞেস করতেন, "শ ? গত গ্রীষ্মে বার হারবারে এক অতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল—বিচারক শ—তিনি কি আপনার আত্মীয় হওয়া সম্ভব ?" কিংবা এ যদি বার হারবার না হ'ত, তবে হ'ত কুইন মেরী জাহাজ, পাম বীচ বা রিভিয়েরা। "দঃখের বিষয়, না।" এই কথা অনিচ্ছুকভাবে বলা ছাড়া তাঁর কখনও আর কিছুই করবার থাকত না। কিন্তু তাতেও তাঁরা ক্ষান্ত হতেন না। কেউ বলতেন, "আমার মনে হয় আপনি হার্ভার্ড ব্যবসায়-কলেজের, মিঃ শ কিংবা বোধ হয় হোয়ার্টন ? দেখা যায় আপনাদের কাজে বেশিরভাগ লোকই হয় এই শ, না হয় অন্য শ।" এই প্রশ্নে তাঁর পিত্ত জ্ব'লে যেত, কিন্তু এখানেও আবার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রসঙ্গটি বদলে ফেলা ছাড়া তাঁর আর কিছু করার ছিল না। হাই স্কুলের পর তাঁর একমাত্র বিদ্যা শিক্ষা হয়েছিল রাষ্ট্রীয় বোর্ডের সার্টিফিকেট-প্রাপ্ত পাবলিক অ্যাকাউন্ট্যান্ট বা সি. পি. এ. পরীক্ষায় প্রস্তুত হবার জন্যে রাত্রির কোচিং কোর্স প'ড়ে। লরেন শ-এর কেবলমাত্র এই সি. পি. এ. ডিগ্রীই ছিল।

এই সি. পি. এ. হওয়ার মধ্যেও লরেন শ-এর জীবনের অন্য সমস্ত ক্রিয়ার মতই সুচিন্তিত এক উদ্দেশ্য ছিল। খবরের কাগজগুলি মন দিয়ে প'ড়ে—বিশেষতঃ আদালতের যেসব মামলায় প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ ও বহু পরিমাণ অর্থ জড়িত, সেগুলি থেকে তিনি জেনেছিলেন আয়কর আইনের প্রত্যেকটি ফাঁকি ও ছিদ্র যেসব মেধাবী যুবকেরা জানে, সমাজে প্রতিপত্তিশীল ও ধনী পরিবারগুলি তাদের মোটা টাকা দেয় আর তাদের দরজাও তাদের কাছে অবারিত থাকে। কয়েক বছরের মধ্যেই লরেন শ সেই মোটা পারিশ্রমিক পেতে লাগলেন, কিন্তু দরজা খুলল না। তাঁর মক্কেলদের বাড়িতে সামাজিক নিমন্ত্রণ তিনি পেলেন না, আর ক্রমশ তিনি দেখলেন কখনও তা পাবেন না। তিনি যতই কৃতকার্য হ'তে লাগলেন ততই তারা তাঁকে কেবল তাদের ভিতর দপ্তরের সুরক্ষিত গোপন ব্যাপারগুলি দেখাবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠল।

যখন পার্কিংটন-ম্যাকোনেল তাঁকে ভাইস-প্রেসিডেন্ট পদ দিতে চাইল, তিনি তা গ্রহণ করলেন। ভাইস-প্রেসিডেন্টের পদ সম্মান হিসাবে খুব বড় ছিল না—যাতে কোনও মক্কেল নিজেকে ক্ষুন্ন না মনে করে, সেজন্যে বত্রিশ জন লোক এই পদে ছিলেন—কিন্তু মিঃ পার্কিংটন যে প্রতিশ্রুতি দিলেন তিনি

"জাতির সর্বপ্রধান শিল্পপতিদের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত সংস্পর্শে সর্বদা থাকবেন" তা যথার্থই তাঁকে প্রলুব্ধ করেছিল। তা ছাড়া বৃদ্ধ পার্কিংটন তাঁকে ব'লে দিলেন মেধাবী যুবকের নিজের প্রসার বাড়াবার সুযোগ খোঁজা উচিত। এ মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন ছিল। লরেন শ বোকা ছিলেন না।

লরেন শ-এর এই নূতন প্রতিষ্ঠানের দ্বিতীয় বছরে, তাঁর অভিপ্রায়ের পক্ষে যেমন প্রয়োজন ছিল, তেমনি স্ত্রীই বিবাহ করলেন তিনি। মেয়েটির বাবা, হ্যারিংটন ভ্যান টার্ন ছিলেন পার্কিংটন-ম্যাকোনেলের মক্কেল, সুতরাং ভ্যান টার্নের মেয়ে ইভ্‌লিনের সম্পর্কে সকল কথাই জানবার সুযোগ শ-এর হয়েছিল। ইনি ছিলেন মিস মিলিংটনের বিদ্যালয়ে পাশ করা, জুনিয়ার লীগের সভ্যা, রাষ্ট্র-দূতের প্রপৌত্রী, লেফ্‌টেন্যান্ট গভর্নরের পৌত্রী, উইলিয়াম পেন-এর এক অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু থেকে সরাসরি ধ'রে যাঁর বংশের সূত্র পাওয়া যায় এমন লোকের কন্যা, আর আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ওয়ালি ভ্যান টার্নের ভগিনী। ওয়ালি ভ্যান টার্নের তৃতীয় পত্নী যে একজন ফরাসী কাউন্টেস, সেকথা সবাই জানে, সুতরাং তা থেকে ইভ্‌লিনের স্বামী আপনা হ'তেই অভিজাত পরিবারের ভগ্নীপতি হলেন। দুর্ভাগ্যের কথা এই ছিল—তাঁর অন্যান্য গুণাবলী বিচার করলে অমার্জনীয় নয়—যে ইভ্‌লিন ভ্যান টার্ন তাঁর চেয়ে চার বছরের বড়, ভয়ানক কুৎসিত, আর কিছু পরিমাণে মাতাল ছিলেন, কোন সময়েই কয়েক মিনিটের বেশি তাঁকে ভাল লাগত না। শ-এর যা দরকার তা ইভ্‌লিন তাঁকে দিয়েছিলেন আর যা তিনি তাঁকে দেননি, তুলনায় তার গুরুত্ব ছিল কম।

ট্রেড্‌ওয়ের কোনও ভাইস-প্রেসিডেন্টের সামাজিক প্রতিপত্তি, লরেন শ যা পেয়ে গিয়েছিলেন, তার চাইতে ভাল ছিল না। তাঁর ট্রেড্‌ওয়ে কর্পোরেশনকে জানবার গোড়ার দিকেই এটি তিনি বিশেষভাবে লক্ষ্য করেন। তার উপর কার্যনির্বাহক ভাইস-প্রেসিডেন্ট হবার পথও স্পষ্টই উন্মুক্ত ছিল। কোনোও ধড়িবাজ ডাক্তারকে ভুলিয়ে এক গোপন রিপোর্ট বার ক'রে জানা গেল ফিট্‌জ্‌-জেরাল্ডের স্বাস্থ্য খারাপ। বুলার্ড আগেই ফিট্‌জ্‌জেরাল্ডের জন্যে অল্ডার্‌সনকে বসিয়ে দিয়েছেন, সুতরাং স্পষ্টই তিনি নিচে নামছেন। গ্রিম খুব সেরা উৎপাদনকর্মী, ব্যবসায়ের অন্য কোন দিকে তাঁর অভিজ্ঞতা নেই। গ্রিমের মত ডাড্‌লেও নিজের ক্ষেত্রে চমৎকার হ'লেও পরিচালনার যোগ্য হবার উপযুক্ত সর্বাঙ্গীন শিক্ষা তাঁর নেই।

ফিট্‌জ্‌জেরাল্ডের মৃত্যুতে লরেন শ-এর নিজের অভিপ্রায়ের উপর আস্থা দৃঢ় হ'ল। দুর্ভাগ্যক্রমে, ঝোঁকের বশে কাজ করার রোগ বুলার্ডের ছিল, তারই কোনও এক মুহূর্তে তিনি হয়ত আর কারুকে কার্যনির্বাহক ভাইস-

প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করবেন এমন আশঙ্কা অবশ্য তাঁর ছিল। লরেন শ কিন্তু অস্বাভাবিক উদ্বিগ্ন হননি। ভাইস-প্রেসিডেন্ট ও হিসাবরক্ষক জয়ের জায়গাটিতেই ছিলেন। অপচয়, অযোগ্যতা আধুনিক ব্যবসায়ের মানদণ্ড, কাজ করার বিষয়ে ব্যর্থতার প্রত্যেকটি ঘটনা ধ'রে ফেলাই ছিল তাঁর নির্বাহিক দায়িত্ব। কোম্পানির নিয়মাদি ঠিক করাও তাঁর দায়িত্ব ছিল। তিনি যে-খেলা খেলছিলেন, তাতে হার ছিল না, কারণ তিনিই খেলোয়াড়, আবার তিনিই রেফারি।

যে-কোম্পানি দ্রুত বেড়ে চলেছে আর আসবাব-ব্যবসায়ের ইতিহাসে সব চেয়ে বড় পড়তায় কারবার চালাচ্ছে, তাতে মুনাফার ছিদ্র ধরা কঠিন ছিল না। দুঃখের কথা অবশ্য এই যে প্রত্যেকটি ছিদ্রই কোন না কোন ভাইস-প্রেসিডেন্টের দায়িত্বে ছিল—যিনি নিজে সেটা ধরতে পারেন নি বা তার প্রতিকার করতে পারেন নি। অনিবার্যরূপেই শ-কে তাঁদের বিরাগভাজন হ'তে হয়েছে। কিন্তু এ-জন্যে লরেন শ নিজের বিশেষ দুর্ভাবনা হ'তে দেননি। তাঁর অভিপ্রায় এই ভিত্তির উপরিই প্রতিষ্ঠিত ছিল যে, একমাত্র যে-ব্যক্তির অভিমতের যথার্থ মূল্য আছে, তিনি হলেন অ্যাভেরি বুলার্ড।

তিনি নিজেকে প্রায়ই আশ্বাস দিতেন যে যাই হোক, কখনও কোন লোক একথা বলতে পারবে না যে যা-কিছুই তিনি করেছেন তা কর্পোরেশনের স্বার্থের জন্যে হয়নি। যখন তিনি বাজেটের কঠোর নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেন, যখন কারখানার প্রত্যেক কাজে উৎপাদন-ব্যয়ের ভিত্তিতে সম্পূর্ণ হিসাবরক্ষার ব্যবস্থা করেন, মজুত কাঁচামালের উন্নত নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার সঙ্গে ক্রয়ের সামঞ্জস্য বিধান করেন, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মূল্য-নিয়ন্ত্রণ প্রবর্তন করেন ও উৎকৃষ্ট বেতন-ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করেন, তখন যে তিনি ঠিক কাজ করেন নি, সে-তর্ক কেউ করতে পারেন নি। চার বছরের কম সময়ে খাটানো মূলধনের উপর ট্রেড্ওয়ে কর্পোরেশনের আয় প্রায় শতকরা পঞ্চাশ ভাগ বেড়ে গিয়েছিল। এই হ'ল আসল উত্তর। কর্মক্ষেত্রে এমন কৃতিত্বের বিরুদ্ধে কেউই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারত না।

এখন হঠাৎ লরেন শ দেখলেন তাঁর সমগ্র পরিকল্পনা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল—আর কেবল মাত্র এক সপ্তাহের ব্যবধানের মধ্যেই আর কটি দিন গেলেই আগামী মঙ্গলবারে ডিরেক্টরদের সভায় অ্যাভেরি বুলার্ড নিশ্চয় বোর্ডকে দিয়ে তাঁকে কার্যনির্বাহক ভাইস-প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করাতেন। কিন্তু এখন অ্যাভেরি বুলার্ড মারা গেলেন, আর লরেন শ-এর সামনে এসে পড়ল এই ঘোরতর অবিচার; তিনি কর্পোরেশনের প্রতি তাঁর কর্তব্যের আহ্বানে যেসব

লোকের বন্ধুত্ব বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়েছিলেন, তাঁদের দ্বারাই তাঁর ভাগ্য নিরূপিত হবে।

বিছানার ধারে ব'সে লরেন শ যে-সিগারেট ধরালেন, সেটি তাঁর মুখে বাসী ও কটু আস্বাদ ছড়িয়ে দিলে। সেটি তিনি নিবিয়ে তাঁর প্রসাধন ঘরের মধ্যে দিয়ে কাঁচের প্যানেল দেওয়া স্নানঘরে গেলেন। আটকে-থাকা বাষ্পের মত তাঁর রাগও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলল। চেঁচিয়ে ব'লে উঠলেন তিনি "উচ্ছন্নে যাক," এই অভিশাপের সঙ্গে আত্মসমালোচনার আর এক বন্যা-প্রবাহের পথ যেন উন্মুক্ত হ'ল। কাল রাতে তিনি ওরকম আচরণ করলেন কেন? কারণ তাঁর কোন পরিকল্পনা ছিল না। হাঁ, এই তার কারণ...তিনি ঝোঁকের বশে কাজ করেছিলেন, আর শুধু বোকারাই তা করে। হাঁ, তিনি বোকা হয়ে গিয়েছিলেন...বোকার চেয়েও খারাপ...এক হতভাগা নির্বোধ আহাম্মক। অল্ডার্সনের ব্যাপারটি তিনি যতদূর সম্ভব খারাপ ক'রে ফেলেছেন...আর সম্ভবত তার ফলে ওয়ালিংকেও শত্রু করেছেন। দরজার কাছে ওয়ালিংকে সব শেষে তিনি যেকথা বলেন, সেইটাই ছিল সব চেয়ে খারাপ...ভিক্ষা করা... নিজেকে দুর্বল ও সংশয়াকুল প্রকাশ করা। কেন তিনি দপ্তরে ছুটে গিয়ে সমস্ত বিভাগীয় প্রধানদের ডাকলেন? কেন তিনি বুঝলেন না যে তাঁদের কোনও গুরুত্ব নেই? বিভাগীয় প্রধানেরা নূতন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করেন না ..তাঁদের কুড়িজনের মধ্যে একটিও ভোট নেই। অল্ডার্সনের একটি ভোট ...ওয়ালিং-এর এক ভোট। অল্ডার্সনের ভোট তিনি সম্ভবতঃ গোড়া থেকেই হারিয়েছিলেন, কিন্তু ওয়ালিং-এর ভোটটি পাবার কিছু সম্ভাবনা তবু থাকতে পারত। ওয়ালিং-এর ব্যাপারে অল্ডারসন তাঁকে বুদ্ধিতে হারিয়ে দিয়েছেন। হাঁ, চুলোয় যাক, এটা তাঁর করা উচিত ছিল...যা করবার মত চালাকি অল্ডার্সনেরই হয়েছিল...ওয়ালিং-এর কাছে যাওয়া। ওয়ালিংই হয়ত শেষ ভোটটি দেবার অধিকারী হবেন।

নিজের অজ্ঞাতসারে শ আর একটি সিগারেট ধরালেন। নূতন ফন্দিটি তাঁর মনে আকার নিতে শুরু করছিল। অল্ডার্সনের ভোট হারিয়েছেন। গ্রিমের উপর নির্ভর করা যায় না, সম্ভবতঃ তিনি অল্ডারসনের সঙ্গেই হাত মিলাবেন। ওয়ালিং ও ডাড্লে জিজ্ঞাসার চিহ্ন...কিন্তু তিনি কার্যনির্বাহক ভাইস-প্রেসিডেন্টের পদটি দেবার প্রস্তাব ক'রে দুজনের অন্ততঃ একজনকে পেতে পারেন। না...ডাড্লেকে পাবার আর একটি উপায় আছে...যদি এ তাঁকে করতে হয়। ওয়ালিং-এর ভোটটির দাম দেবার জন্যে কার্যনির্বাহক ভাইস-প্রেসিডেন্টের পদটি তিনি বাঁচিয়ে রাখতে পারবেন। কিন্তু তাঁর টেলিফোনের

জবাবে ডাড্‌লে শিকাগো থেকে তাঁকে ডাকলেন না কেন? হয়ত প্লেনের দেরি হয়েছিল...তিনি আজ সকালে ডাকবেন। হাঁ, তিনি ডাড্‌লে আর ওয়ালিংকে পাবেন। কিন্তু সে ত মাত্র দুই ভোট...তাঁর নিজেরটি নিয়ে তিন ভোট। আর একটা বেশি তাঁকে পেতে হবে। তার মানে তাঁকে হয় জর্জ ক্যাস্‌ওয়েল আর নয় জুলিয়া ট্রেড্‌ওয়ে প্রিন্সকে ধরতে হবে। ক্যাস্‌ওয়েলের সম্ভাবনা রয়েছে...সেই মুনাফার অঙ্কগুলি ক্যাস্‌ওয়েলের নজর এড়াতে পারে না...কিন্তু জুলিয়া ট্রেডওয়ে প্রিন্স...

তাঁর মন ঘুরতে ঘুরতে পিছন দিকে চ'লে গেল। জুলিয়া ট্রেড্‌ওয়ে প্রিন্সের কাছে যে এক ঘন্টা কাটিয়েছিলেন, তার স্মৃতি মনে পড়ায় বিরক্তিতে তাঁর মুখ বিকৃত হয়ে উঠল। তিনি অন্তত সেখানে আগে গিয়ে পড়েছিলেন... অল্ডার্‌সনকে হারিয়ে দিয়েছিলেন...কিন্তু জুলিয়া প্রিন্স যখন তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি চার্লস্‌টনের শ-দের একজন কিনা, সেই যাঁদের জামাইকাতে চমৎকার একটি বাড়ি আছে, তখন বেসামাল হয়ে তিনি সব পণ্ড ক'রে দেন। আর তিনি একথা ভুলে যেতে পারেন নি কেন যে জুলিয়া এক সময়ে উন্মাদ ছিলেন এবং এখনও তা হ'তে পারেন? না, না, না...জুলিয়া পাগল নয়... তিনি নিজেই তাই। তিনি সাময়িকভাবে পাগল না হ'লে তাঁর কাছে তিনি মুনাফার বাড়তি আর নিট মূল্যের উপর আয় নিয়ে এত ব'কে যেতেন না। আর যা তিনি ব'লে গেলেন, জুলিয়া ট্রেড্‌ওয়ে প্রিন্স তার একটি কথাও বোঝেন নি। তাঁর এতে মোট লাভ এই হয়েছে যে তিনি নিজেকে উইল্কস-বারের এক হীন, খোশামুদে, কালিমাখা ছোকরা প্রতিপন্ন করেছেন, বড় বাড়ির সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহিলার সামনে যে ভয়ে মারা পড়ছিল।

তাঁর মুখ থেকে এক অভিশাপের কাতরধ্বনি বেরিয়ে এল, আর পায়খানার উপর ঝুঁকে পড়বার সময়ে কম্পিত বাহু দুটি শক্ত ক'রে তিনি বমির বেগ সামলে নিলেন।

কেণ্ট কাউণ্টি, মেরীল্যাণ্ড

সকাল ৭-০৫

জেসি গ্রিম তাঁর কোমরবন্ধবিহীন খাকী প্যান্টালুনের উপরে বুড়ো আঙুলটি গুঁজে গাড়ি-বারান্দার খুঁটিতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। সিডার গাছ লাগানো পথটি অনুসরণ ক'রে তাঁর দৃষ্টি জাহাজ-ঘাটে চ'লে গেল, সেখান থেকে

একটা ঢেলার মত লাফিয়ে ঘেরা খাঁড়িটির কাঁচের মত স্বচ্ছ জল পার হয়ে গিয়ে দূরে চিসাপিক উপসাগরে জলবালির উপর নিবদ্ধ হ'ল। রাত্রে যে উত্তরের বাতাস বইতে শুরু হয়েছিল তা আকাশকে এমন পরিষ্কার ক'রে দিয়েছিল যে এখন পালিশ-করা মণির মত পরিচ্ছন্ন নীল হয়ে উঠেছিল। বাতাস এত স্বচ্ছ ছিল যে একটি পুরোনো চার মাস্তলের জাহাজ ডেকে কাঠ বোঝাই ক'রে নদী বেয়ে ধীরে বাল্টিমোরের দিকে এগোচ্ছিল, তার পালের উপর তালিগুলো পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছিলেন তিনি। একটু কাছে এক ছোট স্টিমার কাঁকড়ার আড়তের দিকে যেতে যেতে পিছনে জলের উপর পালক লাগানো তীরের মত দাগ রেখে যাচ্ছিল, ইঞ্জিনের দমকা কাশির মত জোর আওয়াজ যেন অনেক কাছে থেকেই শোনা যাচ্ছিল। আরও নিকটে গাল পাখীগুলো তাদের খাবার-ভরা জোয়ারের জল খাঁড়িতে ঠেলে আসায় অস্থির আনন্দে চীৎকার করছিল। জলের উপরে জেটি থেকে একটি মাছ-শিকারী বাজপাখী মরা চেষ্টনাট গাছ থেকে ছোঁ মেরে জলের উপর প'ড়ে সশব্দে জল ছিটিয়ে দিলে।

তৃপ্তিতে জেসি গ্রিম কারখানার দিকে চোখ ফিরালেন...সিডার গাছের কালো সবুজের গায়ে উজ্জ্বল নূতন কাঠের রং এত ভাল লাগছে যে নূতন ক'রে রং করার কথা মনে করাও যেন অন্যায়। টিলের দোকানে দরজা বসান হয়নি ব'লে কাল রাত্রে অ্যাবে কিভাবে তাঁকে ক্ষেপিয়েছিল, তা ভেবে তিনি হাসতে লাগলেন। দরজা সবগুলিই ব'সে গেছে, আর অ্যাবে কাজের বেঞ্চিটি পর্যন্ত আরম্ভ ক'রে দিয়েছে।

তাঁর পিছনে পর্দা-খাটানো দরজাটি ক্যাঁচ ক্যাঁচ ক'রে উঠল, তিনি মুখ ফিরিয়ে দেখলেন সকালবেলার আলোর দিকে তাকিয়ে সারা চোখ পিট পিট করছেন। তাড়াতাড়িতে চুল আঁচড়াতে গিয়ে যে এক গোছা পাকা চুল তাঁর বেরিয়েছিল, সেটি তিনি ঠিক ক'রে নিলেন।

"আমায় ডাকনি কেন জেসি? তুমি যে উঠেছ তা আমি জানতাম না।"

তিনি খুশী মেজাজে বললেন, "তাড়াতাড়ি নেই। সুন্দর সকালটি।"

সারা বললেন, "আমি আশা করছিলাম তাই হবে," যেন জেশির আনন্দই তাঁর জীবনে একমাত্র চিন্তার বিষয়, আর জেশিও জানতেন তা বড় মিথ্যা নয়।

"জেসি?"

"এখন আবার কি?" তাঁর মুখের মজার ছোট হাসিটি থেকে জেসি বুঝেছিলেন যে তিনি তাঁকে দিয়ে কিছু করাতে চান।

"তুমি যে টেলিফোনে ফ্রেডের সঙ্গে কথা বলবার জন্যে দোকানে যাচ্ছিলে, তা সকালের খাওয়ার আগে না পরে?"

"কিছু কি তুমি ভুলে গিয়েছিলে?"

"সিরাপ—যদি না প্যান্‌কেক তুমি চাও। আমি তা আনতে ভুলে গেছি।" এই ভুলের জন্যে মিথ্যা লজ্জার ভান ক'রে তিনি একথা বললেন।

"নিশ্চয়ই আমার প্যান্‌কেক চাই। শনিবার সকালে সর্বদাই এখানে আমাদের প্যান্‌কেক খাওয়া হয়।"

তিনি হাঁ ক'রে পরিষ্কার উত্তরের বাতাস অনেকখানি টেনে নিলেন, আর স্ত্রীর পাশ দিয়ে যেতে যেতে তাঁকে ক্ষ্যাপাবার জন্যে তাঁর গালের কাছে ঘুঁসি তুললেন।

তিনি হাত বাড়িয়ে স্বামীর হাত ধ'রে ফেলে বললেন, "আমি আশা করি ফ্রেড যেজন্যে তোমায় চাইছেন তা এমন কিছু নয় যার জন্যে তোমায় তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে হবে।"

"কোন কিছুই আমায় তাড়াতাড়ি ফেরাতে পারবে না।"

"জেসি, তুমি তোমার অবসর নেবার কথা এখনও মিঃ বুলার্ডকে বলনি, বলেছ কি?"

"না। আসবার পথে সেকথা ভাবছিলাম। যতটা পারি আগে থেকে তাঁকে বোধ হয় আমার জানানো উচিত, তাই আমি স্থির করলাম সপ্তাহের গোড়াতেই আমি তাঁকে বলব—সোমবার কি মঙ্গলবার।"

"তিনি কি বলবেন?"

"খুব গোলমাল করবেন, মনে হয়।"

"তাঁর অনুরোধে পরে তোমার সঙ্কল্প বাতিল করতে দেবে না ত, জেসি?"

"তার কোনই সম্ভাবনা নেই।"

তিনি খুশি হয়ে ঘাড় নাড়লেন, তারপর তাঁর স্বামী যখন গাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন, তাঁকে ডেকে বললেন, "দেখো দোকানে কারুর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে সারা সকাল সেখানে থেকে যেওনা যেন?"

তিনি উত্তরে বললেন, "আমার মনে হচ্ছে আজকাল তুমি কেমন যেন সর্দারি করতে শুরু করেছ।"

সারা হেসে বললেন, "তা অভ্যাস ক'রে নেওয়াই ভাল। তোমার উপর সর্দারি চালাবার সুযোগ জীবনে এই প্রথম আমি পেয়েছি।"

তিনি হাসতে হাসতে গাড়িতে উঠে বললেন, "তোমার এ বড় খারাপ মতলব।" সারার এ বড় আজব ব্যাপার...মিল্‌বার্গে সারা সব সময়ে তাঁর উপর ক্ষেপে উঠতেন, কেননা, তিনি যথেষ্ট কথা বলতেন না, আর এখানে তাঁর দুর্ভাবনা হচ্ছে, তাঁর স্বামী খুব বেশী কথা ব'লে ফেলবেন।

মিল্‌বার্গ, পেন্‌সিল্‌ভ্যানিয়া

সকাল ৭-১৪

ডন ওয়ালিং-এর ঘুম থেকে জেগে ওঠা ধীরে ধীরে সচেতন হয়ে ওঠা নয়। সত্তর পাউণ্ড ওজনের একটি ছেলে দৌড়ে তাঁর বিছানার প্রান্তে উঁচু এক লাফ মেরে তাঁর পাশে এসে পড়ায়, তারই সশব্দ ধাক্কায় হঠাৎ মহাবেগে তিনি জেগে উঠলেন।

তিনি চমকে চেঁচিয়ে ওঠায় বালক স্টিভ হেসে আদর জানাল।

তিনি ব'লে উঠলেন, "এ কেমন ধারা—বলত, এত সকালে উঠে তুমি কি করছ।"

স্টিভ বললে "মাছ ধরছি," তারপর একনিঃশ্বাসে ব'লে চলল, "মা বললেন, সকালের খাওয়া না হ'লে আমি যেতে পারব না, আর তুমি না ওঠা পর্যন্ত খাওয়া হবে না, আর তোমায় অফিস যেতে হবে, তাই আমি ভাবলাম তোমায় একটুখানি ঠেলা লাগাই।"

তিনি সস্নেহে নালিশ করলেন, "চমৎকার ঠেলাটি। এইসব ছেলেখেলার পক্ষে তুমি অনেক বড় হয়ে গেছ হে!"

তিনি হাই তুলে উঠে পড়লেন, বুক ফুলিয়ে তার উপর কিল মেরে বললেন, "দেখা যাচ্ছে, দিনটি সুন্দর।"

স্টিভ ভ্রূকুটি ক'রে বললে, "মেঘলা থাকলে মাছ ধরা ভাল হয়। বলত, বাবা, মিঃ বুলার্ড মারা যাওয়াতে কষ্ট হয়েছে, না?"

ডন ওয়ালিং চোখ মিট মিট করলেন, তাঁর চমক লাগল এই জেগে ওঠার প্রথম মিনিটেও কি ক'রে তা তিনি ভুলতে পেরেছিলেন।

"বোধ হয় আজ বিকালে তুমি শিকাগো যাবে না, না বাবা?"

আবার চমকে উঠলেন তিনি। "না, ঠিক বলেছ—আমি ভুলে গিয়েছিলাম। আমার রিজার্ভেশন বাতিল ক'রে দিতে হবে।"

স্টিভ বিছানার ধারে পা মুড়ে ব'সে হাত দিয়ে হাঁটু দুটি জড়িয়ে ধ'রে বললে "মা ভাবেনি যে তুমি যাবে। মাকে বলব তুমি দু মিনিটে খাবার জন্যে তৈরি হবে, হাঁ বাবা?"

তিনি ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন। স্নান ঘরে চ'লে গিয়ে পাজামা ছাড়তে ছাড়তে হলের পথ থেকে স্টিভের দৌড়ে যাবার দুমদাম শব্দ শুনতে পেলেন।

শাওয়ারের তীক্ষ্ণ ছাটে তাঁর স্নায়ুগুলি জেগে উঠল, আর রাত্রিতে

যে-চিন্তার সূত্রগুলি ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল তিনি সজ্ঞানে সেগুলি গুছিয়ে নেবার চেষ্টা করলেন। অ্যাভেরি বুলার্ডের মৃত্যু যেন বন্ধ দরজার পিছনে, কাছেই আছে বন্ধ দরজার ওপারে।

যখন তিনি গাড়ি বারান্দায় বেরোলেন, আবহাওয়া ভাল থাকলে সেখানে তাঁদের সকালের খাওয়া হ'ত, মেরী তখন সকালবেলার খবরের কাগজগুলি টেবিলের উপর মেলে রেখেছিলেন। দরজা থেকেই তিনি কালো শিরোনামা দেখতে পেলেন, তারপর তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে ডান দিকের স্তম্ভটির নিচে পর্যন্ত চোখ বুলিয়ে নিলেন। তাঁর নামটি যেন তাঁর দিকে লাফিয়ে উঠে এল :

> কোম্পানির ভাইস-প্রেসিডেন্ট, গ্রেরক রোডের ম্যাক্‌ডোনাল্ড ওয়ালিং-এর কাছ থেকে তারের খবরটির সমর্থন পাওয়া গিয়েছে, ইনি কর্পোরেশনের নিউইয়র্ক দপ্তরের এক কর্মচারীর কাছ থেকে সংবাদ পান। খবরটা হচ্ছে

তিনি নিজের প্রথম নামটি আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে অস্ফুটস্বরে বললেন, "কোন চুলো থেকে ওরা এটি পেয়েছে?"

মেরী লঘুস্বরে বললে, "এ ত তোমারই নাম।"

"না, তা নয়। আমি—"বলতে বলতে চুপ ক'রে গেলেন তিনি। এ এক ব্যাখ্যার অসাধ্য জিনিস, কথায় বলতে গেলে নির্বোধের মত শোনাবে।

"আমি ত বুঝতে পারছি না, কেন তুমি এতে আপত্তি করছ। এ সত্যি খুব গুরুগম্ভীর শোনাচ্ছে—গ্রেরক রোডের ম্যাক্‌ডোনাল্ড ওয়ালিং।" তাঁর গলার স্বর কৌতুক-মিশানো, ডন বুঝলেন মেরী তাঁকে ক্ষ্যাপাচ্ছেন যাতে তিনি হাসি নিয়ে আরম্ভ করেন।

স্টিভ তার মায়ের কথার পুনরুক্তি করল, একটি চামচকে চশমা ক'রে কৌতুককে প্রহসন ক'রে তুলল।

ডন বললেন, "যথেষ্ট হয়েছে, ছোকরা।"

"মা-ও ত একথা বললেন।"

"তোমার মায়ের বিশেষ সব অধিকার আছে," এই ব'লে তিনি তাকালেন, যে-হাসির জন্যে মেরী অপেক্ষা ক'রে রয়েছেন, তিনি জানতেন, সেই হাসিটিই মেরীকে দিলেন তিনি।

মেরী তাড়াতাড়ি তাঁর কাঁধে চাপড় মেরে রান্নাঘরে যেতে গিয়ে বললেন, "এর ভিতরে আরও রহস্য আছে, ডন।"

তিনি খবরের কাগজের পৃষ্ঠা উলটাচ্ছেন, এমন সময়ে টেলিফোন বেজে উঠল।

স্টিভের চামচটি তার ওটমিলের বাটিতে খট ক'রে পড়ল। সে ব'লে উঠল,

"আমি বাজি রাখছি এ আমার জন্যে, বাজি রাখছি। আমি কেনিকে বলেছিলাম আমি সেখানে পৌঁছব—"

তিনি হাত বাড়িয়ে ছেলের ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ানো বন্ধ ক'রে বললেন, "রান্না-ঘরে তোমার মা উত্তর দিচ্ছেন।"

মেরী এসে বললেন, "তোমার জন্যে ডন।" তাঁর কণ্ঠস্বরে উদ্বেগ প্রকাশ পেল, তিনি বললেন, "মিঃ অল্ডার্‌সন।"

ডন রান্নাঘরের দিকে চললেন, তারপর মাঝপথে গতি পরিবর্তন ক'রে হলঘরের দিকে গেলেন।

অল্ডার্‌সনের গলার শব্দ শুনেই মেরীর উদ্বেগ ঠিক প্রমাণিত হ'ল। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল যে অল্ডার্‌সন বড়ই অস্থির হয়ে রয়েছেন। তিনি বললেন, "ব্যাপার খারাপ, ডন, খারাপ। আমি জেসির সঙ্গে কথা বলেছি—কাল রাত্রে আমায় ডাকেন নি—যোগাযোগ করতে পারেন নি—কিন্তু এখনই তাঁর সঙ্গে আমার কথা হ'ল, তিনি প্রেসিডেন্টের পদ নেবেন না। পয়লা নভেম্বর তিনি অবসর নিতে চলেছেন।"

"অবসর নিচ্ছেন?"

"তাই ত তিনি বলছেন।"

"কিন্তু তিনি ত এখনও—কত বয়স হয়েছে তাঁর?"

"অক্টোবরে ষাট হবে, কিন্তু তাঁর সঙ্কল্প স্থির হয়ে গেছে।"

"ভাল কথা ফ্রেড, আমি যাবার পথে তোমার বাড়িতে থামব।"

"তা করবে কি, ডন? সে চমৎকার হবে। তা হ'লে আমরা কথা কইতে পারব।"

টেলিফোনটি তিনি ঝুলিয়ে রাখলেন। তাঁর নিজেকে দোষী মনে হ'ল। যেখানে আশা নেই, সেখানে যেন তিনি আশা দিয়েছেন। জেসি গ্রিম প্রতিযোগিতা থেকে স'রে গেলে শ'ই প্রেসিডেন্ট হবেন।

ওয়েস্ট কোভ, লং আইল্যাণ্ড

সকাল ৭-৩৫

জর্জ ক্যাস্‌ওয়েলের গত পাঁচ বছর ধ'রে গ্রীষ্মের সব কটি মাস শনিবার সকালে ইয়ট ক্লাবে যাওয়া নিয়মিত সাপ্তাহিক কাজ হয়ে উঠেছিল। তিনি তাঁর অভ্যাসবদ্ধ জীবন থেকে মুক্তি পাবার জন্যে আটত্রিশ ফুট লম্বা লঞ্চ 'মুন্‌সুইপ'

কিনেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখতে পেলেন সেটিও এখন একটি অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। গোড়ায় তিনি মনে মনে গোপনে নিজেকে এক রেসের নৌকার বাহাদুর কাপ্তেন কল্পনা ক'রে নিয়েছিলেন। কিন্তু প্রথম কয়েকমাসই তাঁকে অনিচ্ছার এই সিদ্ধান্তে আসতে হ'ল যে স্বভাব তাঁর বাহাদুরটির নয়—এটা অবশ্য তিনি বরাবরই জানতেন। আর তিনি এও দেখতে পেলেন যে রেসের কাপ্তেন হ'তে গেলে যে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দরকার হয়, তা তাঁর নেই। তিনি আশা করেছিলেন মহাসমুদ্রে রেস খেলা অন্তত সারা সপ্তাহের হিসেবের কাগজপত্রে ঘেরা জগৎটি থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি দেবে; কিন্তু ঘটনাচক্রে যা দাঁড়াল, তাতে যখন তিনি জাহাজের টেবিলে আবার সেই সংখ্যায় ভরা চার্ট ও কাগজপত্রের উপর ঝুঁকে থাকতেন, মনে হ'ত এই সার্থক উদ্দেশ্যের জন্যেই তাঁর জাহাজে আসা।

কিন্তু জর্জ ক্যাস্ওয়েল এই সব ব্যাপার আবিষ্কার ক'রে মোটের উপর, নিরাশ হন নি, অবচেতন মনে তিনি এগুলিই প্রত্যাশা করেছিলেন, "মুনস্যুইপ" নিঃসন্দেহে তাঁকে খানিকটা আনন্দ দিয়েছিল। যে রোদে-পোড়া যুবক নাবিকের দলটি তিনি জড় করেছিলেন, তা যথার্থই ক্লাবের মধ্যে সব চেয়ে সেরা, তবে তিনি যে ধনী ব্যক্তি ও একজন ক্যাস্ওয়েল, সেকথা তারা তাঁর প্রতি আচরণে সুন্দরভাবেই অগ্রাহ্য করত। এখন জাহাজের রেসের আসল কর্তা কেন কেস, তাকে বিশেষ রকম ভাল লাগত। এক এক সময়ে জর্জ ক্যাস্ওয়েলের সন্দেহ হ'ত তাঁরা যে এত ঘন ঘন জেতেন, তা সুরুচিসম্মত কি না। কিন্তু দেখা যেত এ-বিষয়ে ক্লাবের মনোভাব খুব বিরূপ নয়, কারণ তিনি একদিন উল্লাস-ধ্বনির মধ্যে ভাইস-কমোডোর নির্বাচিত হলেন। তার অর্থ তিনি আপনা হ'তেই পরের বছর কমোডোর বা কাপ্তেন হয়ে যাবেন। তাঁর বাপ ও ঠাকুর্দা দুজনেই কমোডোর ছিলেন। এ ছিল এক আনন্দকর পারিবারিক রীতি।

কিন্তু আজ সকালে উপকূলের পথ ধ'রে গাড়ি চালিয়ে যেতে যেতে জর্জ ক্যাস্ওয়েলের ভাবনার সঙ্গে ইয়ট ক্লাবের কোন সম্পর্ক ছিল না। ঘুম ভেঙ্গে তিনি সবিস্ময়ে দেখতে পান ঘুমতে যাবার সময় তিনি যেকথা ভাবছিলেন তা তখনও তাঁর মনে রয়েছে। সেটা এতই অস্বাভাবিক যে তাতে তাঁর মনোযোগ আকৃষ্ট হ'ল। অনেক সময়েই তাঁর এমন সব চিন্তা আসত যা মাঝরাত্রে অদ্ভুত রকম সুষ্ঠু মনে হ'ত, কিন্তু সকালবেলার শীতল আলোয় পরীক্ষা ক'রে দেখলে সেগুলিকে তাদেরই ক্ষীণ ছায়ামূর্তি বোধ হ'ত। আজ তা সত্যি হ'ল না। তিনি যে ট্রেডওয়ে কর্পোরেশনের প্রেসিডেন্ট হবেন, সে-সম্ভাবনা এখনও তাঁর মনে খুব বেশী ছিল। যত বেশীক্ষণ তিনি এটির কথা বিবেচনা করলেন, এটি তাঁর কাছে ততই বাঞ্ছনীয় মনে হতে লাগল। ভাবতে ভাবতে তিনি এমন সিদ্ধান্তে

পৌঁছে গেলেন যেন তিনি সত্যি সত্যিই. নিজেকে প্রশ্ন করলেন এতে কিটির মনোভাব কি হবে। তিনি অনুমান করলেন যদিও এর অর্থ নিউইয়র্ক ও লঙ্ আইল্যাণ্ড ছেড়ে যাওয়া, তবু কিটির এ ভালই লাগবে। মাঝে মাঝে একটু উত্তেজিত হবার লোভ কিটির যে নেই, তা নয়, আর এটি হবে তাঁদের জীবনে সেরা উত্তেজনার ব্যাপার।

ইয়ট ক্লাবের ফটকের কাছে মোড় ঘুরে জর্জ ক্যাস্ওয়েল দেখলেন নোঙরের জায়গার উত্তর প্রান্তে যেখানে বড় জাহাজগুলি ছিল, সেখানে এর মধ্যেই কর্মব্যস্ততার চাঞ্চল্য লেগে গেছে। রোদ বাঁচাবার জন্যে চোখ সরু ক'রে তিনি দেখতে পেলেন তাঁর নাবিকেরা তাঁর আগেই জাহাজে উঠেছে। তারা বাতাসের উল্টাদিকে রেলিংয়ের ধারে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে বাড়তি বড় পালটির গাঁট বাঁধছে।

এ-দৃশ্যটি মাত্র এক দিন আগেও জর্জ ক্যাস্ওয়েলের মনে মৃদু উত্তেজনা জাগাত। আজ আর সে-সাড়া পাওয়া গেল না। হোয়েলার্স কাপের জন্যে রেসের বাজি সুদূর এবং নিষ্ফল হয়ে উঠেছিল।

নিউইয়র্ক শহর

সকাল ৭-৫০

টেলিফোন যখন বাজল তখন ব্রুস পিল্চার জেগেই ছিলেন, টেলিফোন অপারেটর সকালে তাঁকে ডেকে দিচ্ছে এই ধারণা মনে নিয়ে সহজভাবেই তিনি তার জবাব দিলেন।

কিন্তু এ এক যুবকের স্বর, সে বললে, মিঃ পিল্চার?"

তিনি সাবধানে বললেন, "হাঁ।"

"মহা সৌভাগ্য যে শেষ পর্যন্ত আমি আপনাকে পেয়েছি, স্যর। আমি বার্নার্ড স্টাইগেল। ঠাকুর্দার কাল সন্ধ্যায় পক্ষাঘাত হয়েছে আর আমি সেই থেকে চেষ্টা করছি—"

ব্রুস পিলচারের মনে যেন চাবুকের আঘাত পড়ল। না, এ ভুল... জুলিয়াস স্টাইগেলের ত পক্ষাঘাত হয়নি...অ্যাভেরি বুলার্ড...অ্যাভেরি বুলার্ডই ত মারা গেছেন!

বার্নার্ড স্টাইগেল ব'লে চলেছিলেন, "—কারণ তিনি যখন বাড়ি এলেন, তখন তাঁকে কোনও ব্যাপারে বেশ বিচলিত দেখাচ্ছিল। মা যখন তাঁকে

খাবার জন্যে ডাকতে গেলেন, তখনও পর্যন্ত তিনি এটা বেশী কিছু মনে করেন নি। তিনি তাঁকে দেখতে পান–"

পিলচার মাতালের মত মাথা নাড়তে লাগলেন। তিনি যে বুলার্ড, সে বিষয়ে কি তাঁর ভুল হয়েছে? বুড়ো জুলিয়াসই কি তবে...না এসব পাগলামি...দুঃস্বপ্নের মত। না, তিনি জেগে রয়েছেন...তিনি স্বপ্ন দেখছেন না।

অস্পষ্টভাবে বার্নার্ড স্টাইগেলের স্বর আবার এল, "—এত শীঘ্র নিশ্চিত জানা যায় না, কিন্তু ডাক্তারেরা বেশী আশা দিচ্ছেন না। যে-পর্যন্ত না আমরা স্পষ্ট কিছু জানতে পারি, ততক্ষণ আমি এখানে হাসপাতালে অপেক্ষা করছি।"

পিল্‌চার দিকভ্রান্তের মত বললেন, "কি—কোন হাসপাতাল?"

"মাউন্ট সিনাই, স্যর।"

"আমি—আমি যত শীঘ্র সম্ভব আসছি।"

"আসলে তাতে বিশেষ ফল নেই, স্যর, যদি না আপনার ইচ্ছা হয়। তিনি সম্পূর্ণ অজ্ঞান হয়ে আছেন, আমাদের কারুকে চিনতে পারছেন না, কিন্তু আপনি যদি আসতে চান—"

কথার মাঝখানেই পিল্‌চার বলে উঠলেন, "আচ্ছা, তা হ'লে তাঁর যদি জ্ঞান হয়, তুমি আমায় ডেকে দিতে পারবে। আমি এখানে হোটেলেই থাকব—কিংবা কোথায় আমায় পাওয়া যাবে তা জানিয়ে রাখব।"

"বেশ কথা, স্যর। আমার মনে হ'ল যত শীঘ্র সম্ভব আপনাকে আমার জানানো উচিত। কাল সন্ধ্যাবেলা আমি আপনাকে পাবার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু আপনাকে ধরতে পারিনি।"

"না-আচ্ছা, তুমি যে জানিয়েছ, সেজন্যে আমি আনন্দিত হলাম, বার্নার্ড।"

"ওহো, মিঃ পিলচার," বার্নার্ড যা বলতে যাচ্ছে তা যেন পরে মনে এসেছে, এইভাবে সে কথাগুলি বলতে লাগল, "প্রথম আমরা যখন ঠাকুর্দাকে দেখতে পেলাম, তখন তিনি আমাদের কিছু বলবার চেষ্টা করেছিলেন—কি সম্বন্ধে, মানে, সেটা আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারিনি, কিন্তু বোঝা যাচ্ছিল যেন তিনি দোকান বিক্রয় করা সম্বন্ধে কিছু বলবার চেষ্টা করছেন—আর তিনি বার বার একজনের নাম করছিলেন। সেটা শোনাচ্ছিল যেন বুলার্ড—বা ঐরকম কিছু। হয়ত আপনি জানেন তিনি কি বলতে চেয়েছিলেন?"

ব্রুস পিল্‌চারের মনে যেন এক নীল আলো ঝলক দিয়ে গেল, কঠিন পাথরের উপর ঠাণ্ডা ইস্পাতের আঘাত পড়ল যেন। তিনি বললেন, "হাঁ, আমি জানি তিনি কি বলতে চাইছিলেন, বার্নার্ড।"

"আচ্ছা, যদি কোন পরিবর্তন হয় মিঃ পিল্‌চার, তবে আমি আপনাকে ডাকব।"

"হ্যাঁ, অনুগ্রহ ক'রে তা ক'র।" তাঁর স্বর এখন স্পষ্ট ও সংযত, তিনি বললেন, "তোমাকে আমার অতি গভীর সহানুভূতি জানাচ্ছি, আর আশা করি তোমাদের পরিবারের কাছেও আমার মনোভাব তুমি জানিয়ে দেবে। এখন আমরা প্রত্যেকেই কেবল সব দিকে ভাল হোক এই আশাই করতে পারি।"

জবাবে বার্নার্ডের কথা শোনা গেল, "মনে হয় তাই ঠিক।"

টেলিফোনের খুট ক'রে শব্দ হ'ল, ব্রুস পিল্‌চার তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে দরজা খুললেন। খবরের কাগজ পড়েছিল, সেটি টেনে নিলেন, মোটা তাড়াটি কোনও গতিকে খুলে প্রথম ক'পাতা ওলটাতে গিয়ে তাঁর আঙুল কেঁপে উঠল। তারপর সে-কাঁপুনি বন্ধ হ'ল। অ্যাভেরি বুলার্ডের মৃত্যুর সংবাদ প্রথম স্তম্ভেই রয়েছে।

তিনি হাত ছেড়ে দিলেন আর কাগজটি মেঝেতে প'ড়ে গেল। সেটি মাড়িয়ে জানলার কাছে তাকিয়ে দেখলেন নিচে ম্যাডিসন অ্যাভিনিউয়ের নর্দমার উপর সকালের ছায়া পড়েছে। সেই নীল আলোর ঝলকে তাঁর মনের মধ্যে এক ঠাণ্ডা আগুন জ্বলে উঠেছিল আর অগ্নিশিখার দাউ দাউ শব্দটি ছিল যেন বার্নার্ড স্টাইগেলের স্বর, সে বলছে, "—দোকান বিক্রী করবার সম্পর্কে কোন কথা—বুলার্ড—"

বুলার্ডের মৃত্যু হয়েছে আর জুলিয়াস স্টাইগেল মারা যেতে চলেছেন। এর পর মাত্র একটিই মানুষ রয়ে গেলেন যিনি জানেন কাল বিকালে জুলিয়াস স্টাইগেলের দপ্তরে কি ঘটেছিল। তিনিই সেই ব্যক্তি।

১০

মিল্‌বার্গ. পেন্‌সিল্‌ভ্যানিয়া

সকাল ৮-১২

নেল্‌সন ফাউলার জুনিয়ার ফাউলারের দোকানের পাঁচ পুরুষের মালিক, এরা "এক শতাব্দীরও বেশী মিল্‌বার্গের প্রধান ফুল ব্যবসায়ী।" কাগজে-তৈরী কফির পাত্রের শেষ তলানিটুকু সে নিঃশেষ ক'রে দিল, এটাই তাকে রাত

জাগতে সাহায্য করেছিল। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে রক্তবর্ণ চোখ রগড়াতে রগড়াতে সে তার ডেস্কের উপর ছড়ানো কাগজের টুকরাগুলি গুছিয়ে রাখল, আর পাইকারী ফুল ব্যবসায়ীর কাছে যে-অর্ডারগুলি সে দিতে পেরেছিল সেগুলির ফর্দ করতে লাগল। তার যেমন পছন্দ, ফুল নির্বাচন ততটা সঙ্গত হয়নি, কারণ জুন মাসে বিবাহগুলির জন্যে অনেক গ্রীনহাউসই খালি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সে সব জিনিস চালিয়ে নিতে পারবে ঠিক...অনেক খোলা অর্ডার থাকবে...বিশেষ কোন ফুলের নাম থাকবে না...কায়দা ক'রে সমস্ত জিনিস সামলে নেওয়া খুব কঠিন হবে না।

শেষে সব যোগ দিয়ে যত ডজন দাঁড়াল তা এক বিরাট সংখ্যা হ'ল, কিন্তু সে জানত এতে তার একটিও ফুল বেশি নেই। ফাউলার পরিবারের ইতিহাসে এইটাই হবে সব চেয়ে বড় ব্যাপার। সেই যে ১৯২৯ সালে পাথমোরদের মেয়ের সঙ্গে গভর্নরের ছেলের বিয়ে হয়, সে-বিয়ে নিয়ে বড়াই করা তার বাপকে এই সোমবারের পরেই ছেড়ে দিতে হবে। টুপি চেপটে গেলে তার যে-অবস্থা হয়, বুলার্ডের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় সেই পুরনো কীর্তিকাহিনীরও সেই দশা দাঁড়াবে...একশ বছরের মধ্যে একদিনে সব চেয়ে বেশী—কারবার... কিন্তু বিদঘুটে কথা এই যে এর দাম কিছু নেই, কেবল সরকার এক গাদা লাভ ক'রে নিয়ে যাবে। তবু বড় এক কারবার ক'রে মজা আছে...মানুষের মনে হয় বড় একটা কিছু করা গেল...আর যাই হোক, এতে সেই সৃষ্টিছাড়া পাথমোরদের বিয়ে সম্বন্ধে বৃদ্ধের মুখ বন্ধ হবে।

সকাল ৮-১৮

তরুণ পুরোহিত দরজায় দাঁড়িয়ে শুনছিলেন। অধৈর্যভাবে তাঁর এই কথা মনে হচ্ছিল যে তাঁর সকালের খাবার আগেই টেবিলে দেওয়া হয়েছে— আর ডিমগুলি তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, সেগুলি অখাদ্য হয়ে পড়ছে।

তিনি ব'লে উঠলেন, "আমি বেশ বুঝতে পারছি। আর বেশী আমাকে বলবার কারণ নেই লুইগি। মিঃ বুলার্ডের অন্ত্যেষ্টি-অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া তোমার পক্ষে খুবই ঠিক হবে।"

"আপনি জানেন ত যে এটি এপিস্কোপাল গির্জা। আর গণ-উপাসনা নয়?"

"আমি নিশ্চয় জানি মিঃ বুলার্ডের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় বহু নিষ্ঠাবান ক্যাথলিক থাকবেন—হয়ত স্বয়ং ফাদার স্টাইগার পর্যন্ত।"

"তা হ'লে এটা ঠিক?"

"খুব ঠিক।"

লুইগি বললে, "আপনাকে ধন্যবাদ, ফাদার, আপনাকে বহু ধন্যবাদ।" দরজাটি ইতিমধ্যেই বন্ধ হচ্ছিল সেই দিকে সে মাথা নোয়ালো।

সিঁড়ির নিচে এসে সে ঘড়ি দেখল। এর মধ্যেই তার দেরি হয়ে গেছে। গতবার তার দেরি হয়েছিল যখন তার প্রথম শিশুর জন্ম হয়, সে বহুদিনের কথা সে শিশু এখন মানুষ হয়ে গেছে। সেবার কেন দেরি হ'ল তার কৈফিয়ত সে মিঃ বুলার্ডকে দিয়েছিল, মিঃ বুলার্ড বলেছিলেন, ঠিক আছে...লোকের শিশু ত প্রতিদিন জন্মায় না...কিন্তু এবার ব্যাপার অন্য। এমন কেউ নেই যার কাছে সে কৈফিয়ত দিতে পারে।

রাস্তায় তাড়াতাড়ি চলতে চলতে লুইগির এই জন্য আপশোষ হ'ল যে মিঃ বুলার্ডের জন্যে একটি মোমবাতি কেনার কথা তরুণ পুরোহিতকে সে জিজ্ঞেস করেনি। হয়ত জিজ্ঞেস করবার দরকার নেই—হয়ত কাল গণ-উপাসনায় ফাদার স্টাইগার সে-কথা বলবেন। ফাদার স্টাইগার বড় ভাল পুরোহিত, আর কারুর মৃত্যুপূর্ব স্বীকারোক্তি শোনবার সময় তাঁর অত্যন্ত দয়ার উদ্রেক হয়। অনেক বিষয়েই তিনি মিঃ অ্যাভেরি বুলার্ডের মত।

সকাল -৮২৪

ফুটন্ত জল থেকে খানিকটা বাষ্প কুণ্ডলী পাকিয়ে উপরে উঠল, আর এরিকা মার্টিন পাত্রটি উঠিয়ে নিয়ে ঢেলে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে পেয়ালার নিচে গুঁড়ার কালো রং জলের সঙ্গে মিশে গেল আর বাষ্পের সঙ্গে কফির সুগন্ধ উঠতে লাগল।

তিনি পেয়ালাটি মুখে তুলে নিলেন; আস্বাদ পেয়ে বা তৃপ্তি ক'রে নয়, এক বাধ্যতামূলক কাজের মত চিন্তিতভাবেই তিনি তা পান করতে লাগলেন। চোখ তুলে তিনি জানলা দিয়ে সকালের আলোয় উজ্জ্বল ট্রেড্ওয়ে টাওয়ারের চূড়াটি দেখতে পেলেন। তিনি এখন সেটি দেখছিলেন একজন মৃত ব্যক্তির স্মৃতিস্তম্ভের মত। আর এই দেখাটাই, যে-জিনিসটি বরাবর থাকবে, কখনও বদলাতে পারা যাবে না, সেটি মেনে নিলেন তিনি। অ্যাভেরি বুলার্ডের মৃত্যু হয়েছে। এর পর চিরদিন তিনি তাঁকে ছেড়ে বেঁচে থাকবেন।

তিনি চোখ নামালেন আর পেয়ালার কালো কফির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে জোর ক'রে ভবিষ্যতের কথা ভাবতে চেষ্টা করলেন। পেয়ালা কেঁপে উঠল আর তিনি সেটি স্টোভের ধারে রেখে দিলেন। নিজের অজ্ঞাতসারে তিনি

বাহু বন্ধ ক'রে আত্মনির্ভরের ভঙ্গিতে সে-দুটি দৃঢ় করলেন, আর যে-মুহূর্তে তাঁর বুকে বাহুর চাপ লাগল, তখনই তাঁর মনে পড়ল গত রাত্রের সংযম হারাবার মুহূর্তটি, যখন তিনি ডন ওয়ালিং-এর বাহুর মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। সঙ্কোচের রক্তিম উষ্ণতা জেগে উঠল তাঁর সর্বাঙ্গে, কিন্তু তখনি তেমনি তাড়াতাড়ি ডন ওয়ালিং-এর সহানুভূতির কথা স্মরণ ক'রে সে-ভাব কেটে গেল। কাল রাত্রে যত লোকের সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে, তার মধ্যে কেবল তিনিই তাঁকে সহানুভূতির অনুগ্রহ দেখিয়েছেন। একমাত্র তিনিই তাঁর দুঃখের অংশ গ্রহণ করেছেন।

সকাল ৮-৫৫

ডন ওয়ালিং দেখেন ফ্রেডারিক অল্ডার্‌সন তাঁর বাড়িতে উঠবার যে পাথরের সিঁড়ি রয়েছে তারই নিচে অপেক্ষা করছেন। তাঁর মুখের ভাবে যে-আবহাওয়ার স্বষ্টি হয়েছে, ডন যা প্রত্যাশা করেছিলেন, তা থেকে তা সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। টেলিফোনে কথা হওয়ার পর তিনি এক ক্ষ্যাপাটে বুড়োর সঙ্গে বিরক্তিকর সাক্ষাৎকারের জন্যে প্রস্তুত হয়েছিলেন। এখন তিনি মহা বিস্ময়ে দেখলেন অল্ডার্‌সনের চেহারা থেকে দুশ্চিন্তার চেয়ে ব্যগ্রতাই বেশী প্রকাশ পাচ্ছে। গাড়ি থামলে তিনি যেমন তাড়াতাড়ি দীর্ঘ পদক্ষেপে এগিয়ে এলেন, তাতে স্পষ্ট বোঝা গেল গত এক ঘন্টায় অবস্থা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে যাবার মত কিছু ঘটেছে।

অল্ডার্‌সন গাড়ির বাঁ দিকে এসে প্রত্যয়ের সঙ্গে বললেন. "ভালই দেখা যাচ্ছে, ডন, আরও ভাল দেখা যাচ্ছে। এ ঠিক হয়ে যাবে।"

"জেসির মত বদলেছে?"

"জেসি? না, সেরকম কিছু নয়। আমি যদিও এতে আশ্চর্য হয়েছি ......তুমি কি হওনি......জেসির অবসর নেবার ব্যাপারে? কখনও ভাবিনি যে তাঁর মাথার মধ্যে এমন এক চিন্তা ছিল। এ থেকে ঠিক দেখা যায়, মানুষ সত্যি কি ভাবছে, তা কখনও জানা যায় না। এই জন্যেই তিনি মেরীল্যাণ্ডে সেই জায়গাটি ঠিকঠাক করাচ্ছেন।"

টেলিফোনে কথা হওয়া অবধি ওয়ালিং-এর মনে যে-প্রশ্নটি ছিল, তাই তিনি জিজ্ঞেস করলেন. "তা হ'লে তিনি যে এটা মিঃ বুলার্ডের মৃত্যু হওয়াতেই স্থির করেছেন, তা নয়?"

অল্ডার্‌সনকে বিস্মিত দেখা গেল, যেন এ-চিন্তা তাঁর মনে কখনও উদয়

হয়নি। তিনি বললেন, "না, তিনি অনেকদিন থেকে এই মতলব করেছেন—নিজের মনের মধ্যেই রেখেছিলেন—এইভাবেই সর্বদা জেসি সমস্ত কিছু করেন। আমি প্রেসিডেন্টের পদের কথাটি না তুললে তিনি আমাকেও এখন বলতেন কিনা সন্দেহ।"

"তা হ'লে সে-বিষয়ে তাঁর সঙ্গে তোমার কথা হয়েছে?"

অল্ডার্‌সন ঘাড় নাড়লেন আর তাঁর মুখের ভাব এমন হ'ল যেন তিনি বিস্ময়েরই প্রত্যাশা করছেন। "কি বললেন তিনি জান? বললেন, 'ফ্রেড, ও-চাকরি আমি মাসে দশ লক্ষ ডলার দিলেও নেব না—এমন কি ট্যাক্সমুক্ত হ'লেও!' এই কথাই তিনি বললেন, ট্যাক্স-মুক্ত মাসিক দশ লক্ষ।"

"দেখ, কেবলমাত্র তিনিই যে প্রেসিডেন্টের পদ ছেড়ে দিয়েছেন, তা নয়।" চিন্তা করবার আগেই কথাগুলি বেরিয়ে গেল, আর অল্ডার্‌সনের মুখে যন্ত্রণার চিহ্ন ফুটে উঠল দেখে নিজের অসতর্কতার জন্যেও তাঁর ক্ষোভ এল।

অল্ডার্‌সন অস্ফুটস্বরে বললেন, "আমি জানি, আমি জানি।" কিন্তু প্রায় তৎক্ষণাৎ সামলে গিয়ে তিনি বললেন, "আমার বোধ হয় কাল রাতে তোমার একটু অদ্ভুত ঠেকেছিল, যেভাবে আমি..." চট ক'রে বাড়ির দিকে তাকিয়ে নিয়ে তিনি বললেন, "বুঝেছ, আমি এডিথের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম যে আমি একটুখানি কম খাটব—স্বাস্থ্য খুব ভাল যাচ্ছে না, বুঝলে—মানে, হয়ত তাঁর কথাই ঠিক।"

"অবশ্যই তাঁর কথা ঠিক, ফ্রেড। যতই হোক—"

অল্ডার্‌সনের স্বর যেন লাফ দিয়ে এগিয়ে চলল, এক অপ্রীতিকর বাধা যেন তিনি সরিয়ে ফেলেছেন। তিনি বললেন, "যা হোক, জেসির সম্পর্কে ভাবনা করবার কিছুই নেই। তিনি শতকরা একশভাগ আমাদেরই দিকে আছেন—শ-এর প্রতি আমাদের যা মনোভাব, তাঁরও ঠিক তাই। ফলে আমরা তিনটি ভোট পাচ্ছি—তুমি, আমি আর জেসি। মোট কথা, আমাদের আর একটি ভোট দরকার।"

"কিন্তু কাকে আমরা ভোট দিচ্ছি? জেসি যদি বেরিয়ে যান, তবে কে-"

অল্ডার্‌সন এ-বাধা এড়িয়ে গিয়ে বললেন, "জানি না আগে কেন এ-কথা আমার মনে হয়নি। তোমার মনে আছে আমি কিভাবে ভোটগুলি সাজিয়েছিলাম—ডাড্‌লে শ-এর পক্ষে ভোট দেবেন?"

"হাঁ।"

অল্ডারসনের চোখে এক ধূর্ত দৃষ্টি খেলে গেল। তিনি বললেন, "তা থেকে তাঁকে আটকাবার একটা উপায় আছে।"

"কি ক'রে?"

"যদি তিনি নিজেকে ভোট দেবার সুযোগ পান, তবে তিনি শ'কে ভোট দেবেন না।"

অল্ডার্‌সন যে-প্রস্তাব করছিলেন, তা ওয়ালিং-এর পূর্বের যে-কোনো ধারণা থেকে এতখানি পৃথক যে ওয়ালিং ঠিক তা বুঝতে পেরেছেন, এ তাঁর প্রথমে বিশ্বাসই হ'ল না। তিনি বললেন, "তুমি কি বলতে চাইছ—ফ্রেড,—তুমি প্রেসিডেন্ট হিসাবে ওয়াল্টের কথা ভাবছ না ত?"

"সব শুদ্ধ চারটি ভোট চাই। ডাড্‌লেকে নিয়ে আমাদের তাই হবে।"

ওয়ালিং এমন চমকে উঠলেন যে অজ্ঞাতসারে তাঁর দেহ ন'ড়ে ওঠায় তাঁর পা ব্রেক থেকে স'রে গেল আর গাড়িটি পথ বেয়ে চলতে শুরু করল।

অল্ডার্‌সন জোরে ব'লে উঠলেন "থাম," তিনি চলন্ত গাড়ির সঙ্গে যেতে যেতে তাঁর হাত দিয়ে দরজার হাতলটি দৃঢ়ভাবে ধ'রে রইলেন।

ওয়ালিং পা দিয়ে ব্রেকটি চেপে ধরায় গাড়ি ধাক্কা দিয়ে থেমে গেল। তিনি বললেন, "ফ্রেড, আমি কল্পনা করতে পারছি না—"

"আমি তা জানি, জানি—কিন্তু এ-বিষয়ে দু এক মিনিট চিন্তা ক'রে দেখ, এর চের বেশী তাৎপর্য খুঁজে পাবে।" এই ব'লে অল্ডার্‌সন তাড়াতাড়ি গাড়ির চারধার ঘুরে সামনের আসনে এসে বসলেন। ডন যখন স্টার্টে বোতামটি স্পর্শ করলেন, তখন তিনি হাত তুলে তাঁকে থামিয়ে বললেন, "না, মিনিট খানেক অপেক্ষা কর হে। আমরা এ-বিষয়ে কথা ক'য়েনি। যাই হোক, তাড়া ত নেই। ট্রেন এসে পৌঁছতে এখনও একঘন্টা দেরি। তিনি গভীর নিঃশ্বাস নিলেন, যেন নিজেকে এক কঠিন কাজের জন্যে প্রস্তুত করছেন। পরে বললেন, "আমি জানি ওয়াল্টের সম্বন্ধে তোমার ধারণা কেমন। যখন আমি প্রথম একথা মনে করি, তখন আমারও ধারণা তেমনি ছিল, কিন্তু যতই আমি ভাবতে লাগলাম, ততই আমি তাঁর অনুকূল দিকটা দেখতে পেলাম। আসবাবের কারবারে এমন কোনও লোক নেই যার ওয়াল্ট ডাড্‌লের চেয়ে বেশী বন্ধু আছে। তা তুমি আমার মতই ভাল জান। ওয়াল্টের যথেষ্ট প্রতিপত্তি আছে। তিনি সমিতির প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন—সেই সরকারী কমিটিতে ছিলেন—এতসব ব্যাপার—সারাদেশে বক্তৃতাও করেছেন। এটা খুব গুরুতর—বিশেষতঃ কোম্পানি যখন এত বড় হয়ে উঠছে। আমি যা বলতে চাইছি—মানে, তিনিই কোম্পানির পক্ষে উপযুক্ত প্রতিনিধি।"

অল্ডার্‌সন প্রশ্নের ভঙ্গিতে থামলেন, সে-বিরতি পূরণের জন্যে ওয়ালিং ধীরে ধীরে বললেন, "আমি তা জানি"—আর যেন কোন অদৃশ্য স্থান থেকে কার্ল এরিক ক্যাসেল আর তাঁর লাল দাড়ির স্মৃতিটি ভেসে এল।

অল্ডার্‌সন ব'লে চললেন, "আর তিনি কাজের লোক। তা নিয়েও তুমি তর্ক তুলতে পার না। মাত্র গত মাসেই আমি নিউইয়র্কে অ্যালেক্স ওল্ড-হ্যামের সঙ্গে কথা বলছিলাম, তিনি বললেন তিনি সত্যই জানেন না, কি-ক'রে ওয়াল্ট এত কাজ করেন—অর্থাৎ, আমি এই বলতে চাইছি, বিক্রয়-বিভাগের সমস্ত ছেলেরাই ওয়াল্টের জন্যেই খেটে চলেছে। তাঁর কিছু একটা রয়েছে—কেমন করে সব লোককে খুসি রেখে এক সঙ্গে মিলে কাজ করাতে হয়, তা তিনি জানেন—আর সেটা গুরুতর, ভয়ানক গুরুতর। অ্যাভেরি বুলার্ড যাওয়াতে—মানে, সেই জিনিষটির কোম্পানির পক্ষে প্রয়োজন হবে।"

ডন ওয়ালিং নীরবে ঘাড় নাড়লেন, এতে তিনি তর্ক করতে পারেন না। অল্ডার্‌সন যে-কথাগুলি বলছেন, ঠিক সেই কথাগুলিই কাল রাত্রে তিনি মেরীকে বলছিলেন...কিন্তু তবু এ ভুল। এ যেন এক উত্তরের মত, যা দেখায় ঠিক, অথচ আসলে ঠিক নয়। এর মধ্যে কোথাও একটা খুঁত তাঁকে বার করতেই হবে...একটা ভুল...এমন কিছু যাতে সত্যটি প্রমাণিত হবে।

অল্ডার্‌সনের একঘেয়ে স্বর চলতে লাগল, কথার পর কথা তিনি ব'লে গেলেন, কিন্তু ডন ওয়ালি-এর কানে তা একটা অর্থহীন ভনভন শব্দের মতই শোনাচ্ছিল। অবশেষে তিনি শুনতে পেলেন অল্ডার্‌সন বলছেন, "ওয়াল্টের নিজস্ব দুর্বলতা রয়েছে—জেসি আর আমি দুজনেই তা দেখতে পেয়েছি—কিন্তু ওয়াল্ট যদি না হন, তবে শ'ই হবেন, আর যখন এর মধ্যে বেছে নিতে হবে তখন ওয়াল্টকেই আমি ঢের বেশী চাইব। আমার বোধ হয় তুমিও তাই চাইবে।"

এর মধ্যেও ভুল রয়েছে। তখনই তাঁর কথাগুলি বেরিয়ে এল, "ফ্রেড, তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না শ'ই হবেন। যদি ওয়াল্ট নির্বাচিত হন, তবে তিনি শ'কে কার্যনির্বাহক ভাইস-প্রেসিডেন্ট করবেন। ওয়াল্ট একেবারে শ-এর হাতের মুঠার মধ্যে থাকবেন, আর শ'ই কোম্পানি চালাবেন।" অল্ডার্‌সন হেসে বললেন, "এক মিনিট। প্রেসিডেন্ট কার্যনির্বাহক ভাইস-প্রেসিডেন্ট ঠিক করেন না। তিনি বোর্ডের দ্বারা নির্বাচিত হন, ঠিক প্রেসিডেন্টেরই মত।"

অপ্রতিভ হয়ে দমে যাবার স্বরে ওয়ালিং ব'লে উঠলেন "ওহো—"

অল্ডার্‌সন সহানুভূতিভরে বললেন, "আমি জানি। মিঃ বুলার্ডের কাছে—মানে, বোর্ডের কথা ধ'রে নেওয়াই আমাদের সকলের অভ্যাস হয়ে গেছে।"

তাঁর পরাজয় যে চূড়ান্ত হয়েছে, তা অনুভব ক'রে তিনি বললেন, "বোধ হয় তাই।"

অল্ডার্‌সন একটুখানি অপেক্ষা ক'রে তারপর কথাগুলির গতি দ্রুত ক'রে বললেন, "যে-ভোটগুলি ওয়াল্টকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করবে সেগুলিই তোমাকে কার্যনির্বাহক ভাইস-প্রেসিডেন্ট করবে।"

অল্ডার্‌সন যা বললেন, তার তাৎপর্য সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে এল না। তা এল বিলম্বিত এক বিস্ফোরণের মত, তুমি সর্বনামটি তাঁর মস্তিষ্কের মধ্যে গিয়ে যেন আগুন জ্ব'লে ফেটে পড়ার সময়েই তা ঘটল। ডন ওয়ালি-এর ঠোঁট ফাঁক হ'ল, কিন্তু তিনি চট ক'রে তা বন্ধ ক'রে নিয়ে, বিস্ফোরণের পরে ধ্বংস-স্তূপ ভেঙ্গে পড়ার মত, তাঁর মনের মধ্যে যেসব অর্থহীন কথা ঝ'রে পড়ছিল, সেগুলিকে থামিয়ে দিলেন।

অল্ডার্‌সন ক্ষীণ হেসে জিজ্ঞেস করলেন, "এখন ভাল ক'রে বোঝা যাচ্ছে, নয় কি?"

তবু বলবার মত কোনও কথা এল না।

অল্ডার্‌সন বলতে লাগলেন. "ওয়াল্টের অনেক সাহায্য দরকার হবে। সেইখানটিতেই তোমাকে চাই। ওয়াল্টের যেখানে দুর্বলতা, সেখানে তুমি শক্তিমান। এতে তোমরা দুজনে থাকবে। যাকে তুমি বলতে পার—অর্থাৎ, এক রকম অংশীদারী পরিচালনা।"

"আমি—আমি জানি না কি বলব, ফ্রেড।"

"তোমার বলবার কিছু নেই। এ স্থির হয়ে গেল। আমাদের হাতে চারটি ভোট রয়েছে, আর সবশুদ্ধ তাই আমাদের দরকার।" তিনি হাত বাড়িয়ে স্টিয়ারিং-এর চাকা থেকে ওয়ালি-এর হাতটি ধ'রে বললেন, "অভিনন্দন জানাচ্ছি, ভাই।"

ওয়ালিং কিছুতেই এর স্বীকৃতিতে তাঁর আঙ্গুল দিয়ে জোরে চাপ দিতে পারলেন না। এসবই একেবারে নূতন, একেবারে অবিশ্বাস্য, সম্পূর্ণ ভাবেই অবিশ্বাস্য। তিনি বললেন. "ফ্রেড, আমি—ফ্রেড, যদি তুমি প্রেসিডেন্টের পদ নাও চাও, তবু তুমি ত কার্যনির্বাহক ভাইস-প্রেসিডেন্ট হ'তে পার।"

যতক্ষণ অল্ডার্‌সন তাঁর হাত নামিয়ে আঙ্গুলগুলি ধীরে ধীরে তাঁর হাটুর হাড়ের উপর ছড়ালেন, ততক্ষণ দীর্ঘ নীরবতার এক বিরতি চলল, তারপর তিনি বললেন, "আমি যে এ-বিষয়ে ভেবেছি তা স্বীকার করব—কিন্তু মাত্র দু এক মিনিট। সেটা সব চেয়ে ভাল ব্যবস্থা হবে না। কোম্পানির পক্ষে সব চেয়ে ভাল বন্দোবস্ত হবে না। যিনি এখন কার্যনির্বাহক ভাইস-প্রেসিডেন্ট হয়ে আসবেন, তাঁকেই কোম্পানির পরবর্তী প্রেসিডেন্ট হ'তে হবে। আমি কখনও তা হব না। অল্পদিনেই আমি অবসর গ্রহণ করব, আর তখন সমস্ত জিনিসটা

আবার একেবারে ফাঁক হয়ে যাবে। ভগবানই শুধু জানেন কি ঘটবে। নূতন ডিরেক্টরের বোর্ড হবে—ফিট্‌জ্‌জেরাল্ডের স্থান নেবার জন্যে এক নূতন ডিরেক্টর চাই—জেসির স্থানে আর এক জন—আমার আসনেও অন্য আর এক জন। তিনজন নূতন ডিরেক্টর আর তাঁদের মধ্যে একজনও কখনও অ্যাভেরি বুলার্ডের এতটা কাছাকাছি থাকেন নি যে তিনি জানবেন—তিনি বুঝবেন—

হঠাৎ অল্ডার্‌সনের স্বর কেঁপে গিয়ে নীরব হয়ে গেল, এতক্ষণ তিনি যে সংযম রাখবার প্রবল চেষ্টা করছিলেন তাঁর মনের সঞ্চিত আবেগে তার বাঁধ ভেঙ্গে তাঁর কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হ'ল। তার মাত্র খানিকটা ফিরে পেয়ে তিনি বলতে লাগলেন, "কেবল একটি জিনিসই আমার জন্যে চাই—শুধু একটি জিনিস। আমি এ-বিষয়ে নিশ্চিত হ'তে চাই যে কোম্পানিটি ঠিক সেই রকম কোম্পানিই থাকবে যেমন অ্যাভেরি বুলার্ড করতে চেয়েছিলেন। তা করবার একটি মাত্র উপায় হচ্ছে এখনই এ-ব্যাপার স্থির ক'রে ফেলা—যতক্ষণ জেসির ও আমার ভোটগুলি আছে। আমরা সেখানে তোমাকে ওয়াল্টের সঙ্গে ঢুকিয়ে নেব—আর তুমি তা করতে পারবে, ডন, আমি জানি তুমি পারবে। তিনি যেভাবে চালাতে চেয়েছিলেন, সেইভাবে তুমি কোম্পানি চালু রাখতে পারবে।"

এ-যুক্তি ডন ওয়ালিংকে স্পর্শ করল, আর মনের যে-দরজাটি গতকাল অতখানি উন্মুক্ত হয়েছিল আর আজ সকালে অদ্ভুতভাবে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, সেটি আবার খুলে গেল। যে-আবেগের বন্ধনে তাঁর জীবন অ্যাভেরি বুলার্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিল, তারই ঘাত প্রতিঘাতের পূর্ণ শক্তি আর একবার তাঁর অনুভূতিকে সাড়া দিল। কিন্তু এখন যেন কোন এক প্রতিফলিত রশ্মির মত তিনি আর একটা জিনিস অনুভব করলেন। এ নূতন বস্তু, ফ্রেড অল্ডার্‌সনের প্রতি এমন একটা স্নেহ পূর্বে কখনও তাঁর মনে জাগেনি। এই অনুভূতিই সব বাধার বিরুদ্ধে দাঁড়াল, কারণ মাত্র কয়েক মিনিট আগেই তিনি অল্ডার্‌সনকে মনে করেছিলেন এক দ্বিধাগ্রস্থ বুড়ো মানুষ, কাল রাত্রে শ-এর আক্রমণে ভেঙ্গে প'ড়ে তাঁর যেসব দুর্বলতা প্রকট হয়ে পড়েছিল, তাতেই যেন তাঁর স্বরূপ ধরা পড়েছে। এখন ফ্রেডারিক অল্ডার্‌সন যে-আত্মত্যাগ দেখালেন, তা সকল দুর্বলতা ছাপিয়ে গিয়ে প্রকৃতপক্ষে এই জন্যেই আরও মহৎ হয়ে উঠল।

ডন ওয়ালিং-এর কণ্ঠে ভাষা এল, মুখে তিনি তা প্রকাশও করলেন, "তোমার জন্যে যথাসাধ্য আমি ক'রে যাব, ফ্রেড।"

"আমি জানি তুমি করবে, আমি জানি তুমি করবে। কিন্তু এ আমার জন্যে নয়—এ কোম্পানির জন্যে।" এই ব'লে অল্ডার্‌সন গাড়ি থেকে নামতে গেলেন।

"তুমি অফিসে যাচ্ছ না?"

"না, আমি আমার নিজের গাড়ি নিয়ে যাব। ওয়াল্টের সঙ্গে ট্রেনে গিয়ে দেখা করব। তিনি ন'টা পঁয়তাল্লিশে শিকাগো থেকে এসে পড়ছেন। শ-এর আগেই তাঁর কাছে পৌঁছনই ভাল।"

ওয়ালিং-এর মনে প'ড়ে গেল শ শিকাগোয় ডাড্‌লেকে ডাকার কথা উল্লেখ করেছিলেন। তিনি বললেন, "ফ্রেড, আমার অনুমান যদি ভুল না হয়, তবে শ'ও ঐ ট্রেনে গিয়ে দেখা করবেন।"

অল্ডার্‌সন গলার স্বর বিকৃত ক'রে বললেন, "তা মনে হয় না। ডাড্‌লে ফিরে আসছেন, এই কথা বলবার জন্যে কাল রাত্রে শিকাগো থেকে পিয়ার্সন শ'কে ডাকবার চেষ্টা করেছিলেন। শ'কে পাননি, তার বদলে তিনি আমাকে ডাকেন। অবশ্য শ'কে জানিয়ে দেব কথা দিয়েছি—আর আমি বলবও—কিন্তু ন'টা পঁয়তাল্লিশ বেজে যাবার আগে নয়।"

আড়ষ্টভাবে ছোট এক অভিবাদন জানিয়ে অল্ডার্‌সন তাঁর কথা শেষ করলেন, আর পুরনো যে-আস্তাবলগুলি এখন গাড়ির গ্যারেজের কাজে লাগছিল, সেইদিকে ফিরে যেতে লাগলেন। তাঁকে দেখতে দেখতে ডন ওয়া-লিং-এর চকিতের জন্যে অদ্ভুত এক মোহমুক্তির ভাব এল, যেন তিনি ফ্রেডারিক অল্ডার্‌সনের নূতন যে-মূর্তিটি গড়েছেন, তার তুলনায় এইমাত্র তিনি তার মধ্যে এমন এক ভুল দেখতে পেলেন যা আগে তাঁর সন্দেহ হয়নি। কিন্তু তা যেমন তাড়াতাড়ি এসেছিল তেমনি তাড়াতাড়িই চ'লে গেল। যে অলৌকিক ঘটনা তাঁকে ট্রেড্‌ওয়ে কর্পোরেশনের কার্যনির্বাহক ভাইস-প্রেসিডেন্ট ক'রে দিল, সে-বিস্ময়ে ভাবটি ধুয়ে বেরিয়ে গেল।

সাক্সেছানা লিমিটেড ট্রেনে

সকাল ৯-০৫

ওয়াল্টার ডাড্‌লে খানা-কামরায় আসতেই চারজন খানসামা মনোযোগে সোজা হয়ে দাঁড়াল। সর্দার খানসামার নজর ছিল খুব বেশী; সে তাঁকে যে-টেবিলে নিয়ে গেল, সেই টেবিলের খানসামাকে দেখে মনে হয় যেন সে তার দীর্ঘ জীবনের বেশির ভাগই দক্ষিণের কোনও ভাল বনিয়াদী পরিবারের চাকরিতে কাটিয়েছে।

খানসামাদের চাপা হাসি ওয়াল্টার ডাড্‌লে দেখতে পাচ্ছিলেন না, কিন্তু তার চেয়ে তিনি যে এই টেবিল ব্যবস্থা করার দরুণ বেশী তারিফ করলেন, তা নয়।

তাদের সমস্ত বখশিস একসঙ্গে জড় ক'রে ভাগাভাগি হ'ত, সে-জন্যেই বুড়ো হেনরি যখন এমন এক খরিদ্দার পেয়ে যেত যিনি গল্পের সেই টম খুড়োর মত বিনীত ভঙ্গিতে মোটা বখশিস করতেন, তখন তারা সর্বদা খুশিই হ'ত। বুড়ো হেনরির মত কায়দা দেখাতে কেউ পারে না।

ডাড্‌লে কঠোর আদেশের ভঙ্গিতে বললেন, "আজ আমায় একটু তাড়াতাড়ি পরিবেশন করা চাই। মিল্‌বার্গে নেমে যাচ্ছি।"

"মিল্‌বার্গ? আচ্ছা স্যার, সেজন্যে এখন আপনি ভাববেন না, স্যার। আমরা আপনাকে খুব চমৎকার খাবার এনে দিচ্ছি, তার সবই নিশ্চয় আপনার ভাল লাগবে। আজ্ঞে হাঁ, স্যার। আজ সকালে এখন আপনার কি খাবার ইচ্ছা? যে চমৎকার খরমুজাটি আমি বিশেষ করে জমিয়ে রেখেছি, বোধ হয় তারই এক টুকরো?"

ডাড্‌লে খুশি হয়ে বললেন, "শোনাচ্ছে ত বেশ। নরম চটকানো ডিম, শুকনা টোস্ট আর কফি।"

"আজ্ঞে হাঁ, স্যার," হেনরি এমনভাবে ব'লে উঠল। এ-ফরমাসটি এক বিজয়ের উল্লাসের মত শোনাল। সে ব'লে চলল, "আমি আপনার জন্যে আর কি আনছি জানেন? আমি আপনাকে আসল দক্ষিণের কিছু বিস্কুট এনে দিচ্ছি, সে-রকম উত্তরে কখনও পাবেন না। আপনি কাগজ পড়ুন, মশাই, আমি এখনই সেই খরমুজ এনে দিচ্ছি।"

খবরের কাগজটি ছিল পিট্‌স্‌বার্গের পোস্ট-গেজেট। তৃতীয় পাতায় অ্যাভেরি বুলার্ডের মৃত্যুর এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ। তাতে কেবল একটিই ঘটনা ছিল যা ওয়াল্টার ডাড্‌লে আগে শোনেন নি—অ্যাভেরি বুলার্ড অজ্ঞান হয়ে প'ড়ে যান নিউইয়র্কের চিপেণ্ডেল বীল্ডিং-এর সামনে। তাঁর মনে প্রশ্ন জাগল চিপেণ্ডল বীল্ডিং-এ বুলার্ড কি করছিলেন, কিন্তু তার জবাব স্থির করবার আগেই খরমুজটি তাঁর সামনে রাখা হয়ে গেল।

"স্যার, এখন আপনি এই খরমুজ তৃপ্তি ক'রে খাওয়া ছাড়া আর কোন কিছুর ভাবনা করবেন না। মিল্‌বার্গে পেঁৗছবার আগে আপনার অনেক সময় আছে।"

খরমুজটি চমৎকার।

মিল্‌বার্গ, পেন্‌সিল্‌ভ্যানিয়া

সকাল ৯-১২

লরেন শ যে-স্মারকলিপিটি জর্জ ক্যাস্‌ওয়েলের জন্যে প্রস্তুত করছিলেন, গত এক ঘন্টা ধ'রে তিনি সেইটিই লেখবার জন্য ব'লে যাচ্ছিলেন। প্রত্যেকটি প্যারা বলা হ'লে তিনি দুবার ক'রে তার প্লে-ব্যাক বাজিয়ে শুনছিলেন। যেসব হিসাব-লেখা কাগজে তাঁর ডেস্ক ঢাকা পড়েছিল প্রথমবারে তিনি তার সংখ্যাগুলির সঙ্গে মিলিয়ে দেখছিলেন। দ্বিতীয় বার তিনি প্রত্যেকটি শব্দ ও বাক্যাংশের প্রভাব জর্জ ক্যাস্‌ওয়েলের উপর কেমন হ'তে পারে, তারই ওজন বুঝে নিচ্ছিলেন।

রেকর্ডে শেষ কথাটির পর যে-নীরবতা ছিল, সেইখানে তিনি এখন পেঁ ছিলেন। প্রত্যেকটি ত্রুটি সংশোধন করা হয়েছে, প্রত্যেক ভুল বাদ দেওয়া হয়েছে। এমন কোনও তথ্য নেই যা সম্পূর্ণ মিলিয়ে দেখা হয়নি। তিনি প্রস্তুত। সব জিনিসেরই পরিকল্পনা হয়ে আছে। কাল রাতে ঝোঁকের বশে যেসব ভুল তিনি করেছিলেন, এবার আর তার কোনটাই হবে না।

মাইক্রোফোনের পালিশ করা ক্রোমিয়ামের উপর তাঁর বুড়ো আঙুলের যে ময়লা দাগ লেগে গিয়েছিল, পরিস্কার রুমাল দিয়ে তিনি সেটা মুছে দিলেন। তারপর তিনি হাত বাড়িয়ে কাঁটাটি ঘুরিয়ে **শোনা** থেকে **বলা**-তে এনে দিলেন—

"মাঝখানের শিরোনামা—সংক্ষিপ্তসার। পূর্বোক্ত সারাংশ হইতে দেখা—যাইবে যে—কমা—ট্রেডওয়ে কর্পোরেশন উহার নিট আয়ের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধির বিস্ময়কর সুযোগ দিতেছে—পূর্ণচ্ছেদ। লেখক যে সেদিকে প্রভূত উন্নতিসাধন করিয়াছেন—কমা—তাহা ইহার সহিত সংলগ্ন দুইটি নিদর্শন হইতে দেখা যাইবে—কমা—সেই সঙ্গে এই কথাও সত্য যে এতকাল যে-পরিচালনা-ব্যবস্থা বলবৎ আছে, উহার মনোভাবে আধুনিক পদ্ধতি ও কৌশল সমূহের প্রয়োগে বাধা ঘটাইয়াছে—পূর্ণচ্ছেদ। পূর্বেই আমি ইহা দেখাইয়াছি যে—কমা—প্রেসিডেন্টের উপর যেসব স্টকহোল্ডারদের সম্পত্তির ভার বিশ্বাসপূর্বক ন্যস্ত হইয়াছে তাঁহার প্রথম দায়িত্বই যে তাঁহাদের কাছে এই কথাটির পূর্ণ স্বীকৃতিই তাঁহার পক্ষে প্রধান প্রয়োজন—সেমিকোলন—আর কর্পোরেশন যে-পরিমাণ নিট আয় করিবে তাহাই সর্বদা তাঁহার পরিচালনার সাফল্যের মানদণ্ড হইবে—পূর্ণচ্ছেদ।"

তিনি কাঁটা ঘুরিয়ে রেকর্ডটি বাজিয়ে নিজের কথাগুলির পুনরাবৃত্তি শুনলেন।

কোনও পরিবর্তনের দরকার নেই। এই সব মূল তথ্যের বিরুদ্ধে কেউ তর্ক তুলতে পারবে না। সত্যি যা, তা সত্যিই থাকবে।

যন্ত্র থেকে রেকর্ড তুলে নিয়ে তিনি নিজের ঘড়ি দেখলেন। এখনও শিকাগোয় মাত্র আটটা পনের। পিয়ার্সন আরও আধ ঘন্টা দপ্তরে আসবেন না। ডাড্লের কি বিদঘুটে কাণ্ড যে ঘটেছে কে জানে? পামার হাউসে তাঁর নামই লেখানো হয়নি কেন?

সকাল ৯-১৬

ডোয়াইট প্রিন্স লাইব্রেরীতে আসায় জুলিয়া তাঁর সামনের ডেস্কের কাগজ-পত্রের রাশি থেকে চোখ তুলে তাকালেন। তাঁকে বিস্মিত দেখাল, যেন স্বামীর অস্তিত্বের কথা তাঁর হঠাৎ মনে পড়েছে।

ডোয়াইট জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি আমায় ডেকেছিলে? নিনা বললে, তুমি আমায় খুঁজছ।"

"নিনা? আমি কেবল জিজ্ঞেস করছিলাম, তোমার সকালে খাওয়া হয়েছে কিনা। সে বললে তুমি খেয়েছ।"

"আমার দুঃখ হচ্ছে, আমি যদি জানতাম যে তুমি—"

"তুমি বোধ হয় খুব ভোরেই উঠে পড়েছ?"

জবাবে তিনি কাঁধের এক ভঙ্গি করলেন।

জুলিয়া জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি ঘুমোতে পারনি?"

"সেই রকম।"

"কিছু দুশ্চিন্তা হচ্ছিল বুঝি?"

ডোয়াইটের কাঁধের ভঙ্গির সঙ্গে একটু হাসিও দেখা গেল।

সহিষ্ণু মা যেমন কাতর সন্তানকে শান্ত করেন, তেমনি স্বরে জুলিয়া জিজ্ঞেস করলেন, "কি হয়েছে, বল না?"

স্বামীর দ্বিধা দেখে তিনি যে-পেন্সিলটি কাগজের উপর উদ্যত করেছিলেন, তা রেখে দিলেন।

তিনি বললেন, "নূতন কিছুই নয়। সেই এক জিনিসেরই আর একবার আক্রমণ—বুঝতে পারছি আমি কি বিশ্রী অকেজো হয়ে গেছি।"

অভিজ্ঞ শুশ্রূষাকারিণী যেমন পরিচিত ব্যাধির লক্ষণ পেলে তাতে সাড়া দেয়, তেমনি ভাবে তিনি তখনি স্বামীর পাশে এসে বললেন, "আহা, ডোয়াইট আমার, তুমি ত জান সর্বদা তুমি কি রকম—"

"আমি ঠিকই বলছি জুলিয়া। মাঝে মাঝে আমার মনে হয় যে—"

জুলিয়া এমনভাবে হাসলেন যেন সেটা ওষুধেরই ব্যবস্থা আর বললেন, "ওগো, বেশ, যদি তুমি কাজেরই হ'তে চাও, তবে আমার এই হিসাবগুলি মিলিয়ে দাও।"

শিশুকে পুরস্কার দিয়ে ভোলালে সে যেমন করে, তিনি তেমনি সাড়া দিলেন। ব্যগ্রভাবে তিনি ডেস্কের পাশে ব'সে স্ত্রী যে-পেন্সিলটি ফেলে দিয়েছিলেন সেটি তুলে নিলেন। জুলিয়া তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে রইলেন, নিরাপদে তাঁর চোখের আড়াল হওয়া মাত্র তাঁর মুখ গম্ভীর হ'ল; আর স্বামী যখন অপ্রত্যাশিতভাবে মাথাটি ঘুরিয়ে পিছন দিকে তাকালেন, তখন তিনি প্রায় ধরা প'ড়ে গিয়েছিলেন আর কি।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "জুলিয়া, এসব কি?"

"মিঃ শ কাল রাত্রে যা-সব বললেন, তারই কতকগুলি আমি মিলিয়ে দেখবার চেষ্টা করছি।"

"তোমার তাঁকে ভাল লাগেনি, নয় কি?"

"তাঁকে আমার ভাল লাগে কিনা তাতে কিছু আসে যায় না। তা হ'লেও তিনি প্রেসিডেন্ট হবার উপযুক্ত ব্যক্তি হ'তে পারেন।"

"অন্তত তিনি যে তা চান, সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।"

জুলিয়া বললেন, "না তাতে কোন সন্দেহ ছিল না। হয়ত সেই জন্যেই তাঁর বিষয়ে আমার এত সন্দেহ হচ্ছে।"

"তোমার জায়গায় আমি হ'লে তা করতাম না। তিনিই ঠিক ছাঁচের মানুষ।"

"তুমি কি বলতে চাইছ?"

"সেই যে লিঞ্চ নামে লোকটি বাবার মৃত্যুর পর আমাদের কোম্পানিটি হাতে নেন, ইনি প্রায় তাঁরই জোড়া। কাল রাত্রে ইনি যখন এখানে বসেছিলেন, তখন আমি সেকথা না ভেবে পারিনি। এঁরা একই ছাঁচে গড়া—এমন কি, তাঁদের কথাও একই রকম শোনায়।"

অনিচ্ছায় তা মেনে নিয়ে ঘার নেড়ে জুলিয়া বললেন, "হাঁ, লিঞ্চ তোমাদের কোম্পানিতে ভাল কাজই করেছেন।"

"তিনি অন্তত আমার জন্যে এতখানি টাকা তুলে দিচ্ছেন যে আমাকে আর গলগ্রহ পুরুষ হয়ে থাকতে হচ্ছে না।"

জুলিয়া জ'লে উঠে বললেন, "তোমার একথা বলা আমার ভাল লাগছে না। তুমি জান যে টাকা কখনও—"

"আমি দুঃখিত হলাম। কথাটা আমি সেভাবে বলিনি যে—"

স্বামী হাত বাড়াতে তিনি স'রে গিয়ে বললেন, "তা হ'লে তোমার মনে হয় শ'ই উপযুক্ত ব্যক্তি?"

"আমি মোট এতটাই জানি যে তিনি সেই ধাঁচের। একটা বড় কোম্পানি গ'ড়ে তুলতে গেলে বাবা বা মিঃ বুলার্ডের মত পুরুষের প্রয়োজন হয়, কিন্তু তার মুনাফা সত্যই নিংড়ে নেবার জন্যে একজন শ বা লিঞ্চের দরকার হয়।"

জুলিয়া মুখ ফিরিয়ে একটি তাকের বইগুলির উপর অস্থিরভাবে বাজনা বাজাবার ভঙ্গিতে আঙুলের নখ চালাতে চালাতে বললেন, "আমি জানি না —সমস্ত মুশকিলই হ'ল তাই—আমি জানি না, আমার জানা উচিত, কিন্তু তা হয়নি। যদি আমি ডিরেক্টরদের সভায় যেতাম—আমি যদি কেবল জানতাম যে কি ঘটছে—"

তাঁর স্বামী জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি অন্যদের কারুর সঙ্গে কথা বলতে পার না? আমি বলছি—অর্থাৎ, তুমি মিঃ অল্ডারসন বা মিঃ গ্রিমের সঙ্গে কথা বলতে পার। কিংবা তুমি যদি আমাকে দিয়ে তা করাতে চাও, আমি পারি—"

হঠাৎ এক চিন্তা এসে জুলিয়ার মুখ উজ্জ্বল ক'রে দিল, তিনি বললেন, "ডোয়াইট, তুমি আমাকে আশ্চর্য এক মতলব দিয়েছ।"

"আমি দিয়েছি?"

"হাঁ, এখন আমি জানি আমি কি করতে চাই।"

ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা ক'রে তিনি স্ত্রীর চোখে মনের দ্রুত চিন্তা কেমন প্রতিফলিত হচ্ছে তাই দেখতে লাগলেন।

"ডোয়াইট আমার, তুমি আমায় একটি অনুগ্রহ করবে কি?"

"নিশ্চয়।"

"আজ ফেডারেল ক্লাবে মধ্যাহ্নভোজ খেতে হ'লে তোমার কি খুব খারাপ লাগবে?"

তিনি চোখ পিট পিট করতে লাগলেন।

জুলিয়া জোর ক'রে হেসে বললেন, "আসল কথা কি জান, আমি একজনকে এখানে মধ্যাহ্নভোজে নিমন্ত্রণ করতে চাই আর সেই মহিলাটির সঙ্গে একা থাকাই আমার দরকার।"

"মহিলা?"

"এরিকা মার্টিন।"

তিনি কিছু না বুঝে তাকিয়ে রইলেন।

"ইনি মিঃ বুলার্ডের সেক্রেটারী।"

"ও—হাঁ, আমার মনে হয় তিনি জানবেন কি ঘটছে—নয় কি?"

তাড়াতাড়ি স্বামীর গালে একটি চুম্বন দিয়ে তিনি বললেন, "এবারে আর কখনও বলতে পাবে না, আমার দ্বারা বিপুল সাহায্য হয় না।"

ডোয়াইট পেন্সিল রেখে দিলেন, আর স্ত্রী কথায় না বললেও তাঁর স্বরে যে-বিদায়ের আভাস ছিল, সেই অনুযায়ী দরজার দিকে যেতে যেতে বললেন. "যদি আমাকে তোমার দরকার হয়, জুলিয়া, তবে আমি বাইরে স্টুডিওতে আছি।"

ইতিমধ্যেই জুলিয়া নম্বরটি পাবার জন্যে টেলিফোন ডায়াল করলেন। অর্ধেক ডায়াল ক'রেই তিনি ছেড়ে দিলেন। এক নূতন চিন্তা নিয়ে তিনি অপেক্ষা করতে লাগলেন, আর মনে মনে তা পরীক্ষা ক'রে শেষে অনুমোদনের ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়লেন। হাঁ, এইভাবেই আরও ভাল হবে—মধ্যাহ্নভোজনের নিমন্ত্রণ হ'লে এরিকা মার্টিন তা প্রত্যাখ্যান করতে পারেন। এইভাবে হ'লে তাঁকে আসতেই হবে। মধ্যাহ্নভোজন পরে চিন্তা ক'রে ঠিক করা যেতে পারে...: হঠাৎ...কিংবা হয়ত জেনে নিতে অতক্ষণও লাগবে না। না, তা লাগবে না। এক নজরেই যথেষ্ট হবে...যে এই মার্টিন স্ত্রীলোকটি আর অ্যাভেরি বুলার্ডের মধ্যে কিছু ছিল কি না...

তাঁর মন থেকে শাসন বেরিয়ে এল, "থাম!"

না, সেজন্য ত তিনি এরিকা মার্টিনকে আসতে বলছেন না। তিনি সেকথা ভাবেন নি...এ তাঁর চিন্তাই নয়...শুধু একটি চিন্তার স্মৃতি... কিংবা একটি স্মৃতির স্মৃতি।

তিনি আবার চাকা ঘোরালেন, এবার আর থামলেন না।

তিনি বললেন, "আমি মিস মার্টিনের সঙ্গে কথা বলতে চাই," আর তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল দৃঢ় ও সুনিশ্চিত।

সকাল ৯-১৯

ডন ওয়ালিং নিজের দপ্তরে প্রবেশ করলেন, দরজা বন্ধ হ'তেই মনের অধৈর্য থেকে যে পরিত্রাণ পেলেন সেটি তাঁর ভাল লাগল। গাড়ি রাখবার জায়গা থেকে তাঁর দপ্তরে তাড়াতাড়ি আসবার চেষ্টায় একের পর এক লোক তাঁকে বাধা দিয়েছে। তারা সবাই অ্যাভেরি বুলার্ডের মৃত্যুর কথা বলতে চায়, বহুকাল আগেই যে-মন্ত্রের সব অর্থ নিংড়ে শুষে গেছে, তারই পুরনো বাঁধা গৎগুলি তারা আউড়ে চলেছে, আর সেই যে মামুলী উত্তরগুলি যতই বলা যায় ততই যেন সেগুলি জিভে বেধে যায়, সেই উত্তরগুলিই তারা চায়।

যে-তাড়ার বশে তিনি দ্রুত দপ্তরে আসতে বাধ্য হচ্ছিলেন, তার কতকটা ছিল এই আশা যে এই সব চেয়ে পরিচিত পরিবেশটিতে তিনি স্পষ্টরূপে চিন্তা করবার শক্তি ফিরে পাবেন। যে-মুহূর্তে তাঁর এই বোধ জেগেছিল যে তিনি ট্রেড্ওয়ে কর্পোরেশনের কার্যনির্বাহক ভাইস-প্রেসিডেন্ট হবেন, তারপর থেকেই তিনি চিন্তা করতে পারেন নি।

দপ্তরের চারদিকে তাকিয়ে তাঁর এই অজ্ঞাত আশা পূর্ণ হ'ল না। কক্ষটি সম্পূর্ণ অপরিচিত বোধ হ'ল, যেন তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে বিচ্ছিন্ন একটা কিছু, যেন স্মরণশক্তি না নিয়ে সম্প্রতি তাঁর পুনর্জন্ম হয়েছে আর তিনি নূতন মনে ভাবছেন ও নূতন চোখ দিয়ে দেখছেন।

ডাড্লের দপ্তরের সংলগ্ন দরজাটি খোলা ছিল। তিনি তার ভিতরে চ'লে গেলেন, দেয়ালে পিন দিয়ে চিহ্নকরা যে যুক্তরাষ্ট্রের মানচিত্র ঝুলছিল তার প্রতি তাঁর চোখ গেল—কারখানাগুলির জন্যে হলদে মাথার পিন, কাঠের মিল ও শাখাগুলির জন্যে কমলা রং, গুদামঘরগুলি নীল, জেল, দপ্তরসমূহ লাল আর পরিবেশক ও বিক্রয়-সংস্থাগুলির জন্যে সবুজ। তিনি রঙিন পিনের মাথাগুলির দিকে এতক্ষণ চেয়ে রইলেন যে শেষে যখন তিনি জানলার দিকে ফিরে নিচে সহরের দিকে তাকালেন, তখনও সে-ছবি তাঁর চোখের সামনে ভাসছিল। অনেকদূরে পাহাড়ের গায়ে তিনি পাইক স্ট্রীট কারখানার বিস্তৃত এলাকা দেখতে পেলেন। পাহাড়ের নিচে ছিল ওয়াটার স্ট্রীট কারখানার অন্তর্ভুক্ত পুরনো বাড়িগুলি। নদীর কূল বেয়ে সেগুলি ছড়িয়ে ছিল, ফ্রন্ট স্ট্রীটের মোড়ে আইভি-ঢাকা পাথর, তা থেকে দূরে শুষ্ক চুল্লিগুলির কুটিরের লাল করগেট, কাঠ রাখবার গুদাম বাড়ি—এত দূরে যে নীল নদীর কুয়াশায় তা প্রায় দেখা যাচ্ছে না। আর তারপর সেই কুয়াশার মধ্যে থেকে ফুটে ওঠার মত, চোখে যা দেখা যাচ্ছিল তাঁর মন তাই দেখল, তাঁর কান যা শুনছিল না তাই শুনতে পেল, তাতে ছিল অন্য সব ট্রেড্ওয়ে কারখানার ছবি ও শব্দের সংমিশ্রণ...ইস্পাত মিলের খটখট আর পিট্স্বার্গ কারখানার নল বাঁকাবার ঘরটির ঠংঠং আওয়াজ ..হাউস্টনের সদ্য রং করা নূতন চেহারা......করাত কাটার ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ, তা কনেক্টিকাটের এল্ম্ গাছের নিচে থেকে কি অদ্ভুত ভাবে আসে... যন্ত্রে চালানো করাতগুলির ধাতুর মত আর্তনাদ...সমান করবার র‍্যাঁদা যন্ত্রের রাগের মত গোঁ গোঁ শব্দ...পালিশঘরের অবিরাম স্পন্দিত খসখস আওয়াজ...ফিনিশ ঘরগুলির বাতাসের প্রবাহ, সেখানে মানুষের সৃষ্ট ঝড়ের গর্জন যেন স্প্রে'র পিচ-কারির জন্তুর মত হ্রেষাধ্বনি চাপা দিতে চেষ্টা করছে—আর প্রত্যেক শব্দের জন্যে আছে একজন মানুষ..করাতের লোকটির ভুরুতে কাঠের গুড়া লেগে

রয়েছে, হলদে জমাট-বাঁধা হিমের মত...ফিনিশঘরের লোকটির মুখের বদলে আছে এক অদ্ভুত নিঃশ্বাস নেবার মুখোস..কাঠ ওঠাবার কপিকলের লোকটির চোখগুলি যেন বলছে, সে যদি ঠিক যন্ত্রগুলি ছোঁয় তবে পৃথিবীটাকেই নড়াতে পারে...এক বুড়ো, তার শুধু একটা খোদাই করবার বাটালি ধরলেই হাত কাঁপা বন্ধ হয়...একজন ছোকরা না ভেবেই যে-যন্ত্র তার কাজ করছে তার প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করছে...কোদাল হাতে একজন লোক মুখ ভর্তি ক'রে নোনা জল খাচ্ছে...মানুষ, মানুষ আর মানুষ।

তাঁর নূতন মনের চওড়া পর্দায় পুরনো মনে তিনি যেসব আলাদা ছবি দেখতেন, সেগুলি না দেখতে পেয়ে বহু ছবির সমষ্টি দেখলেন...কারখানার ভিতরে দশ' লোক.. ফিনিশঘরে একশ' লোক. .কাজের পালা যখন বদল হচ্ছে তখন হাজার লোক ভিড় ক'রে ফটকের মধ্যে ঢুকছে, আর বিপরীত স্রোতে আর এক হাজার লোক ভেসে বেরিয়ে যাচ্ছে।

তাঁর মনের পর্দাটি বিস্তারিত হ'ল আর অন্য হাজার হাজার মুখ এসে গেল ...এখন স্ত্রীলোকেরাও......ট্রেড্ওয়ে টাওয়ারের বস্তিগুলিতে বালিকাদের ভিড়...একশ' বারান্দায় হাজার দরজার পিছনে মানুষ ঠাসা...সমস্ত প্রধান শহরেই দপ্তর...বাৎসরিক বিক্রয়-সমাবেশে সারি বেঁধে ভিড় ক'রে যারা শুনছে, তাদের চেহারাগুলি...আর্কান্সাসের রাস্তার ধারে এক পেট্রল-স্টেশনের কাছে ট্রেড্ওয়ের একজন বিক্রেতা কোকাকোলা পান করবার জন্যে গাড়ি থামালে.. এক বুড়ী শিকাগোয় শীত-তাপ-নিয়ন্ত্রিত প্রদর্শণীকক্ষে আসবাবের ধূলা ঝাড়ছে... একজন লোক ঘেমে হণ্ডুরাসের ভাপসা জঙ্গলের ধারে কাঠ কেটে চলেছে।

...ছবিটি তিনি মিলিয়ে যেতে দিলেন, তাতে খুঁটিনাটি সব ঢাকা প'ড়ে গিয়ে সমস্ত মিলিয়ে এক কালো ,সমগ্র ছায়াছবি হয়ে গেল। এই হ'ল ট্রেড্ওয়ে কর্পোরেশন...এর সবটুকু, কারখানা ও দপ্তরগুলি, বাড়ি, যন্ত্রসমূহ, পুরুষ ও স্ত্রীলোক হাঁ...সব চেয়ে বেশি, পুরুষ আর স্ত্রীলোকের দল।

সারা ব্যাপারটিতে ছিল এক ভয়াভয় জটিলতা ও ভয় আর বিস্ময় মিশ্রিত দুর্বোধ্যতা; তবু যতক্ষণ না ডন ওয়ালিং-এর নিচে প্রসারিত শহরের বাড়ির ছাদগুলির উপর চোখ পড়ল, ততক্ষণ তাঁর ভয় বা বিস্ময় কোনটাই জাগেনি। কল্পনায় ছাদগুলি স'রে গিয়ে নিচে মৌচাকের খোপের মত ঘরগুলির কর্মব্যস্ততা দেখা গেল...ঘুরপাক খাওয়া, দলবাঁধা, কুঠরিতে থাকা ঝাঁকগুলি। আর প্রত্যেক ঝাঁকের কুঠরির কেন্দ্রস্থ প্রাণস্ফুলিঙ্গ হ'ল ট্রেড্ওয়ের বেতনের এক চেক... এক নীল কাগজের টুকরা, যা থলির মধ্যে সবুজ নোট হয়...আর সবুজ ঐ নোটগুলি হাজার হাজার সর্বদা খালি পেটের জন্যে ক্রমাগত খাবারের

আমদানি করছে...হাজার দেহের নগ্নতা ঢাকবার পোশাক ও হাজার আলনায় রাখা পরিচ্ছদ...সর্বদা ধাবমান শিশুদের পায়ের জুতা...শনিবার রাত্রে পুরুষের প্রাণ জুড়াবার জন্যে বিয়ার আর রবিবারে চাঁদার থালায় দরাজ হাতে দেবার জন্যে একটি ডলার। তার স্ত্রীর আত্মারও উদ্ধার চাই...একটি উঁচু ব্রেসিয়ার, সত্যি-কার স্থায়ী প্রণালীতে কোঁকড়ানো চুল, আর এক গোলাপী শিশি ভর্তি 'সুগন্ধি আশা'। কিন্তু এদের আত্মাকে সন্তানদের মুখ চেয়ে অপেক্ষা করতে হবে... সন্তানেরাই হ'ল প্রথম...সব সময়েই...সেই প্রথম দিন থেকে যখন ক্যালেণ্ডারে কোনও লুকনো ছেঁড়ার দাগ ছিল না, সেই সব রাত্রিতে যখন তারা ফিসফিস ক'রে পবিত্র শপথ উচ্চারণ করত যে তারা কখনও যা পায়নি তাই তারা সন্তানদের দেবে। হাঁ, শিশুটি সুযোগ পাবে। তাতে টাকা লাগবে কিন্তু চুলায় যাক —টাকা ত শুধু মাইনের চেক, আর প্রত্যেক শনিবার রাত্রেই সর্বদা মাইনের এক নতুন চেক মিলবেই।

ডন ওয়ালিং-এর মনে হ'ল তিনি যেন শূন্যে ঝুলে আছেন, আর তবু তার এই নূতন-পাওয়া দায়িত্ব ভয় ও বিস্ময়ে উপলব্ধি ক'রে পৃথিবীর এই মৌচাকটির সঙ্গেও আবদ্ধ হয়ে আছেন। তারা তাঁরই লোক, তারা সবাই...অগণিত হাজার হাজার মানুষ, যারা জন্মেছে এবং যারা জন্মায় নি। যদি তিনি তাদের সহায় না হন, তবে এই সব ছাদের নীচে ক্ষুধা থাকবে...আগে যখন টাওয়ারের চূড়ার মানুষটি তাদের সহায়তা করেন নি, তখন তাদের ক্ষুধা ছিল। তারপর আর খাবার থাকবে না...আর স্থানচ্যুত লোকের জিনিষ পত্র জড়ো হবে রাস্তায়..আর কালো কোট পরা একজন লোক শিশুগুলিকে অনাথাশ্রমে নিয়ে যাবার জন্যে আসবে।

তাঁর নূতন মনের অবাধ গতি হঠাৎ রুদ্ধ হ'ল। এ-স্মৃতি কোথা থেকে এল? কিংবা এটা কি স্মৃতি? না, এ তা হ'তে পারে না যখন অরিন ট্রেড্‌ওয়ে কারখানা তুলে দিয়ে মাইনের চেক দেওয়া বন্ধ ক'রে দেন, সেসব দিনে মিল্‌বার্গের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল না। না, স্মৃতি অসম্ভব। একি মিঃ বুলার্ডের বলা কোন কথা? না, তেমন কোন কথাই মনে পড়ে না।

কিন্তু তিনি এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন, সেখানটিতে অ্যাভেরি বুলার্ডের দাঁড়িয়ে থাকা ও চুপ ক'রে নিচে ছাদগুলির দিকে তাকিয়ে থাকার স্মৃতিটি তাঁর মনে রয়েছে। হাঁ, হয়ত যে-কথাগুলি বলা হয়েছিল সেগুলি স্মরণ রাখা হয়নি, কারণ তখন সেগুলির কোন অর্থ ছিল না, এমন কত জিনিস ত এখন পর্যন্ত অর্থহীন র'য়ে গেছে।

মেঘের ছায়া নড়ার মত অ্যাভেরি বুলার্ডের ছবিটি ছাদগুলির মাথায় ঘুরে

বেড়াচ্ছিল। এই ছাদের নিচের মানুষগুলি কি জানে অ্যাভেরি বুলার্ড তাদের জন্যে কি করেছেন? তারা কি বোঝে, অ্যাভেরি বুলার্ড না থাকলে ট্রেড্‌ওয়ে কর্পোরেশনই হ'ত না...পাইক স্ট্রীট কারখানা কখনও তৈরি হ'ত না...ওয়াটার স্ট্রীট কারখানা, ইস্পাত মিল, চামড়ার আড়ত আর গাড়ির কারখানার মতই ভেঙ্গে মরচে ধ'রে প'ড়ে যেত...ট্রেড্‌ওয়ের চাকরি, ট্রেড্‌ওয়ের মাহিনার চেক থাকত না?

না, তারা জানে না...অথবা জানলেও, তারা বিশ্বাস ক'রে একথা স্বীকার করে না...কিংবা যদি বিশ্বাসও করে, তবু তারা কৃতজ্ঞতার মূল্য দিতে ইচ্ছুক নয়। অ্যাভেরি বুলার্ড যা করেছেন, তার জন্যে কোন লোক কখনও তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়েছে কি? না। ধন্যবাদ না পাওয়ার নিঃসঙ্গতার মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

ডন ওয়ালিং তাঁর অদৃষ্টলিপি মেনে নিলেন। তিনি ধন্যবাদের প্রত্যাশা করবেন না...নিসঙ্গতার মধ্যেই তিনি বাস করবেন...কিন্তু ট্রেড্‌ওয়ে কর্পোরেশন চলতে থাকবে। চাকরিগুলি থাকবে আর থাকবে বেতনের চেক। ক্ষুধা থাকবে না। স্থানচ্যুত মানুষদের জিনিসপত্র রাস্তায় জড়ো হবে না। কোন শিশুকেই অনাথাশ্রমে পাঠান হবে না।

সময় ও স্থানের চেতনা তাঁর ছিল না, অবশেষে যখন তিনি বুঝতে পারলেন তিনি ডাড্‌লের দপ্তরে রয়েছেন, তখন তাঁর চমক লাগল। সেইটি বুঝতে পারার পর মুহূর্তেই তিনি দেখতে পেলেন যে তাঁর কল্পনায় কিছু ভুল হয়েছে। তিনি কোন রকমে নিজেকে ভুলিয়ে এই ভাবছিলেন যে তিনিই হবেন টাওয়ারের সর্বোচ্চ মানুষ। তিনি তা হবেন না; ট্রেড্‌ওয়ে কর্পোরেশনের প্রেসিডেন্ট হবেন ওয়াল্টার ডাড্‌লে।

তিনি ডেস্কের পিছনে খাঁলি চেয়ারটি দেখলেন আর তাঁর মন ঐ চেয়ারে লোকটির আকৃতি বসিয়ে দিল...সেই অতি কোমল দেহ আর অতি নিখুঁত পোশাকের অতি চিক্কণ আবরণ...সেই, অতি শুভ্র কেশ আর অতি সুন্দর মুখ...অতি আন্তরিক হাসি...অতি হৃদ্যতাপূর্ণ কণ্ঠস্বর। হাঁ, এই হলেন ওয়াল্টার ডাড্‌লে...অবিরাম বন্ধুত্বের ভিখারী...যে-মানুষটি হাসির সংখ্যা গুণে আর কতলোক তাঁকে তাঁর নাম ধ'রে ডাকে তাই শুনে নিজের কৃতিত্বের মাপ করেন।

কিন্তু তারই পিছনে এই ভাবান্তরের বিরুদ্ধে সতর্কবাণী আবৃত্তির মত তিনি শুনতে পেলেন, অল্ডার্‌সনের কণ্ঠস্বর বলছে—"আসবাব-ব্যবসায়ে এমন লোক নেই যার ওয়াল্ট ডাড্‌লের চেয়ে বেশী বন্ধু আছে...গুরুত্বর...ঠিক ধরনের প্রভাব—"

আবার তিনি জানলায় ফিরে ছাদগুলি, দূরের কারখানা এবং আরও দূরে কুয়াশার দিকে তাকালেন, আর অ্যাভেরি বুলার্ডের সর্বব্যাপী স্মৃতি এসে গেল। অল্ডার্‌সন যেকথা ওয়াল্ট ডাড্‌লের সম্পর্কে বললেন, তা অ্যাভেরি বুলার্ডের জন্যে কেউ কখনও বলেনি—**কিন্তু অ্যাভেরি বুলার্ডই ত ট্রেড্‌ওয়ে কর্পোরেশন গড়েছিলেন**।

ঝিলিকের মত এই চিন্তার মধ্যে তিনি আলো দেখতে পেলেন। দেখতে পেলেন অল্ডার্‌সনের ভুল হিসাবের ভয়ঙ্কর ত্রুটি, তাঁর দু'টি একেবারে সামঞ্জস্য-হীন উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ বিরোধটি তিনি এবারে বুঝতে পারলেন। ট্রেড্‌ওয়ে কর্পোরেশন অ্যাভেরি যা চেয়েছিলেন তেমন রাখা, আর সেই সঙ্গে ওয়াল্ট ডাড্‌লেকেও প্রেসিডেন্ট করা অসম্ভব।

ক্ষণিকের জন্যে অল্ডার্‌সন "অংশীদার পরিচালনা" সম্পর্কে যা বলেছিলেন, তা তাঁর মনে পড়ল। ডাড্‌লের সঙ্গে অংশীদারি? এ-চিন্তা তাঁর মনের মধ্যে বাধা পেল, ঠিক যেমন কোন কুখাদ্য তাঁর গলায় বাধত। অল্ডার্‌সন এক দ্বিধাগ্রস্থ বুড়ো বেকুব...দুর্বলের সর্বদাই যা শেষ আশ্রয় তাই এই দুর্বল মানুষটি আঁকড়ে ধরেছেন...আপোষ। কোনও অংশীদারী ব্যবস্থাই হ'তে পারে না। এ আজগুবি কথা। অল্ডার্‌সন কি তা দেখতে পাচ্ছেন না? পিওয়ারের উপরটিতে কেবল একজন মানুষেরই স্থান আছে...একজন মানুষ... একটি কণ্ঠস্বর...এক বলিষ্ঠ কর্তৃত্বশীল হাত।

হঠাৎ অল্ডার্‌সন যেকথা বলেছিলেন তারই স্মৃতি তাঁর চিন্তাধারায় প্রবেশ করল, "তুমি এটি করতে পার, ডন, আমি জানি তুমি পার। অ্যাভেরি বুলার্ড যেভাবে কোম্পানি চালাতেন, সেইভাবেই তুমি এটিকে চালাতে পার।

সেই স্বরের পুনরাবৃত্তি হ'ল, বারবার তার প্রতিধ্বনি হ'তে লাগল, আর তা থেকে তাঁর নূতন মনের বিশাল কক্ষে যেন প্রতিধ্বনির বজ্র-গর্জন উঠল। আর সে বজ্র-গর্জন ছিল রাগের ধ্বনি। অল্ডার্‌সন তাঁকে ভুলিয়ে ডাড্‌লেকে প্রেসিডেন্ট হিসাবে গ্রহণ করতে রাজী করেছেন! তিনি...ডাড্‌লে নয়...সেই ব্যক্তি, যাঁর প্রেসিডেন্ট হওয়া উচিত! অল্ডার্‌সন তা স্বীকার করেছিলেন "তুমি এটি করতে পার, ডন, তুমি, এটি করতে পার"...অল্ডার্‌সন তা জানেন...বরাবরই তিনি তা জানতেন! তবু এখন এই মিনিটেই সেই জেঁকো বুড়ো বেকুব ডাড্‌লেকে প্রেসিডেন্টের পদ দেবার প্রস্তাব ক'রে কোম্পানিটি ধ্বংস করতে প্রস্তুত।

চট ক'রে ডন ওয়ালিং-এর চোখ ঘড়ির দিকে গেল। ডাড্‌লের ট্রেন পৌঁছতে আর মাত্র ক'মিনিট বাকী। অল্ডার্‌সনকে থামাতেই হবে। তিনি ঠেলে দরজা খুলে অন্ধের মত লিফ্‌টের দিকে ছুটলেন।

শিকাগোয় পিয়ার্সনের কাছ থেকে লরেন শ-এর ডাক অবশেষে এসে পৌঁছাল। তিনি আপাতত তা শুনছিলেন, তাঁর মুখ রাগে কঠিন হয়ে গেল, রুমালটি হাতের মধ্যে তাল পাকিয়ে তাঁর আঙ্গুলগুলি অস্থিরভাবে নড়তে লাগল।

তিনি দৃঢ়স্বরে শেষ করার ভঙ্গিতে বললেন, "বেশ পিয়ার্সন। দেখা যাচ্ছে আমাকে খবরটি দেওয়া সম্পর্কে অল্ডার্‌সনের কিছু ভুল হয়েছে। কোন ট্রেন তুমি বললে? —নটা পঁয়তাল্লিশ—হাঁ, বুঝেছি—না, এখন এই পর্যন্ত। তোমার সভা কেমন হয় আমাকে জানিও।"

ক্ষিপ্র তিনটি পদক্ষেপে তিনি দরজায় এসে পড়লেন,, কিন্তু হঠাৎ তিনি থেমে গেলেন, যেন দরজার কনকনে পিতলের হাতলটির স্পর্শে তাঁর অল্ডার্‌সনের সামনে যাবার ঝোঁক চ'লে গেল। দ্বিধায় অবশ হয়ে এক মুহূর্ত তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন। অল্ডার্‌সনের দপ্তরে গিয়ে নিচু হবার তাঁর ইচ্ছা ছিল না. তবু যে-সন্দেহ তাঁর মনে দানা বাঁধছিল, সেটি প্রমাণ করবার জরুরী প্রয়োজনও তাঁকে ঠেলে দিচ্ছিল। তাঁকে জানতেই হবে।

ধীরে দরজা খুলে তিনি শুনতে লাগলেন। কোনও পায়ের আওয়াজ বা মানুষের গলার শব্দ শোনা গেল না। তিনি দরজাটি আরও বেশী খুলে বেরিয়ে পড়লেন। দেখলেন ডন ওয়ালিং লিফ্‌টের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। আর পালাবার সময় নেই, ওয়ালিং তাঁকে দেখতে পেয়ে গেছেন।

লরেন শ, তাঁর কণ্ঠস্বর কাঁপবার যে-আশঙ্কা ছিল তা চেপে তাড়াতাড়ি হেসে বললেন, "ও, সুপ্রভাত ডন। এই ভাবছিলাম ফ্রেড নিজের দপ্তরে আছেন কি না। তোমার জানার কোন সম্ভাবনা আছে তিনি আসছেন কি না?"

মুখ ফিরিয়ে অধৈর্যভাবে লিফ্‌টের বোতাম আর একবার টিপে ওয়ালিং বললেন, "আমি জানি না।"

কৌতূহলের তাড়নায় শ জিজ্ঞেস করতে বাধ্য হলেন, "ভাল কথা, তোমার এ-বিষয়ে কিছু শোনার সম্ভাবনা হয়েছিল কি যে আজ সকালে ওয়াল্ট শিকাগো এসে পৌঁছবেন?"

ওয়ালিং যেন শুনতেই পাননি, এইভাবে আবার বোতাম টিপলেন।

প্রশ্নটি আবার জিজ্ঞেস করবার জন্যে লরেন শ প্রায় প্রস্তুত হয়েছেন. এমন সময়ে ওয়ালিং হঠাৎ বললেন, "তিনি নটা পঁয়তাল্লিশে পৌঁছচ্ছেন।" কথাগুলি যেন কাঁধের উপর থেকে ছুঁড়ে দেওয়া হ'ল, অবজ্ঞার ঔদাসিন্য তাতে বোঝা যাচ্ছিল।

নরেন শ-এর হাত দরজায় পৌঁছে গেল আর ওয়ালিং ফিরে তাঁর দিকে দেখবার আগেই তিনি চট ক'রে নিজের দপ্তরে ঢুকে গেলেন। দরজা বন্ধ হওয়ার আওয়াজ থামাবার জন্যে আঙুল দিয়ে তিনি দরজার হাতলটি আঁকড়ে রইলেন। যখন তিনি হাত ছাড়লেন, তখন বরফ গলার মত ঠাণ্ডা ঘামে তা ভিজে গেছে।

ওয়ালিং-এর ভাবভঙ্গিতে সব কিছুরই প্রমাণ মিলেছে। অল্ডার্‌সন ট্রেনে ডাড্‌লের সঙ্গে দেখা করছেন...ওয়ালিং কোথাও তাঁদের সঙ্গে মিলিত হ'তে যাচ্ছেন...তিন ভোট...গ্রিম চতুর্থটি দেবেন। যদি তাড়াতাড়ি কিছু করতে না পারা যায়, তবে অল্ডার্‌সন নিজেকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করবার জন্যে প্রয়োজনমত চারটি ভোট পেয়ে যাচ্ছেন।

তাঁর মাথা ভারী হয়ে উঠল, ঘন্টার পর ঘন্টা কঠোর কশাঘাতে চালাবার পরিশ্রমে তা অসম্ভব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তাঁকে কিছু একটা করতেই হবে ...যা-হোক কিছু...যা কিছুই হোক, তাতে আসে যায় না কিছু! ডাড্‌লে ...ডাড্‌লে...ডাড্‌লে, তাঁকে ডাড্‌লেকে ধ'রে রাখতে হবে! ডাড্‌লে না থাকলে সব আশাই শেষ হয়ে গেল।

সকাল ৯-৪০

ডন ওয়ালিং-এর অধৈর্য বেড়ে গিয়ে শেষে রাগ জ্ব'লে উঠল। হতভাগা লিফ্‌টের লোকটি গেছে কোন চুলায়। ট্রেনের সময়ের মোটে পাঁচ মিনিট বাকী...সারা জগৎ ফেটে পড়তে বসেছে...আর সে-সবেরই কারণ হ'ল কিনা লিফ্‌টের এক ঘুমকাতুরে বেজন্মা, যে...

দরজা ফাঁক হয়ে খুলে গেল।

তিনি লাফ মেরে ঢুকে বললেন "কোন জাহান্নমে তুমি ছিলে, লুইগি?"

"আমাদের একটি—"

"তাড়াতাড়ি কর, চুলোয় যাক, তাড়াতাড়ি।"

দরজা যখন বন্ধ হচ্ছিল তখন তিনি নিমেষের জন্যে দেখতে পেলেন এরিকা মার্টিন দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নামছেন আর শুনলেন তাঁর নাম ধ'রে তিনি ডাকছেন।

লুইগি আবার দরজা খুলবার জন্যে হাত বাড়াল।

ডন ব'লে উঠল "না। চুলোয় যাক, লুইগি, আমার তাড়া আছে।"

শূন্যের মধ্যে তাঁরা নামছিলেন। ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণের আগে বেজে যাওয়া মুহূর্তগুলি গনার মত প্রত্যেক তলার নম্বরের আলোগুলি যন্ত্রের প্যানেলে বার বার জ্ব'লে উঠছিল।

লুইগি অনুনয়ে ত্রুটি স্বীকার ক'রে বলছিল, "সব লিফ্‌ট-চালকদের নিয়ে আমাদের এক সভা হচ্ছে। অন্ত্যেষ্টির জন্যে আমরা ফুল কিনছি, তা আমাকেই করতে হচ্ছে। বুঝলেন, এ নির্বাচন। ফুল কিনবার ভার নেবার জন্যে সবাই যে আমায় ভোট দিলে, তাতে আমার ত কোন হাত নেই।"

ক্ষমা ক'রে তিনি সংক্ষেপে বললেন, "ঠিক আছে, লুইগি ঠিক আছে।" দরজাটি খুলতে আরম্ভ হচ্ছিল আর তিনি এগিয়ে প'ড়ে হাতের সবটুকু জোর দিয়ে তাড়াতাড়ি সেটি খুলে দিলেন।

লাফ দিয়ে বেরিয়ে পড়লেন ডন ওয়ালিং, একথা জানতে পারলেন না যে লুইগি লিফ্‌ট থেকে বেরিয়ে পড়েছে আর মানুষ অলৌকিক ঘটনা দেখলে যেমন হয়, তেমনই ভয়মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে।

সকাল ৯-৪২

লাউডস্পীকার গর্জন ক'রে জানিয়ে দিল, শিকাগোর গাড়ি ২ নং লাইনে এসে পেঁছিবে। ফ্রেডারিক অল্ডার্‌সন শেষবার সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে সর্বশেষ নিজেকে এই আশ্বাস দিলেন, শ শেষ মুহূর্তে এসে প'ড়ে অবাক ক'রে দেবে না নিশ্চয়।

তিনি দেখতে পেলেন, ভিড় ক'রে যারা অপেক্ষা করছিল, তারা ট্রেন আসা দেখবার জন্যে সামনে এগিয়ে গেল। তিনি প্ল্যাট্‌ফর্মের বিপরীত পথ ধরলেন যাতে তাঁর জানা কোন লোকের কাছে আটক পড়ার সম্ভাবনা না হয়। ওয়াল্ট ডাড্‌লেকে তিনি কি বললেন তা ঠিক ক'রে নেবার জন্যে এই শেষ মিনিটটি তাঁর প্রয়োজন। কথা বলবার ধরনটি ঠিক হওয়া চাই...কোন লোকের কাছে শুধু এগিয়ে গিয়ে তাঁকে বলা চলে না যে তিনি ট্রেড্‌ওয়ে কর্পোরেশনের প্রেসিডেন্ট হবেন। একটু ভূমিকা চাই...একটা প্রস্তুতি...অ্যাভেরি বুলার্ডের বিষয়ে কোন কথা। হাঁ, অ্যাভেরি বুলার্ডের কথাই তাঁকে ওয়ালিং-এর ব্যাপারটি তোলবার সুযোগ দেবে। সেই অংশটি সব চেয়ে বেশী সাবধানে সম্পন্ন করতে হবে...ডাড্‌লেকে বলা যে ওয়ালিংকে কার্যনির্বাহক ভাইস-প্রেসিডেন্ট হিসাবে তাঁর গ্রহণ করা চাই। ডাড্‌লের তা ভাল না লাগতে পারে...তাঁর সঙ্গে তর্ক করতে হ'তে পারে...তাঁকে বলতে হবে তিনি আর জেসি স্থির করেছেন...না, জেসিকে তিনি এর মধ্যে আনবেন না, কাল জেসি ফোনে যা বলেছেন তার পর আর নয়...অন্তত যখন তাঁর সঙ্গে আবার কথা হচ্ছে আর তিনি তাঁকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন কিভাবে ব্যাপারটি ঘটল, ততক্ষণ

পর্যন্ত নয়। জেসি স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে একমাত্র যা করবার ছিল তাই তিনি করেছেন। ওয়ালিং-এর ভোট তাঁদের পেতে হবে। আর এক মিনিট হ'লেই ওয়ালিং শ-এর পক্ষপাতী হয়ে যেতেন। হাঁ, জেসিকে এইটিই বুঝতে হবে...যে ওয়ালিং প্রায় হারিয়ে গিয়েছিলেন...তিনি ঠিক সময়টিতে তাঁকে ধ'রে ফেলেছেন।

জয়ল্যাণ্ড পার্কের ওদিকে সামনে-ঝোঁকা পাহাড়টির ওধারে ট্রেন দেখা গেল। তার বৈদ্যুতিক হর্ন আহত পশুর মত আর্তনাদ করছিল, পার হবার পথে ঘন্টা-গুলি বেজে উঠে ভয়সূচক সতর্কতা জানাচ্ছিল।

ফ্রেডারিক অল্ডার্সন জোরে একটি নিঃশ্বাস নিলেন, আর তাঁর বুক ফুলে ওঠায় তিনি দেখতে পেলেন যে এডিথ আজ তাঁকে পরবার জন্যে যে প্রায়-কালো স্যুটটি বেছে দিয়েছেন তার উপর একগাছি সূতা লেগে আছে। সাবধানে সূতাটি তুলে ফেলে দিলেন, কাঁধ দুটি সোজা করলেন, আর কাছেই ট্রেনের তীব্র গতির জন্যে তাঁর শরীরটা শক্ত হয়ে রইল।

গাড়ির কুঠরি থেকে প্রথম ব্যক্তি বেরলেন জে, ওয়াল্টার ডাড্লে। তিনি মুটের হাসিমুখ দেখে ঘাড় নাড়লেন, আর মিল্বার্গ স্টেশনে তখনও মুটে হিসাবে একমাত্র লেস্টারই কাজ করছিল, সে দৌড়ে এসে হাজির হওয়া মাত্র তারিফ ক'রে হাসলেন।

অল্ডার্সন দেখলেন তাঁকে দেখতে পেয়ে ডাড্লের মুখের ভাব দ্রুত বদলে গেল, চট ক'রে হাসির বদলে বিয়োগকাতর গাম্ভীর্যের মুখোস পরা হয়ে গেল। এ যেন রঙ্গালয়ের পিছনে অভিনেতাকে অসতর্ক অবস্থায় থামিয়ে মুহূর্তের জন্যে তাকে দেখে নেওয়া হ'ল। আর যদিও তিনি ডাড্লের ঠিক এমন দ্রুত পরিবর্তন ,আগে অনেকবার দেখেছেন, তবু এখন এর ফল অদ্ভুত রকম অস্বস্তিকর মনে হ'ল। ডাড্লে যখন তাঁর দিকে এগলেন, তখন তাঁর যা বলবার ইচ্ছা ছিল, তা তাঁর মনেই পড়ল না।

ডাড্লে শোকের বাড়িতে যেমন দরকার তেমনি চাপা গলায় বললেন, "ফ্রেড, এর মূল্য কি গভীর ভাবে অনুভব করছি তা তোমায় বলতে পারি না।"

অল্ডার্সন বিড় বিড় ক'রে বললেন, "ভাবলাম তোমার সঙ্গে দেখা করি।"

"আমি বিশ্বাস করতে পারছি না তিনি নেই, ফ্রেড। তা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না।"

লেস্টার ব্যাগগুলি নিয়ে অপেক্ষা করছিল, সে জিজ্ঞেস করল, "ট্যাক্সি, মিঃ ডাড্লে, না আপনার গাড়ি এসেছে?"

ডাড্লে কথা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু অল্ডার্সন বাধা দিয়ে বললেন,

"তুমি বরং এগুলি মিলিয়ে নাও, ওয়াল্ট। আমরা কয়েক মিনিটের জন্যে ক্লাবে যাব—একটু কথা আছে।"

মুহূর্তের দ্বিধা এল, আবার চট ক'রে মুখের ভাব পরিবর্তন হ'ল, তারপর ডাড্‌লে সশ্রদ্ধভাবে বললেন "সে আর বলতে, ফ্রেড, তুমি যা বলবে। এই নাও লেস্টার—এগুলি মিলিয়েছ?"

ডলারের নোটটি পকেটে পুরে লেস্টার তাঁদের আগে দ্রুত এগিয়ে গেল।

অল্ডার্‌সনও তার পিছনে এগতে গেলেন, কিন্তু ডাড্‌লে হাত দিয়ে তাঁকে থামালেন। দুজনে মুখামুখি হ'তে ডাড্‌লে বললেন,

"ফ্রেড, আমি কিভাবে বলব জানি না কিন্তু—অর্থাৎ আমি শুধু তোমাকে জানাতে চাই, তুমি আমার উপর নির্ভর করতে পার—শতকরা একশ' ভাগ। কিন্তু আমি না বললেও তা তুমি জান, নয় কি, ফ্রেড?"

যেকথা স্পষ্টই তাঁর মনে রয়েছে, তা ডাড্‌লেকে ভাবতে দিতে তাঁর অপ্রতিভ বোধ হচ্ছিল।

"আমি প্রেসিডেন্টের পদ গ্রহণ করছি না, ওয়াল্ট।"

দুই মুখোস পরিবর্তনের ফাঁকে ডাড্‌লে ধরা প'ড়ে বললেন, "তুমি নিচ্ছনা?"

"না।"

"ও—আচ্ছা, আমি এ শুনে দুঃখিত হচ্চি ফ্রেড, ভয়ানক দুঃখিত হচ্ছি। আমি অবশ্য ভেবেছিলাম যে—"

"চল, আমরা ক্লাবে যাই। সেখানে আমরা বিনা বাধায় কথা বলতে পারব।"

সিঁড়ির উপরে উঠতে উঠতে তাঁরা দুজনেই চুপ করেছিলেন, আর অল্ডার্‌সনের কাছে এ খাপছাড়া ঠেকল। তাঁর মনে নেই এর আগে কখনও ওয়াল্ট ডাড্‌লে এমন নীরবতার মুখোস পরেছেন।

সিঁড়ির উপরে এসে, ট্রেন পৌঁছবার আগের কয়েক মিনিট যেমন করেছিলেন, তেমনই অভ্যাসমত সামনের দরজার দিকে তাকাতে তাকাতে ফ্রেডারিক অল্ডার্‌সন ডন ওয়ালিংকে দ্রুত প্রবেশ করতে দেখলেন। তিনি যখন থেমে ক্ষিপ্রভাবে মাথা উঁচু ক'রে বিশ্রামঘরের চারিদিকে চোখ ফিরালেন, তখন স্পষ্টই তাঁকে উদ্বিগ্ন অন্বেষণকারী মনে হচ্ছিল।

খুব অল্পের জন্যেই ডাড্‌লে ওয়ালিংকে দেখতে পাননি। যে-সময়ে তাঁকে তিনি দেখতে পেতেন, সেই মুহূর্তে ডাড্‌লে লেস্টারের কাছে চাবি নেবার জন্যে মালপত্র মিলিয়ে নেবার জায়গায় দেরাজের সারির দিকে ফিরেছিলেন, আর তারপর সেমিনারীর বৃদ্ধ ডাঃ ডীভারের কাছে তিনি আটকে পড়েন।

পুরুষদের কলঘরের দিকে ওয়ালিং হাত দেখাতে স্পষ্ট ইশারাই হ'ল। ডাড্‌লে যে এখনও নিরাপদে পিছন ফিরেই আছেন, সে-বিষয়ে নিশ্চিত হবার জন্যে অল্ডারসন চিন্তিতভাবে পিছনদিকে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি কলঘরের দরজার দিকে চ'লে গেলেন।

ওয়ালিং বাইরের কুঠরিতে অপেক্ষা করছিলেন, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "এখনও কি তুমি ওকে কিছু বলেছ?"

"না, আমি তাঁকে ক্লাবে নিয়ে চলেছি কথা বলতে—"

"তা ক'র না। এ খতম হয়ে গেছে।"

"কিন্তু আমরা–"

"আমি এ চালিয়ে যেতে পারব না।"

"কিন্তু তুমি বললে–"

"না, কি মুশকিল! না। একে কাটিয়ে দাও—দেরি করাও—যাহোক একটা কিছু—কিন্তু একটি কথাও ব'ল না, একটি কথাও নয়।"

অল্ডারসন আপনা হ'তেই বললেন, "আমি যত শীঘ্র পারি ক্লাবে তোমার সঙ্গে দেখা করব।" কথাগুলি সম্পূর্ণ তাঁর অজ্ঞাতসারেই এল; যে-ক্রিয়াকেন্দ্র ত্রিশ বছর তাঁর নিজের মস্তিষ্ক থেকে স্নায়ু চালনার নির্দেশ পাবার আগেই অ্যাভেরি বুলার্ডের কন্ঠস্বর শুনে সক্রিয় হ'তে অভ্যস্ত, এ ছিল তারই সাড়া।

সকাল ৯-৫০

লুইগি পঁচিশতলায় দরজা খুলে দিল।

এরিকা মার্টিন তার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন, কিন্তু তিনি লিফ্‌টে প্রবেশ করবার কোনও চেষ্টাই করলেন না।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "ক' মিনিট আগে তুমি মিঃ ওয়ালিংকে নিচে নিয়ে গেলে, নয় লুইগি?"

"মিঃ ওয়ালিং? হ্যাঁ, আমি তাঁকে নিচে নিয়ে গিয়েছি।"

"তুমি জান কি, কত শীগ্‌গীর তিনি ফিরবেন?"

লুইগি মোটামুটি না জানার ভঙ্গিতে হাত দুটি ছড়িয়ে বলল, "আমি মোট এইটুকু জানি—বড় তাড়াতাড়ি—বড় জরুরী।"

"কোথায় তিনি যাচ্ছিলেন তুমি জান না?"

লুইগি সেই ভঙ্গির পুনরাবৃত্তি করল।

"তিনি যখন ফিরে আসবেন, লুইগি, তখন তুমি তাঁকে বলবে যত শীঘ্র সম্ভব আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

"নিশ্চয়, মিস মার্টিন, আমি তখনই তাঁকে বলব।"

"ধন্যবাদ লুইগি।"

লুইগি তাড়াতাড়ি বলল "চমৎকার লোক—মিঃ ওয়ালিং," মিস মার্টিন ঘুরে চ'লে যাবার সময়েই শুরু করেছিল সে. লুইগিব কথা শুনে তিনি থামলেন।

"হাঁ, তাই, খুব চমৎকার লোক।"

"কত তাড়াতাড়ি তিনি উপরে উঠবেন?"

"কি?"

লুইগি একটু হাসির সাহায্যে মিস মার্টিনকে জানাল তাকে ধোঁকা দিয়ে কোনও লাভ নেই। সে বললে, "আমি জানি—অন্ত্যেষ্টিব পরে, তারপর তিনি উঠবেন। তার আগে এটা ঠিক হবে না।"

তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে তিনি বললেন, "লুইগি, তিনি—তিনি তোমায় এমন কিছু ত বলেন নি যে—" মার্টিন জানেন অবশ্যই তিনি বলেন নি... কেউ তা জানে না...মঙ্গলবার ডিরেক্টরদের সভা হওয়া পর্যন্ত কারুরই জানবার সম্ভাবনা নেই...এমন কি, হয়ত তখনও নয়।

লুইগি আবার সেই ছোট হাসিটি কাজে লাগাল। মিস মার্টিন বড় অবাক হলেন, যেন এমন কিছু সে জেনেছে যা জানবার কথা তার নয়। সে বললে, "আপনি দুর্ভাবনা করবেন না, মিস মার্টিন। আমি কারুকে বলব না। অনেক বছর—অনেক জিনিস আমি জেনেছি, তা কারুকে বলিনি।"

লিফ্‌ট-এ নামতে নামতে লুইগি ভাবতে লাগল মিস মার্টিনের জীবন কি অদ্ভুত, কতক বিষয়ে খুব বেশী রকম মারিয়ার মত। কোন গোপন কথা সে আন্দাজ ক'রে ফেললে সর্বদাই মারিয়ার বড় খারাপ লাগে। কখনও কখনও সে ভয়ানক রেগে যায়, এত রেগে যায় যে সারা রাত তার দিকে পিছন ফিরে ঘুমায়, সকালের খাবার ঠিক করবার জন্যে পর্যন্ত বিছানা ছাড়ে না।

দুঃখের সঙ্গে লুইগি এই কথাটিই মেনে নিল সে খুব একটা চালাক লোক নয়। যে-লোক চালাক, সে কোন স্ত্রীলোককে জানতে দেয় না সে একটা গুপ্ত কথা আন্দাজ ক'রে নিয়েছে। কিন্তু মিস মার্টিন তাকে ক্ষমা করবেন। মিস মার্টিন বড় চমৎকার মহিলা। এ চমৎকার হ'ল যে অন্ত্যেষ্টির পর তিনি একা থাকবেন না। ডিউক মারা যাবার পর ডিউক-পত্নী তাঁর বাকী সারা জীবন একা দুর্গপ্রাসাদে বাস করেছিলেন, আর গ্রামের লোক এই কথা বলত, এমন কোন রাত যায়নি যখন তিনি কাঁদেন নি। এ খুব খারাপ। কোন মেয়ে মাঝে মাঝে কাঁদুক, সেটা ভাল কথা, কারণ এই তার স্বভাব......আর কান্নার পরে সে আরও ভাল মেয়ে হয়ে যায়......কিন্তু এটাও ভাল নয়, পুরুষ সাথী নেই ব'লে

কোন স্ত্রীলোক প্রতিরাতেই কাঁদবে। প্রত্যেক স্ত্রীলোকেরই অবশ্য একজন পুরুষ সাথী থাকা উচিত......এমন কি যদি সে চালাক মানুষ না-ও হয়। এই কথা প্রায়ই সে মারিয়াকে বলে, আর তার জানা আছে একথা যে সত্যি মারিয়া তা মানে, যদিও সে খুব বেশী বলে না যে এটা সত্যি। কিন্তু কোনও জিনিস যে সত্যি, স্ত্রীলোককে সেটা বলতে না দেওয়াই ভাল......ঠিক যেমন ভাল—তুমি যে তার গোপন কথা আন্দাজ করতে পেরেছ সেটা তাকে জানতে না দেওয়া।

(১১)

লঙ্ আইল্যাণ্ড প্রণালী

সকাল ৯-৫২

প্রণালীটি ছিল আয়নার মত স্থির, ময়লা আয়নার মত, তার উপর রেখার মত জোয়ারের স্রোতে ভেসে আসা আবর্জনার দাগ পড়েছিল। দুঘণ্টা আগে উত্তর বাতাস বইবার সম্ভাবনা হয়েছিল কিন্তু সূর্য ওঠার সঙ্গে সে-সম্ভাবনা চ'লে যায়, আর এখন হাওয়া এত কম ছিল যে মুনসুইপ জাহাজটি যখন এক দূর-গামী স্টীমারের পিছনে চলছিল, তখন তার বড় পালটি ভাঁজে ভাঁজে সম্পূর্ণ নিশ্চল হয়েছিল। ঢেউ আসছিল তীরের দিকে, আব জর্জ ক্যাস্ওয়েলের দৃষ্টি কাঁচের মত জলে তার গতি অনুসরণ করল যে পর্যন্ত না ঢেউ ছোট ছোট তরঙ্গ হয়ে ইয়ট ক্লাবেব ঘাটে এসে ভেঙ্গে পড়ল।

তাঁদের চারদিকে অন্য সব ইয়টগুলি ছিল, সেগুলি রেস আরম্ভ হবার অপেক্ষা করছিল। সেগুলি যেন আহত পাখীর মত গুড়ি মেরে বসেছিল, ভাঙ্গা ডানার মত তাদের পালগুলি ঝুলছিল। শান্ত জলে প্রতিধ্বনিত শত-কণ্ঠের শব্দ উঁচু হয়ে আশ্চর্য স্পষ্টভাবে স্থির বাতাসে ভেসে যাচ্ছিল। তাতে যা হৈ চৈ হচ্ছিল তা ইয়ট-রেসের চেয়ে কক্‌টেল পার্টির মতই শোনাচ্ছিল। সে-ভ্রান্তি আরও বেড়ে গিয়েছিল এই জন্যে যে খালি বিয়ারের পাত্রগুলি ভেসে ভেসে জলের উপর জমা হয়েছিল আর কোথাও কোথাও রোদ প'ড়ে গহনায় বসানো মণির মত সেগুলি চিক চিক করছিল।

জর্জ ক্যাস্ওয়েল অভ্যাসমত যে-সংকল্পের বশে আজ জাহাজে এসেছিলেন,

গত আধঘন্টা ধ'রে তার জন্যে আপশোষ করছিলেন। কিন্তু তিনি এসেই যখন গেছেন, তখন তীরে ফিরে যাবার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণও ভেবে পেলেন না। বাজে গড়িয়ে চলা এই বাজির মুখে তাঁর নিজের নাবিকদের ছেড়ে যাওয়া খেলোয়াড়ের উপযুক্ত কাজই নয়, সুতরাং তা বিবেচনার সম্পূর্ণ বাইরে।

প্রকৃতপক্ষে মনে মনে অনেকবার বলেছেন তিনি, তৎক্ষণাৎ মিল্‌বার্গে ফিরে যাবার নিদারুণ আন্তরিক ইচ্ছাও সম্পূর্ণভাবে অসহ্য। ফিরে যাবার কোনও কারণ ছিল না। সপ্তাহের শেষ কয়েকটা দিনে কিছুই ঘটবে না। অ্যাভেরি বুলার্ডের মৃত্যুতে সবাই এত হতভম্ভ হয়ে পড়েছে যে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হয়ে যাবার আগে, নূতন প্রেসিডেন্ট কে হবে, সেকথা কেউ ভাবতেই আরম্ভ করবে না।

ধৈর্য অবলম্বন ক'রে তিনি কেবিনের মাথা থেকে গলা বাড়িয়ে আকাশের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন, সেখানে যেন এক মরীচিকার মত নিজেকে তিনি ট্রেড্‌ওয়ে কর্পোরেশনের ডিরেক্টরদের ঘরে দেখতে পেলেন। একথা স্বীকার্য যে আসবাব তৈরির কলাকৌশলের খুঁটিনাটি ব্যাপারে তাঁর জ্ঞান অ্যাভেরি বুলার্ডের সমান হ'তে পারবে না। কিন্তু প্রেসিডেন্টরূপে সফল কর্তব্য সম্পা-দনের পক্ষে এজন্যে বাধা ঘটবে না। আসলে এটা বরং বাধার চেয়ে সহায়তাই করবে...আরও নিরপেক্ষ মনোভাবের সুযোগ তিনি পাবেন। কয়েক সপ্তাহ আগে তাঁরা ক্লোরো-কেমিক্যালের বিষয়ে আলোচনা করবার সময় এ. আর. অ্যাণ্ডরুজ এই যুক্তিটিই দেখিয়েছিলেন...ট্রেড্‌ওয়ে চালানো বেশ সহজই হবে ...ক্লোরো-কেমিক্যালের মত অত কঠিন মোটেই নয়। অ্যাণ্ডরুজ-এর বেলায় কোনও নূতন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এসে সর্বদা তাঁর ব্যবস্থা পণ্ড ক'রে দিচ্ছে। ট্রেড্‌ওয়েতে সেইরকম ব্যাপার হবে না। আসবাব উৎপাদন স্থিতিশীল হয়েছে। মাঝে মাঝে কিছু যান্ত্রিক উন্নতি আসা ছাড়া গত একশত বৎসরে সাংঘাতিক অসুবিধাজনক কোন পরিবর্তন হয়নি। হাঁ, আসবাবের ব্যবসা বড় চমৎকার স্থির...ঠিক এই রকমের ব্যবসাতেই মানুষ আনন্দ পেতে পারে।

এক সমুদ্রযাত্রী মাছি তাঁর নাকের চারদিকে ভনভন করছিল, সেটিকে তিনি ঝেড়ে ফেলে তাঁর প্রেসিডেন্টের পরিকল্পনার প্রথম মোটামুটি খসড়াটি রচনা আরম্ভ করলেন। এই সূত্রে তিনি রনি অ্যাট্‌কিন্স যখন রুকারি পেপারের প্রেসিডেন্ট হন তখন তিনি তাঁকে যে-উপদেশ দেন, সে তাঁর মনে পড়ল। বহু বছর আগে তাঁর বাবাকে তিনি আর এক নূতন কর্পোরেশনের প্রেসিডেন্টকে যে-উপদেশ দিতে শুনেছিলেন, এ ছিল তারই পুনরাবৃত্তি।

হাঁ, এই জিনিসটিই করতে হবে...বুলার্ড হবার চেষ্টা করা নয়...ভিন্ন

দৃষ্টিভঙ্গি...গতির পরিবর্তন। তা ঠিকও হবে...কর্তৃত্বের ভার বেশী ছেড়ে দেওয়া...নিচের সারির দিকে পরিচালনা ছড়িয়ে দেওয়া। এইখানেই বুলার্ড কতকগুলি ভুল করেন। জেসি গ্রিমের মত লোক উৎপাদনের ভারপ্রাপ্ত ভাইস-প্রেসিডেন্ট থাকতে প্রেসিডেন্টের নিজের সেদিকটায় খুব গভীরভাবে ঝুঁকে পড়বার কোনও কারণ নেই...শুধু দেখা যে নিজের বেলায় জেসি তাঁর নিচের দিকে কর্তৃত্বভার ছেড়ে দেন। বিক্রয়ের বেলায়ও তাই...ডাড্‌লে একেবারে সেরা লোক...তাতে কোনও সন্দেহ নেই, শুধু তাঁকে অবাধে ছেড়ে দিলেই হ'ল। শ চমৎকার এক হিসাব-পরীক্ষক, অতি নির্ভুল, সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য। অল্ডার্‌সনের পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে...সুন্দর পরামর্শের স্থল... অ্যাণ্ডরুজ যে ভাবে বুড়ো ম্যালিন্সকে কাজে লাগিয়ে দিতেন, এঁকে সেই-ভাবে কাজে লাগাতে হবে। ওয়ালিং? ওয়ালিং সেই মেধাবী তরুণদের দলের একজন...পরিকল্পনা...কাছে রাখা ভাল...মানুষকে চাঙ্গা ক'রে রাখে। চমৎকার মানুষের দলটি...এর জুড়ি মেলা কঠিন। এমন একটি দল প্রেসিডেন্টকে ঘিরে থাকলে তাঁকে খুব বেশী ভাবনা করতে হবে না...

"ওটি দেখেছেন, স্যর?"

এই স্বর তাঁর উপরে ছিল, আর উপর দিকে তাকিয়ে তিনি কেন্ কেসের চিন্তিত মুখটি দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কি?"

কেন্ আঙ্গুল দেখাচ্ছিল আর ক্যাস্‌ওয়েল নিজের দেহটি নামিয়ে কেসের আঙ্গুল অনুসরণ ক'রে ছুটবার অপেক্ষায় সারির দূরপ্রান্তে কমিটির নৌকার দিকে চোখ ফিরালেন। এক হলদে ও নীল নিশান উড়ছিল।

কেন্ বুঝিয়ে দিল, "আর একবার স্থগিত রইল, স্যর।"

ক্যাস্‌ওয়েল উঠে ব'সে, পিঠের যে-পেশী রেলিং-এ ঘ'ষে চিপটে গিয়েছিল তাই রগড়াতে লাগলেন।

কেন বলল, "আমি ভাবছিলাম স্যর, যদি আপনি ঠিক ক'রে থাকেন বাইটনদের বিয়ের ঠিক সময়ে তীরে পৌঁছবেন—মানে, স্যর, এখন দেখা যাচ্ছে যে এই রেস এক তামাসা ছাড়া কিছুই হবে না। এর শেষ নিশ্চয়ই দেরিতে হবে—সম্ভবতঃ সময়ের নির্দিষ্ট সীমা ছাড়িয়ে যাবে।"

জলে ডুবে তৃণ আঁকড়ে ধরার মত সুযোগটি পেয়ে তিনি বললেন, কেন্, তোমাদের সবাইকে একা এর মীমাংসার জন্যে ফেলে যেতে আমার আদৌ প্রাণ চাইছে না। কিন্তু দুঃখের বিষয় তুমি ঠিকই বলেছ মিসেস ক্যাস্‌ওয়েল খুবই আশা ক'রে থাকবেন এই বিয়েতে আমি উপস্থিত হব। তোমরা খুব বেশী কিছু মনে করবে না, ঠিক ত?"

কেস বলল, "মোটেই না, স্যর," যেই সে শুনতে পেল তার স্বর একটু অতিরিক্ত ব্যগ্র শোনাচ্ছে, তখনই সে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, "অবশ্য আপনি না থাকায় এ আর তেমন জমবে না কিন্তু আমরা দস্তুর মত ল'ড়ে যাব—কি বল, বন্ধুরা?"

কক্‌পিট থেকে সায় দেবার কলরব প'ড়ে গেল, আর মাস্তুলের দণ্ডটি স'রে যেতে ক্যাস্‌ওয়েল দেখলেন অন্য নাবিকেরা তাঁর দিকে চেয়ে রয়েছে... চমৎকার ছোকরার দল। তিনি নৌকার পিছনদিকে গিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বললেন, "বেশ, এই বোধ হয় সব চেয়ে ভাল হবে। আমি নিশ্চয় জানি যে আমি থাকলেও তোমরা ততখানিই ভাল করবে।"

সকলেরই তা অস্বীকার করার মধ্যেও আনন্দময় আশ্বাস পাওয়া গেল।

কেন কেস নিচের দিকে ফিরে চেঁচিয়ে বলল, "আমরা কি আপনার জন্যে লঞ্চের বাঁশি বাজিয়ে দেব স্যর?"

"হ্যাঁ, বাজাও না।"

কেস খাসা ছেলে...সে হার্ভার্ড ব্যবসায়-কলেজের পড়া শেষ করলে ট্রেড্‌ওয়েতে তার একটা কাজ যোগাড় ক'রে দিলে বেশ হবে। কয়েকটি জিনিস সম্পর্কে অ্যাভেরি বুলার্ডের ধারণা সম্পূর্ণ ঠিক ছিল না, আর তার একটি হ'ল যে, সব ভাল ছেলেই মধ্য-পশ্চিম থেকে আসে।

তিনি শুনতে পেলেন কেন্ লঞ্চের সংকেতের বাঁশি বাজাল, আর তিনি পোশাক বদলে ডেকে ফিরে আসতে আসতে ক্লাবের ছোট নৌকা ইতিমধ্যেই ধারে এসে ভিড়েছিল।

ক্যাস্‌ওয়েল লঞ্চে বসার সময়ে কেন্ রেলিং-এর ধার থেকে হেঁকে বলল, "এই আবহাওয়ার জন্যে দুঃখ হচ্ছে স্যর। আসছে সপ্তাহে আমরা আপনার জন্যে আসল জাহাজের উপযোগী বাতাস ডেকে আনবার চেষ্টা করব।"

জবাবে তিনি বললেন, "শুভ হোক," আর লঞ্চটি ছেড়ে দিল। একথা ব'লে কোন লাভ নেই যে আসছে সপ্তাহ আর আসবে না, আর কখনও তিনি মুনস্থুইপে পা দেবেন না। ট্রেড্‌ওয়ে কর্পোরেশনের প্রেসিডেন্টের কার্যভার নিলে সপ্তাহ-শেষে তাঁর অবসর থাকবে না।

লঞ্চের পিছনে রাশিকৃত ফেনার দিকে তাকিয়ে জর্জ ক্যাস্‌ওয়েল দেখলেন ইয়টখানি ক্রমেই ছোট হয়ে দূরে স'রে যাচ্ছে। তাঁর ক্ষোভ বোধ হয় হয়নি। স্টীমারটি ইতিমধ্যেই অতীতের জিনিস হয়ে গেছে।

লঞ্চ তাঁকে ডিঙ্গির ভেলায় নামিয়ে দিল, আর যে-তক্তাটি দ্বারা ভেলাটি ঘাটের সঙ্গে যুক্ত ছিল, সেটি পার হবার সময়ে তাঁর চোখ পায়ের দিকে নামানো

ছিল, এই জন্যে মুখামুখি না আসা পর্যন্ত সামনে ব্রুস পিল্‌চারকে তিনি দেখতেই পাননি।

পিল্‌চার হৃদ্যতার স্বরে বললেন, "আজ নিশ্চয় আমার সৌভাগ্যের দিন। আপনার সঙ্গে দেখা হ'তে পারে এই সম্ভাবনায় আমি গাড়ি হাঁকিয়ে বেরিয়ে পড়লাম, এসেই দেখি, আপনি আপনার স্টীমারে বেরিয়েছেন। নিছক সৌভাগ্য আমি দেখতে পেলাম, লঞ্চটি আপনাকে তুলে নিল। আপনি রেস খেলছেন না ?"

প্রশ্নটা সোজাসুজি, এর উত্তর এড়িয়ে যাবার উপায় ছিল না। যথা-সম্ভব সংক্ষিপ্ত ক'রে তিনি বললেন, "না।"

"আমি কয়েক মিনিট আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই।"

জর্জ ক্যাস্‌ওয়েল ইতস্তত করতে লাগলেন। যে-অবস্থার মধ্যে পিল্‌চার ট্রেড্‌ওয়ে স্টক শর্ট বিক্রয় করেছেন তাঁর নিশ্চিত ধারণা, তাতে বিরক্তির কাছাকাছি একটা ভাবই হয়েছিল, তবু তাঁর মজ্জাগত শিষ্ট স্বভাবের জন্যে খোলাখুলি অভদ্রতা দেখানও কঠিন। যতখানি তাঁর সাহস হ'ল, ততখানি কঠোরতা দেখিয়ে তিনি বললেন "আজ সকালে আমি বেশ ব্যস্ত আছি।"

পিল্‌চার বিশ্বাসের সঙ্গে বললেন, "নিশ্চয় এতটা ব্যস্ত নয় যে আমার যা বলবার আছে তাতে আগ্রহ হবে না। ব্যাপারটি ট্রেড্‌ওয়ে কর্পোরেশন সম্পর্কিত।"

তিনি বললেন, "আমার সেই সন্দেহই হয়েছিল।" পিল্‌চারের আচরণে যে নম্রতা নেই তা দেখে তিনি বিস্মিত হননি। তাঁকে প্রায়ই এমন সব লোকের সঙ্গে কাজ করতে হ'ত যাদের প্রধান সম্বলই হ'ল ফ্যাসাদে পড়লে ধাপ্পা দেবার শক্তি।

পিল্‌চার বললেন, "আমি অবশ্য ধ'রে নিচ্ছি যে আপনি বুলার্ডের মৃত্যুর কথা জানেন।"

"হাঁ।" এই ব'লে তিনি পথ ধ'রে চলতে লাগলেন আর পিল্‌চার তাঁর পিছনে আসতে বাধ্য হলেন।

"একথা আপনার জানা থাকতে পারে বা না-ও পারে—গতকাল মিঃ বুলার্ড, মিঃ স্টইগেল ও আমি—আমাদের মধ্যে এক আলোচনা হয়।"

"আমি জানি।"

"বেশ।" একথা পিল্‌চার এমনভাবে বললেন যেন জরুরী প্রথম কথাটি তাঁর বলা হয়ে গেল। "আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস মিঃ ক্যাস্‌ওয়েল, সেই মন্ত্রণায় কি ঠিক হয়েছে, তা আপনি জানেন না।"

চট ক'রে ক্যাস্ওয়েলের মনে একটি প্রশ্ন খেলে গেল, এক মুহূর্ত সেটি বিবেচনা করবার জন্যে তিনি সতর্কভাবে নীরব রইলেন। অ্যাভেরি বুলার্ড কি পিল্চারকে কার্যনির্বাহক ভাইস-প্রেসিডেন্টের পদ দেবার প্রস্তাব পর্যন্ত এগিয়েছিলেন? সেটা খুবই অসম্ভব ঠেকছিল—তবু বুলার্ডের দ্রুত সিদ্ধান্ত ও ঝোঁকের বশে কাজ করার প্রবৃত্তি তাঁর জানা ছিল, সেজন্যে তাঁকে মানতে হ'ল যে এমন ঘটবার একটা সুদূর সম্ভাবনাও থাকতে পারে।

পিল্চার বলতে লাগলেন, "আমাদের সাক্ষাৎকারে একটি খুব জরুরী চুক্তির আলোচনা হয়েছিল আর যেহেতু সেটি ট্রেড্ওয়ে কর্পোরেশনের সঙ্গে গুরুতররূপে সংশ্লিষ্ট—আর আপনার নিজের স্বার্থের সঙ্গেও বটে—তাই আমি ভাবলাম যে এর পর থেকে কিভাবে আমি অগ্রসর হব, সে-বিষয়ে কিছু পরামর্শ নিতে আপনার কাছে আসাই সঙ্গত। অবশ্য যদি দুর্ভাগ্যক্রমে এর মধ্যে মিঃ বুলার্ডের মৃত্যু না হ'ত—"

ক্যাস্ওয়েল মাঝখানেই ব'লে উঠলেন, "কি চুক্তি হয়েছিল?"

পিল্চার জিজ্ঞেস করলেন, "সিগারেট নেবেন?" কথাটি প্রকাশ করতে তিনি বিলম্ব করছিলেন, যেন তার মর্ম্মটি তিনি মনে মনে উপভোগ করছেন।

"না, ধন্যবাদ।"

তাঁরা কয়েক পা এগলেন, এ-নীরবতা না ভাঙ্গবার জন্যে ক্যাস্ওয়েল দৃঢ়সঙ্কল্প রইলেন।

অবশেষে পিল্চার বললেন, "বোধ হয় আপনার যতটা স্বার্থ রয়েছে, তার চেয়ে বেশিই আমি ভেবে নিচ্ছি। আমার মনে হয়েছিল আপনার জানবার ইচ্ছা হ'তে পারে, আমরা ট্রেড্ওয়ে কর্পোরেশনের কাছে ওডেসা স্টোর্স বিক্রয়ের কথা আলোচনা করেছিলাম।"

জর্জ ক্যাস্ওয়েলের আত্মসংযম শেষ সীমায় পৌঁছেছিল, কিন্তু বাইরে তার কোন চিহ্ন না দেখিয়ে তিনি পারলেন। পরমুহূর্তেই, যা-হোক, তিনি বুঝতে পারলেন যে তাঁর চুপ ক'রে থাকাটা স্বীকৃতি মনে করাও সম্ভব। তিনি থামলেন, পিল্চারের দিকে ফিরে পথের ধারে যে-রেলিং ছিল, তার উপর হাত রেখে বললেন, "আমায় বলতে হচ্ছে, এটা আমি খুব আশ্চর্য মনে করছি।"

পিল্চার গলার স্বর আশ্বাসে মোলায়েম ক'রে বললেন, "হাঁ, আমি যা আশা করেছিলাম, ব্যাপারটা যেন তার চাইতেও তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল।

"এই বিক্রয়ের সর্ত কি ছিল?"

"আমি ত বলব দু পক্ষেরই খুব অনুকূল—নগদ ত্রিশ লক্ষ ডলার আর দশ হাজার ট্রেড্ওয়ের সাধারণ শেয়ার।"

পিল্‌চার যা কিছু বলেন, তাই অবিশ্বাস করবার জন্যে ক্যাস্‌ওয়েল প্রস্তুত হয়ে ছিলেন। কিন্তু ট্রেড্‌ওয়ের সাধারণ শেয়ারের বাজার দর ধ'রে তাড়াতাড়ি মনে মনে হিসাব ক'রে তিনি দেখতে পেলেন যে স্পষ্টই এরকম সুবিধা দামে ওডেসা স্টোর্‌স কেনবার সুযোগ পেলে বুলার্ডও নিশ্চয় লাফিয়ে উঠতেন। কিন্তু যুক্তি তবু তাঁর সন্দেহ ভঞ্জন করতে পারল না, তাই তিনি সাবধানে বললেন, "আমি নিশ্চয় জানি একথা আপনাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া নিষ্প্রয়োজন, মিঃ পিল্‌চার, যে মিঃ বুলার্ড যেকোনও চুক্তিই স্বাক্ষর ক'রে থাকুন তা অবশ্যই ট্রেড্‌ওয়ে বোর্ডের অনুমোদন-সাপেক্ষ। আমি অবশ্য ধ'রে নিচ্ছি যে চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছিল?"

পিল্‌চার বিনা দ্বিধায় বললেন, "না, দুর্ভাগ্যক্রমে তা হয়নি। সমস্যা আরও জটিল হয়ে পড়েছে যে কাল রাত্রে মিঃ স্টাইগেলের পক্ষাঘাত হয়ে গেছে। ডাক্তারদের অভিমত এই যে তিনি কখনও সংজ্ঞা ফিরে পেতে নাও পারেন। আমি নিশ্চয় জানি আপনি বুঝতে পারছেন যে এ এক বড়ই অস্বাভাবিক পরিস্থিতি।"

"ভয়ানক।"

"ঠিক তাই—আর সেই জন্যেই আমি আপনার মন্ত্রণা নিতে নিজেকে বাধ্য মনে করলাম।"

জর্জ ক্যাস্‌ওয়েলের রাগ বেড়ে উঠেছিল, তিনি একটু ইতস্তত ক'রে বললেন, "আমার মন্ত্রণা হ'ল এই যে ব্যাপারটি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভুলে যান, পিল্‌চার।"

ব্রুস পিল্‌চার নিশ্চিত নিরাশার স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, "সিদ্ধান্তটা বড় তাড়াতাড়ি হয়ে গেল না কি?"

"আমি কল্পনা করতে পারি না কেউ আপনার কথার খুব গুরুত্ব দেবে। কোনও লোক এক মৌখিক চুক্তির কি মূল্য দেবে—"

পিল্‌চার কথার সূত্র ধ'রে বললেন—"দুই পক্ষের একজনের মৃত্যু হয়েছে—আর অপর পক্ষ সম্পূর্ণ পক্ষাঘাতগ্রস্থ, তাঁর আজ সারাদিন বেঁচে থাকার সম্ভাবনাই বড় কম—আর আমি নিজে একমাত্র সাক্ষী। আমি একথা স্বীকার করতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত আছি, আগেও তা করেছি, যে এ অত্যন্তই অস্বাভাবিক পরিস্থিতি। কিন্তু তা ছাড়াও আর একটি গুরুতর ব্যাপার রয়েছে। জ্ঞান হারাবার আগে জুলিয়াস স্টাইগেল তাঁর নাতি বার্নাডকে আমাদের চুক্তির কথা বলেন। যেহেতু বার্নাডই বৃদ্ধের প্রধান ওয়ারিশ, আর সে তার ঠাকুর্দার অভিমত মান্য করবে, এই সব কারণে আমার স্থির বিশ্বাস, সে এই চুক্তি নিষ্পত্তি করতে সম্পূর্ণই ইচ্ছুক হবে। সে-বিষয়ে কোনও অসুবিধে হবে না। ট্রেড্‌ওয়ের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে—অর্থাৎ, ওডেসার কারবারের বিবরণীটি যদি আপনার একটুও জানা থাকে,

তবে আমার নিশ্চিত বিশ্বাস আপনি দেখতে পাবেন এ বড়ই সুবিধার দাম, বর্তমান সম্পত্তির মূল্যের চাইতে নামমাত্রই বেশি। ট্রেড্‌ওয়ের কোনও ডিরেক্টর কখনও এর অনুমোদনের বিরুদ্ধে ভোট দিতে পারেন না।"

যার সত্যতা অনস্বীকার্য ছিল, সেইটাই মেনে নেওয়া সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন ক'রে ক্যাস্‌ওয়েল বললেন, "সে-বিষয়ে আমি ততটা নিশ্চিত নই।"

পিল্‌চার হেসে বললেন, "আরও চিন্তা ক'রে দেখলে আমার বোধ হয় আপনি নিশ্চিত হবেন। এখন দ্বিতীয় কথা—আর আমি নিশ্চয় জানি এতে আপনার আগ্রহ হবে—সেটি হ'ল এই যে ট্রেড্‌ওয়ে নিঃসংশয়ে এই ক্রয়ের টাকা তোলবার জন্যে নূতন স্টক বার ক'রে বাজারে ছাড়বে। ক্যাস্‌ওয়েল অ্যাণ্ড কোং অবশ্য সেটি চালাবে। তার উপর স্টাইগেলের সম্পত্তির বিলি-ব্যবস্থায় সংশ্লিষ্ট বন্ধকী কারবারও যথেষ্ট হবে। মোটামুটি হিসাবে আমি বলব যে ক্যাস্‌ওয়েল কোম্পানির মোট লাভ—অবশ্য যদি ঠিকভাবে কাজ চালানো হয়—আড়াই লক্ষ ডলারের কাছাকাছি হবে।"

ঠাণ্ডা নির্মম রাগে জর্জ ক্যাস্‌ওয়েলের গলার স্বর প্রায় স্তব্ধ হয়ে গেল, "আপনার মতলবটা কি পিল্‌চার?"

যেন ক্যাস্‌ওয়েলের এই কথায় পিল্‌চার বিস্মিত হয়েছেন, এই ভাবে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "মতলব? আমার একটা স্বার্থ আছে, সেটা স্বাভাবিক।"

"স্বাভাবিক।"

ব্রুস পিল্‌চার লম্বা আঙ্গুলগুলি মট্‌কে হাত তুলে আধখানা বৃত্তের আকারে সবুজ ঘাসের উপর সিগারেটের ছাই ফেলে বললেন, "ট্রেড্‌ওয়ে কর্পোরেশনের প্রেসিডেন্টের পদটি আমার চাই।"

ক্যাস্‌ওয়েল বুঝলেন তিনি পিল্‌চারের দিকে খোলাখুলি বিস্ময়ে তাকিয়ে আছেন, কিন্তু তিনি এতখানি স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন যে আসল মনোভাবটি গোপন রাখবার আর কোনও চেষ্টাই করলেন না।

পিল্‌চার বললেন, "আমার এই সামান্য উচ্চাকাঙ্ক্ষায় আপনাকে বিস্মিত মনে হচ্ছে, সন্দেহ নেই—কিন্তু আমি কেবল এইটুকুই নিজের জন্যে চাই, মিঃ ক্যাস্‌ওয়েল, শুধু ট্রেড্‌ওয়ের প্রেসিডেন্টের পদ—আর, এত আপনি ধ'রেই নেবেন, খুব স্বভাবতঃই সেই সঙ্গে এক তাড়া ট্রেড্‌ওয়ে স্টক সুবিধা দরে কিনবার অধিকার। বলতে পারি কি, চল্লিশের দরে দশ হাজার শেয়ার?"

ক্যাস্‌ওয়েল জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কি এই ব্যাপারে আমার সম্মতি চাচ্ছেন?"

"আমার মনে হয় আপনার স্বার্থেরও অনুকূল হ'তে পারে।"

জীবনে এই প্রথমবার জর্জ ক্যাস্‌ওয়েল পুরাপুরি রেগে গেলেন। তিনি বললেন, "পিল্‌চার, আমি এতদিনে যত হতভাগা বেজন্মা দেখেছি, তুমি নিঃসন্দেহে তার মধ্যে সব চেয়ে জঘন্য; যা-কিছু আমি ঘৃণা করি, তুমি তাই; যা-কিছু—" রাগে কাঁপতে কাঁপতে তাঁর স্বর রুদ্ধ হয়ে গেল।

পিল্‌চারের হাসি তাঁর মুখেই মিলিয়ে গেল, কিন্তু কন্ঠস্বর প্রায় অপরিবর্তিত রাখবার মত অভিনয়-দক্ষতা তাঁর যথেষ্টই ছিল। তিনি বললেন, "আমি নিশ্চয় বলব আপনার এ-আচরণ আমার বড় আশ্চর্য লাগছে।"

"চুপ কর, পিল্‌চার! গোড়া থেকেই তুমি মিথ্যুক। আমি জানি কি হয়েছে। কাল যখন তুমি দেখলে বুলার্ড ম'রে প'ড়ে গেলেন তখন তুমি ট্রেড্‌ওয়ে শর্ট শেয়ার বেচে দিলে—দুহাজার শেয়ার।"

পিল্‌চারের মুখ সাদা হয়ে গেল। তিনি বললেন, "কি ক'রে আপনি—?"

"যেসব বাজে মিথ্যে কথা তুমি আমাকে ব'লে চলেছ, তার যদি একটা কথাও সত্যি হ'ত তবে তুমি সেই শেয়ার শর্ট বেচতে না। হায় ঈশ্বর, কি বেজন্মা তুমি।"

এই রাগ আর কথায় প্রকাশ করার ভরসা না দেখে, যেন এই রাগের শক্তিতেই চালিত হয়ে, জর্জ ক্যাস্‌ওয়েল গোড়ালির উপর ভর ক'রে ঘুরে গিয়ে তাড়াতাড়ি লম্বা পা ফেলে চ'লে গেলেন।

তাঁর পিছনে তিনি পিল্‌চারের চাপা চিৎকার শুনতে পেলেন, "তুমি এই ক'রে রেহাই পাবে না, ক্যাস্‌ওয়েল। কোনও মানুষ আমাকে বলতে পারে না—উচ্ছন্নে যাও—আমি যা চাই তা আমি পাবই, আর তুমি আমাকে আটকাতে পারবে না!"

যতক্ষণ জর্জ ক্যাস্‌ওয়েল গাড়িতে ব'সে রাগের পরে কাঁপুনি শান্ত হবার অপেক্ষা করছিলেন, ততক্ষণ কয়েক মিনিট নষ্ট হ'ল। ক্ষুব্ধ আবেগের যে-অভিজ্ঞতা তাঁর হ'ল, তাতে তিনি বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন, কোন দিন যে এটা সম্ভব ছিল এ তাঁর কল্পনার বাইরে।

ধীরে ধীরে মাথা স্থির ক'রে ভাববার শক্তি ফিরে আসার সঙ্গে পিল্‌চারের বিদায়কালীন হুমকি তাঁর মনে পড়ল। একটা জিনিস নিশ্চিত...ট্রেড্‌ওয়ে কর্পোরেশনের প্রেসিডেন্টের পদ পাবার জন্যে পিল্‌চার কোন কিছুতেই দ্বিধা করবেন না। পিল্‌চার যদি জুলিয়া ট্রেড্‌ওয়ে প্রিন্সের সঙ্গে কথা ব'লে থাকেন...

তিনি গাড়ির স্টার্টারের উপর জোরে চাপ দিতে মোটর গর্জন ক'রে উঠল। এ ছিল স্থির সঙ্কল্পের ক্রিয়া। মিল্‌বার্গে পৌঁছতে আর এক মিনিট নষ্ট করতেও তাঁর ভরসা হ'ল না।

নিউইয়র্ক শহর

বেলা ১০-১৭

অ্যালেক্স ওল্ডহ্যাম অস্বস্তিভরে বললেন, "আজ রাতে শিকাগো যাওয়া সম্পর্কে কি করা যাবে আমি জানি না।"

তাঁর স্ত্রী এমন এক আজগুবী কথায় অবাক হয়ে বললেন, "বেশ ত, তুমি নিশ্চয় যাচ্ছ না।"

"সোমবারে শিকাগোয় আমাদের বেয়াড়া রকমে বেশী খরিদ্দার থাকবে। আমি জানি না কি—" তিনি থেমে গেলেন, অন্যমনস্কতায় তিনি প্রায় ব'লে ফেলেছিলেন যে জেলা-ম্যানেজার শিকাগোর বাজারের প্রথম দিন হাজির না থাকলে মিঃ বুলার্ড তাঁর সম্বন্ধে কি ভাববেন, তা তিনি জানেন না : এজন্যে তিনি অপ্রতিভ হলেন। তিনি ভালমানুষের মত বললেন, "বোধ হয় তোমার কথাই ঠিক, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় আমার যাওয়া উচিত।"

"নিশ্চয় আমার কথা ঠিক। সোমবার মিল্‌বার্গে হাজির না থাকা চলে না।"

তিনি জানতেন স্ত্রীর কথার অর্থ কি...মিল্‌বার্গে অনেক জিনিস ঘটবে ...চোখের আড়াল হ'লে মনেরও আড়াল হওয়া যায়। এর কথাই ঠিক।

কেন্ট কাউণ্টি, মেরীল্যাণ্ড

বেলা ১০-১৮

"কি আশ্চর্য জেসি, পুরা এক ডজন নরম কাঁকড়া নিয়ে আমরা কি করব বুঝতে পারছি না।"

"খেয়ে ফেলব। ঠিক এই রকম জল থেকে তুলেই না খেলে নরম কাঁকড়া খাওয়াই হ'ল না।"

রেফ্রিজারেটারের দরজা খুলে সারা জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার কাছে কত দাম নিল, জেসি?"

"দাম? কিছুই না। হার্ব শুধু বন্ধুত্ব দেখাচ্ছিল।" একথা আর বলা তিনি দরকার মনে করলেন না যে তিনি হার্বের জলের পাম্প ঠিক করতে এক ঘন্টা কাটিয়েছেন। সে-ও ত শুধু বন্ধুত্ব দেখানোই হ'ল।

কাঁকড়াগুলি যাতে ঠিক ঠাণ্ডা হবার যন্ত্রের পাশটিতেই থাকে, সেজন্যে দুধের বোতলগুলি ও মাখনের পাত্র সরিয়ে রেখে সারা বললেন, "এ বেশ, নয় কি? এখানে অনেকটাই যেমন পিট্স্‌বার্গে ছিল, সেই রকম, নয় জেসি? মনে আছে সেবার যখন তোমার ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছিল তখন মিসেস কার্চেক সেই পোলিশ সূপ নিয়ে এলেন?"

তিনি স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে ছিলেন, তাঁর মনে হচ্ছিল অ্যাভেরি বুলার্ডের মৃত্যুর প্রভাব থেকে তাঁর মন ভুলিয়ে রাখবার জন্যে তিনি একটু আনন্দের বাড়াবাড়ি করছেন না কি? তিনি ডাকলেন, "সারা?"

হাত মুছতে মুছতে সারা ফিরে তাকালেন।

জেসি জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি ত এই ভেবে নিশ্চিন্ত আছ যে আমরা ঠিক কাজ করছি? যদি তুমি চাইতে তবে ট্রেড্‌ওয়ে কর্পোরেশনের প্রেসিডেন্টের পত্নী হ'তে পারতে।"

সারার ছোট্ট হাসিটি তাঁর কথার মতই তাড়াতাড়ি এল। তিনি বললেন, "বিনা দামে নরম খোলার কাঁকড়া খাবার জন্যে জীবন্ত স্বামীই আমার বেশী ভাল লাগে।"

"বেশ, সারা, আমি শুধু নিশ্চিতভাবে তোমার মন জানতে চাইছিলাম।"

"তোমার এতে আপশোষ হবে না ত, তা হবে কি জেসি?"

তিনি অনেকক্ষণ স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, "যদি তুমি সারা দিন ধ'রে পায়ের কাছে আমার ঘুর ঘুর করা সহ্য করতে পারবে মনে কর, তা হ'লে নয়।"

বহু বছর আগে তাঁর কাছে চুম্বনের প্রত্যাশা করার সময়ে তিনি যেমন করতেন, সেইরকম আড়দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন, "মনে হয় আমি চালিয়ে নিতে পারব।"

নিউইয়র্ক শহর

বেলা ১০-২১

পোশাকটির নরম লাল টকটকে ভাঁজগুলি দোকানদারের বাহুর উপরে ঝুলছিল। সে জিজ্ঞেস করল, "এ বাকী থাকবে, না দাম দেবেন?"

অ্যান ফিনিক বলল, "আমার কাছেই এখানে টাকা আছে।" সে আবার পোশাক-ঘরে চ'লে গিয়ে পর্দাটি টেনে দিল। তার কাছে কত টাকা আছে,

তাতে এই নাক তোলা দোকানদারের কোন দরকার নেই। যেভাবে নোটগুলি ভিজে গিয়েছিল, তাতে কতকগুলি এখনও পর্যন্ত কেমন অদ্ভুত দেখাচ্ছিল। কিন্তু সে তিনটি কুড়ি ডলারের নোট পেয়ে গেল, সেগুলি দেখতে ঠিকই ছিল।

ওয়েষ্ট কোভ, লং আইল্যাণ্ড

বেলা ১০-২৪

ত্রস্ত কাতরতায় কিটি ক্যাস্‌ওয়েল চেঁচিয়ে উঠলেন, "কিন্তু জর্জ আমার, তুমি এ পার না। আজ বিকেলে ছটায় আমাদের ন্যান্সি ব্রাইটনের বিয়েতে যেতে হবে।"

তিনি যে-সময়ে বাইরে ছিলেন তখন জর্জ একটি ব্যাগ গুছিয়ে নিতে বাড়ি এসেছিলেন, আর যখন তিনি সামনের হলের টেবিলের উপরে তাঁর জন্যে একটা চিঠি রেখে যাচ্ছিলেন তখনই এসে প'ড়ে তাঁকে অবাক ক'রে দেন।

তিনি বললেন, "দুঃখের কথা, কিটি, কিন্তু আমার অন্য উপায় নেই। বড় জরুরী ব্যাপার এসে পড়েছে।"

"কি?"

"এ শুধু কাজকর্মের ব্যাপার। তোমার সুন্দর ছোট মাথাটিকে তার জন্যে বিব্রত কোর না।"

"আমি জানতে চাই।"

"কিটি আমার, আমি—"

"আমায় বল।"

তিনি জোরে এক নিঃশ্বাস নিলেন, একটুর জন্যেই তা দীর্ঘশ্বাস হয়নি। তারপর বললেন, "এক বড় বেপরোয়া লোক ট্রেড্‌ওয়ে কর্পোরেশনের কর্তৃত্বভার নিতে চেষ্টা করছে, তাকে আমায় আটকাতে হবে।"

"কে?"

"তুমি চিনবে, এমন কেউ নয়। এখন আমায় তাড়াতাড়ি করতেই হবে, নইলে—"

"তার নাম কি?"

আর একবার জোরে নিঃশ্বাস টেনে তিনি বললেন "তার নাম পিল্‌চার।"

"পিল্‌চার?"

"এইবারে—" ব'লে তিনি ব্যাগটি উঠিয়ে নিলেন।

কিটি ভেবে চিন্তে সায় দেবার মত ঘাড় নেড়ে বললেন, "না, আমাদের ডিনারে তাকে কখনও ডাকিনি। আমি সে-বিষয়ে নিশ্চিত।"

"এবং কখনও আমরা ডাকবও না।"

তিনি বিদায়ের চুম্বন দিতে যাচ্ছিলেন কিন্তু স্ত্রী কথা বলায় তাঁর ঠোঁট দূরেই রইল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "সে কি সত্যিই বেপরোয়া?"

"খুব।"

"হয়ত তাকে আমাদের ডিনারে ডাকা উচিত, জর্জ। শুনে তাকে মজার লোক মনে হচ্ছে। আর যত লোককে আমরা জানি, তারা সবাই এত ভয়ানক রকম সাবধানী।"

তিনি অতি তীব্র স্বরে বললেন, "কিটি বোকামি ক'র না।" তৎক্ষণাৎ কিটির মুখের থেকে মার-খাওয়া শিশুর ভাবটি মুছে ফেলার জন্যে সুর নরম ক'রে বললেন, "আমি দুঃখিত, কিন্তু আমায় যেতেই হবে।"

কিটি অনুতপ্তভাবে চুম্বনের জন্য উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, "বেশ।"

যেকথা বলার অভিপ্রায় জর্জের ছিল না, তাই তিনি ব'লে ফেললেন, "হয়ত বিয়েতে যাবার সময়ের মধ্যে আমি ফিরে আসতেও পারি।"

কিটি ব্যাগের দিকে দৃষ্টি দিয়ে বললেন, "এ শুধু তুমি মুখেই বলছ।"

"যেতে এক ঘন্টা আর আসতে এক ঘন্টার পথ, আর ভাগ্য খানিকটা প্রসন্ন থাকলে আমি ঠিক সময়েই পৌঁছতে পারি।"

"এক ঘন্টা?"

"আমি রনিকে ডেকে বলেছি আর তিনি আমাকে তাঁর প্লেনটি দিচ্ছেন।"

"ও জর্জ না! সেই ভয়ঙ্কর ছোট প্লেনে নয়।"

"ওগো, সে ছোট প্লেন নয়—সেটি তাঁর কোম্পানির ডি সি ৩, আর তাঁদের আছে—"

বোঝা গেল না কেন কিটি তাড়াতাড়ি তাঁর মুখটি নামিয়ে উৎসাহে চেপে ধ'রে আবার চুম্বন করলেন। আর তারপর তাড়াতাড়ি স'রে এসে বললেন, "ওগো, তাড়াতাড়ি কর, নইলে তুমি ঠিক সময়ে ফিরতে পারবে না।"

(১২)

মিল্‌বার্গ, পেন্‌সিল্‌ভ্যানিয়া

বেলা ১০-২৯

ডন ওয়ালিং ফেডারেল ক্লাবে অল্ডার্‌সন এসে পৌঁছবার অপেক্ষায় পুরা আধ ঘন্টা ব'সে আছেন। ডাড্‌লেকে কাটিয়ে আসতে বুড়োর কি ক'রে এতখানি বেশী সময় লাগতে পারে...এমন কি যদি তিনি বাড়ি পর্যন্ত সারা পথ তাঁকে পেঁাছে দিয়ে থাকেন? কথা! হাঁ, চুলায় যাক, সেই হ'ল অল্ডার্‌সনের রোগ...কথা, কথা, কথা...কিন্তু এঁরা দুটি মাণিক-জোড়, অল্ডার্‌সন আর ডাড্‌লে ...সম্ভবতঃ এখন সেখানে ব'সে তাঁরা ব'কে ব'কে নিজেদের মুণ্ডু খসিয়ে ফেলছেন।

দীর্ঘ অপেক্ষায় তাঁর স্নায়ুর অনুভূতি এত তীব্র হয়েছিল যে প্রত্যেক শব্দেই বিরক্তি আসছিল। ওয়াগন-ঘরের বন্ধ দরজার পিছনে কোন ভারী জিনিস পড়ার শব্দ শুনে তিনি লাফিয়ে উঠে আর একবার ঘরের মধ্যে লক্ষ্যহীনভাবে পায়চারি করতে শুরু করলেন। অল্ডার্‌সন এই সৃষ্টিছাড়া জায়গায় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন কেন? ফেডারেল ক্লাব দিনের যেকোনও সময়েই এক অভিশপ্ত শবাগারের মত...বেলা সাড়ে দশটায় আরও বেশী অসহ্য।

হলঘরে পায়ের শব্দ শোনা গেল, আর তিনি দরজার দিকে মুখ ক'রে ঘুরে দাঁড়ালেন। শুধু একজন বুড়ো লোক, পায়ের শব্দ ক'রে রান্নাঘরের দিকে চলেছিল। তাকে দেখাচ্ছিল এক সস্তা হোটেলের ফালতু লোকের মত, কিন্তু তার মুখের দিকে এক নজর দেখে ডন ওয়ালিং চিনলেন লোকটি পুরনো পরিচারকদের একজন। এই লোকই হয়ত তার ফিটফাট ইউনিফর্ম পোশাকে সজ্জিত হয়ে সামাজিকতার বিচারক হয়ে উঠতে পারত। শহরের বাইরের অতিথিরা উপস্থিত থাকলে ফেডারেল ক্লাবের উৎসাহী সভ্যেরা উচ্চ মর্যাদার প্রমাণ দেবার জন্যে তাকেই ডেকে আনত..."হাঁ, স্যর, এখানকার বুড়ো জো-এর সেকথা মনে আছে যে আমি যখন সবে নিকার-পরা শিশু ছিলাম, তখন আমার বাবা আমায় এখানে নিয়ে আসতেন. মনে আছে না জো?"

আর বুড়ো জো, বা হ্যারি, বা জর্জ, যেই হোক, সে সর্বদাই বলত "হ্যাঁ," কারণ পরিচারকেরাও ক্লাবের অংশ ছিল, আর যেকোনও নিয়মিত সভ্যের মতই নিজেদের অতীত গৌরব রাখবার জন্যে তারাও উদগ্রীব ছিল।

অতীত! হ্যাঁ, ফেডারেল ক্লাবের দলটির এই হ'ল মুশ্‌কিল...এবং আরও অনেক লোকেরই তাই। তারা ভাবে অতীতের কোন অর্থ আছে। তা নেই। অতীত পার হয়ে গেছে...খতম...বাঁধের ওদিকের জলের মত। তার সম্বন্ধে করবার কিছু নেই। গতকালের মূল্য নেই। মূল্য রয়েছে আজকের...আজ আর আগামীকাল আর আসছে সপ্তাহ আর আসছে মাস। হা ভগবান, অনেক কিছুই করবার আছে। কিন্তু...পরীক্ষার সেই প্রেসটার সাজসজ্জা লাগাতে হবে, কোন বাজে কাজ চালানো চলবে না...সেই দ্রুতগতির শুষ্ক চুল্লির কাজ এগিয়ে দিতে হবে, যাতে জালি পড়া বন্ধ হয়...আর একথা বলবার চেষ্টা করলে চলবে না যে এটি করতে পারা যায় না; কারণ পারা যাবেই... আর পাইক স্ট্রীট পর্যন্ত আর একটি পাশের রেল লাইনের জন্যে রেলের ছোকরাদের ক'ষে তাড়া দিতে হবে, যে পর্যন্ত না কিছু কাজ হয় ততকাল তাড়া দিয়েই যেতে হবে, কারণ এরই মধ্যে একদিন ঐ গুদামঘরটির দরকার প'ড়ে যাবে, আর তুমুল কাণ্ড বেধে যাবে যদি...

"ও গুড মর্নিং, মিঃ ওয়ালিং।" স্বরটি এমন শোনাল যেন জামার ভাঁজে লাগানো কার্নেশান ফুলটির উপর দিয়ে তা উচ্চারিত হ'ল। ডন ওয়ালিং ফিরে ক্লাবের মুখ্য পরিচারককে চিনতে পারলেন। সে ওয়াগন-ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল, ঘরটির পবিত্র সম্পত্তিগুলি রক্ষা করবার জন্যে যেন চট ক'রে সে দরজাটি বন্ধ ক'রে দিল।

মুখ্য পরিচারক যে তাঁর নাম জানে, তাতে ওয়ালিং আশ্চর্য হলেন। তার কারণ, কালেভদ্রে যখন তিনি মধ্যাহ্নভোজনের জন্যে ক্লাবে আসতেন, তখন সর্বদাই পরিচারক জানলার ধারের টেবিলগুলি নিয়েই সম্পূর্ণ ব্যস্ত থাকত। যেসব সভ্যের পূর্বপুরুষদের পুরনো ইতিহাস কোনও নর্থ ফ্রন্ট পরিবার থেকে বার করা যেত, এই টেবিলগুলি গোপনে তাঁদের জন্যেই সংরক্ষিত থাকত।

মুখ্য পরিচারক বললে, "আহা হা, মিঃ বুলার্ডের ব্যাপার বড়ই দুঃখের, নয় কি? আমাদের এক অতি মাননীয় সভ্য। চমৎকার লোক, সত্যি চমৎকার।" সে মেঝের উপর এক টুকরা বাজে কাগজ দেখতে পেয়ে পাখী যেমন লম্বা গলা বাড়িয়ে ঠুকরে খায়, তেমনিই সেটি কুড়িয়ে নিয়ে বললে, "আপনি আমাদের মাপ করবেন, মিঃ ওয়ালিং। সকালে এ-সময়ে আমাদের

ঝাড়পোঁছ শেষ হয় না, বুঝতেই পারেন। আমাদের ভাল সভ্যদের কারুর দুপুরের আগে হাজির হওয়া সত্যি খুব কম ঘটে।"

ওয়ালিং বাধ্য হয়ে কৈফিয়ত দিলেন, "আমি মিঃ অল্ডার্সনের জন্যে অপেক্ষা করছি। তিনি এখানে আমার সঙ্গে দেখা করবেন।"

"ও, মিঃ অল্ডার্সন? হাঁ, সত্যি। চমৎকার লোক, নয় কি, যথার্থই চমৎকার।" বোধ হ'ল যেন তার কি কথা মনে এসে গেল, আর চায়ের পেয়ালা ধরার ভঙ্গিতে সে হাত উঁচু ক'রে বললে, "হয়ত যতক্ষণ আপনি অপেক্ষা করছেন—এই ত মিঃ অল্ডার্সন এসে গেছেন।"

অল্ডার্সন ক্লান্তভাবে দোষ স্বীকার করলেন, "দুঃখের কথা এতক্ষণ দেরি হয়ে গেল।" তাঁর নিঃশ্বাস জোরে পড়ছিল, যেন তিনি দ্রুত হেঁটেছেন, "আমার মনে হ'ল তাঁকে বাড়ি নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেওয়াই সবচেয়ে ভাল। তাঁকে অফিসে দিয়ে আসবার মানে শ-এর কোলেই ফেলে দেওয়া।"

ওয়ালিং দেখলেন তিনি নিজেও এতে সায় দিয়ে ঘাড় নাড়ছেন। অল্ডার্সনের ত্রুটি স্বীকারের ভঙ্গিতে ইতিমধ্যেই তাঁর বিরক্তির তীব্রতা ক'মে গিয়েছিল, তিনি জিজ্ঞেস করলেন "কোথায় আমরা কথা বলতে পারব?"

"উপরে কোনও এক তাস খেলার ঘরে?" এটা ছিল প্রশ্ন, উক্তি নয়, আর অল্ডার্সনের স্বরে হাল ছেড়ে দেওয়া ভয়ের ভাব বোঝা গেল।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে ডন ওয়ালিং এই সর্বপ্রথম ভাবতে লাগলেন, অল্ডার্সনকে তিনি কি বলতে পারেন। কথাবার্তা আগে থেকে সাজিয়ে ঠিক ক'রে নেওয়ার অভ্যাস তাঁর খুবই কম ছিল, কিন্তু সামনে যে বিশেষ অসুবিধে রয়েছে, সে-সম্বন্ধে এখন তিনি সচেতন হলেন। তিনি একেবারেই খোলাখুলি এই কথা বলতে পারেন না যে তিনিই—ডন ওয়ালিং—হলেন সেই ব্যক্তি—যিনি ট্রেড্ওয়ে কর্পোরেশনের প্রেসিডেন্ট হ'তে চলেছেন। অবশ্য অল্ডার্সন আজ সকালে নিজের বাড়িতে, বলতে গেলে, এই কথাই বলেছিলেন...কিন্তু আবার অল্ডার্সনকে দিয়েই সেকথা বলাতে হবে আর তারপর তাঁকে ডাড্লে সম্বন্ধে তাঁর ভুলটি দেখিয়ে দিতে হবে। হাঁ, এ-ভাবেই ঠিক কাজটি করা যাবে...কিন্তু, উচ্ছন্নে যাক, তিনি এক জরাগ্রস্ত বুড়োকে ভোলাবার জন্যে খুব বেশী ক্ষণ ছেলেখেলা করতে পারেন না...কাজ করবার আছে।

যে তাস খেলার ঘরে তাঁরা ঢুকলেন, সেটি কয়েকটি কুঠরির মধ্যে একটি; একশ বছর আগে যখন এই ক্লাবটি ছিল ফেডারেল সরাইখানা, তখন এগুলি শোবার ঘর ছিল। একটি সবুজ ফেল্ট লাগানো টেবিল আর তার চারিদিকে চক্রাকার চেয়ারগুলির জন্যে যেটুকু জায়গা দরকার তার চেয়ে বড় বেশী স্থান

সেখানে ছিল না। ওয়ালিং যখন পাশ কাটিয়ে ঢুকে ব'সে পড়লেন তখন তাঁর দেহ দেয়ালে ঘ'সে গেল। তিনি দেখেন অল্ডার্‌সন ইতস্তত করছেন আর মুহূর্তের জন্যে তাঁর মনে হ'ল যে এ আনুগত্যের চিহ্ন, তিনি বসতে বলার জন্যে অপেক্ষা করছেন। কিন্তু তাঁর মুখের দিকে একবার তাকাতেই সে-সম্ভাবনা ওয়ালিং-এর মন থেকে মুছে গেল। অল্ডার্‌সনের দ্বিধা অন্য কিছুর জন্যে, আর সে যে কি তা তিনি নিশ্চিত ধরতে পারলেন না।

নীরবতা ভঙ্গ ক'রে ওয়ালিং দৃঢ়স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, "হাঁ, কি, হ'ল কি?"

অল্ডার্‌সনকে বিস্মিত দেখাল, এ-প্রশ্ন যেন তিনি আশা করেন নি। "আমি, ত তোমাকে বলেছি আমি তাঁকে গাড়ি ক'রে বাড়ি পেঁাছে দিয়ে এলাম।"

"তিনি কি বললেন?"

"বললেন? আমি ত তাঁকে কোন কথাই বলিনি, তাই তাঁরও বলার কিছু ছিল না।"

"কোন বিষয়ে কথা ত তোমাদের অবশ্যই হয়ে থাকবে।"

টেবিলের মাঝখানে পোকার খেলার ঘুঁটির একটি আধার ছিল। অল্ডার্‌সন হাত বাড়িয়ে গাদার উপর থেকে একটি নীল ঘুঁটি তুলে নিয়ে বললেন, "আমরা—তিনি অ্যাভেরি বুলার্ডের কথা বলছিলেন।"

ওয়ালিং ঝুঁকে প'ড়ে টেবিলের উপর কনুইয়ের ভর দিলেন, আর না ভেবে-চিন্তেই উত্তেজনা লাঘব করার চেষ্টায় স্বর কোমল ক'রে বললেন, "ফ্রেড, আমি জানি তুমি নিশ্চয় ভাবলে যে আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। যখন স্টেশনে আমি তোমাকে ওভাবে ধরলাম, কিন্তু আমাকে তা করতেই হ'ল। দপ্তরে গিয়ে যখন আমি ভাবতে লাগলাম যে কোম্পানির প্রেসিডেন্টকে কি হ'তে হবে...কি কি সব ব্যাপার তাঁকে করতে হবে—কি মুশকিল, ফ্রেড, তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না? ওয়াল্ট ডাড্‌লে এতে সুবিধা করতে পারবেন না। তিনি ঠিক এর যোগ্য নন—যথেষ্ট শক্তি নেই...যথেষ্ট কিছুই নেই। তিনি এ পারবেন না, এই হ'ল মোদ্দা কথা।"

অল্ডার্‌সন নীল ঘুঁটিগুলি গোছালভাবে থাকবন্দী করতে করতে বললেন, "আমার মনে হচ্ছিল তিনি পারলেও পারতে পারেন—তুমি যখন তাঁকে সাহায্য করবার জন্যে রয়েছ।"

'এই হ'ল তাঁর আসল কথাটি বলবার সূত্র!' তিনি যা ভেবেছিলেন এটি তার চেয়ে সহজেই এল, তিনি যা প্রত্যাশা করেছিলেন তা থেকে শীগগীরই সুযোগটা এল। তিনি বললেন "তার মানে মোটের উপর এই হয় ফ্রেড, যে আমাকেই কাজটি করতে হবে।"

অল্ডার্‌সন বললেন, "তিনি তোমায় সাহায্য করবেন," কিন্তু অবিশ্বাসের স্বরেই কথাটি বললেন।

"না। আমি এ-বিষয়ে চিন্তা করতে শুরু করবার পর সেইটাই দেখতে পেলাম। ওয়াল্ট আমাকে সাহায্য করবেন না। তিনি এক বাধাই হবেন-- আমার গলায় ঝোলানো পাথরের জাঁতাকলের মত—প্রতিবারই কোন কাজ করাতে চাইলে যা আমাকে ঠেলে পথ থেকে সরিয়ে দিতে হবে।"

তিনি দেখতে পেলেন অল্ডার্‌সনের হাত কাঁপতে কাঁপতে ঘুঁটির গাদাটি স্পর্শ করল আর সেগুলি গড়িয়ে খড়মড় ক'রে প'ড়ে গেল। অল্ডার্‌সন কিছু বলছেন না কেন? বেশ, তিনি চুপ ক'রেই থাকুন...যাই হোক, অল্ডার্‌সনের জন্যে কিছু আসে যায় না! কোথা থেকে তাঁর এই পাগলের মত ধারণা হ'ল যে অল্ডার্‌সনই এ-ব্যাপারটি স্থির করবেন...যেন প্রেসিডেন্টের পদ এমন সামগ্রী যে অল্ডার্‌সন তা হাতে ধরিয়ে দিতে পারেন। অল্ডার্‌সন নিজেকে কোন সর্বেসর্বা মনে করেন...কোন কালেই ত তিনি কেরানী ছাড়া আর কিছু ছিলেন না...শুধু এক...

অল্ডার্‌সন বললেন, "আমি আশা করছিলাম আমার একথা তোমাকে বলতে হবে না।" তাঁর স্বর এত মৃদু শোনাল যে কথাগুলির প্রতিধ্বনি দ্বিতীয়বার মন থেকে শুনে তবে যেন ওয়ালিং নিশ্চিত হ'তে পারলেন যে কথাগুলি তাঁর কানে গেছে।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "কি কথা বলতে?"

অল্ডার্‌সন ঘুঁটিগুলি আবার থাকে সাজাতে সাজাতে বললেন, "আমি তোমাকে একথা বলতে চাইনি কারণ—কারণ এ-সম্পর্কে করবার কিছু ছিল না এবং—অর্থাৎ আমি চাইনি যে জেসি সম্বন্ধে তোমার ভুল ধারণা হয়।"

"জেসি?"

"আজ সকালে যখন আমি তাঁকে ডাকলাম—"

তিনি দেখতে পেলেন অল্ডার্‌সনের মুখ শিথিল হয়ে উঠেছে। যেকথা তাঁর মুখে এসেছে, তার ভার এত বেশী যে তা বলা যাচ্ছে না। এখন আবার তিনি কি চালাকি করতে চাইছেন...নিজের সাফাই গাইবার জন্যে আর এক আজগুবী গল্প নিশ্চয়; যেমন আজ সকালে তাঁর স্ত্রীর সেই ব্যাপারটি যেটি তাঁর স্ত্রী চান না যে তিনি...

অল্ডার্‌সন জোরে এক নিঃশ্বাস নিলেন আর কাঁধদুটি উঠিয়ে মাথা উঁচু ক'রে বললেন, "আজ সকালে যখন জেসির সঙ্গে আমার কথা হয়, তখন আমার অভিপ্রায় ছিল যে তোমাকেই নূতন প্রেসিডেন্ট করা যাবে—কিন্তু জেসি তাতে এগিয়ে এলেন না।"

ওয়ালিং-এর ধৈর্যের বাঁধন ছিঁড়ল, তিনি ব'লে উঠলেন "জেসি এগিয়ে এলেন না—তোমার কথার মানেটা কি?"

অল্ডার্‌সন আঙ্গুল দিয়ে ঘুঁটির থাকের উপর ধীরে ধীরে টোকা মারতে মারতে ক্লান্তভাবে বললেন, "তোমাকে আমি এতখানি বলেছি—বোধ হয় বাকীটাও তোমাকে ব'লে দেওয়াই ভাল। জেসি বললেন, তিনি আমার সঙ্গেই ভোট দেবেন—যাকেই আমি স্থির করি—যতক্ষণ শ কিংবা তুমি না হও।"

"শ কিংবা—ফ্রেড, আমি—আমি এ-বিশ্বাস করতে পারছি না—জেসি আর আমি বরাবর বন্ধু থেকেছি...একসঙ্গে কাজ করেছি...আমি বিশ্বাস করতে পারছি না যে আমার প্রতি তাঁর মনোভাব এমন।"

"তার কারণ আমাকে জিজ্ঞেস ক'র না।"

"তোমাকেই আমি তা জিজ্ঞেস করছি?"

"আমি জানি না।"

"আর কি বললেন তিনি?"

"আর কিছু নয়। আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলবার চেষ্টা করলাম—কিন্তু তুমি ত জান জেসি কিরকম লোক।"

অল্ডার্‌সন তাঁর দিকে তাকালেন, তাঁর চোখে দুঃখ ও অনুকম্পা ছিল। তিনি বললেন, "একটা জিনিস বয়স হ'লে তুমি শিখবে—একথা আমি আজ সকালে বলছিলাম—ভাবছিলাম এটা নিয়েই, লোকের মনের মধ্যে যে কি আছে আসলে তা কখনও জানা যায় না। তোমার মনে হচ্ছে তুমি জান, কিন্তু যথার্থ তুমি জান না। কখনও কখনও তোমার নিজের মনে কি রয়েছে তাই তুমি জানতে পারবে না, যতক্ষণ না একটা কিছু ঘ'টে গিয়ে তোমাকে তা খুঁজে বার করতে বাধ্য করবে।"

সবুজ ফেল্টের উপর হুইস্কির গ্লাস রেখে কেউ গোল ধূসর দাগ করেছিল, তারই মাঝখানটির দিকে তাকিয়ে ডন ওয়ালিং বিড় বিড় ক'রে বললেন, "ফ্রেড, তোমার কাছে আমার মাপ চাইবার আছে। অন্তত—অর্থাৎ আমার প্রতি যে তোমার এই মনোভাব, সেজন্যে আমি তোমাকে ধন্যবাদ দিতে চাই।"

"জেসির ব্যাপারে খুব খারাপ ধারণা ক'র না। তিনি এক অদ্ভুত মানুষ—চিরদিনই তাই রয়েছেন।"

এই সতর্কবাণী দ্বারা তাঁকে যেন স্মরণ করিয়ে দেওয়া হ'ল, যেন কোন রাসায়নিক ক্রিয়া—নিরাশাকে রাগে রূপান্তরিত ক'রে দিল। তিনি ব'লে উঠলেন "এ ভয়ানক ভাল হচ্ছে যে তিনি অবসর নিচ্ছেন। দুমুখো বেজন্মা, যে—"

অপ্রত্যাশিত তীব্রতার সঙ্গে অল্ডার্‌সন বললেন, "দাঁড়াও! এর কিছু কারণ নেই—"

"তুমি যে-লোককে বিশ্বাস কর সে যদি পিছন থেকে তোমার পিঠে ছোরা বসাত তবে তোমার কেমন মনে হ'ত?"

অল্ডার্‌সন বন্ধুত্বের নরম সুরে বললেন, "তেমন ত ঘটেছে।"

"আমি জানি, কিন্তু—"

অল্ডার্‌সন বললেন, "এর জন্যে কিছু বদলে যাবার কারণ নেই। তোমাকে যে ব্যাপারটা বলতে হ'ল, সেজন্যে আমার দুঃখই হচ্ছে—আমি জানতাম তোমার কিরকম মনে হবে—কিন্তু তুমি অন্তত এখন এটুকু বুঝতে পারছ যে ডাড্‌লেকে প্রেসিডেন্ট করা শুধু এক বুড়ো মানুষের পাগলামি খেয়াল মাত্র ছিল না। তুমি কার্যনির্বাহক ভাইস-প্রেসিডেন্ট হবে আর তাতে তুমি এমন জায়গায় থাকবে যেখানে—"

"জেসি যদি আমাকে প্রেসিডেন্ট করার জন্যে ভোট না দেন, তবে কার্য-নির্বাহক ভাইস-প্রেসিডেন্টের জন্যে আমাকে ভোট দেবেন কেন?"

অল্ডার্‌সন ঘুঁটিগুলি তুলে নিয়ে আঙ্গুলের ফাঁকে খুটখাট করতে করতে বললেন, "তার কারণ তাঁর করবার আর কিছু নেই। হয় তোমাকে আর নয় শ'কেই ত হ'তে হবে, আর—অর্থাৎ আমার বোধ হয় আমি জেসিকে বোঝাতে পারব যে তোমারই হওয়া উচিত।"

ওয়ালিং উঠে দাঁড়াতে চেয়ারটি প'ড়ে গিয়ে সশব্দে নীরবতা ভঙ্গ হ'ল। সেটিকে তোলবার চেষ্টামাত্র না ক'রে তিনি বললেন, "তা হ'লে জেসি জাহান্নমে যেতে পারে, আর তুমি আমার শুভেচ্ছা জানিয়ে তাকে একথা বলতে পার।"

তিনি লাথি মেরে চেয়ারটি পথ থেকে সরিয়ে দরজার দিকে এগোলেন।

অল্ডার্‌সন পথ আটকানোর জন্যে আর একটি চেয়ার প'ড়ে গেল। তিনি বললেন, "তুমি এটা এইভাবে নিও না, ডন। তোমাকে আমাদের দরকার—কোম্পানির তোমাকে প্রয়োজন—"

ওয়ালিং জ্ব'লে উঠে বললেন, "কিন্তু আমার কোম্পানির প্রয়োজন নেই।" দরকার নেই তাঁর। না! উচ্ছন্নে যাক! যদি তিনি এইটুকুই মাত্র ...হন শ-এর বদলে পছন্দ করা এক দ্বিতীয় প্রার্থী।

অন্ধের মত তিনি দরজা ঠেলে বেরিয়ে গিয়ে হল থেকে নামতে লাগলেন। তাঁর পিছনে অল্ডার্‌সন চললেন, এ ছিল যে-জিনিসটি এড়াতে হবে, তারই অনুসরণ।

বেলা ১০-৫০

জুলিয়া ট্রেড্ওয়ে প্রিন্স আলমারির কাছে এসে আঙ্গুল দিয়ে পোশাকের আলনাগুলি নাড়াচাড়া করছিলেন। কোন পোশাকটি তিনি পরবেন, তাই স্থির করবার চেষ্টা। ঠিক করা কঠিন কারণ, যেটি তাঁর সব চেয়ে পছন্দ, সেটি যেন তাঁকে বাদ দিতে হবে—একথাই তাঁর মনে হচ্ছিল। খুব সুন্দর পোশাক না পরাটাই উচিত। মার্টিন স্ত্রীলোকটি সম্ভবতঃ সাদাসিধে সেক্রেটারীর উপযুক্ত কোন সাজে এসে হাজির হবে বলা যাচ্ছে না, তাঁদের দুজনের মধ্যে অনেক ব্যবধান, তার উপর পোশাক সম্বন্ধে ওকে আত্মসচেতন করিয়ে বাড়তি বাধা যোগ করা ঠিক নয়। তাঁকে মিস মার্টিনের মনে স্বস্তির বোধ জাগাতে হবে, তাকে কথা বলাতে হবে। সেই জন্যে তিনি নিনাকে ব'লে দিয়েছেন তাঁরা প্রাতরাশের ঘরে মধ্যাহ্নভোজন করবেন...তিনি মিস মার্টিনকে মধ্যাহ্নভোজনে রাখা স্থির করেন...আর মধ্যাহ্নভোজটিও সাধারণতঃ একজন সেক্রেটারী যা খায়, তা ছাড়া আর কিছুই হবে না, মাংসের সুরুয়া আর মুর্গী ও স্যালাডের স্যাণ্ডউইচ।

তিনি পুরনো কালো ক্রেপের একটা পোশাক বার করলেন আর স্থির করলেন নকল হীরের ক্লিপগুলি বাদ দিলেই চলবে।

বেলা ১০-৫৪

রাগের শেষ তলানিটুকু শান্তিপ্রদ হ'তে পারে বা উত্তেজকও হ'তে পারে, মনের ভিতর তা কেমন জমেছে তারই উপর নির্ভর করে। ডন ওয়ালিং যখন ট্রেড্ওয়ে টাওয়ারের বাইরের ঘরে প্রবেশ করলেন, তখন তাঁর এই দুটি মনোভাবই পর পর চলছিল। গত পাঁচ মিনিটে বহুবার তাঁর মনের মধ্যে বিষণ্ণতা আর সঙ্কল্প চক্রাকারে ঘুরছিল।

অল্ডার্সনের কাছ থেকে তিনি এই ছুতায় পালিয়েছেন যে গাড়িতে যাওয়ার চেয়ে হাঁটাই তাঁর বেশী ইচ্ছা। কিন্তু জেসি গ্রিমের বিশ্বাসঘাতকতার স্মৃতি থেকে পালাবার পথ ছিল না। হৃদয়হীন খলের মত জেসি তাঁকে তাঁর ভাগ্য থেকে বঞ্চিত করেছেন...তাঁর জীবনের সমস্ত তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য নষ্ট করেছেন...আর থামাবার কোন উপায় নেই তাঁর।

অপার নৈরাশ্যের ব্যাকুলতায় ডন ওয়ালিং-এর দেহ আবার শিথিল হয়ে গেল...কিন্তু তার পরই এর দ্রুত বিপরীত প্রতিক্রিয়া দেখা দিল, সংগ্রামের তেজ তাঁর মধ্যে ঢেউয়ের মত ছাপিয়ে উঠল, এটি আত্মরক্ষার মূলপ্রবৃত্তির এত

কাছাকাছি যে এর মধ্যে এক অন্ধ উদভ্রান্ত হওয়ার ভাব জেগে উঠল। তিনি হার মানবেন না। তা তিনি পারেন না।

যখন তিনি লিফ্‌টে পা দিলেন তখন লুইগি বলল, "মিস মার্টিন এখনই আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।"

কথাগুলি ক্রমশ তাঁর চেতনায় প্রবেশ করবার আগেই তাঁরা অর্ধেক পথ উঠে গেছেন।

লুইগি জিজ্ঞেস করল, "মিস মার্টিনের সঙ্গে দেখা করতে আপনি পঁচিশ-তলায় যাচ্ছেন ত?"

তিনি না ভেবেই বললেন, "ভাল কথা—পঁচিশ তলা।" মিস মার্টিনের ডাক যেন স্বয়ং অ্যাভেরি বুলার্ডেরই আহ্বান, এইভাবে পুরনো সাড়া দেওয়াব অভ্যেসেই তিনি এই কথা ব'লে দিলেন।

পঁচিশ-তলায় মৃত্যুর স্তব্ধতা বিরাজ করছিল, আর এই সিদ্ধান্তের জন্যে তাঁর আপশোষ হ'ল। কিন্তু তখন সিঁড়ি দিয়ে নেমে ফিরে যাবার পক্ষে বড় দেরি হয়ে গেছে। এরিকা মার্টিন লিফ্‌টের দরজা খোলার আওয়াজ পেয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে নিজের দপ্তর থেকে বেরিয়ে আসছেন।

তিনি বললেন, "আসার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ মিঃ ওয়ালিং। আমার ভয় হচ্ছিল আপনাকে দেখতে পাবার সুযোগ আমার হবে না।"

কথাগুলি তোড়ে বেরিয়ে এল, যেন জমা হয়ে থাকবার ফলে পিছন থেকে এক অদম্য শক্তি ঠেলে দিল, কথাগুলি ওয়ালিং-এর কানে অদ্ভুত শোনাল। মিস মার্টিনের নিজের কানেও তা অদ্ভুত ঠেকে থাকবে, কারণ তিনি যেন দরকারী কৈফিয়ত হিসাবে আরও তাড়াতাড়ি বললেন, "আজ সকালে মিসেস প্রিন্স টেলিফোনে ডেকেছিলেন। যখন আপনি চ'লে যাচ্ছিলেন তখন আমি আপনাকে ধরবার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু আমার এক সেকেণ্ড দেরি হয়ে গেল।"

"আমাকে টেলিফোন?"

"না, আমাকে। কিন্তু আমি আপনার পরামর্শ চাইছিলাম। তিনি বলছেন, মিঃ বুলার্ডের সিন্দুকে তাঁর ব্যক্তিগত একবাক্স কাগজপত্র রয়েছে,-সেটি তিনি আজ সকালে চান।"

"আপনি কি এ-বিষয়ে কিছু জানেন?"

মিস মার্টিন এক মুহূর্ত যে-দ্বিধা করলেন তাতে মনে হ'ল তিনি অনিচ্ছাতেই এটা স্বীকার করছেন। তিনি বললেন, "হাঁ, তাঁর নাম লেখা একটি বাক্স আছে।"

"আপনার কি এমন কারণ জানা আছে যার জন্যে সেটি তাঁকে দেওয়া উচিত নয়?"

অবার তেমনি প্রায় অলক্ষিত এক মুহূর্তের জন্যে অনিচ্ছা দেখা গেল, তিনি বললেন, "না, মনে হয় না তেমন কিছু আছে।"

এই ছিল তাঁর সুযোগ। মুষ্টিযোদ্ধা যেমন ঠিক সুযোগটি দেখতে পায় তেমনই তিনি এটি দেখলেন, এটা অন্তর্মুখী প্রতিক্রিয়া, চিন্তার চেয়েও দ্রুত। এক সেকেণ্ড আগেও তাঁর জানা ছিল না তিনি জুলিয়া ট্রেড্‌ওয়ে প্রিন্সের সঙ্গে কথা বলতে চান। এই মুহূর্তেই তাঁর সংগ্রাম-পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ের এইটিই মূল কৌশল হয়ে দাঁড়াল। তিনি বললেন, "আপনি যদি বাক্সটির ভার আমাকে দেন, মিস মার্টিন, তবে বাড়ি যাবার পথে তা আমি দিয়ে আসব।"

"দেবেন কি?" মিস মার্টিনের এই উত্তর একটুখানি তাড়াতাড়ি হ'ল. যেমন তাঁর অন্য উত্তরগুলি একটু আস্তে আসছিল। "আপনি কিছু মনে করবেন না ত? নিশ্চয় বলছেন?"

"কিছু মাত্র নয়।"

"আমি আপনাকে এনে দিচ্ছি।"

তিনি তাঁর দপ্তর পার হলেন আর, দ্বিধার একটু আভাসমাত্র দেখা গেল, অ্যাভেরি বুলার্ডের ঘরের দরজা খুললেন তিনি; তাঁকে অনুসরণ ক'রে ডন ওয়ালিংও গির্জার মত অন্ধকার বড় ঘরটিতে এলেন। ঘন বাষ্পের মত মৃত্যুর আবহাওয়া সেখানে ঘিরে ছিল। পর্দাগুলি টানা ছিল, আর ছাদের ভারী বরগাগুলির প্রান্তে ঘুলঘুলির ভিতর দিয়ে চড়া রৌদ্রের যে রঙিন রশ্মিগুলি নেমে এসেছিল, তাই ছিল একমাত্র আলো।

অন্ধকারে ছায়ার মত এগিয়ে এরিকা মার্টিন দেয়ালে বসানো সিন্দুকের কাছটিতে গেলেন। দরজা খোলা রইল আর হাত দিয়ে তিনি কালো মিনা-করা ছোট বাক্সটি পেয়ে গেলেন, যেন দেখবার কোন প্রয়োজনই ছিল না। সেটি ওয়ালিং-এর হাতে দিয়ে তিনি বললেন, "একটা কথা বোধ হয় আপনার জানা দরকার মিঃ ওয়ালিং—যদি মিসেস প্রিন্স অবশ্য তার উল্লেখ করেন। তিনি আমায় নিজেই এটি নিয়ে যেতে বলেছিলেন।"

"নিজে?"

"হাঁ।"

তিনি ইতস্তত করলেন, যা লাভ হ'ল—তা হারাতে তিনি অনিচ্ছুক। "বোধ হয় এতে কিছু মূল্যবান কাগজপত্র আছে।"

"আমার তা মনে হয় না। আমার সন্দেহ হচ্ছে এ কেবল আমাকে তাঁর বাড়ি যেতে বাধ্য করারই একটি কৌশল মাত্র।"

"তা করতে তিনি চাইবেন কেন?"

"কারণ—"তিনি নিজেকে সংবরণ করায় ওয়ালিং বুঝলেন এখন তিনি যা ব'লে ফেললেন, প্রথম ঝোঁকে তিনি যেকথা বলতে চেয়েছিলেন, তা নয়। মিস মার্টিন বলতে লাগলেন, "আমি জানি না, অবশ্য—এ শুধু সন্দেহমাত্র, আর আমার সম্পূর্ণ ভুল হ'তেও পারে—কিন্তু আমার মনে হয় এখানে কি ঘটবে, তাই তিনি আমার কাছে শুনতে চান। আমি বুঝতে পারছি না মিসেস প্রিন্সকে আমার কোন তথ্য জানানো উচিত হবে কিনা।" তারপর তিনি জোর দিয়ে বললেন, যেন প্রশ্নের চিহ্ন না থাকলেও এক প্রশ্নেরই মত "—এমন কি যদি তাঁকে বলবার মত কিছু আমার জানাও থাকত।"

ওয়ালিং এড়িয়ে যাওয়ার মত বিড় বিড় ক'রে অস্পষ্ট এক শব্দ ক'রে কালো বাক্সটি বাহুর নীচে রাখলেন।

সেই অস্পষ্ট অন্ধকারেও তিনি দেখতে পেলেন মিস মার্টিন যেকথাটি জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছেন, তার পূর্বাভাস ধরা পড়েছে তাঁর চোখে। মিস মার্টিন জিজ্ঞেস করলেন, "মিঃ ওয়ালিং, আপনি আমাকে বলতে পারেন এমন কোন কথা আছে কি? অবশ্য এমন হ'তে পারে যে আমার সঙ্গে তা আলোচনা করা আপনার ইচ্ছা নয়—তেমন হ'লে আমি নিশ্চয় বুঝে নেব—কিন্তু কি ঘটতে চলেছে, সে-সম্পর্কে আমাকে বলবার মত আপনার যদি কিছু থাকে তবে অনুগ্রহ ক'রে তা বলুন, মিঃ ওয়ালিং।"

শেষ কথাগুলি যেন অস্ফুট মিনতির সুরে বললেন তিনি, আন্তরিকতায় একান্ত, তাই তাঁর মনে হ'ল কিছু ওয়ালিং-এর বলা দরকার। কিন্তু কি? তিনি সময় নেবার জন্যে ধীরে ধীরে জিজ্ঞেস করলেন, "আমার মনে হয় আপনি বলতে চাইছেন যে এই দপ্তরে কে আসবেন?"

মিস মার্টিন বললেন, "আমার পক্ষে এটি জানা এত জরুরী কেন তা আপনি বুঝতে পারেন।"

যতক্ষণ ভরসা করতে পারলেন ততক্ষণ তিনি অপেক্ষা ক'রে রইলেন, কিন্তু সে-অপেক্ষায় লাভ কিছু হ'ল না। তাঁকে সেই একই কথা বলতে হ'ল, "আমার আপনাকে কিছু বলবার থাকলে আমি খুশি হতাম, মিস মার্টিন, কিন্তু দুঃখের বিষয় তা নেই। আমি নিশ্চয় জানি আপনি বুঝতে পারছেন যে অবস্থা বড় গোলমেলে। যদি কোন কার্যনির্বাহক ভাইস-প্রেসিডেন্ট আগে নির্বাচিত হতেন—"

"হাঁ, আমি জানি।" তাঁর স্বর অন্তুত আত্মসমালোচনার মত শোনাল, যেন কার্যনির্বাহক ভাইস-প্রেসিডেন্ট নির্বাচন না হওয়ার দোষ তিনি নিজের ঘাড়েই নিচ্ছেন।

ঘরটিতে অন্ধকার থাকার জন্যে ওয়ালিং-এর সতর্কতা ক'মে গিয়েছিল, আর হঠাৎ যেন তিনি নিজেই শুনতে পেলেন তিনি জিজ্ঞেস করছেন, "মিস মার্টিন, আপনার কাছে কি মিঃ বুলার্ড কখনও কোনও আভাস দিয়েছিলেন যে কাকে কার্যনির্বাহক ভাইস-প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করবার তাঁর ইচ্ছা?"

যতক্ষণ না মিস মার্টিন এ-প্রশ্নটির তাৎপর্য উপলব্ধি করলেন, ততক্ষণ তাঁর দৃষ্টি মিঃ ওয়ালিং-এর মুখের উপরই নিবদ্ধ রইল। মুহূর্তের জন্যে তিনি অন্যদিকে ফিরলেন, সে-সময়টুকু একটি উত্তর ঠিক করবার পক্ষে যথেষ্ট না হ'লেও, তার দ্বিধা সম্বন্ধে মিঃ ওয়ালিংকে বিশেষরূপে সচেতন করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। যদি তিনি উত্তর না দেন...

কিন্তু তিনি উত্তর দিলেন আর তাতে অনিচ্ছার কোন রেশ ছিল না। তিনি বললেন, "না, তিনি কখনও বলেন নি। তিনি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করে-ছিলেন কি না, সে-বিষয়ে আমার সন্দেহ রয়েছে, যদি না এমন হয় যে পরে নিউইয়র্কে তিনি সিদ্ধান্ত স্থির ক'রে ফেলে থাকেন।"

"আমি জানতাম না। আমি—"

"অন্তত একজন আছে যে এ-সমস্তই ঠিক ক'রে রেখেছে।" একথা তিনি হঠাৎ এমনই লঘু সুরে বললেন যে পূর্বে যা-কিছু কথা হয়ে গেল তার সঙ্গে এর বড়ই অসামঞ্জস্য মনে হচ্ছিল।

ওয়ালিং-এর মনে লরেন শ-এর চিন্তাই ফেটে পড়ল। তিনি প্রশ্ন করলেন, "কে তিনি, মিস মার্টিন?" আর এর উত্তরে তিনি কি বলবেন, তাই শোনবার জন্যে ওয়ালিং নিজেকে শক্ত করলেন।

মিস মার্টিন জবাব দিলেন, "লুইগি। সে আপনাকেই এখানে তুলতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে রয়েছে।"

কথাটি এত অপ্রত্যাশিতভাবে এল যে এতে দেহের প্রতিক্রিয়া তিনি থামাতে পারলেন না, আর তিনি দেখেন মিস মার্টিন সেটি লক্ষ্য করছেন।

মিস মার্টিন বললেন, "আপনি যে এত বিস্মিত হয়ে গেলেন, মিঃ ওয়ালিং সেজন্যে আমি দুঃখিত। আমি আশা করেছিলাম আপনি তা হবেন না।"

এর জবাবে শুধু একটু হাসবারই তাঁর ভরসা হ'ল মাত্র, সে-হাসি মিস মার্টিনের কাছে অর্থহীন হয়ে থাকবে, কারণ তাঁর নিজের কাছেই তা অর্থহীন ছিল।

মিস মার্টিন তাঁর নাম ধ'রে ডাকছেন শুনে দরজার কাছে তাঁকে থামতে হ'ল। "মিঃ ওয়ালিং, আপনার সাহায্যের জন্যে যদি আমার কিছু করবার থাকে, আশা করি আপনি আমাকে ডাকবেন। যদি আমি এখানে না থাকি, তবে আমি বাড়িতে থাকব। টেলিফোন বইয়ে আমার নম্বর রয়েছে।"

তিনি বললেন, "ধন্যবাদ, মিস মার্টিন।"...আর তাঁরই সেক্রেটারীর পিছনে তিনি তাঁর ডেস্কের ওপাশে চেয়ারটি দেখতে পেলেন...একফালি সূর্যরশ্মি ছুরির ফলার মত পর্দা ভেদ ক'রে চেয়ারের লাল চামড়াটি উজ্জ্বল ক'রে তুলেছে।

পঁচিশ-তলায় দরজাটি যখন খুলল, তখন লুইগি মৃদু হাসল।

লা গার্ডিয়া বিমানঘাঁটি, লঙ্ আইল্যাণ্ড

বেলা ১১-০২

রনি বলেছিল বিমানচালক জর্জ ক্যাস্ওয়েলের সঙ্গে শেল-দপ্তরে দেখা করবে। কাঁচের কুঠরিটির মধ্যে জর্জ ক্যাস্ওয়েল উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে তাকালেন। তারপর আড়চোখে দেখতে পেলেন বাইরে জীপগাড়ি থেকে কে একজন হাত নাড়ছে। তিনি চিনতে পারলেন সে হার্ট, রুকারি কাগজ কর্পোরেশন কাজের জন্যে তার প্রেসিডেন্টকে যে-বিমানটি ব্যবহারের জন্যে দিয়েছিল, হার্ট ছিল তারই প্রধান চালক। গত বছর একটি সপ্তাহ শেষে তিনি যখন স্যামন্ মাছ ধরতে রনির সঙ্গে আকাশপথে কানাডায় যান, তখন থেকে হার্টকে তাঁর মনে ছিল।

হার্ট হৃদ্যতার সুরে জিজ্ঞেস করল, "আপনি কেমন আছেন, স্যর?" তার ওজন-করা সম্মান ও ভদ্রতা একেবারে ঠিক মাত্রায় মিশে গিয়েছিল। হার্ট ভাল বিমানচালক। রনি বলেছিল দেশে এমন কোন কর্পোরেশন-প্রেসিডেন্ট নেই যাঁর বিমান চালকের কৃতিত্ব হার্টের সমান..."ছাব্বিশ বছর বয়সেই বিমানবাহিনীর কর্নেলের পদ পেয়েছে...বুকে তার যতটা জায়গা আছে, তার চেয়ে বেশী মেডেল...দেশে এমন কোন বিমানপথ নেই যেখানে তাকে পাবার জন্যে সব কিছু দিতে তারা রাজী নয়।"

যখন তাঁরা মাঠের মধ্যে গাড়িতে যাচ্ছিলেন, তখন জর্জ ক্যাস্ওয়েল রুকারির ট্রেড্মার্ক সামনে লাগানো বিমানখানি দেখতে পেলেন। প্রথমে এটি ছোট দেখাচ্ছিল, কাছেই এক প্রকাণ্ড কন্স্টেলেশান বিমানের তুলনায় ছোটই

দেখাচ্ছিল, কিন্তু যখন তিনি কেবিনের মধ্যে পা দিলেন তখন দ্রুতই সে-ধারণা চ'লে গেল। আর মুহূর্তের জন্যে এই দুই ইঞ্জিন-যুক্ত শক্তিশালী সৌখিন যানটি তাঁর নিজের ভ্রমণে লাগার দরুন অপচয়ের কথাটাও মনে হ'ল তাঁর। কিন্তু সেই কানাডা যাবার সময়ে রনি যেকথা বলেছিল সেই স্মৃতিতে মনের এই ভাবটিকে তাড়াতাড়ি চাপাও দিয়ে দিল। সে বলেছিল, "নিশ্চয়, কিসের পরোয়া, খরচের দিক থেকে এটা আজগুবি ব্যাপার। এর কোনও মানে হয় না, কিন্তু হতভাগা আয়করেরও কিছু মানে হয় না। বড় কর্পোরেশন তার প্রেসিডেন্টকে সব কর দেবার পর, বলবার মত কিছু টাকা দিতেও পারে না; তাই আমাকে খুশি রাখবার জন্যে তাদের টাকা ছাড়াও একটা কিছু দিতে হয়। উৎসাহ জাগাবার খাসা ব্যবস্থা বটে। আমি যদি লাভ বাড়িয়ে না চলি, তবে বোর্ডের কর্তারা আমার খেলনাটি কেড়ে নেবে।"

ক্যাস্‌ওয়েল ব'সে ভাবতে লাগলেন, রনি নিশ্চয় লাভের ব্যাপার সম্প্রতি ভালই চালাচ্ছে। সেবার কানাডা যাবার পর বিমানের ভিতরটা সম্পূর্ণ নূতন করা হয়েছে আর নূতন সাজসজ্জা লাগানো হয়েছে।

হার্ট তাঁর পাশে থেমে জিজ্ঞেস করল, "সব ঠিক আছে, স্যর?"

"চমৎকার।"

জবাবে হার্ট হৃদ্যতার ভঙ্গিতে আধা সেলাম ক'রে সহকারী চালকের অনুসরণ ক'রে সামনে গেল।

জর্জ ক্যাস্‌ওয়েল সমালোচকের চোখে নূতন আসবাবপত্র লক্ষ্য করতে লাগলেন। এর পক্ষে সেগুলি যথেষ্ট ভালি...বেশ ঠিকই আছে...কিন্তু ট্রেড্‌ওয়ের ছোকরারা তাঁর জন্যে যেমন ক'রে দিতে পারবে, ঠিক তার মত নয়। সেই ওয়ালিং লোকটিকে সুযোগ দিলে তিনি ভিতরের পরিকল্পনা এমন ক'রে দিতে পারবেন যা বৈশিষ্ট্যের জিনিসে দাঁড়াবে...হয়ত ড্যান যে-জাহাজটি সুইডেন থেকে আনেন, তার কেবিনটির মতই। না, তা করলে ভুল হবে ...ওয়ালিং-এর উপরই ছেড়ে দিতে হবে...কর্তৃত্বের ভার ছেড়ে দেওয়া চাই ...এই হ'ল কাজ চালাবার রীতি।

প্রথম মোটরটির শব্দ হ'ল, তারপর সেটি সম্পূর্ণ জোরে গর্জন ক'রে উঠল। তারপর দ্বিতীয়টি। জর্জ ক্যাস্‌ওয়েল পালকের কুশনে আরামে হেলান দিয়ে ঘুলঘুলি দিয়ে সামনে দেখতে লাগলেন। তাঁর নূতন জীবন আরম্ভ হচ্ছে। সুখের এতটা কাছে আগে তিনি কখনও আসেন নি। মিল্‌বার্গ মাত্র এক ঘন্টার পথ।

তাঁর চেতনার দূর গহনে, সুস্পষ্ট চিন্তার একেবারে প্রান্তসীমায় এই বোধ

ছিল যে পিল্‌চারের প্রতি তাঁর আচরণ ঠিক ক্যাস্‌ওয়েলদের সংস্কার অনুযায়ী শিষ্টাচারসঙ্গত হয়নি...তাঁর বাবা অতি অবশ্যই অনুমোদন করতেন না...কিন্তু তাঁর বাবা কখনও যথার্থ সুখী ব্যক্তি ছিলেন না।

মিল্‌বার্গ পেন্‌সিলভ্যানিয়া

বেলা ১১-১৪

যখন ডন ওয়ালিং নর্থ ফ্রন্ট স্ট্রীট ধ'রে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিলেন তখন তাঁর মনে আশা নিরাশার দ্বন্দ্ব ছিল না। সেটি ছিল ভূমিকা, উৎপত্তির অবস্থা, ঘটনার উৎপত্তি। এখন তা সত্যি। ট্রেড্‌ওয়ে কর্পোরেশনের প্রেসিডেন্ট তিনিই হবেন।

তিনি জানতেন তাঁর সামনে এখনও জোর ক'রে সম্মতি নেবার কাজটি রয়েছে, কিন্তু তা আশ্চর্যও নয়, অস্বাভাবিকও নয়। এমন আগেও ঘটেছে। অতীতে অনেকবার এমন হয়েছে তিনি অন্যদের কোনও সত্যি দেখাতে সমর্থ হবার অনেক আগেই নিজে সেটি জানতে পেরেছেন। প্রথম থেকেই তিনি জেনেছিলেন বিপরীত চাপের পদ্ধতিটি ফিনিশের চুল্লিতে কার্যকরী হবে, কিন্তু জেসি গ্রিমকে তা বোঝাতে তাঁর ছটি মাস লেগে গিয়েছিল। ওয়াল্ট ডাড্‌লে দুর্ভাবনা ছাড়বার অনেক পূর্বেই তিনি জেনেছিলেন মিল্‌ওয়ে ফেডারেল লাইন সফল হবে...পেটেন্টের মামলায় জয় হবে.. পিট্‌স্‌বার্গ কারখানায় রঙের ফিনিশ ছেড়ে ক্রোমিয়ামেই মন দেওয়া উচিত...শিকাগোর ম্যানেজার হিসাবে পিয়ার্সনই উপযুক্ত লোক...কর্মিসঙ্ঘ আসলে সারা কোম্পানি জুড়ে দরকষাকষি চাইছে...হাঁ, এইসব জিনিসই তিনি জেনেছিলেন, কিন্তু আরও অলস মনগুলি তাঁর কাছে এসে পেঁছিবার জন্যে যতক্ষণ অপেক্ষা করতে তিনি বাধ্য হয়েছিলেন, সে-সময়ে সর্বদাই দেরির জন্যে তাঁর স্নায়ুপীড়া দেখা দিয়েছিল...কিন্তু চুলায় যাক, এবারে এ অন্য রকম...অপেক্ষা করবার কোনও কারণ নেই। তাঁদের জানা উচিত...তাঁদের সবাইয়ের!

এক অদ্ভুত বিক্ষিপ্ত চিন্তা এসে গেল, তা এত মজার যে প্রায় হাসিই এল, তা থেকে তাঁর মনে পড়ল যে লুইগি-ই প্রথম জেনেছিল...প্রথমে লুইগি আর তারপর এরিকা মার্টিন। এখন অন্যদের জানতে হবে...আর সেই অন্যদের মধ্যে প্রথম হলেন জুলিয়া ট্রেড্‌ওয়ে প্রিন্স।

জুলিয়া ট্রেড্‌ওয়ে প্রিন্সের কাছে যাবার সংকল্প ডন ওয়ালিং-এর সম্পূর্ণ

ঝোঁকের মাথায়ই হয়েছিল, অন্তর্জ্ঞানেই তিনি এই সুযোগটি আঁকড়ে ধরেছিলেন, যাতে জেসি গ্রিমের ভোটের বদলে মিসেস প্রিন্সের ভোট দিয়ে তাঁর বিশ্বাস-ঘাতকতার প্রতিদান দিতে পারেন। যদিও নির্বাচনটি যে এক অর্থহীন অনুষ্ঠান মাত্র, যাতে পূর্বে তিনি যা জেনেছেন তাই সমর্থিত হবে, এর বেশি কিছু ভাবাও তাঁর পক্ষে কঠিন ছিল, তবু এখন চকিতে তাঁর মনে এসে গেল যে ডাড্‌লের সমর্থন তিনি পাননি। মুহূর্তের জন্যে তিনি ভুলে গিয়েছিলেন যে ওয়াল্ট ডাড্‌লের ভোটের মূল্য ধ'রেই প্রেসিডেন্টের পদটি ধরা হয়েছিল।

অল্ডার্‌সনের কি এতটা মাথা খারাপ হয়েছিল যে সত্যিই তিনি তাই করে-ছিলেন...একটি ভোটের জন্যে প্রেসিডেন্টের পদ ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন? বুড়ো আহাম্মক নিশ্চয় পাগল হয়ে গেছেন! জুলিয়া ট্রেড্‌ওয়ে প্রিন্সের ভোটটি যথেষ্ট নয়...তাঁকে ডাড্‌লের ভোটও পেতে হবে। অল্ডার্‌সনের হয়েছে কি...কেন তিনি ইতস্তত ক'রে ডাড্‌লেকে আঙ্গুলের ফাঁক থেকে গ'লে যেতে দিলেন। হাঁ, চুলায় যাক, এ-দোষ অল্ডার্‌সনের আর এখন অল্ডারসনকেই এ-বিষয়ে কিছু করতে হবে!

অধৈর্য হয়ে আর জুলিয়া ট্রেড্‌ওয়ে প্রিন্সের সঙ্গে তাড়াতাড়ি কাজ মিটিয়ে ফেলবার জন্যে তাঁর যে-বিলম্ব হবে সেজন্যে বিরক্ত হয়ে ডন নর্থ ফ্রন্ট থেকে মোড় ঘুরে অল্ডার্‌সনের বাড়ির দিকে ছুটলেন। তিনি ফ্রেডের ল্যাজে মোচড় লাগাবেন...ডাড্‌লেকে ঠিক করবার জন্যে তাঁকেই সেখানে পাঠাবেন। বুড়োর সম্ভবতঃ তা ভাল লাগবে না, কিন্তু একেবারেই বরাবরের জন্যে তাঁর জেনে নেওয়া ভাল যে ট্রেড্‌ওয়ে কর্পোরেশনের প্রেসিডেন্ট এত বেশী ব্যস্ত যে ব'সে ব'সে কতকগুলি নড়বড়ে ভাইস-প্রেসিডেন্টকে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলাবার জন্যে তিনি অপেক্ষা করবেন, তত সময় তাঁর নেই।

অবাক কাণ্ড, লুইগি পর্যন্ত জেনেছে!

বেলা ১১-২১

ফ্রেডারিক অল্ডার্‌সন কারুকার্য-করা জানলার ফ্রেমের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলেন। কিন্তু তাতে যে স্থূল-নিতম্ব কন্দর্পগুলি কিংবা তাদের অবিরাম ঊর্ধ্বগতির লক্ষ্যবস্তু হিসাবে যে-আঙ্গুরের গুচ্ছগুলি খোদাই-করা ছিল, সেগুলি তিনি দেখছিলেন না। তিনি সাগ্রহে মনে করছিলেন এক অসংযত মুহূর্তে তিনি এডিথের সঙ্গে ডন ওয়ালিং-এর সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ না করলেই ভাল হ'ত। কারুর সঙ্গে কথা বলা তাঁর বড়ই প্রয়োজন হ'লেও

তাঁর মনে রাখা উচিত ছিল যে এডিথ কখনও বুঝতে পারেন না...বিশেষতঃ যখন তিনি বুনতে থাকেন...যেকোনও কথাবার্তার শেষ সীমা, যে-সীমার পর আর কিছু বলার থাকে না, সেটি কি।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "কিন্তু ফ্রেড, মিঃ ওয়ালিং যদি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হ'তে নাই পারেন, তবে কেন তিনি ভাবছেন তিনি তা হ'তে পারেন?" এ-প্রশ্ন প্রশ্নই নয়, বোনার ঘর গোনাব সুরে লক্ষ্যহীনভাবে এটি বলা হ'ল।

ফ্রেড পুনরাবৃত্তি ক'রে বললেন, "আমি জানি না।" গত আধ ঘন্টায় যে-কথা ব্যক্ত ও অব্যক্ত আকারে তিনি একশ বার বলেছেন, তাই তিনি বললেন।

"তিনি কি দেখছেন না, এ অসম্ভব?" কথার শব্দটির জন্যেই এডিথ কথা বলছিলেন, যেমন তাঁর চেয়ে সুখী নারী কাজ করতে করতে গুনগুন ক'রে গান করত। তিনি বলতে লাগলেন, "জেসি যদি তাঁর জন্যে ভোট না দেন আর মিঃ ডাড্‌লে মিঃ শ'কে ভোট দেন—এখন সে-নীলটা কোথায় রাখলাম—ও এই যে এখানে। তিনি কি দেখছেন না এটি অসম্ভব, ফ্রেড?"

"আমি জানি না।"

স্ত্রীর স্বর ক্ষীণ হয়ে উঠছিল কিন্তু বহুক্ষণ পর্যন্ত তিনি বুঝতে পারেন নি এ-ক্ষীণতার কারণ তিনি যে-আত্মরক্ষার জন্যে কান বন্ধ ক'রে নিয়েছেন তা নয়, আসলে তিনি না জেনে সারা হলঘরটি পেরিয়ে গিয়ে এখন লাইব্রেরীতে দাঁড়িয়ে আছেন। যে-স্বর আবার আস্তে আস্তে তাঁর চেতনায় এল, সে এডিথের গলার নয়, তাঁর ডেস্কের উপর ফ্রেমের মধ্যে যে-ব্যক্তির ছবিটি ঝুলছিল, এ তাঁরই কণ্ঠস্বর।

অ্যাভেরি বুলার্ড বলছিলেন, "আমি জানি তুমি এটি অসম্ভব মনে করছ। কিন্তু চুলায় যাক, ফ্রেড, যেভাবেই হোক এ আমরা করব।"

অসম্ভব...হাঁ, সবাই তাই বলেছিল। পুরনো ট্রেড্‌ওয়ে আসবাব কোম্পানিকে দেউলিয়া হওয়া থেকে বাঁচানো অসম্ভব...অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারটি ঘটানো অসম্ভব...নগদ একটি সেন্টও না দিয়ে কগ্‌ল্যান কারবারটি কেনা অসম্ভব...সেই ১৯৩৭ সালের ঋণপত্র বার ক'রে ছাড়া অসম্ভব...অসম্ভব, অসম্ভব, অসম্ভব..."ফ্রেড, তুমি বুঝতে পার না, যতক্ষণে সব মন্থরবুদ্ধি নির্বোধ দেখতে পায় যে জিনিসটা সম্ভব, ততক্ষণে বেয়াড়া রকম দেরি হয়ে যায়?"

অ্যাভেরি বুলার্ড সম্পর্কে এই একটি জিনিস শেখা হয়েছে...তাঁর সঙ্গে তর্ক করা চলবে না...কোন জিনিস যে অসম্ভব তা তাঁকে বলবার চেষ্টা করা চলবে না...মন্থরবুদ্ধি নির্বোধ হওয়া চলবে না। অ্যাভেরি বুলার্ডের বিরুদ্ধে লড়াই চলত না, কারণ কিসের বিরুদ্ধে যে লড়াই হচ্ছে তাই কখনও বোঝা

যেত না। মানুষ কথা বলতে পারার আগেই তাঁর মনে অন্য জিনিস এসে পড়ত...নূতন কথাটি যত তাড়াতাড়ি খেলে যেত, পুরনোটিও তেমনিই মিলিয়ে যেত...এক মুহূর্তের রাগ পরের মুহূর্তে চ'লে যেত..."জেসি গ্রিম জাহান্নমে যান! আমার তাঁকে চাই না। আমি পারি..."

শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে থাকার পর ফ্রেডারিক অল্ডার্‌সন চোখ পিট পিট করতে লাগলেন। শেষের স্বরটি ছিল অন্য গলার, ভুল হবার মতই সাদৃশ্য রয়েছে, কিন্তু তবু পার্থক্যও নজরে পড়ে। এ বুলার্ডের স্বর নয়...এ ওয়ালিং-এর। তিনি চেষ্টা করলেন পার্থক্য মুছে দিতে, পুনর্জন্মের কথা জোর ক'রে স্বীকার করতে, মৃত্যুই যে জীবন হয়ে উঠবে, মৃত ব্যক্তিটিই জীবিত মানুষ হয়ে যাবে, এই কথা বিশ্বাস করতে।

এক লুপ্ত আশার শেষ প্রাণস্পন্দনটি ধীরে ধীরে শেষ হওয়া পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা করলেন। এ কখনও হ'তে পারে না। তাঁর তা জানা উচিত ছিল। ডন ওয়ালিংই যে অ্যাভেরি বুলার্ডের স্থান অধিকার করবেন, সহজ জ্ঞানের এই অনুভূতিতে আজ সকালে তিনি ভ্রান্ত হয়েছিলেন। এই ভ্রমে পড়া তাঁর উচিত হয়নি। তাঁর স্মরণ রাখা উচিত ছিল যে তাঁর সহজ জ্ঞানকে তিনি কোন দিন বিশ্বাস করতে পারেন নি। সে-জ্ঞান তাঁর একটুও ছিল না। এ তাঁর সারাজীবনই সত্য হয়েছে...এখনও তা সত্য...তা তাঁর জানা উচিত ছিল।

তাঁর দেহ শিথিল হয়ে আসছিল, একটি চেয়ার পেয়ে তিনি ভর দিয়ে ব'সে পড়লেন। যে-পৃথিবীতে তিনি এখনও অদ্ভুতভাবে বেঁচে আছেন, সেখানে তিনি ভয়ঙ্কর একা, তাঁর বার্ধক্যের এই গুরুভার যেন তাঁকে আরও নিচে ঠেলে দিচ্ছিল। অ্যাভেরি বুলার্ড মৃত। দেয়ালের ছবিটি এক ফটো মাত্র। ঐ চোখ দেখতে পায় না...ঐ ঠোঁট নড়ে না...আদেশ নেই...নির্দেশ নেই... আছে শুধু মৃত্যুর অখণ্ড নীরবতা।

ফ্রেডারিক অল্ডার্‌সন যে-ভুল করেছেন, তার ভয়ঙ্কর গুরুত্ব স্বীকার ক'রে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কৃশ দেহে এক কম্পন খেলে গেল। তিনিই ত ওয়ালিংকে এই আশা দিয়েছেন যে তিনি প্রেসিডেন্ট হ'তে পারবেন। যে-সংগ্রাম কখনও জয় করা যাবে না, ওয়ালিং যে সেই যুদ্ধে প্রাণপাত করবেন, সে-দোষ ত তাঁরই।

এডিথের স্বর আবার তাঁর কানে গেল। এ পুরনো কথা, আরও দুবার বলার পর তবে তাঁর বিশ্বাস এল যে এ তাঁর স্মৃতির কথা নয়। তিনি জিজ্ঞেস করছিলেন, "ফ্রেড, তুমি ভাল আছ ত?"

"হাঁ, আমি ভালই আছি।"

"মিঃ ওয়ালিং এসেছেন, তোমার সঙ্গে দেখা করতে।"

"ওয়ালিং—এখানে।" আশা নেচে উঠল। ওয়ালিংও তবে তা বুঝেছেন। তিনি এসেছেন ব্যাপারটি সোজাসুজি দেখতে পেয়ে...যে অর্ধেক পাওয়া কিছু না পাওয়ার চেয়ে ভাল...যে মোটের উপর ওয়াল্ট ডাড্‌লে খুব মন্দ প্রেসিডেন্ট হবেন না...যে এসব ভালর জন্যেই হয়েছে।

তিনি যখন ফিরে ডন ওয়ালিং-এর সামনাসামনি হ'তে গেলেন, তখন পরম তৃপ্তির আরাম এল। তিনি যে ক্ষমা প্রার্থনা শোনবার প্রত্যাশা করছিলেন, তা উড়িয়ে দেবার জন্যেই তিনি প্রস্তুত রইলেন।

কিন্তু ডন ওয়ালিং-এর ভাঙ্গা গলায় কোন দোষ স্বীকার উচ্চারিত হ'ল না, এমন কি আরম্ভের কুশল বিনিময়ও নয়। তিনি একেবারেই ব'লে উঠলেন, "তুমি ওয়াল্টকে বাড়ি নিয়ে গিয়েছিলে, নয়?"

"হাঁ, আমি—"

"আর আমার পক্ষে ভোট দেবার কোন কথা তুমি তাঁকে বলনি?"

"ভোট দেওয়া?"

"কি মুশকিল, ফ্রেড, তুমি কি বুঝতে পারনি যে তাঁর ভোট আমার চাই? আমি এ-জিনিসটা তাড়াতাড়ি ঠিক ক'রে ফেলতে চাই। এক গাদা বাজে তর্ক ক'রে এ ফেলে রেখে দেওয়া হবে কেন? যদি তিনি ও শ একসঙ্গে মেলেন, তবে সময় নষ্ট হবে। নির্বাচনটি আমাদের মিটিয়ে শেষ ক'রে দিতে হবে। তা তুমি আমার মত ভালই জান। লক্ষ লক্ষ দরকারী জিনিস করবার রয়েছে! তাঁর কাছে গিয়ে কথা বল, ফ্রেড—তাঁকে দলে টান—অবস্থাটা কি তাঁকে বল।"

কথার যে এই ঝড় ব'য়ে গেল, তারই মাঝামাঝি ফ্রেডারিক অল্ডার্সনের হতবুদ্ধি ভাবটি বদলে আশ্বাসের বোধ এল। অ্যাভেরি বুলার্ডের সঙ্গে চির-জীবন কাটিয়ে তিনি শিখেছিলেন সব ঝড়ের মাঝখানেই একটি শান্ত অংশ থাকে, আর ঝড়ের ভিতরে চ'লে গিয়ে সেটি বার করা তাঁর কর্তব্য...হাঁ, এ-কাজ তাঁরই। এ সহজ হবে না...কখনও তা হয়নি...কিন্তু পরে তা আদর পাবে।

অ্যাভেরি বুলার্ডের কথার ঝড় কমাবার জন্যে যে-ভঙ্গীটি বিশেষ কাজের হ'ত, সেইভাবে জোর গলায় প্রত্যেকটি কথা টেনে টেনে তিনি বললেন, "এক মিনিট অপেক্ষা কর।"

"ফ্রেড, কি বিপদ, আমি আর পারছি না।"

তাড়াতাড়ি এই জায়গাটিতে কথার গতি বদলে ফেলতে যেমন তিনি শিখে-ছিলেন, সেইভাবেই তিনি বললেন, "সবুর কর এখন! তুমি যদি আমায় বল

যে কি তুমি আমাকে করাতে চাও, আর ঠিক কিভাবে আমাকে তা করাতে চাও—"

ঝড় গর্জে উঠল, "কিভাবে করবে তা আমার তোমাকে ব'লে দিতে হবে কেন? আমি এটি করাতে চাই, চুলায় যাক, আর তুমি কিভাবে তা করবে সে আমি গ্রাহ্য করি না।"

ফ্রেডারিক অল্ডারসন খুশি হয়ে বুঝলেন যে তাঁর আশ্বাস দৃঢ় হচ্ছে। সমস্তই ঠিক সেই ছাঁদ অনুযায়ী চলেছে, প্রায় প্রত্যেকটি কথা। সবচেয়ে খারাপ অংশটি পার হয়ে গেছে, ঝড়ের বেগ থেমে আসছে।

যেন সারা বুক খালি ক'রে ওয়ালিং এমনই এক নিঃশ্বাস ছাড়লেন যে বোধ হ'ল তাঁর পাঁজরা ব'সে গেল। তিনি বললেন, "ফ্রেড, আমি তোমার সাহায্য চাই। যদি তুমি ডাড্‌লেকে ঠিক করতে পার আর আমি জুলিয়া ট্রেড্‌ওয়ে প্রিন্সকে দলে আনতে পারি, তবে আমরা শীগ্‌গীর সমস্ত জিনিসটা গুছিয়ে নিয়ে কাজ আরম্ভ ক'রে দিতে পারি।"

জুলিয়া ট্রেড্‌ওয়ে প্রিন্সের ভোট পাবার কি উপায় ওয়ালিং স্থির করেছেন, সেকথা তাঁকে জিজ্ঞেস করবার লোভ হচ্ছিল, কিন্তু সে-ভুল না করবার মত জ্ঞান ফ্রেডারিক অল্ডার্‌সনের ছিল। অনেক আগেই তিনি শিখেছিলেন যে কোন নূতন বিষয় ধরবার আগে অবশ্যই সর্বদা তাঁকে তাঁর নিজের হাত পরিষ্কার ক'রে ফেলতে হবে। তিনি বললেন, "এ দুঃখের কথা, আমি ডাড্‌লেকে যে ঠিক ভাবে সামলেছি, সে তুমি বুঝতে পারছ না, কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি না—" বাধা দেবার জন্যে সুকৌশলে আমন্ত্রণ জানানো হিসাবেই তিনি থামলেন।

ওয়ালিংও সেই তালে পা ফেলে বললেন, "আমি একথা বলিনি যে তুমি তাঁকে ঠিক ভাবে সামলাও নি, ফ্রেড। আমি শুধু বলতে চেয়েছিলাম—আচ্ছা, ভুলে যাও সেকথা—কেবল সেখানে গিয়ে তাঁকে দলে ভিড়িয়ে নেবার কোনও পথ বার কর। আমি তোমার উপর নির্ভর ক'রে আছি, ফ্রেড। তোমার সাহায্য আমার দরকার।"

এই অবস্থায় যেকথাটি বলা সব সময়ে ঠিক প্রমাণিত হয়েছে, সেইভাবে অল্ডার্‌সন বললেন, "বেশ, তা আমি বোধ হয় করতে পারব।" কিন্তু এর পরের চাল কি হবে সে-বিষয়ে এখন তিনি হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। তিনি জানতেন আর এক পুরাদস্তুর ঝড় না তুলিয়ে তাঁর উপর ন্যস্ত এই কাজটির বাধার কথা তুলতে পারবেন না, তবু একথা ত স্পষ্টই বোঝা যায় যে ডাড্‌লেকে শ-এর দল থেকে নিয়ে আসতে কোন একটা লোভ দেখানো চাই। তাঁকে কার্যনির্বাহক ভাইস-প্রেসিডেন্টের পদ দেবার প্রস্তাব করলে কেমন হয়?

সেটা অন্তত, শ তাঁর জন্যে যা করবেন, তার সমানই হবে। হাঁ, এ-মতলব ভাল...কিন্তু, বরাবরকার মত মতলবটি আরও ভাল হ'ত যদি তা তাঁর নিজের না হ'ত। তিনি বললেন, "বেশ, দেখি এখন—শ যদি প্রেসিডেন্ট হতেন, তবে সম্ভবতঃ তিনি ডাড্‌লেকে দেবার প্রস্তাব করতেন—"

"শ প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন না! তা তুমি বুঝতে পারছ না?"

"না, না অবশ্যই নয়," তাড়াতাড়ি পিছিয়ে যাওয়ার মত অল্ডার্‌সন এই কথা বললেন। ওয়ালিং-এর কাছে এইভাবে কথার সূচনা করা তাঁর উচিত হয়নি। তিনি বললেন, "আমি শুধু ভাবছিলাম যে ওয়াল্টকে যদি আমরা নির্দিষ্ট একটা কিছু দেবার প্রস্তাব করি—"

ওয়ালিং লড়াইয়ের ভঙ্গিতে বললেন "তাঁকে আমাদের কিছু দেবারই বা প্রস্তাব করতে হবে কেন?"

"মানে—"

ওয়ালিং হঠাৎ অসহিষ্ণু হয়ে বললেন, "বেশ, তোমার যা করবার কর। তর্ক করবার আমার সময় নেই। আমায় মিসেস প্রিন্সের সঙ্গে দেখা করতে হবে।"

এই কথাবার্তার সময়ে ওয়ালিং সমস্তক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাই শুধু ফিরে এক পা এগনোর মানেই তাঁর বেরিয়ে যাবার সূচনা। কিন্তু কর্তব্যের খাতিরে ফ্রেডারিক অল্ডার্‌সন তাঁকে থামাতে বাধ্য হলেন আর তাঁর ক্ষিপ্র নির্দেশে ওয়ালিং অধৈর্যভাবে জোরে মাথাটি ফিরালেন।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "কি?"

ফ্রেডারিক অল্ডার্‌সন নিজের ঠোঁট ভিজিয়ে নিলেন। এইটাই ছিল মোড় ঘোরবার ক্ষণ, এই চূড়ান্ত মুহূর্তটিতেই ওয়ালিংকে সাহায্যদান জোর ক'রে স্বীকার করিয়ে নিতে হবে।

"মিসেস প্রিন্সের সঙ্গে তোমার কতটা ভাল জানাশুনা আছে?" প্রশ্নটি তিনি শান্ত ভাবেই জিজ্ঞেস করলেন—সতর্কভাবে—যেন গলার স্বরে নির্ভুল সতর্ক-বাণী বোঝা যায়।

"তুমি কি বলতে চাইছ?"

অল্ডার্‌সন দেখলেন তাঁরই জিত হয়েছে, তিনি বললেন, "এক মিনিট ব'স। যদি তুমি জুলিয়া ট্রেড্‌ওয়ে প্রিন্সের সঙ্গে কথা বলতে যাও, তবে তাঁর বিষয়ে কয়েকটি ব্যাপার তোমার জানা উচিত।"

ওয়ালিং এ-নির্দেশ আধাআধি মেনে ডেস্কের ধারটিতে ব'সে বললেন, "তাঁর আবার কি ব্যাপার?"

"অর্থাৎ, তুমি ত বুঝতেই পার যে আমি মিঃ বুলার্ডের খুব ঘনিষ্ঠ ছিলাম, এতটা কাছাকাছি যে অনেক জিনিস জানতাম—" মাথা তুলতেই তাঁর কথা থেমে গেল। ওয়ালিং-এর পিছনে তাঁর কাঁধের উপর দিয়ে তিনি দেখলেন ছবির ফ্রেমের মধ্যে অ্যাভেরি বুলার্ড কঠিন অপলক দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে আছেন।

ওয়ালিং জিজ্ঞেস করলেন, "অর্থাৎ?"

অল্ডার্‌সন ন'ড়ে চ'ড়ে নিজের স্থান বদলে সে-দৃষ্টি এড়াবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু মনে হ'ল সে-দৃষ্টি তাঁর অনুসরণ করছে আর অ্যাভেরি বুলার্ড ও জুলিয়া ট্রেড্‌ওয়ে প্রিন্সের মধ্যে যা ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল সে-বিষয়ে কিছু বলার উপর নিষেধ জারী করছে। তিনি বললেন, "তিনি—অর্থাৎ, তাঁর যা-কিছু আছে, তার জন্যে মিঃ বুলার্ডের কাছেই তিনি ঋণী। তাঁর জন্যে মিঃ বুলার্ড যা করে-ছিলেন, তা না করলে—অর্থাৎ, তাঁর কিছুই থাকত না—তাঁর বাবার কাছ থেকে যে-স্টক তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন, তার এক পেনিও দাম হ'ত না।"

ওয়ালিং অধৈর্যভাবে জিজ্ঞেস করলেন, "তিনি ত তা জানেন, নয়?"

"হাঁ, আমার বোধ হয় তিনি জানেন—এক রকম। কিন্তু টাকা হ'লে অনেক লোকেরই যেমন হয়, তিনিও তেমনই। টাকা পাবার পর এঁরা ভুলে যান যে সে-টাকা কোথা থেকে এসেছিল। তাঁরা ভাবেন যে এতে তাঁরা অধিকার পেয়ে গেছেন—মানে, আমি এটা বলতে চাইছি যে কোম্পানির প্রতি তাঁর মনোভাব আমাদের আর সবাইকার মত নয়—তোমার আর আমার মত নয়। একমাত্র যে-জিনিসটির তাঁর কাছে গুরুত্ব আছে, সে হ'ল তাঁর লভ্যাংশের টাকা। এমন সব সময় গেছে যখন—অর্থাৎ যখন তিনি মিঃ বুলার্ডের অনেক অসুবিধা করেছেন।"

ওয়ালিং-এর মুখ দেখেই তিনি বুঝলেন যে তিনি হেরে যাচ্ছেন, দ্বিধায় প'ড়ে ব্যাপারটি খারাপ ক'রে ফেলেছেন, আর তাঁর কথায় যে-অধৈর্য ও বিরক্তির সুর ছিল, তাতেও তা সমর্থিত হ'ল; তিনি বললেন, "ব্যাপারখানা কি, দু-ডলার হারে লভ্যাংশে কি তিনি সন্তুষ্ট নন?"

অল্ডার্‌সন, তাঁর জোর ক'মে যাচ্ছে বুঝে, ক্ষীণভাবে বললেন, "না-না, গত কয়েক বছর তা এত খারাপ হয়নি—আমরা লভ্যাংশ বাড়াবার পর থেকে আর নয়।"

ওয়ালিং দরজার দিকে এগিয়ে বললেন. "তুমি এখনই বেরিয়ে ওয়াল্টের সঙ্গে দেখা করবে। করবে ত?"

তিনি তাড়াতাড়ি প্রতিশ্রুতি দিলেন, "তুমি আমায় যা করতে বলবে।"

বোঝাবুঝি রাখবার জন্যে এক শেষ ব্যাকুল দাবিতে তাঁর কণ্ঠস্বরে জোর দিতে হ'ল।

এই শেষ আশার মুহূর্তটিতে—ওয়ালিং পিছনে হাত বাড়িয়ে তাঁর কাঁধ স্পর্শ করলেন, আর চট ক'রে হেসে বলিষ্ঠ স্বরে বললেন, "ধন্যবাদ ফ্রেড। আমি এ ভুলব না। তুমি না থাকলে আমি কি করতাম তা জানি না।"

আর তারপরই তিনি চ'লে গেলেন। কিন্তু তাঁর কণ্ঠস্বরটি র'য়ে গেল—গুরুত্বসূচক—আস্তাবাহী—প্রাণের শব্দ।

"ফ্রেড, তুমি কোথায় চলেছ?"

এ ছিল এডিথের গলা। কেমন ক'রে না জেনেই তিনি নিজের টুপি নিয়েছিলেন আর সামনের দরজাটি ইতিমধ্যেই তিনি হাত দিয়ে খুলে ফেলে-ছিলেন।

তিনি বললেন, "মিঃ ওয়ালিং-এর জন্যে কিছু আমার করবার রয়েছে।"

তিনি চ'লে যেতে তাঁর স্ত্রী যা-কিছু চেঁচিয়ে বললেন, তা তাঁর কানে গেল না, তিনি তাড়াতাড়ি সিঁড়ি থেকে নামতে নামতে তা মিলিয়ে গেল।

বেলা ১১-৪০

পুরাতন ট্রেড্ওয়ে ভবনটি যে সাদা পাঁচিলে ঘেরা ছিল, তার কাছে আসতে ডন ওয়ালিং বুঝতে পারলেন জুলিয়া ট্রেড্ওয়ে প্রিন্স সম্পর্কে যে-সতর্কবাণী অল্ডার্সন উচ্চারণ করেছিলেন, তিনি তা ঝেড়ে ফেলতে পারছেন না। আসলে তিনি স্পষ্ট কিছুই বলেন নি, তাঁর কথার চেয়ে তাঁর অস্পষ্টতাই বেশী সতর্কতা-সূচক ছিল—কিন্তু তার ফলে যেসব ভাসা ভাসা স্মৃতি ও ঘটনাসূত্রের খাপছাড়া ছোটখাট প্রমাণ মনে এসে গিয়েছিল তাতেও সতর্কতার প্রয়োজন সমর্থিত হ'ল।

বহুদিন আগে তিনি অ্যাভেরি বুলার্ড আর জুলিয়া ট্রেড্ওয়ে প্রিন্স সম্বন্ধে কিছু কানাঘুষা গুজব শুনেছিলেন, শোনাটাই তাঁর স্মরণে ছিল, বিষয়বস্তুটি নয়। অবিশ্বাসে যা ধুয়ে মুছে যায়নি, তা অনেক আগেই সময়ের সঙ্গে মিলিয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু আরও কিছু হাল-আমলের স্মৃতি ছিল, অল্ডার্সনের সঙ্গে সম্পর্ক থাকার জন্যে তার একটি এখানে বেশী অর্থপূর্ণ মনে হচ্ছিল। একদিন সন্ধ্যায় তিনি যখন অল্ডার্সনকে গাড়িতে বাড়ি পেঁ ৗছে দিচ্ছিলেন, এ তারই কথা। ট্রেড্ওয়ে অট্টালিকাটি পার হয়ে যাবার সময় তাঁরা দেখেছিলেন বুলার্ডের গাড়িটি ভিতরে যাবার রাস্তায় দাঁড়িয়ে রয়েছে, আর অল্ডার্সন বলেছিলেন, "বড় কোম্পানির

প্রেসিডেন্ট হ'লে আজকালকার দিনে মানুষকে যে কতটা সহ্য করতে হয় তা কেউ বোঝে না।"

জুলিয়া ট্রেড্‌ওয়ে প্রিন্সের বাড়ির ভিতরের রাস্তায় বুলার্ডের গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকার ছবিটি মনের মধ্যে আবার তুলে ধরতে গিয়ে ডন ওয়ালিং আগের রাত্রে সেই একই জায়গায় শ-এর গাড়ি দেখে যে দাগা পেয়েছিলেন, তার কারণ বুঝতে তাঁর দেরি হ'ল। কিন্তু সে-অনুভূতি শীগ্‌গীরই চাপা প'ড়ে গেল। এখন একটি মাত্র ব্যাপারই তাঁর কাছে গুরুতর হয়ে দাঁড়াল, জুলিয়া ট্রেড্‌ওয়ে প্রিন্সের সম্পর্ক অ্যাভেরি বুলার্ড যেখানে শেষ ক'রে গেছেন, সেই সূত্র হাতে নিয়েই তাঁকে এই রহস্যের সমাধান করতে হবে।

তাঁর অসুবিধা ছিল এই—আর সে-সম্বন্ধে তিনি এখন সম্পূর্ণ সচেতন হলেন—যে তিনি কখনও মানুষ হিসাবে জুলিয়া ট্রেড্‌ওয়ে প্রিন্স সম্পর্কে মনোযোগ দেননি। আর কোম্পানির কাজকর্মের সঙ্গেও যে তাঁর কোনও গুরুতর সম্পর্ক আছে, সেকথাও কখনও তিনি ভাবেন নি। তিনি তাঁকে অতীত থেকে পাওয়া অদ্ভুতভাবে জীবন্ত এক নিদর্শন হিসাবেই গ্রহণ ক'রে নিয়েছিলেন, আব তাঁর বাবার খামখেয়ালির যে-কাহিনীগুলো প্রায়ই বলাবলি হ'ত, সেগুলির প্রতি যেটুকু মনোযোগ দিতেন, তাঁর সম্বন্ধে ককটেল পার্টির গুজবেও তার চেয়ে বেশী মন দেননি। কোন বড় পার্টি উপলক্ষে ঘরের প্রান্তে তাঁকে দেখবার যেসব সুযোগ হয়েছিল, বা আরও কম যে-কয়েকবার জুলিয়া তাঁর সঙ্গে কথা বলেছিলেন, তা থেকেই তাঁর মনে হয়েছিল তিনি সত্যিই একটা জীবিত মানুষ। কিন্তু টাওয়ারের বাইরের ঘরে অরিন ট্রেড্‌ওয়ের ব্রোঞ্জের আবক্ষ মূর্তির যে-ছবি ছিল, বা ডিরেক্টরদের ঘরে অলিভার ট্রেড্‌ওয়ের তেল-রঙে আঁকা সবাইকার প্রতি ভ্রূকুটি ক'রে তাকানো চেহারার যে-চিত্রটি ছিল, জুলিয়া সম্বন্ধে তাঁর ধারণাও মনের সেই গহন কোণেই স্থান পেয়েছিল। এখন তাঁর মনে হচ্ছিল যে জুলিয়া ট্রেড্‌ওয়ে প্রিন্স সম্বন্ধে যা-কিছু জানা প্রয়োজন, তা বলবার জন্যে তিনি অল্ডার্‌সনকে আরও বেশী উৎসাহ দিলে ভাল হ'ত।

গাড়ি থেকে কয়েক পা এগিয়ে যাবার পর তাঁর কালো বাক্সটির কথা মনে প'ড়ে গেল আর সেটি আনতে তিনি ফিরে গেলেন।

দরজার ঘন্টা বাজাবার সময়ে, সেই প্রথমবার যখন তিনি কার্ল এরিক ক্যাসেলের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে নিউইয়র্কে লিফ্‌টের ঘন্টা টেপেন, সেই অনুরূপ ব্যাপারটি মনে প'ড়ে গিয়ে তাঁর চমক লাগল...চমক লাগল কারণ তাঁর মনে খুবই ক্বচিৎ এমন পুরনো কোন স্মৃতি ভেসে উঠত...বিশেষতঃ এমন এক নিরর্থক স্মৃতি।

দরজা খুলতে আবার তিনি চমকে উঠলেন। তিনি এক চাকর, দাসী বা এমন কি সর্দার-ভৃত্যকে প্রত্যাশা করছিলেন, কিন্তু যে-মানুষটি তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনিই যে ডোয়াইট প্রিন্স তাতে ভুল ছিল না। তাঁকে তিনি এত কম দেখেছিলেন, আর এতকাল দেখা হয়নি যে তাঁর চেহারা প্রায় অপরিচিতই ছিল, কিন্তু তাঁর পোশাকের জন্যে চিনতে পারাটা সুনিশ্চিত হ'ল। মিল্‌বার্গে এমন আর কোন লোক নেই যিনি ঐ স্পোর্ট কোটটি পরবেন।

তিনি জানতেন ডোয়াইট প্রিন্স তাঁকে যে চিনতে পারবেন না সেটা অপ্রত্যাশিত নয়, কিন্তু নিজের পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজনটি তাঁর অপ্রীতিকর লাগল।

ডোয়াইট প্রিন্স ভাসাভাসা ধরনে তাঁর পরিচয় মেনে নিয়ে বললেন, "ও, ওয়ালিং, আপনি অফিসের একজন, নয়?" তিনি তাঁকে দরজায় প্রবেশ করবার জন্যে ইঙ্গিত করলেন কিন্তু করমর্দনের জন্যে হাত বাড়িয়ে দিলেন না।

ওয়ালিং বললেন, "আমি মিসেস প্রিন্সের জন্যে একটা জিনিস এনেছি।"

কালো বাক্সটি তাঁর বাহুর নিচে ছিল—নজরের বাইরে; কিন্তু তার উপর ডোয়াইট প্রিন্সের চোখ পড়ল, আর তাঁর নরম চেহারায় অস্পষ্ট কৌতুক উঁকি ঝুঁকি মারতে লাগল।

বাক্সটি ডোয়াইট প্রিন্স নিজেই নিয়ে নেবার সম্ভাবনা বন্ধ করবার চেষ্টায় ওয়ালিং প্রশ্ন করলেন, "মিসেস প্রিন্স বাড়ি আছেন কি?"

যেন একটা কথা ভেবে ঠিক করছেন, এমনই ভাবে প্রিন্স তাঁর দিকে চাইলেন। তিনি বললেন, "বোধ হয় তিনি পোশাক পরছেন। আপনি যদি—"

"আমি অপেক্ষা করব।"

মাঝখানে বড় হলঘরটি জুড়ে যে ঘোরান সিঁড়িটি ছিল, তারই উপর ডোয়াইট প্রিন্স ধীরে ধীরে উঠতে লাগলেন, আর সেই রকম চকিতে হেসে একবার পিছন ফিরে তাকালেন।

হলঘরে রুক্ষ শিষ্টতার আবহাওয়া বিরাজ করছিল, ফলে তিনি যে-আশঙ্কা নিয়ে জুলিয়া ট্রেড্‌ওয়ে প্রিন্সের প্রতীক্ষা করছিলেন, তা দূর করবার কোন উপায় হ'ল না। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করবার পর এই নীরবতা ভঙ্গ হ'ল একটি মাত্র শব্দে—দূরে ডোয়াইট প্রিন্সের চাপা স্বর, তা আসছিল প্রকাণ্ড বাড়িটির পিছনকার কোন ঘর থেকে। সেখানে তাঁর উপস্থিতি থেকে বোঝা যাচ্ছিল, যাতে আবার সামনে আসতে না হয় স্পষ্টই সেই জন্যে তিনি পিছনের কোন সিঁড়ি ব্যবহার করছেন।

জুলিয়া ট্রেড্ওয়ে প্রিন্স যে তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে নেমে আসবেন, তার কোনও নিশ্চয়তা পাওয়া যায়নি। তাই তাঁর অধৈর্যের তাড়না এমনই হ'ল যে তা প্রায়ই রাগের কাছাকাছি হয়ে উঠেছিল, অল্ডার্সনের সতর্কবাণীতে তাঁর আশঙ্কাও বেড়ে গিয়েছিল। হঠাৎ তাঁর পিছনে মৃদু মেয়েলী গলার শব্দ শুনতে পেলেন, তাতে যে-আন্তরিকতা ছিল তার জন্যে তিনি একটুও প্রস্তুত ছিলেন না।

তিনি মুখ ফিরিয়ে দেখলেন জুলিয়া মেঝে থেকে কয়েক ধাপ উপরে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর কালো পোশাক-পরা সুঠাম দেহটি ঘোরান রেলিংয়ের বাঁকা গড়নের সঙ্গে সুন্দরভাবে মিলে গেছে।

আগ্রহে হাত বাড়িয়ে তিনি বললেন, "আপনি এসে কি ভালই করেছেন, মিঃ ওয়ালিং।" শেষের কয়টি সিঁড়ি নেমে এসে তিনি দুধাপ উপরে এমনভাবে দাঁড়িয়েছিলেন যে তাঁর চোখ ওয়ালিং-এর চোখের সঙ্গে সমান উচ্চতায় থাকে। তিনি বলতে লাগলেন, "আমি এখনই মিস মার্টিনকে ডেকে, তাঁর জন্যে গাড়ি পাঠিয়ে দেবার কথা বলছিলাম, তিনিই বললেন আপনি আসছেন। আমি বড় আনন্দিত ও কৃতার্থ হয়েছি, আর আপনাকে যে আমি অপেক্ষা করিয়ে রাখতে বাধ্য হয়েছি তার জন্যে আমি খুব দুঃখিত।"

তিনি শেষ দুটি ধাপ নেমে এলেন আর ওয়ালিং দেখতে পেলেন যে তিনি যা মনে করেছিলেন, তার চেয়ে তাঁর গড়ন ছোট, প্রায় বালিকার মত। সিঁড়িতে প্রথম দর্শনে তাঁকে তিনি যেমন ভেবেছিলেন, কাছ থেকে তিনি তার চেয়ে কম সুন্দর, কিন্তু তবু তাঁর ভয়মিশ্রিত কল্পনায় যে-চেহারাটি তাঁর লক্ষ্যপথে ছিল, তার সঙ্গে তুলনায় প্রীতিকরই বলতে হবে।

কালো বাক্সটি বিনা মন্তব্যে তিনি তাঁর হাত থেকে নিলেন, আর প্রশস্ত হলঘরটি পার হবার সময়ে যেমন সহজভাবে তিনি সেটি একটা টেবিলের উপরে রাখলেন, তা ওয়ালিং-এর নজরে পড়ল। এটি দিয়ে আসা যে এক অছিলা মাত্র, এরিকা মার্টিনের সেই সন্দেহ সমর্থিত হ'ল।

তিনি একটি দরজা খুলে বললেন, "আসুন আমরা লাইব্রেরীর মধ্যে যাই।" ডন ওয়ালিং বুঝলেন প্রথম বাধা তিনি পার হয়েছেন, অন্তত জুলিয়াকে তার সঙ্গে কথা বলাবার জন্যে বেগ পেতে হবে না।

যে-ঘরটিতে তাঁরা ঢুকলেন, সাধারণ প্রবেশ-পথের হলে "ট্রেড্ওয়ে ভবনের" লাইব্রেরী কথাটি পূর্বাভাসরূপে থাকলেও, সেটি মোটেই সেই ধরনের ঘর ছিল না। দ্বিতীয়বার ডন ওয়ালিং এক পুরনো স্মৃতি অনর্থক মনে পড়ায় চমকে উঠলেন—রাব্‌ল্ হিল বিদ্যালয়ে সেই আশ্চর্য ভাল-লাগা প্রধান শিক্ষকের দপ্তর।

এই ঘরে ছাদ পর্যন্ত তাকগুলিতে বই একেবারে ঠাসা ছিল, মেঝের উপর তাড়া-বন্দী বই, আর যে প্রকাণ্ড খোলা জানালাটি ওদিকের দেয়ালটি জুড়েই প্রায় ছিল, তারই চওড়া আলসের উপরেও অসংখ্য ছড়ান বই। মস্ত বড় সব চেয়ার ছিল, কতকগুলি প্রায় সোফার আকারের, সেগুলিতে যে ঘোর সবুজ চামড়া আঁটা ছিল তা হরিণের চামড়ার মত নরম দেখাচ্ছিল। আর ছিল এক অপরূপ সুন্দর ডেস্ক, সেটির দিকে তাঁকে দ্বিতীয়বার তাকাতে হ'ল।

তা নজরে পড়ায় জুলিয়া বললেন "আপনার এটি পছন্দ হওয়ায় আমি খুশি হচ্ছি। এটি আমার পিতামহ অলিভারের ছিল। গাড়ি-ঘরে তাঁর এক কারখানা ছিল, তাইতে তিনি নিজে এইটি করেছিলেন। এটিও তাঁরই একটা জিনিস!" এই ব'লে তিনি একটি গ্র্যাণ্ডফাদার ঘড়ি দেখালেন। যখন তিনি অন্ধকার কোণটিতে ঘড়িটি দেখছিলেন তখন মনে হচ্ছিল যে তার আধারটি কোন চমৎকার আঁশ-কাঠেব তৈরি। কিন্তু যখন তিনি কাছে এলেন, তখন দেখেন যে কাঠের আঁশ ব'লে যেটি ভুল হচ্ছিল, তা আসলে খুব নিচু-ক'রে খোদাই কতকগুলি মূর্তির সমষ্টি, একটি কঠিন শিল্পকলা, তাতে অসাধারণ নৈপুণ্য প্রয়োজন।

"আমার ধারণাই ছিল না যে আপনার পিতামহ এমন ধরনের লোক ছিলেন যিনি—" এইটুকু ব'লেই দ্বিধায় তাঁর কথা আটকে গেল; ঐ যে রাশভারী চেহারার মানুষটি, যাঁর চিত্র ঊনবিংশ শতাব্দীর কঠোরদৃষ্টি শিল্পপতির নমুনার ছবি হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে, ঘড়িটির অপরূপ কারুকার্য যে তাঁরই হাতের, সেকথা বিশ্বাস করতে তিনি অসমর্থ হলেন।

আবার তা জুলিয়া লক্ষ্য করেছেন বোঝা গেল, তিনি বললেন, "তাঁর ছবি থেকে যেমন মনে হয়, তা থেকে তিনি অন্যরকম মানুষ ছিলেন।"

"তাঁকে আপনি জানতেন?"

"শুধু তাঁর ডায়েরী থেকে, আমি জন্মাবার আগেই তিনি মারা যান।"

"তিনি ডায়েরী রাখতেন?"

"হাঁ, প্রায় তাঁর সারা জীবন—সপ্তদশ জন্মতিথি থেকে তাঁর মারা যাবার আগের বছর অবধি।" তাকগুলি থেকে আলাদা ছোট একটি বইয়ের আলমারির কাছে তিনি চ'লে গেলেন, ওয়ালিং দেখেন যে প্রায় আদর করার মত হাতের ভঙ্গি ক'রে নানারকমের এক সারি বইয়ের উপর তিনি আঙ্গুল চালাচ্ছেন।

শুধু এই নীরবতা ঢাকবার জন্যেই ওয়ালিং বললেন, "তাঁর ডায়েরী নিশ্চয় খব আকর্ষণীয়।"

জুলিয়া চিন্তিতভাবে বললেন, "হাঁ তাই, কিন্তু গোলমেলেও বটে। যেসব কাজ তিনি করেছিলেন, তা থেকে আমি নিশ্চয় জানি কিরকম লোক তিনি ছিলেন, বলিষ্ঠ, শক্তিমান নিজের ভাগ্যের অধিকর্তা। কিন্তু তাঁর ডায়েরী পড়লে এমন অনেক ঘটনা পাওয়া যায় যাতে তিনি এমন—এমন দিগ্‌ভ্রান্ত। পরে যে তিনি কি করবেন তা যেন তিনি কখনও বুঝতেন না। কেন যে একটা জিনিস করতে পারা যায় না, তারই ব্যাখ্যায় পুরা একটা পাতা তিনি ভ'রে ফেলতেন—তাঁর সমস্ত সন্দেহ ও ভয়—তার পরের পাতাটি উল্‌টেই দেখা যায় তিনি এগিয়ে প'ড়ে যে ক'রেই হোক কাজটি ক'রে ফেলেছেন। আমি সর্বদাই তাঁকে বিরাট পুরুষ ভেবেছি—আর তিনি সত্যিই বিরাট পুরুষ ছিলেন—এমন মানুষ ছিলেন যাঁর স্পষ্টরূপে চিন্তা করবার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল—তিনি ঠিক কি করতে চান আর কি ক'রে তা করবেন তা জানার অসাধারণ শক্তি ছিল—তবু অলিভারের সব চেয়ে গুরুতর কাজগুলির কোন ব্যাখ্যাই তিনি করতে পারতেন না।"

ওয়ালিং-এর মনে অ্যাভেরি বুলার্ডের চিন্তা এসে ভ'রে উঠছিল। আর তিনিও যে কতখানি ও কত রকম ভাবে সেই শ্রেণীরই মানুষ ছিলেন, এই কথা বলবার জন্যে মুখ খুলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তাঁর বক্তব্য কথায় প্রকাশ করবার আগেই জুলিয়া বাধা দিলেন।

জুলিয়া তাঁর কণ্ঠস্বর হঠাৎ লঘু ক'রে বললেন, "আমি দুঃখিত হচ্ছি, মিঃ ওয়ালিং, আপনাকে পারিবারিক ইতিহাসের বক্তৃতা শোনাবার অভিপ্রায় আমার ছিল না। আপনি বসুন। আপনাকে যখন আমি এখানে পেয়েছি, তখন তার বিশেষ সদ্ব্যবহার করতে চাই।"

ওয়ালিং একথা বুঝতে পারলেন, তিনি জানলার দিকে পিঠ-করা, এক চেয়ার নিয়ে নিলেন, যাতে তাঁর নিজের মুখটি থাকে ছায়ায়, আর ওয়ালিং-এর মুখে পুরাপুরি আলো পড়ে। কিন্তু সে যে ইচ্ছা ক'রে করা, এ-সন্দেহ তিনি ঝেড়ে ফেললেন। তুলনায় তাঁকে বড় বেশী ছলনাহীনা মনে হচ্ছিল।

তিনি বললেন, "আমার দুঃখ হচ্ছে এই প্রথম আপনি আমার বাড়ি এলেন, মিঃ ওয়ালিং। আমি নিশ্চয় জানি আমার একথা আপনার বিশ্বাস হবে না, কারণ এরকম বাঁধাবুলি লোকে সর্বদাই এমন অবস্থায় বলে। কিন্তু আমি প্রায়ই ভেবেছি একদিন সন্ধ্যায় আপনাকে ও মিসেস ওয়ালিংকে ডিনারে আসবার নিমন্ত্রণ করব। আমি জানি শিল্পকলার উপর আপনার আগ্রহ আছে, আর আমার মনে হয়, আপনি ও ডোয়াইট হয়ত কোনও বিষয়ে পরস্পরের মিল দেখতে পাবেন।"

ওয়ালিং উত্তর দেবার ফাঁক পাবার আগেই তিনি ব'লে চললেন, "আপনার স্ত্রী খুব সুন্দরী নয় কি? কয়েক সপ্তাহ আগে আমি তাঁকে ফুলের প্রদর্শনীতে দেখেছিলাম। তিনি যে-পোশাক পরেছিলেন, পুরনো ব্রোঞ্জে সবুজ কষের মত তার রং—পোখরাজের একটি ব্রোচ আর চুলে কোন এক আশ্চর্য জিনিস—আর আমার মনে হ'ল, আমি যত স্ত্রীলোক এর আগে দেখেছি তাঁদের মধ্যে তিনি সত্যিই সব চেয়ে রূপসী।"

তাঁর নির্ভুল বর্ণনায় ওয়ালিং আশ্চর্য হলেন, প্রথমে যেকথা তাঁর মনে উদয় হয়েছিল, উচ্চকণ্ঠে স্তুতিবাদ হচ্ছে, এতে তা মুছে গেল।

তিনি বললেন, "হাঁ, মেরী সুন্দরী।" নিজের মুখে কথাগুলি নম্রতাবিরুদ্ধ বোধ হচ্ছিল, যেন তিনি আত্মপ্রশংসার দোষে দোষী।

"তিনি গ্রীস দেশীয়, নয় কি?"

আবার তিনি আশ্চর্য হলেন। তিনি বললেন "হাঁ, তাঁর বাবা ও মা দুজনেরই গ্রীসে জন্ম হয়েছিল।"

"ডোয়াইট ও আমি একটা শীতকাল এথেন্সে কাটিয়েছিলাম। ওরা অদ্ভুত বলিষ্ঠ—গ্রীসের স্ত্রীলোকেরা—কিন্তু তবু মেয়েলীভাব বিসর্জন দেয়নি। বোধ হয় এই জন্যেই আমি মিসেস ওয়ালিংকে এতখানি প্রশংসা করেছিলাম—যেমন আমরা যে-মানুষ হ'তে চাই, অথচ কখনও হ'তে পারি না, তাঁর প্রশংসা আমরা সকলেই করি। কিংবা এ বুঝি শুধু মেয়েদেরই বিশেষত্ব? না, আমি নিশ্চয় জানি তা নয়।"

তিনি নিজেই নিজের প্রশ্নের উত্তর দেওয়াতে ওয়ালিং আর জবাব দেবার কোন পথই পেলেন না, আর কিছু এমন বিষয় হাতড়াতে লাগলেন যাতে কথাবার্তার গতি তিনি যেদিকে নিয়ে যেতে চান, সেই দিকে ফেরে।

হঠাৎ, যেন তিনি এক নিরর্থক সূচনা শেষ হওয়ার সঙ্কেত করছেন, এমনই ভঙ্গিতে অধৈর্যভাবে হাত দুটি ছুঁড়ে জুলিয়া বললেন, "আমরা দুজনেই বোকামি করছি, নয়—তাঁর বিষয়ে কথা বলা এড়িয়ে চলেছি?"

কাল সন্ধ্যায় লরেন শ যে এই ঘরটিতেই বসেছিলেন, সে-চিন্তা তাঁর মনে স্পষ্টভাবেই ছিল আর তাঁর গলায় যেন কি আটকাল।

জুলিয়া যেন একটি ব্যাপার জোর ক'রে স্বীকার করছেন এইভাবে বললেন, "অ্যাভেরি বুলার্ড মারা গেছেন।"

ওয়ালিং ঘাড় নাড়লেন, নিজের দৃষ্টিভঙ্গির অভাব আর শ-এর চিন্তা এসে বাধা ঘটাতে দেওয়ার জন্যে নিজের উপর তাঁর বিরক্তি এল।

জুলিয়া দেহের নিচে পা দুটি মুড়ে প্রকাণ্ড চেয়ারটির কোণে অনেকখানি

পিছিয়ে "বসেছিলেন আমি তাঁর সম্বন্ধে কথা বলতে চাই, মিঃ ওয়ালিং।" আপনি কিছু মনে করবেন কি?"

"মোটেই নয়।"

"আমার বলা উচিত যে তাঁর বিষয়ে কথা-বলা আমার দরকার—আর তা এমন লোকের সঙ্গে যিনি তাঁকে খুব ভালভাবে জানেন। আমার নিশ্চিত ধারণা আপনি তা জানতেন।

"হাঁ, আমার ত তাই মনে হয়।"

"ডোয়াইট তাঁকে জানতেন না বললেই হয়, সেজন্যে তাঁর বেশির ভাগ ধারণাই ভুল হ'ত—আর অ্যাভেরি বুলার্ড সম্বন্ধে তর্ক ক'রে কোনও ফল নেই। এ হচ্ছে ঈশ্বরে বিশ্বাস করার মত—হয় লোকে বিশ্বাস করে আর নয় করে না।" তিনি যা বলেছেন যেন তাতে চমকে উঠে হঠাৎ তিনি থেমে গেলেন, তারপর তাড়াতাড়ি বললেন, "এ উপমাটি খারাপ হ'ল, নয় কি? আপনি আমাকে ঈশ্বরনিন্দুক মনে করবেন।"

ওয়ালিং বললেন, "আমার বিশ্বাস আপনি কি বলতে চাইছেন, তা আমি জানি।" উপমাটি দেওয়া যতটা খারাপ হয়েছে ব'লে জুলিয়া ভান করছিলেন ঠিক ততখানিই তিনি মনে করেন কিনা, সে-বিষয়ে ওয়ালিং নিশ্চিত হ'তে পারেন নি। তিনি বলতে লাগলেন, "একথা সত্য যে মিঃ বুলার্ডকে বুঝতে গেলে তাঁকে জানতে হবে—আর অনেকে তা কখনও জানেনি, এমন কি এমন সব লোক যারা ভাবত যে তারা তাঁর খুব কাছাকাছি ছিল তারাও নয়। যখন আপনি আপনার পিতামহর কথা বলেছিলেন তখন, এক মুহূর্ত আগেই, আমি সেকথা ভাবছিলাম। কতকগুলি বিষয়ে এঁরা নিশ্চয় খুবই এক রকম ছিলেন—অ্যাভেরি বুলার্ড আর অলিভার ট্রেড্ওয়ে।"

জুলিয়া চকিত দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকালেন, আর প্রথমে তাঁর মনে হ'ল যে জুলিয়ার অন্তরেও হয়ত এই গোপন চিন্তা ছিল কিন্তু তিনি যা বললেন, তাতে যেন তা অস্বীকৃতই হ'ল। তিনি বললেন "আমার মনে হয় না আপনার এই কথা ঠিক, মিঃ ওয়ালিং। আপনি বলছেন যে অ্যাভেরি বুলার্ডকে ভালভাবে জানলে তবেই শুধু তাঁকে বোঝা যেত। কিন্তু আমার মনে হয় না কখনই তাঁকে বোঝা যেত। তিনি কাউকে বুঝতে দিতেন না। কেউ যখন বোঝবার কাছাকাছি আসত, তখন তিনি এমন কিছু করতেন যাতে সে বিভ্রান্ত হয়ে যেত—যেমন যাদুকরের ভয় থাকে, তার ভেল্কী লোকে ধ'রে ফেলতে পারে।"

তিনি শুধু আধাআধি কান দিয়েই শুনছিলেন, আরও এক মুহূর্ত ব'লে

যাবার পর তিনি বুঝতে পারলেন অ্যাভেরি বুলার্ডের বৈশিষ্ট্য জুলিয়া কত ঠিক-ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

জুলিয়া জিজ্ঞেস করলেন, "এ উপমাটিও কি খারাপ হ'ল?"

ওয়ালিং বললেন, "না, এটি খুব ভাল। আমি এইমাত্র এর কথাই ভাবছিলাম।"

এ সম্পূর্ণ সত্য নয়। আসলে জুলিয়ার স্বরের মধ্যে ক্ষীণ বিদ্বেষের যে অদ্ভুত রেশ ছিল, তার তাৎপর্যের কথাই তিনি চিন্তা করছিলেন। এমন হ'তে পারে কি যে এক সময়ে তাঁর ও অ্যাভেরি বুলার্ডের মধ্যে কিছু ঘটেছিল ...যখন তিনি বুলার্ডকে খুব কাছে টানবার চেষ্টা করেন, আর বুলার্ডই সে-সম্পর্ক ভেঙ্গে দেন? তবু তিনিই বললেন অ্যাভেরি বুলার্ডকে বিশ্বাস করা ঈশ্বরে বিশ্বাস করার মত...আর তাঁর নিরাভরণ কালো পোশাকটি ত স্পষ্টই শোকের সজ্জা দেখা যাচ্ছে।

জুলিয়া তাঁর পাশে ভারী ব্রোঞ্জের আধার থেকে একটি সিগারেট তুলে নিলেন আর ওয়ালিং সেটি ধরিয়ে দেবার জন্যে চট ক'রে এগিয়ে এলেন। জুলিয়া বললেন, "ধন্যবাদ, কিন্তু অনুগ্রহ ক'রে আপনি কষ্ট করবেন না, মিঃ ওয়ালিং। অস্থির হ'লে আমি একটি সিগারেটের আগুন থেকে আর একটি ধরিয়ে পর পর টেনে চলি।"

ওয়ালিং তাঁকে এইটাই প্রথম সিগারেট খেতে দেখলেন, কিন্তু জুলিয়ার কথায় যে-সূত্রটি পাওয়া গেল তা তিনি লক্ষ্য ক'রে তাঁর অধৈর্যের সুযোগ নিয়ে বললেন, "আপনি অস্থির হচ্ছেন কেন মিসেস প্রিন্স? আশা করি কোম্পানির ভবিষ্যৎ ভেবে নয়?"

তিনি আনমনা হয়ে বললেন, "কোম্পানি? না, আমি কোম্পানির কথা ভাবছিলাম না—কিংবা হয়ত আমি ভাবছিলাম, একটু ঘোরাল ধরনে।" তারপর হঠাৎ তাঁর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে বললেন, মিঃ ওয়ালিং আমি যদি কোম্পানি সম্বন্ধে আপনাকে কতকগুলি প্রশ্ন করি, তবে কি আপনি কিছু মনে করবেন?"

"বিন্দু মাত্র না।"

ক্ষণিকের জন্যে তাঁর আগেকার লঘুভাবটি ফিরে এল। তিনি বললেন "এ অবশ্য আমারই দোষ যে আমি আপনাকে এই সব প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে বাধ্য হচ্ছি। আমি যদি ডিরেক্টর হয়ে এত অবহেলা না করতাম, তবে উত্তর-গুলি আমার জানা থাকত।"

তার হাল্কা গলার সঙ্গে সুর মিলিয়ে ওয়ালিং বললেন, "তা এত অমার্জনীয় নয়, মিসেস প্রিন্স। সাধারণতঃ ডিরেক্টরদের সভায় অর্থপূর্ণ এমন কিছু থাকত না।"

একটু ক্ষীণ জয়ের হাসি হেসে তিনি বললেন, এতে আমার প্রথম প্রশ্নের উত্তর হ'ল। আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাইছিলাম একথা কি সত্যি যে অ্যাভেরি বুলার্ডের খানিকটা একনায়কত্ব ছিল। সেইভাবেই অনেকটা কোম্পানি চালানো হ'ত, নয় কি মিঃ ওয়ালিং?"

এ-প্রশ্নটির ভাষা আর তা বলবার স্বর দুটোই, সেই ছিটিয়ে রং দেবার ধরন সম্বন্ধে মামলায় তিনি যে ঘন্টার পর ঘন্টা সাক্ষীর মঞ্চে কাটিয়েছিলেন, তারই স্মৃতি মনে করিয়ে দিল। তিনি শিখেছিলেন দৃশ্যতঃ কোনও নির্দোষ প্রশ্নের খাঁটি জবাবেরও কখনও কখনও ভয়ানক ভুল অর্থ করা যেতে পারে আর তার চাইতেও নির্দোষ প্রশ্নগুলি প্রায়ই যতটা দেখতে তার চেয়ে কম দোষের। তিনি প্রথমে যেমন মনে করেছিলেন, জুলিয়া ট্রেড্ওয়ে প্রিন্স ততখানি চাতুরী-হীনা নয়।

তিনি বললেন "আপনি কি বলতে চাইছেন মিসেস প্রিন্স, তা আমি সঠিক জানি না। আপনার কথার তাৎপর্য যদি এই হয় যে খুব নির্মমভাবে মিঃ বুলার্ড কোম্পানি পরিচালনা করতেন, আমি বলব—হাঁ, সেকথা ঠিক।"

"দেখা যাচ্ছে, আপনি মনে করেন না, কোম্পানির পক্ষে সেটা খারাপ ছিল—কিংবা তাই কি?"

"উন্নতির বিবরণী ত নিজেই নিজের প্রমাণ যোগাচ্ছে।"

"তা হ'লে আপনার মনে হয় যে, একনায়কত্বের পরিচালনায় মন্দ কিছু নেই?"

"আমি ঠিক অতখানি যেতে চাই না, মিসেস প্রিন্স। সব জিনিসেই কিছু ভাল-মন্দ আছে, বোধ হয়—আর আপনি একনায়কত্বের পরিচালনা কাকে বলছেন, তার অর্থ এখনও আমি নিশ্চিত ধরতে পারিনি।"

"আপনি কি এতে বিরক্ত হতেন, মিঃ ওয়ালিং? আপনার ধরনের লোকেরা কোন একনায়কের কাছে নত হ'তে সচারচর বিরক্ত হন, নয় কি? এই জন্যে একনায়কের শাসন সাধারণতঃ ব্যর্থ হয়, নয় কি—যখন নিচের ভাল লোক-গুলি আর পরাধীনতা সহ্য করতে পারে না?"

ওয়ালিং টের পেলেন আস্তে আস্তে রাগের প্রথম বাষ্প ঘনিয়ে উঠছে তাঁর মনে। কিন্তু তিনি তা মুছে ফেলে বললেন, "একথা আমাদের স্পষ্ট ক'রে নেওয়া দরকার মিসেস প্রিন্স। অ্যাভেরি বুলার্ডের সম্পর্কে আমার প্রশংসা ছাড়া আর কোনও ভাব নেই। তিনি বিরাট পুরুষ ছিলেন আর তাঁর ঋণ থেকে আমি কোন দিন মুক্ত হব না। আমার যা-কিছু, তার সমস্তই অ্যাভেরি বলার্ডের কাছ থেকেই এসেছে।"

তিনি বললেন "আমি জানি আপনার কেমন মনে হচ্ছে"—আর মুহূর্তের জন্যে ওয়ালিং-এর মনে হ'ল তিনি জিতেছেন—কিন্তু তার পরই জুলিয়া ব'লে চললেন, "কিন্তু তা সম্পূর্ণ সত্য নয়, নয় কি? আপনার যা আছে তা এসেছে ট্রেড্ওয়ে কর্পোরেশন থেকে—যে-লোকটি ঘটনাচক্রে তার প্রেসিডেন্ট ছিলেন, তাঁর কাছ থেকে ব্যক্তিগত ভাবে ত নয়।"

"তিনিই ছিলেন কোম্পানি। অ্যাভেরি বুলার্ড না হ'লে ট্রেড্ওয়ে কর্পো-রেশন হ'তেই পারত না?"

"একথা বলা একটু এমন হ'ল না কি যে ফ্র্যাঙ্কলিন রুজভেল্ট না হ'লে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হ'তে পারত না? একথা স্বীকার করা যায়, তিনি যখন প্রেসি-ডেন্ট হন, তখন দেশের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে পড়েছিল—কিন্তু তাঁর আগে জর্জ ওয়াশিংটন ছিলেন—আর জেফার্সন আর লিঙ্কন আর—"

তাঁর তাড়াতাড়ি কথা ব'লে ফেলার ফল এড়াবার চেষ্টায় তিনি চট ক'রে বললেন, "হাঁ, তা অবশ্য"—জুলিয়ার তাঁর পিতামহের সম্বন্ধে মনের ভাব কি, তা জেনেশুনেও তিনি যা বলেছেন, সেটা আহাম্মকি হয়েছে।

জুলিয়া প্রায় দোষ স্বীকারের মতই হেসে বললেন, এটা আমার নিজস্ব চিন্তা নয়। অ্যাভেরি বুলার্ডের সম্বন্ধে এখনই আপনি যা বললেন, প্রায় সেই ধরনেরই মন্তব্য একবার আমি করাতে এই কথাটি ডোয়াইট আমাকে বলেছিলেন। তিনি আমাকে মনে করিয়ে দেন যে একটি কোম্পানি একজন মানুষের চেয়ে অনেক বড়—যেকোনও মানুষই হোক—আর বহু লোকের চেষ্টা মিলে তা গ'ড়ে ওঠে। এমন কি আমার বাবা, যাঁকে আমি ব্যর্থ মনে করতে আরম্ভ করেছিলাম, প্রকৃতপক্ষে তিনিও কোম্পানির অনেকগুলি গুরুতর উন্নতি করেন। এমন কি টাওয়ারটি নির্মাণও এখন আর ততখানি নির্বুদ্ধিতা মনে হয় না, নয় কি?"

তাঁর বড় তাড়াতাড়ি ব'লে-ফেলা মন্তব্যগুলির জুলিয়া যেভাবে সুযোগ নিচ্ছিলেন, তাতে তাঁর একটু বিরক্তি বোধ হ'ল, তিনি বললেন, "আপনি একথা অবশ্য খুব ঠিক বলেছেন, মিসেস প্রিন্স—একটি কোম্পানি একজন প্রেসিডেন্টের চেয়ে অনেক বেশী।"

জুলিয়া ব'লেই চললেন, "যেকোন প্রেসিডেন্টের চেয়ে ঢের বড়—আর তা বিশেষ ক'রে আজকের দিনে, যখন কোম্পানিটি এত প্রকাণ্ড হয়ে গেছে। কাল সন্ধ্যায় এই বিষয়ে আমার খুব ভাল আলোচনা হয়েছে।"

শ। এখন সবে এর মানে বোঝা যাচ্ছে...যা-কিছু বলেছেন সব কিছুরই যোগাযোগ মিলছে এবার...হাঁ, এখন এর কথাগুলি পর্যন্ত শোনাচ্ছে শ-এরই মত...সেই এক বাঁধা বুলি।

জুলিয়ার কথাগুলি আবার অস্পষ্টভাবে তাঁর চেতনায় এসে পৌঁছল, "ট্রেড্‌ওয়ে কর্পোরেশনের সমগ্র পরিচালনার পরিকল্পনায় এক বিরাট পরিবর্তন করতে হবে। তিনি এই যুক্তি দিলেন যে একনায়কত্ব হচ্ছে শিল্প নিয়ন্ত্রণের সেকেলে রূপ, ঠিক যেমন রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণেরও সেকেলে রূপটি।"

ওয়ালিং তর্ক করবার ঝোঁক সামলে নিলেন। তাতে লাভ কিছুই হবে না। তাঁর নিজের বক্তব্যটিতে আসতে হবে...সেটি খোলাখুলি বার ক'রে আনতে হবে। তিনি বললেন, "আমার বোধ হয় যাঁর সঙ্গে আপনার কথা হয়েছিল, তিনি মিঃ শ?"

বিস্ময়ে মুখ তুলে তিনি বললেন, "হাঁ, তিনি মিঃ শ।"

"আমিও তাই ভেবেছিলাম।"

"কেন?"

"তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি আমি চিনতে পেরেছি।"

"আপনার কি তা নয়?"

"নয় বললেই চলে।"

"আপনার দৃষ্টিভঙ্গি ঠিক কিরকম, মিঃ ওয়ালিং?"

মুহূর্তের জন্যে চুপ ক'রে তিনি ইতস্তত করতে লাগলেন। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল জুলিয়ার প্রকৃতিস্থতা সম্বন্ধে সেই সব পুরনো গুজব শুধুই মিথ্যা কুৎসা। ইনি চতুর স্ত্রীলোক...অত্যন্ত চতুর। তাঁকে প্রত্যেকটি কথায় সতর্ক হ'তে হবে।

তাঁর দ্বিধার সুযোগ নিয়ে জুলিয়া বললেন "হয়ত এ-প্রশ্নের উত্তর না দেওয়াই আপনার পছন্দ।"

যেটা স্পষ্টই একটা ফাঁদ বোঝা যাচ্ছিল, তা থেকে পাশ কাটিয়ে তিনি বাধা দিয়ে বললেন, "না, না এ এক মস্ত কাজ, মিসেস প্রিন্স, আপনি যদি আমার দৃষ্টিভঙ্গি বুঝিয়ে বলতে বলেন। এটি সংক্ষেপে কিভাবে বলা যায়, তাই আমি ভাববার চেষ্টা করছিলাম।"

"তবে আমি এটি সরল ক'রে দি। কয়েক মিনিট আগে আপনি বলছিলেন আপনার মনে হয় অ্যাভেরি বুলার্ড খুব বেশী রকম আমার পিতামহর মত ছিলেন। আপনার সেকথার কি এই অর্থ ছিল যে মিঃ বুলার্ড সেইভাবেই কর্পোরেশন চালিয়ে যাচ্ছিলেন—১৮৯০ সালের সেই সংস্কারে, যে কর্তা হলেন সিংহাসনের দেবতা—সর্বময়—সন্দেহাতীত—স্বৈরাচারী একনায়ক?"

রাগ এসে তাঁর কথায় বাধা দিচ্ছিল, জুলিয়া ট্রেড্‌ওয়ে প্রিন্সের উপরে নয়, লরেন শ-এর উপর। শ-এরই দোষ...ইনি শ-এর কথারই পুনরুক্তি

করছেন...শ'ই এঁর মাথায় "একনায়কত্বের" ধারণাটি ঢুকিয়ে দিয়েছেন। তাঁকে এর বিরুদ্ধেই লড়াই করতে হবে। কিন্তু কিভাবে? মাত্র দুটি পথ রয়েছে, আর দুটি পথেই বিপদ রয়েছে। যদি তিনি অ্যাভেরি বুলার্ডের পক্ষ সমর্থন করেন, তবে "একনায়কত্ব," শ তার যা-কিছু অর্থ দাঁড় করিয়েছিলেন, সে-সবেরই সমর্থন করা হবে...কোম্পানির যা-কিছু দোষ আছে, সে-সবেরই। হাঁ, আছে দোষের জিনিস...যথেষ্ট ব্যাপার...আর সে-বিষয়ে তিনি যত শীঘ্র পারেন কিছু করবেন! কিন্তু এখন তার একটুও স্বীকার করা মানে, শ তাঁর জন্যে যে-ফাঁদ পেতে রেখেছেন, তারই মধ্যে প্রবেশ করা।

তিনি বললেন, "আপনার পিতামহর পুরনো ট্রেড্ওয়ে আসবাব কোম্পানি চালানোর সঙ্গে অ্যাভেরি বুলার্ডের ট্রেড্ওয়ে কর্পোরেশন চালানোর তুলনা প্রায় সম্ভবই নয়। আপনার পিতামহর আমলে—"

বাধা দেবার ইঙ্গিতে জুলিয়া হাত নেড়ে বললেন, "এইটিই আসল কথা, মিঃ ওয়ালিং—যেকথাটি এখনই আপনি বললেন, অ্যাভেরি বুলার্ডের ট্রেড্ওয়ে কর্পোরেশন চালানো।"

"এটি শুধু ভাষার অলঙ্কারই ছিল, মিসেস প্রিন্স?"

"সত্যিই কি তাই ছিল? একথা কি সত্যি নয় যে অ্যাভেরি প্রায় একলা হাতেই কর্পোরেশনটি চালিয়ে যাচ্ছিলেন, সমস্ত সিদ্ধান্তই নিজে নিজে করছিলেন?"

"না, তা সত্য নয়—এ সত্য হ'তে পারে না। কর্পোরেশন এত বিশাল যে তা হওয়াই সম্ভব নয়। প্রতিদিন যথার্থই হাজার হাজার সিদ্ধান্ত করবার থাকে। কারখানা রয়েছে সারা—"

"আমি বলছিলাম জরুরী সিদ্ধান্তগুলির কথা, সর্বোচ্চ স্তরেরগুলি, যে-সিদ্ধান্তগুলির সত্যিই গুরুত্ব রয়েছে।"

"সে যদি এমন সিদ্ধান্ত হয়, যার সঙ্গে প্রধান কোন কর্মনীতি জড়িত থাকে, তবে অবশ্য তা ডিরেক্টরদের বোর্ডের নিষ্পত্তির বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।"

"কিন্তু, মিঃ ওয়ালিং আমার মনে হচ্ছে, দু-এক মিনিট আগেই আপনি বলছিলেন ডিরেক্টরদের সভার কখনও বিশেষ কিছু তাৎপর্য থাকত না।"

মনের ভিতরে তিনি ধাক্কা খেলেন, তাঁর বোধ হ'ল অন্যায়ভাবে তাঁকে ফাঁদে ফেলা হয়েছে। তাঁর রাগ থামিয়ে রাখার যাতে সহায়তা হয়, সেজন্যে জোর ক'রে হেসে তিনি বললেন, "দেখা যাচ্ছে যে আমরা গোল হয়ে ঘুরপাক খেয়ে চলেছি।"

"হাঁ, তাই বটে"।

"আমি কি পালা বদল ক'রে আপনাকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে পারি, মিসেস প্রিন্স?"

"নিশ্চয়।"

"মিঃ বুলার্ডের কোম্পানি চালানো সম্বন্ধে আপনাকে চিন্তিত বোধ হচ্ছে? কেন? আপনার কি মনে হয় না, তা সফল হয়েছে?"

তিনি এত তাড়াতাড়ি জবাব দিলেন যেন প্রশ্নটা তিনি প্রত্যাশাই করেছিলেন। তিনি বললেন, "আমার অতীতের চেয়ে ভবিষ্যৎ সম্পর্কেই ঢের বেশী ভাবনা, মিঃ ওয়ালিং—কিন্তু আপনি কি মানেন না, মিঃ বুলার্ডের ধরনের পরিচালনা বরাবর পোষণ করা হবে কিনা, সে-প্রশ্ন করা যুক্তিসঙ্গত?"

"আপনার বক্তব্যটি আমি ঠিক ধরতে পেরেছি ব'লে আমার নিশ্চিত মনে হচ্ছে না।"

"আমি কথাটি আবার বলতে দ্বিধা করছি, কারণ আমি জানি সেটি আপনার অপছন্দ।"

"এখনও আপনি তাঁকে একনায়ক প্রভুই মনে করছেন?"

"তাই তিনি ছিলেন না কি?" এই ব'লে তিনি ক্ষীণ হাসলেন, কিন্তু তাতে তাঁর আক্রমণের একগুঁয়ে জিদ একটুও কমল না।

ওয়ালিং নিজের আঙ্গুলগুলি পরস্পরবদ্ধ ক'রে এত জোরে চেপে ধরলেন যে গাঁটগুলি সাদা হয়ে উঠল। তিনি বললেন, "মিসেস প্রিন্স, একজন লোককে সব সময়েই উপরে থাকতে হবে। এছাড়া আর অন্য পন্থা হ'তে পারে না। সে শিল্পের কর্পোরেশনই হোক—সেনাদল—জাতি—আর যেকোন রকম সংগঠনই হোক, তাতেই একথা খাটে। যেভাবেই কোন জিনিস গ'ড়ে তোলা যাক না কেন, উপরের সেই মানুষটিকে থাকতেই হবে। শেষ পর্যন্ত তাঁকেই সমগ্র দায়িত্ব নিতে হবে। তা ছাড়া অন্য উপায় নেই। এই অর্থে—"

"আপনি দায়িত্বের কথা বলছেন, মিঃ ওয়ালিং। তা কার কাছে?"

"কোম্পানির কাছে।"

"স্টক-হোল্ডারদের কাছে নয়।"

"হাঁ—অংশত।"

"অংশত? আপনি কি একথা বিশ্বাস করেন না যে, স্টক-হোল্ডারেরাই কোম্পানির মালিক, মিঃ ওয়ালিং,—সেটি তাদেরই সম্পত্তি—কোম্পানির একমাত্র উদ্দেশ্য হ'ল তার স্টক-হোল্ডারদের সুবিধার জন্যে মুনাফা করা?"

রাগের উচ্ছ্বাস থামিয়ে রাখবার জন্যে তিনি প্রবল চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু এখন সে তপ্ত উচ্ছ্বাস তাঁর মনে ছাপিয়ে উঠল। সেই ধোঁয়াটে অস্পষ্টতায়

এখন লরেন শ থেকে জুলিয়া ট্রেড্ওয়ে প্রিন্সের পার্থক্যের কোনও সীমারেখা আর নজরে পড়ল না। কথাগুলি শ-এর কিন্তু গলা এঁর, এগুলি বলার দায়িত্ব নেওয়ার জন্যে তিনি পরিত্রাণ পেতে পারেন না?

তাঁকে এই কঠিন পরীক্ষায় ফেলবার জুলিয়ার কি অধিকার আছে... তাঁকে সামনে দণ্ডবৎ করাবার? যেহেতু ইনি একজন স্টক-হোল্ডার...যেহেতু তাঁর কয়েক টুকরা কাগজ রয়েছে, যা তাঁকে অন্য লোকের খাটুনির সুবিধা ভোগ ক'রে মধুপায়ী পরভৃতের মত বেঁচে থাকতে দিয়েছে? অল্ডার্সন ঠিক বলেছিলেন...জুলিয়া ট্রেড্ওয়ে প্রিন্সের কাছে একমাত্র লভ্যাংশেরই গুরুত্ব রয়েছে...টাকা...তাঁর ঐ অপদার্থ স্বামী, যিনি জীবনে কোনও কাজের মত কাজ করেন নি, তাঁরই পোষণ করবার জন্যে টাকা..."তিনি মিঃ বুলার্ডের অনেক অসুবিধা করেছিলেন"...তাতে আশ্চর্য কিছু নেই? অর্থ কি তাঁকে এতটা হীন ক'রে দিয়েছে যে মানুষের কৃতজ্ঞতা তিনি অনুভব করেন না... স্বার্থের বশে এতখানি অন্ধ যে তিনি দেখতে পান না শুধু অ্যাভেরি বুলার্ডের জন্যেই তিনি ধনী নারী...যে বুলার্ড না থাকলে তাঁর মূল্যবান স্টকের এক সেন্টও দাম হ'ত না? তাঁর যা-কিছু আছে, সে-সবই অ্যাভেরি বুলার্ড তাঁকে দিয়েছেন...যে-খাদ্য খান, যে-পোশাক পরেন...যে-সিগারেটটি ছাইদানে তিনি নিভিয়ে ফেলছেন, সেটি পর্যন্ত...আর এখন তাঁরই বিরুদ্ধে জুলিয়া ঘুরে দাঁড়িয়েছেন, যে-মড়া লড়তে পাবে না, তারই উপর ছোরা মারছেন।

আর সতর্কতার বাধা কিছু রইল না। তিনি শেষ আপোষব্যবস্থা, শেষ এড়াবার চেষ্টা, শেষ অর্ধ সত্যটির সীমাও অতিক্রম ক'রে গেছেন। কোন অজানা জায়গা থেকে তাঁর মুখে ভাষা এসে গেল, আগে না ভেবে সদ্য তাজা কথাগুলি তিনি ব'লে দিলেন, "আপনি আমার দৃষ্টিভঙ্গির কথা জানতে চেয়েছেন, আমি তা আপনাকে জানাব। অ্যাভেরি বুলার্ড এক বিরাট মানুষ ছিলেন আর তিনি এক বিরাট কোম্পানি গ'ড়ে তুলেছিলেন। হাঁ, তিনিই এটি গড়েছিলেন! আর তা তিনি করেন, কারণ তিনি সবল ছিলেন আর তিনি ভয় পেতেন না। যেসব দুর্বল লোকেরা তাঁকে একনায়ক, কিংবা সিংহাসনের দেবতা বা আর যা-কিছু বলত, তাদের তিনি ভয় করতেন না। তিনি গ্রাহ্যই করতেন না, এসবে তাঁর কিছুই আসত যেত না। একটি জিনিস ছাড়া অ্যাভেরি বুলার্ডের কাছে কিছুরই গুরুত্ব ছিল না—সেটি কোম্পানি। আমি বলি, ভগবানকে ধন্যবাদ যে তিনি জীবন পেয়েছিলেন, ভগবানকে ধন্যবাদ যে একজন অ্যাভেরি বুলার্ড জন্মগ্রহণ করেছিলেন, আর আপনারও সেই কথাই বলা উচিত, জুলিয়া ট্রেড্ওয়ে, আর যেকোনও লোকের আগে আপনারই তা বলা উচিত!"

তাঁর কথাগুলির এত জোর ছিল যে তিনি উঠে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছিলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে তিনি দরজার দিকে ফিরলেন। কিন্তু জুলিয়া ছুটে তাঁর কাছে এসে হাত দিয়ে তাঁকে ধ'রে রাখবার চেষ্টা করলেন।

একেবারে সংযম হারিয়ে জুলিয়া চেঁচিয়ে বললেন, "না, না। এ আপনার ভুল, ভুল, ভয়ানক ভুল। আপনার ধারণা নেই তাঁকে আমি ভালবাসতাম, কিন্তু ভাল আমি বাসতাম! আপনি তাঁকে যতখানি ভালবাসতেন, ততখানি—তার চেয়ে বেশী। দয়া ক'রে আমার কথা বিশ্বাস করুন—দয়া ক'রে!"

ওয়ালিং বিশ্বাস করতে না পেরে একদৃষ্টে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন, তাঁর রাগের উচ্ছ্বাস মিলিয়ে যেতে লাগল।

জুলিয়া অনুনয় ক'রে বললেন, "আপনি যা ভাবছেন, আপনাকে আমি তা ভাবতে দিতে পারি না—তা ভাববেন না—অনুগ্রহ ক'রে ভাববেন না। আপনি বলেছিলেন, 'আর যেকোনও লোকের আগে আপনার বলা উচিত।' হাঁ, সেকথা সত্যি! কত সত্যি আপনার সে-ধারণা নেই। আপনি কি জানেন যে অ্যাভেরি বুলার্ড না হ'লে আজ আমি কোথায় থাকতাম? দুরারোগ্য উন্মাদদের গারদেই থাকতাম আমি। একথা যথার্থ। তিনি আমায় বাঁচান। ডাক্তারেরা আপনাকে ব'লে দেবেন এ সত্য। তিনি আমার মনের প্রকৃতিস্থতা ফিরিয়ে আনেন—তিনি আমাকে আমার জীবন দেন। আপনি ভাবেন, তাঁর কাছে আপনার ঋণ অনেক? আমি তাঁর কাছে হাজার গুণ বেশী ঋণী। এখনও কি আপনি দেখতে পাচ্ছেন না আপনার যা মনে হচ্ছিল সেইরকম তাঁর বিরুদ্ধে আমি যাইনি? আমি তা পারতাম না, কখনও তা পারতাম না। তা অসম্ভব। আমি কেবল—"

কথা বলে তাঁর স্বর ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তিনি জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে লাগলেন তা হৃদয়-স্পন্দনের মতই দ্রুত। তারপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার কি মনে হয়, আমি এখনও উন্মাদ?"

ওয়ালিং মাথা নেড়ে প্রতিবাদ জানিয়ে বললেন, "কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না যে কেন আপনি—"

"কারণ আমি জানতাম তিনি মারা গেছেন! কারণ মিঃ শ বলেছিলেন দ্বিতীয় অ্যাভেরি বুলার্ড কখনও হ'তে পারে না।"

ওয়ালিং-এর মনে হ'ল জুলিয়ার ক্লান্তি যেন তাঁর নিজের ক্লান্তি, সব নিঃশেষ হয়ে অবশেষে এল শূন্যতা, রাগের পর তার উপশমের দুর্বলতা। তিনি বললেন, "না, আর একজন অ্যাভেরি বুলার্ড কখনও হ'তে পারবে না।"

জুলিয়া ফিসফিস ক'রে ব'লে উঠলেন—"কিন্তু একজন ম্যাক্‌ডোনাল্ড ওয়ালিং ত হ'তে পারে।" এ ফিসফিস কথার এত জোর ছিল যে তার শব্দটি

ছিল চিৎকারেরই মত। তিনি ব'লে চললেন, "আমি আগে এ জানতাম না, কিন্তু এখন জানি। আপনিই ট্রেড্ওয়ে কর্পোরেশনের প্রেসিডেন্ট হবেন— আপনি—ম্যাক্‌ডোনাল্ড ওয়ালিং।"

এ ছিল অদ্ভুত জয়, যোদ্ধা কেন যে সংগ্রাম করছিল সেকথা সে ভুলে যাবার পর জয়লাভ যেমন প্রায়ই অদ্ভুত লাগে, এও তেমনই।

জুলিয়া চিন্তিতভাবে তাঁর মুখ লক্ষ্য ক'রে জিজ্ঞেস করলেন "এ আপনি করবেন ত?"

ওয়ালিং কোনরকমে মৃদু হাসলেন।

বাস্তবের যে কঠোর অনুভূতি এখন তাঁর মনে ছাপিয়ে উঠেছিল, জয় তাঁর চেয়ে অদ্ভুত লাগেনি। তিনি বললেন "আমাদের দু জনের চেয়ে বেশি লাগবে, মিসেস প্রিন্স। চারজন হ'তে হবে।"

"চারজন?"

"প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করতে হ'লে চারটি ভোট চাই।"

"ও। সে-ব্যবস্থা করা কি শক্ত হবে?"

"আমি জানি না।"

"মিঃ শ অবশ্য এ নিজের জন্যেই চান। কাল রাত্রে তিনি যখন এখানে এসেছিলেন, তখন তাঁর কাছ থেকে তা স্পষ্ট বোঝা গিয়েছিল।"

"আমি জানি।"

"আর মিঃ অল্ডার্‌সনও তাই। মিঃ শ যা বলেছিলেন, তা থেকে আমি বুঝেছি যে মিঃ অল্ডার্‌সনকেই তিনি তাঁর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করেন।" কৌতুকে তাঁর চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল, তিনি বললেন "সত্যিই কে হচ্ছেন, মিঃ শ তা যখন জানতে পারবেন তখন তিনি বড়ই আশ্চর্য হয়ে যাবেন।"

তাঁর শেষের কথাগুলি উল্লেখ না ক'রে ওয়ালিং বললেন, "আমার মনে হয় অল্ডার্‌সনের ভোটের উপর আমি নির্ভর করতে পারি। তা যে পারি, সে-বিষয়ে আমি নিশ্চিত। এ-সম্ভাবনাও রয়েছে যে ডাড্‌লের ভোটও আমি পেতে পারব। অল্ডার্‌সন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিলেন।"

"আপনি কখন জানতে পারবেন?"

একমুহূর্ত চিন্তা ক'রে তিনি বললেন, "আমি কি আপনার টেলিফোন ব্যবহার করতে পারি?"

"হাঁ, করুন না।" তাঁর স্বরে অধৈর্যের উত্তেজনা ছিল, আর যখন ওয়ালিং ওদিকে ডেস্কের কাছে গেলেন, তখন তাঁর দৃষ্টি সাগ্রহে তাঁকে অনুসরণ করল।

বেলা ১২-১২

এরিকা মার্টিন টেলিফোনে বাইরের লাইন পাবার জন্যে ৯ নম্বর ডায়াল করলেন, তার শব্দ শুনতে পাবার আগে যে একটি মুহূর্ত কাটল, তাই অনন্তকাল মনে হচ্ছিল। নম্বরটি ডায়াল করলেন তিনি, জবাবে এন্‌গেজ্‌ড থাকার আওয়াজ তাঁর কানে গর্জে উঠল। নামের সারির নিচে অবধি তিনি আঙ্গুল চালালেন প্রিন্স, ডোয়াইট, বাড়ি, ৮০০, নর্থ ফ্রন্ট...২-৪৩৪২

হাঁ, নম্বর ত ঠিকই হয়েছিল।

আবার তিনি চাকা ঘোরালেন। টেলিফোন বাজছে! সেই স্ত্রীলোকের গলা শোনবার আগেই তাঁর শরীরটা শক্ত হয়ে গেল।

এ ছিল ডন ওয়ালিং-এর গলা।

তিনি বললেন, "মিঃ ওয়ালিং, আমি এরিকা মার্টিন। এখনই আমি মিঃ ক্যাস্‌ওয়েলের টেলিফোন পেলাম। তিনি নিউইয়র্ক থেকে বিমানে এসেছেন আর এখন বিমানঘাঁটিতে আছেন। আমার গাড়ি রয়েছে, আমি তাঁকে আনতে বেরোচ্ছি। আমার মনে হ'ল আপনি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাইবেন, সেইজন্যে—হাঁ—না, তিনি আমার সঙ্গে কথা বলতে চাইলেন ; তাই আমি বললাম, আমি গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করব।"

ওয়ালিং-এর অনুরোধে তিনি অপেক্ষা করতে লাগলেন, আর হাতের মুষ্টি বদ্ধ করার মতই চোখ বন্ধ ক'রে নিলেন। ওয়ালিং সেই স্ত্রীলোকটির সঙ্গে কথা বলছেন জেনে কেন তাঁর এমন বোধ হবে...কেন, কেন, কেন?

তাঁর স্বর আবার শোনা গেল। "হাঁ, মিঃ ওয়ালিং? হাঁ, আমি তাঁকে এখানে নিয়ে আসতে পারি যদি—যদি আপনি আমাকে তাই করতে বলেন।"

তিনি আবার চোখ বুজলেন...তিনি এমন কিছুর সঙ্গে সংগ্রামই করছেন--যার কোন প্রয়োজনই ছিল না। কিন্তু আবার তাই আরম্ভ হচ্ছে গোড়া থেকে। এ তাঁর নিজেরই দোষ...তাঁর কখনও ডন ওয়ালিংকে সেই বাক্সটি সেখানে নিয়ে যেতে দেওয়া উচিত হয়নি। কিন্তু জুলিয়া ট্রেড্‌ওয়ে প্রিন্স জিতবেন না...এবারে নয়। যখন মিঃ ক্যাস্‌ওয়েল ও-বাড়িতে যাবেন, তখন তাঁর সঙ্গে তিনিও যাবেন।

তিনি তাঁর টুপি নিতে গেলেন, ভুলে গিয়েছিলেন, সেটি তাঁর মাথায়ই রয়েছে আর টেলিফোন যখন বাজল তখন তিনি যাবার জন্যে প্রস্তুত ছিলেন।

বেলা ১২-১৫

জুলিয়া ট্রেড্‌ওয়ে প্রিন্স জিজ্ঞেস করলেন, "যদি আমরা জর্জ ক্যাস্‌ওয়েলের ভোটটি পেতে পারি, তবে তাতেই আপনার সব প্রয়োজন মিটে যাবে?"

ডন ওয়ালিং বললেন, "হাঁ, মোটের উপর তাই।"

"তবে আমার মনে হয় না আমাদের ভাবনার কিছু আছে। সৌভাগ্যের বিষয়, আমি মিঃ ক্যাস্‌ওয়েলকে জানি। আসলে কালই আমি তাঁর সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলছিলাম—একজন কিছু ট্রেড্‌ওয়ে স্টক কিনতে চাইছিল, তারই সম্পর্কে। আমার মনে হয় আপনি মিঃ ক্যাস্‌ওয়েলকে নিরাপদে আমার হাতে ছেড়ে দিতে পারেন।"

"আপনি কি মনে করেন আমি এখানে না থাকলে আরও ভাল হয়?"

"বোধ হয়। আপনাকে আমি কোথায় ডাকতে পারি—বাড়িতে?"

তিনি ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে বললেন, "আমি একবার অল্ডার্‌সনের বাড়িতে থামব—দেখব তিনি এখনও এলেন কি না—আর তারপর আমি বাড়ি যাব।"

বেলা ১২-১৯

যতক্ষণ না স্পীডোমিটারের উপর অল্ডার্‌সনের নজর পড়ল ততক্ষণ সাইরেনের তীব্র ধ্বনিটিও অনেক উৎকট শব্দের মত তাঁর মগজে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তিনি দেখলেন কাঁটাটি ঠিক পঁয়ষট্টির উপরে নড়ছে, আর চট ক'রে পাশের দিকে তাকিয়ে তিনি দেখেন এক সরকারী পাহারাওয়ালা বুড়ো আঙ্গুলের সঙ্কেত ক'রে তাঁকে রাস্তার ধারে থামতে বলছেন।

গাড়ি থামাবার পর আতঙ্ক নিয়ে তাঁকে অপেক্ষা করতে হ'ল। ফ্রেডারিক অল্ডার্‌সন আগে কখনও যানবাহনের আইন ভঙ্গের অপরাধী হননি।

অবশেষে জানলায় পাহারাওয়ালার মুখটি দেখা গেল। তার গলায় এমন পৈশাচিক আনন্দ ছিল যেন এই দুরদৃষ্টের কথা সে হিসাব ক'রে দেখেছে। "অনুগ্রহ ক'রে আপনার লাইসেন্সটি আমায় দেখাবেন কি?"

তিনি কোনও গতিকে আড়ষ্ট আঙ্গুল ঢুকিয়ে ব্যাগের ভিতর থেকে কমলা-রঙের কার্ডটি আলাদা করলেন। "দুঃখের বিষয়, পাহারাওয়ালা, আমায় তাড়াতাড়ি মেরীল্যাণ্ড পৌঁছতে হবে আর—অর্থাৎ বুঝতে পারিনি যে আমি এত বেগে চলেছি।"

তিনি মিল্‌বার্গের লোক তা লক্ষ্য ক'রে পাহারাওয়ালা জিজ্ঞেস করলে, "কোম্পানিতে যে অল্ডার্‌সন আছেন, সে কি আপনিই?" মিল্‌বার্গে প্রত্যেকেই সব সময়ে ট্রেড্‌ওয়ে কর্পোরেশনকে "কোম্পানি" ব'লেই উল্লেখ করত।

"কেন, হাঁ-হাঁ, পাহারাওয়ালা। আমি—"

"আমার বুড়ো বাপ সারা জীবন কোম্পানিতে রয়েছেন। জন সোয়াইট্‌জার। এখন রয়েছেন পাইক স্ট্রীটে।"

সেই যখন থেকে সাইরেনের শব্দ তাঁর বুকে লোহার ফাঁস পরিয়ে দিয়েছিল, তারপর অল্ডার্‌সন এই প্রথম পুরাপুরি নিঃশ্বাস নিতে পেরে বললেন, "আচ্ছা, বটে! মিঃ গ্রিমের লোক। সেখানেই এখন আমি চলেছি—মিঃ গ্রিমের সঙ্গে দেখা করতে। এটা—"

"মিঃ বুলার্ডের ব্যাপারটি বড় খারাপ হ'ল, হেঁ হেঁ?"

"হাঁ।"

"তেমন বুড়োও হননি—কাগজে বলেছে মোটে ছাপ্পান্ন।"

"ঠিক কথা।"

কমলা রঙের কার্ডটি জানলা থেকে ফেরৎ এল। "এখন থেকে এর পর একটু ধীরেই যাবেন মিঃ অল্ডার্‌সন। আমরা আপনারও কবর দিতে চাই না।"

বেলা ১২-২১

এডিথ অল্ডার্‌সন বিষণ্ণভাবে বললেন, "না, তাঁর যে কি হ'ল, কোন ধারণাই আমার নেই, মিঃ ওয়ালিং। আপনি যাবার ঠিক পরেই তিনি বেরোলেন আর তখন থেকে আমি তাঁর কাছ্ থেকে কোনও খবর পাইনি।"

বেলা ১২-২২

মিল্‌বার্গ বিমানঘাঁটির টেলিফোন ঘর থেকে বেরিয়ে জর্জ ক্যাস্‌ওয়েল, লরেন শ আর ওয়াল্টার ডাড্‌লে তাঁর জন্যে অপেক্ষা ক'রে রয়েছেন দেখতে পেয়ে খানিকটা বিমূঢ় হলেন।

অ্যাভেরি বুলার্ডের মৃত্যু সম্বন্ধে যে-কথাগুলি বলতে হয়, সেগুলি বলার অনুষ্ঠান ইতিমধ্যেই সারা হয়ে গেল, আর এখন শ বুঝিয়ে বললেন, "আজ সকালে একটা ব্যাপার অপ্রত্যাশিতভাবে এসে পড়ল, জর্জ। তোমার

পরামর্শ আমার দরকার হ'ল তাই আমি তোমার বাড়িতে টেলিফোন করলাম। মিসেস ক্যাস্‌ওয়েল বললেন, তুমি বিমানে ওয়াল্টের কাছে আসছ, তাই আমি চট ক'রে বেরিয়ে তোমাকে তুলে নিতে এলাম।"

বিশপের মত গুরুগম্ভীর স্বরে ডাড্‌লেও ব'লে উঠলেন, "এমন সময়ে তোমাকে এখানটিতে পেয়ে চমৎকার হ'ল। তুমি যে আসতে পেরেছ জর্জ, আসার ব্যবস্থা যে করতে পারলে, সেজন্যে খুশি হচ্ছি।"

শ বললেন, "আমার ত এটা আশাতিরিক্ত মনে হচ্ছে।"

তাঁদের কৃতজ্ঞতায় জর্জ ক্যাস্‌ওয়েলের হৃদ্যতা জেগে উঠল। এঁরা বেশ লোক, এদের দুজনেই...গুণগ্রাহী ও বিবেচনাশীল...একই মনোভাব।

তিনি বললেন, "আমি জানতাম না আমার করবার মত কিছু আছে কিনা —সম্ভবতঃ নয়—কিন্তু প্লেনটি পাওয়া গেল, তাই আমি ভাবলাম যে চ'লে আসি, দৈবাৎ যদি করবার কিছু থাকে।"

শ যে বললেন আজ সকালে অপ্রত্যাশিত কোন ব্যাপার এসে পড়েছে তার মানে কি...পিল্‌চার কি তাঁকে ডেকেছেন? হ্যাঁ, সেটা সম্ভব...পিল্‌চার শ'কে জানেন...কিন্তু এখন সেরকম কোন কথা তোলবার সময় নয়।

ডাড্‌লে নকল শোকের আচ্ছাদন থেকে তাঁর স্বর সহজ ক'রে নিয়ে বললেন, "আমরা চট ক'রে ক্লাবে গিয়ে একটু মধ্যাহ্নভোজন ক'রে নিলে কেমন হয়?"

ক্যাস্‌ওয়েল অনিশ্চয়তার সঙ্গে বললেন, "সেটি সম্ভব হ'লে আমি খুশিই হতাম, কিন্তু আমি আগেই মিস মার্টিনকে ডেকেছি আর তিনি আমাকে তুলে নেবার জন্যে বেরিয়ে পড়েছেন। কাকে আমি পাব, সে-বিষয়ে আমি নিশ্চিত ছিলাম না ব'লে আমার মনে হ'ল প্রথমে তাঁকে ডাকাই সবচেয়ে ভাল—আর দু-তিনটি ছোটখাট ব্যাপার আমি তাঁর সঙ্গে বুঝে নিতে চাই।"

ডাড্‌লে বললেন, "বেশ, বেশ—এত খুব সহজ। আমরা তাঁকেও ক্লাবে নিয়ে যাই। তিনজনে মিলে এক সেক্রেটারীকে মধ্যাহ্নভোজে নিয়ে যাবে, তাতে অন্যায় কিছু নেই।"

সন্দেহ হচ্ছিল মন্তব্যটি ফাজলামির চেষ্টা, আর জর্জ ক্যাস্‌ওয়েলের তা একটুখানি আপত্তিকর রুচি ব'লে মনে হ'ল, কিন্তু আসলে এ-মতলব মন্দ নয়। তিনি একবার নিউইয়র্কে তাঁর সেক্রেটারীকে মধ্যাহ্নভোজে নিয়ে খান আর এতে খুব উপকার হয়েছিল, কিটিকে তিনি তা বুঝিয়েও দিয়েছিলেন। যেকোনও ব্যবসার কর্তার কাছে সেক্রেটারী বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ—অনেক বিষয়ে প্রায় ভাইস-প্রেসিডেন্টের মতই গুরুত্বপূর্ণ—আর তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সেক্রেটারীর সম্পূর্ণ পরিচয় থাকা অত্যাবশ্যক।

ডাড্‌লে জিজ্ঞেস করলেন, "এ তোমার পক্ষে ঠিক হবে ত, লরেন?"
শ বললেন, "হাঁ, নিশ্চয়," কিন্তু তাতে উৎসাহ ছিল না।

ডাড্‌লে বললেন, "তাঁরও এ ভাল লাগবে। হাঁ মশাই, অতি অবশ্য লাগবে। এ সম্ভবতঃ তাঁকে কঠিন আঘাত দিয়েছে—তিনি আর মিঃ বুলার্ড নিশ্চয় খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন—এত বছরে তা না হয়ে পারেন না। তাঁকে নিয়ে গিয়ে ভাল রকম ভোজ দিলে বেশ হবে। সম্ভবতঃ তিনি জীবনে কখনও এর আগে ক্লাবে যাননি।"

জর্জ ক্যাস্‌ওয়েলের ভিতরে ভিতরে অস্বস্তি হচ্ছিল। আর শ'ও যে ডাড্‌লের বাচালতায় তাঁরই মত বিরক্ত হচ্ছেন মনে হচ্ছিল, তা লক্ষ্য ক'রে তিনি খানিকটা সন্তুষ্ট হলেন। অবশ্য এ জিনিসটা গ্রহণ ক'রে নিতেই হবে বিক্রেতাশ্রেণীর এটা থাকে...কিন্তু শ মানুষটির যে কিছু রুচিবোধ আছে তা জেনে ভাল লাগল।

তাঁরা চলতে চলতে বিমানঘাঁটির বাড়িটির সামনে ছোট বাঁধান জায়গায় এসেছিলেন, আর দেখতে দেখতে এক ধোঁয়াটে-সবুজ ফোর্ড কুপে মোটর গাড়ি বড় রাস্তা থেকে মোড় নিয়ে পথ বেয়ে এল, লোহার বেড়ার সামনে কাঁকর ছিটিয়ে ব্রেক ক'ষে থেমে গেল।

ডাড্‌লে বললেন, "এই যে তিনি।" এরিকা মার্টিন গাড়ি থেকে নামতেই তাঁর অভ্যর্থনা করবার জন্যে এগিয়ে গিয়ে তিনি বললেন, "বেশ, বাছা। এমন ত রোজ হয় না, তিনজন সুশ্রী ভদ্রলোক তোমাকে মধ্যাহ্নভোজে নিয়ে যাবার জন্যে অপেক্ষা করছেন।"

এরিকা মার্টিনের মুখে যে-বিরক্তি দেখা গেল, তা থেকে জর্জ ক্যাস্‌ওয়েল খুশি হলেন, এই মানুষটিরও রুচিজ্ঞান আছে। তিনি সর্বদা বিশেষভাবেই চাইতেন এ-গুণটি যেন তাঁর সেক্রেটারীর থাকে।

(১৩)

মিল্‌বার্গ, পেন্‌সিল্‌ভ্যানিয়া

বেলা ১২-৪০

মেরী ওয়ালিং অপেক্ষা করছিলেন—আর তাঁর বোধ হচ্ছিল এ বোধ তাঁর খুব ঘন ঘনই হ'ত, যে অপেক্ষাই তাঁর জীবনের অনেকখানি হয়ে গেছে। তাঁর মনে হচ্ছিল তিনি সব সময়েই অপেক্ষা করছেন...অপেক্ষা করছেন, ডন ডাকবেন...অপেক্ষা করছেন তিনি কখন আসবেন...অপেক্ষা করছেন, তিনি তাঁর সঙ্গে কথা বলবেন...তাঁর পক্ষে স্বামীর জীবনের অংশ নিতে হ'লে যে জিনিসগুলি তাঁর জানা দরকার, সেগুলি তিনি বলবেন।

এই অংশীদারিই একটি বিশেষ ব্যাপার...তাঁর ভালবাসার উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, একেবারে তার সার পদার্থ...কিন্তু ডনেরও কি তাই? তিনি সে-বিষয়ে কখনও নিশ্চিত হ'তে পারতেন না। অনেক সময়েই মনে হ'ত যে ডন নিজের মধ্যেই ঢুকে থাকতে চান...যখন ভাগ নেওয়ার ব্যাপারটি এক অনুগ্রহ হয়ে উঠত, তা এত অনিচ্ছায় দেওয়া হ'ত যে বলতে গেলে তা মোটেই আর অংশী-দারি থাকত না।

ডন কেন বুঝতে পারেন না যে মেরী তাঁকে সাহায্য করতে পারেন যদি তিনি তা করতে দেন...তাঁকে এমন সব কাজে সাহায্য করতে পারেন যা মেরীকে বাদ দিয়ে তিনি করতেই পারেন না। না, তাঁর কৃতজ্ঞতার জন্যে নয়, তাঁর ধন্যবাদের জন্যে নয়...তিনি জানলেনই না তাঁকে সাহায্য করা হ'ল, এমনভাবে তাঁকে সাহায্য করায় আরও অনেক বেশী তৃপ্তি রয়েছে। তখনই ত তা বিশুদ্ধ ভালবাসার দান। হাঁ, এই ত ভালবাসা...এই দান...কিন্তু দানটির ত প্রয়োজন থাকা চাই।

তিনি ভাবলেন, 'আমি বড় বেশী চিন্তা করি'—আর তারপরই ভেবে চললেন। তাঁর হাতের আঙ্গুলগুলি আপনা থেকেই ডনের মোজাগুলি চুপড়ি থেকে তুলে নিয়ে জোড়া মিলিয়ে গোল ক'রে পাকিয়ে নরম বলের আকার করতে লাগল।

সেগুলি তিনি ডনের ড্রেসিং টেবিলের উপরের দেরাজে রাখলেন আর রুলের দাগের মত সোজা তিনটি সারিতে সাজালেন...ধূসর, নীল, কালো,... পরিপাটি, গোছান...ডনের মত মোটেই নয়। কিন্তু শুধু তাঁকে সাহায্য করতে দিলে ডনও এই রকমই হ'তে পারেন। মেরী তাঁর জন্যে কতখানি করতে পারেন...তাঁর জট-পাকান চিন্তা ছাড়িয়ে দিতে পারেন...সেগুলিকে সোজা সোজা সারিতে সাজিয়ে দিতে পারেন...তাঁর চিন্তা এমন ক'রে দিতে পারেন যে তাতে ঐ ভয়ানক গণ্ডগোল না থাকে...জট না থাকে...সন্দেহ ও ভয় না থাকে। কিন্তু তখনই ডন সর্বদা তাঁকে জোর ক'রে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে দেন...যখন মেরীকে তাঁর সব চেয়ে ভয়ানক প্রয়োজন...যেমন আজ সকালে যখন তাঁরা অ্যাভেরি বুলার্ড ও তাঁর পরবর্তী কে হবেন সেই কথা আলোচনা করছিলেন।

স্বামীকে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে বাধ্য করবার জন্যে তখন তিনি যতখানি অগ্রসর হন, আগে আর কখনও তা হননি। কিন্তু তবু তখনও তিনি তাঁর মন খুলে দিতে আর তার ভিতরে যে-ভয় রয়েছে মেরী জানতেন, সেই ভয়ের অংশ দিতে ইচ্ছুক হলেন না। যদি তিনি মেরীকে এতটুকু ফাঁক দিতেন...অতি সামান্য সুযোগ। মেরী তাঁকে ব'লে দিতে পারতেন ভয় পাবার কোন কারণ নেই...তিনি অ্যাভেরি বুলার্ডের উপর নির্ভরশীল নন......তাঁর নিজস্ব শক্তি রয়েছে...নিজে তিনি যতটা বুঝতে পারেন মনে হয়, তার চেয়ে ঢের বেশী শক্তিই আছে। অ্যাভেরি বুলার্ডকে তাঁর প্রয়োজন নেই। একমাত্র অন্যের কাছে যে-জিনিস তাঁর প্রয়োজন, তা মেরী তাঁকে কত সহজেই দিতে পারতেন। মেরী ওয়ালিং দেরাজটি বন্ধ করছেন, এমন সময়ে পথের বাঁকে তিনি গাড়ির টায়ারের তীব্রধ্বনি শুনতে পেলেন। স্বামীর পায়ের শব্দের মতই এই আওয়া-জের বৈশিষ্ট্য ছিল, আর তিনি দ্রুত দরজার কাছে গেলেন। তাঁর কণ্ঠ ডনের বাহুবদ্ধ হ'ল। আজ সকালে কিছু ঘটেছে। স্বামীর পেশীগুলির উত্তেজনার শিহরনে আর তাঁকে ঘিরে যে একটা আত্মপ্রত্যয়ের ভাব ছিল, তাই থেকে মেরী এ অনুভব করতে পারলেন।

ডন সংক্ষেপে জিজ্ঞেস করলেন "মিসেস প্রিন্স এখনও টেলিফোনে ডেকেছেন কি?" আগের মুহূর্তে যে ঘনিষ্ঠ আলাপের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল, তাঁর কণ্ঠস্বরে হঠাৎ তা মিলিয়ে গেল।

"মিসেস প্রিন্স?"

"তিনি ক্যাস্‌ওয়েলের সঙ্গে কাজ গুছিয়ে নিচ্ছেন। তা শেষ হওয়া মাত্র আমাকে ডাকবেন।"

তিনি এমনভাবে কথা বললেন যেন তাঁর কথার অর্থ কি মেরীর তা জানা উচিত। এ আর এক দৃষ্টান্ত যেখানে তিনি ভুলে গেছেন তিনি স্ত্রীকে যা জানান নি, স্ত্রী তা জানতে পারেন না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "ডন, কি হয়েছে?"

ডন জিজ্ঞেস করলেন "হয়েছে?" তাঁর স্বরে বিস্ময়, তারপর হঠাৎ তা সহজ হয়ে গেল। তিনি বললেন "ওহো—আমি প্রেসিডেন্টের পদটা নিচ্ছি।"

"প্রেসিডেন্টের পদ! ডন, সত্যি সত্যি! আমি—আমি তা বিশ্বাস করতে পারছি না! আমি—"

ডনের দৃষ্টি কথাগুলিকে যেন তাঁর মুখে মোচড় দিয়ে আটকে দিল।

প্রায় নালিশের মতই তিনি জিজ্ঞেস করলেন "তুমি এত আশ্চর্য হচ্ছ কেন?"

"ও, ডন, ডন, কি করতে পারি আমি। আমি কখনও কল্পনা করিনি যে—"

বলতে বলতে মেরী থেমে গেলেন, বুঝলেন আবার তিনি ভুল কথাটি বলেছেন; আর ডন, যে ক'রেই হোক, তাঁর বিস্ময়কে বিশ্বাসের অভাব ব'লেই ধ'রে নিয়েছেন। তিনি হাত তুলে—দুহাতের মধ্যে ডনের মাথাটি নিয়ে বললেন, "আমাকে নিশ্চয় তুমি একটুখানি উত্তেজিত হ'তে দেবে কেননা, তোমার সম্বন্ধে কত গর্ব আমার। এটা ত তুমি চাও—নয় কি?"

তিনি বললেন, "এই আমাকে করতে হবে," এত নিস্তেজস্বরে তিনি বললেন যে তার মানে মেরী সঠিক বুঝলেন না। "আমার ক্ষিধে পেয়েছে।"

যতক্ষণ কফি চড়িয়ে তিনি স্যাণ্ডউইচ তৈরি করছিলেন, কারণ ডন জোর ক'রে বললেন মাত্র তাই তাঁর দরকার, ততক্ষণ তিনি সেদিন সকালে কি ঘটেছে, তারই খবর টুকরা টুকরা বার করছিলেন। ডনকে প্রশ্ন ক'রে তাঁর বিরক্তির ঝুঁকিও নিতে হচ্ছিল, কারণ এই সব প্রশ্নের উত্তর পেলে তবে তিনি টুকরা ছিটেফোঁটাগুলি একসঙ্গে জুড়ে একটা সংলগ্ন ছবি তৈরি ক'রে নিতে পারবেন। যতদূর তাঁর সাহস হ'ল, ততদূর এগিয়েও অজানা কত জিনিস র'য়ে গেল। তবু এতটা সন্ধান পেলেন, যে শেষকালে তিনি জিজ্ঞেস করতে পারলেন, "তবে এর সমস্তই কি মিঃ ক্যাস্‌ওয়েলের উপর নির্ভর করছে?"

"জুলিয়া তাঁর ব্যবস্থা করবেন।"

"জুলিয়া?"

ডন অধৈর্য হয়ে বললেন "মিসেস প্রিন্স।"

"তিনি কিরকম, ডন?"

"কিরকম? চতুর স্ত্রীলোক—ভয়ানক চতুর—পুরুষের মত মন।"

মেরী কফির পাত্রটি ওঠালেন। পুরুষের মত মন...তাই কি ইনি চান?

ডন ব'লে যাচ্ছিলেন, "আমি জানি না আর কখনও কারুর সঙ্গে কথা ব'লে আমি এতটা আনন্দ পেয়েছি।" এই প্রথম, মেরী যা জিজ্ঞেস করছিলেন, তার চেয়ে তিনি বেশি বললেন। তিনি বলতে লাগলেন, "একেবারে সব কিছুর মাঝখানে এসে পেঁছিলেন, যেন পা মাটির উপর স্থির—কখনও ধারণা ছিল না তিনি এমন স্ত্রীলোক। যেভাবে তিনি আমাকে সমর্থন করেছেন সেজন্যে তাঁর কাছে আমার ঋণ অনেক হ'ল—দেখ, দেখ।"

মেরী যে-কফি ঢালছিলেন তা পেয়ালার ধার উপচে প'ড়ে গেল। একটা চায়ের ছোট তোয়ালে টেনে নিয়ে বাদামী যে-দাগটি ছড়িয়ে পড়ছিল তা মুছতে লাগলেন, যতক্ষণ নিজেকে তাঁর বোঝাতে সময় লাগল যে তিনি বোকামি করছেন...তিনি নির্বোধ কাজ করবার মত বুদ্ধিহীন স্ত্রী নন। তারপর তিনি স্থির ও নিশ্চিতভাবে বলতে পারলেন, "কারুর কাছেই তুমি কোন জিনিসের জন্যেই ঋণী নও, ডন। তুমি প্রেসিডেন্ট হবে, কারণ এ তুমি—কারণ তুমি আশ্চর্য আর মেধাবী আর চতুর্গুণ প্রতিভাশালী আর—" যে-মুহূর্তকাল তাঁর স্বর রুদ্ধ রইল, সে-সময়টিতে তাঁর ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা হচ্ছিল যে তাঁদের দু-জনের মধ্যে যে-ব্যবধানটি দেখা যাচ্ছিল তা ছিড়ে ফেলেন, আবার তাঁদের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠুক। তাঁর কথা শেষ হ'ল "—আর তার কারণ এক আসল জীবন্ত প্রেসিডেন্টের সঙ্গে রোজ রাত্রে শুতে যাওয়া এক বড় বিশেষ ব্যাপার।"

তিনি অপেক্ষা করলেন—তাঁর মুখের হাসিটি ডনের হাসির সঙ্গে মিলবার জন্যে উদ্যত হয়ে রইল—আর তারপরই তাঁর এই ভয়াবহ অনুভূতি এল যে ডন একটু হাসবেন না পর্যন্ত।

বেলা ১-২০

এরিকা মার্টিন যে-মুদ্রাটি টেলিফোনের মধ্যে ফেললেন তা তাঁর হাতের মুঠোর মধ্যে গত আধ ঘন্টা ধ'রে উষ্ণ হয়ে উঠছিল। যতক্ষণ না পরিচারক ফল, মিষ্টির ফরমাস নিতে এসেছিল, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি টেবিল ছেড়ে উঠে যাবার সুযোগ পাননি।

ডায়াল ক'রে তিনি আশা করছিলেন যে আবার যেন মিঃ ওয়ালিং-এর গলারই জবাব আসে। তা হ'ল না...কিন্তু অন্তত এ-গলা সেই স্ত্রীলোকটির নয়!

তিনি জিজ্ঞেস করলেন "আমি কি মিঃ ওয়ালিং-এর সঙ্গে কথা বলতে পারি?"

"দুঃখের বিষয় মিঃ ওয়ালিং এখানে নেই। মিঃ ওয়ালিং চ'লে গেছেন ওহো, অনুগ্রহ ক'রে এক মুহূর্ত অপেক্ষা করুন।"

আর এখন সেই স্ত্রীলোকটিরই স্বর এল, "মিস মার্টিন?"

"হাঁ।"

"আমি মিসেস প্রিন্স। আপনি অসুবিধায় পড়েছেন কি?"

"না, আমি—"

"আমার ধারণা ছিল আপনি মিঃ ক্যাস্‌ওয়েলকে এখানে নিয়ে আসছেন। আমি ভাবছিলাম আপনার গাড়ি নিয়ে কোনও মুশকিল ঘটেছে।"

কি হয়েছে সেকথা তাঁর কাছে এড়িয়ে যাবার কোনও উপায় ছিল না, তাঁকে বলতে হ'ল, "আমি যখন পেঁাছলাম তখন মিঃ শ আর মিঃ ডাড্‌লে বিমান-ঘাঁটিতে ছিলেন। আমরা এখন রয়েছি ফেডারেল ক্লাবে, মধ্যাহ্নভোজন করছি। আমি মিঃ ওয়ালিংকে ধরতে চাইছিলাম তাঁকে বলবার জন্যে—"তাঁর মনে হ'ল হঠাৎ উত্তরহীন এক প্রশ্ন এসে তাঁর কণ্ঠরোধ ক'রে দিলে...কেন তিনি ডন ওয়ালিংকে বলবেন...তাঁর কারণ কি...তাঁর অছিলা কি?

"ধন্যবাদ মিস মার্টিন। আমি এখনই মিঃ ওয়ালিংকে খবর দেব। ভাল কথা, মিস মার্টিন, আমি নিজে মিঃ ক্যাস্‌ওয়েলের সঙ্গে দেখা করতে চাই। কতক্ষণ ওখানে ক্লাবে তিনি থাকবেন আপনার মনে হয়?"

টেলিফোন যন্ত্র তাঁর হাতে ভারী ঠেকল...ভারী ও কঠিন...ছুঁড়ে মারবার এক অস্ত্রের মত। তিনি বললেন, "আমি দুঃখিত, মিসেস প্রিন্স, কিন্তু তাঁরা এখনই দপ্তরে রওনা হয়ে যাবেন।"

বেলা ১-২২

মেরী ওয়ালিং দেখলেন তাঁর স্বামী আবার নিজের ঘড়ি দেখছেন, সেটি চলছে কিনা সে-বিষয়ে নিশ্চিত হবার জন্যে আড়ভাবে তাকাচ্ছেন।

শেষ চুমুক কফি গিলে নিয়ে অধৈর্যভাবে তিনি অস্ফুট স্বরে বললেন, "জানি না কেনই বা ইনি টেলিফোনে ডাকছেন না। একঘন্টা হ'ল—এক ঘন্টার বেশী।"

মেরী অপেক্ষা ক'রে রইলেন। কিছু বলবার প্রয়োজন ছিল না...ডন তাঁর সঙ্গে কথা বলছিলেন না...কেবল নিজের মনে...তাঁর উত্তরের প্রত্যাশা করছিলেন না...শুধু অপেক্ষা...অপেক্ষা আর অপেক্ষা। তাঁর বাকী জীবন কি এই হবে...অপেক্ষা...নীরবে অপেক্ষা করতে করতে দেখতে থাকবেন, ডন

পুনরুদ্ধারের কোন আশা না রেখে সেই মানুষটিতেই পরিণত হচ্ছেন, যার ইঙ্গিত গত কয়েক মিনিটে পাওয়া গেছে...আসলে তিনি যা, সে-লোক নন... যাঁকে মেরী বিবাহ করেছিলেন সেই মানুষ নন, তিনি আর এক অ্যাভেরি বুলার্ড মাত্র।

আতঙ্কের বশে তাঁর এই বিশ্বাসই বেড়ে চলেছিল যে তা হয়ত সম্ভব। এদের দু জনের মধ্যেই একটা কিছু সাদৃশ্য আছে...হাঁ, তিনি বহুকাল লক্ষ্য করেছেন...সর্বদা তাঁর মনে হ'ত অ্যাভেরি বুলার্ডের প্রতি ডনের প্রশংসাভাব থাকার ফলে এটা এক অন্ধ অনুকরণে দাঁড়িয়েছে...এ-ভাবটি শেষপর্যন্ত তাঁর চ'লে যাবে...এ-বন্ধন ভাঙ্গবে...আর তিনি আশা ক'রে আসছিলেন বুলার্ডের মৃত্যুতে তা ভেঙ্গে যাবে। এখন তিনি দেখলেন এই মর্মান্তিক সম্ভাবনাও থাকতে পারে, যে এটা আরও বেশী কিছু...ডনের মনের দুর্জ্ঞেয় গভীরে কোম্পানির প্রতি গোঁড়া নিষ্ঠার শক্তিও আছে...সেই রকম অন্ধ ধর্মোন্মত্ততার মত একটা ঝোঁক—যা অ্যাভেরি বুলার্ডকে জীবনের আর সব কিছু ভুলিয়ে দিয়েছিল...তাঁর বিবাহ পঙ্গু করেছিল...তাঁকে এক প্রাণহীন মূর্তিতে পরিণত করেছিল...কঠোর ...শুধু গড়া আর গড়ার এক উন্নত আকাঙ্ক্ষা তাঁকে চালিয়ে নিয়ে চলত.. আরও আরও বড়...এমন যেন এক বাতিকে তিনি ভুগছিলেন যাতে তাঁর বিশ্বাস জন্মেছিল, তাঁর আত্মার হিসাব যে জমা-খরচের পাতায় লেখা হবে তাতে জমার ঘরে ভালবাসা কথা কোন দিনও থাকবে না।

টেলিফোন বেজে উঠল আর যেভাবে স্বামী হাত বাড়ালেন, তা থেকে মেরী যেসব কথা বিশ্বাস না করবার প্রবল চেষ্টা করছিলেন, সেগুলি ভয়াবহ-ভাবে সমর্থিত হ'ল।

স্বামীর মুখ দেখতে চান না ব'লে তিনি অন্যদিকে ফিরলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর শুনে তাঁকে ফিরে তাকাতে হ'ল আবার।

ডন বলছিলেন "হাঁ-হাঁ, আমি বুঝতে পেরেছি—হাঁ-হাঁ, অবশ্য।"

কথাগুলি অর্থহীন ছিল বটে, কিন্তু তাঁর কণ্ঠস্বরের প্রতেকটি রেশ ও ধ্বনিতে যে-ভাষা ছিল তা বুঝতে বিবাহের পর এত বৎসরে তিনি শিখে গেছেন। তিনি জানতে পারলেন বড় রকম নৈরাশ্যের ব্যাপারই কিছু ঘটেছে। ডন অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁর দিকেই তাকিয়ে তারপর টেলিফোনে ব'লে দিলেন "ভাল কথা—হাঁ, এখনই মিসেস প্রিন্স।"

টেলিফোন-যন্ত্র তাঁর হাত থেকে প'ড়ে গেল। মেরী আবার অপেক্ষা করতে লাগলেন, তিনি সঙ্কল্প করলেন ডন কথা বলা পর্যন্ত তিনি কথা বলবেন না। ডনের চোখে যে-সহানুভূতি চাইছিল, তা না অনুভব করবারই তিনি চেষ্টা করতে লাগলেন, কারণ তাঁর এই আশঙ্কা হ'ল তিনি যা বলবেন বা করবেন, তা

থেকে ডন জেনে যেতে পারে যাই ঘটুক না কেন ট্রেড্ওয়ে কর্পোরেশনের প্রেসিডেন্ট হওয়া বন্ধ হবে—এটাই মেরী আশা করছে।

ডন বললেন, "শ এবং ডাড্‌লে প্রথমেই ক্যাস্‌ওয়েলকে ধরেন," তাঁর কথাগুলি অনিচ্ছা সত্ত্বেও কঠিন হয়ে আসছিল। তিনি বলতে লাগলেন, "বিমানঘাঁটিতে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন—তাঁকে ক্লাবে নিয়ে যান। তাঁরা সেখানে গিয়ে মধ্যাহ্নভোজন করছিলেন—মিস মার্টিনও।"

মেরী কি ভরসা ক'রে কথা কইবেন..কেবল তাঁকে জিজ্ঞেস করবেন যে এর মানে কি? না অপেক্ষা করতে হবে..অপেক্ষা..অপেক্ষা।

ডন ব'লে গেলেন "মিসেস প্রিন্স কোন উপায়ে তাঁদের নিজের বাড়িতে নিয়ে এসেছেন। তিনি আমাদেরও আসতে বলেছেন।"

"আমাদের?"

ডন ধীরে ধীরে বললেন, "হাঁ— আর আমার ইচ্ছা যে তুমিও আসবে।"

তিনি মেরীর দিকে অদ্ভুতভাবে তাকিয়েছিলেন। তাঁর চোখ মেরীকে জানিয়ে দিচ্ছিল যে সেখানে এমন একটা কিছু তিনি দেখতে পেয়েছেন যা আগে দেখেন নি। কিন্তু সেটা যে কি তা তাঁকে জিজ্ঞেস করতে মেরীর ভয় হচ্ছিল। এইটুকুই জানা যথেষ্ট যে মেরী তাঁর সঙ্গে থাকবেন..খানিকটা অংশ নেওয়া যাবে..যা-কিছু ঘটুক, তিনি তার মধ্যে থাকবেন।

মেরী তাড়াতাড়ি বললেন, আমি পোশাক বদলে নি। হলঘর থেকে তাঁদের শোবার ঘরে যেতে তাঁর মধ্যে যে-প্রত্যাশার উত্তেজনা বেড়ে চলছিল, তা তিনি টের পেলেন।

বেলা ১-৪০

জর্জ ক্যাস্‌ওয়েল বললেন, "যদি আমি মিস মার্টিনের সঙ্গে তাঁর গাড়িতে যাই। অর্থাৎ যদি—"

শ তাড়াতাড়ি ব'লে উঠলেন, "তার কোনও মানে হয় না। দুটি গাড়ি নিয়ে যাবার দরকার নেই। আমি ফেরবার পথে এখানে আপনাকে নামিয়ে দেব, মিস মার্টিন।" কৌতূহলের তাড়নায় তিনি এমন অবস্থায় এসে পৌঁছে-ছিলেন যে তাঁর আড়ালে কোনও কথা বলা হবে আর তা তিনি শুনতে পাবেন না, এ-চিন্তাই ছিল তাঁর কাছে প্রায় অসহ্য।

এরিকা মার্টিন প্রতিবাদ ক'রে বললেন, আমি সত্যি আমার গাড়ি সঙ্গে নিতে চাই।"

ক্যাস্‌ওয়েল বললেন, "তবে আমি আপনার সঙ্গে যাব। আপনার গাড়ি কোথায় রেখেছেন?"

"গাড়ি রাখবার জায়গায়। এটুকু হেঁটে যেতে আপত্তি নেই ত?"

ক্যাস্‌ওয়েল বললেন, "মোটেই না।" দুজনে একসঙ্গে চলতে চলতে ঘাড় ঘুরিয়ে তিনি হাঁক দিয়ে বললেন, "কয়েক মিনিটেই তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে।"

শ-এর দৃষ্টি তাঁদের অনুসরণ করছিল। তাঁর মস্তিষ্কের ফাঁকে ফাঁকে ইতিমধ্যেই যে হাজার হাজার প্রশ্ন কুণ্ডলী পাকিয়ে ছটফট করছিল, প্রত্যেকটি পদক্ষেপে তার সঙ্গে আর একটি ক'রে নূতন প্রশ্ন যোগ হ'তে লাগল। ক্যাস্‌ওয়েল কেন মিস মার্টিনের সঙ্গে কথা বলতে চান..মিস মার্টিনই বা তাঁর সঙ্গে কথা বলবার জন্যে এত উৎসুক কেন..কি-কথা তাঁরা বলতে চাইছেন?

ডোয়াইট প্রিন্সের, স্বর শোনা গেল, "আচ্ছা, আমিও এগিয়ে পড়ি।"

শ ভুলেই গিয়েছিলেন যে প্রিন্স ও ডাড্‌লে তখনও তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

ডাড্‌লে আমুদে স্বরে বললেন, "আজ্ঞে হাঁ, ডোয়াইট, নিশ্চয় মিনিট খানেকেই তোমার সঙ্গে দেখা হবে।"

ডোয়াইট চ'লে যেতে যেতে বললেন, "হাঁ, দেখা হবে।"

প্রিন্স শ্রুতিগোচরের বাইরে চ'লে যাওয়ার পরে ডাড্‌লে বললেন, "এর সঙ্গে জানাশুনা হবার পর দেখা যাচ্ছে লোকটা তত খারাপ নয়—অর্থাৎ এই ধরনের মানুষের পক্ষে। ভাল কথা, তোমার এমন মনে হয় না ত জুলিয়ার ডোয়াইটকে কোম্পানির মধ্যে আনবার কোন মতলব আছে, মনে হয় কি? চালটি মেরে কেমন বললেন, আসবার সম্বন্ধে আগ্রহটা তাঁর চিরকালের?"

শ নিজের কান বন্ধ করবার চেষ্টায় মুখের ভঙ্গি করলেন এর মধ্যেই বড় বেশী প্রশ্ন জড়ো হয়েছে, আর প্রত্যেকটি প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মাথা থেকে আরও গোটা বারো প্রশ্ন বেরিয়ে আসছে। তাঁরা মিসেস প্রিন্সের বাড়ি যাচ্ছেন কেন...কি ঘটবে...তাঁরা যে চারজন হলেন তার কি কিছু অর্থ আছে... চার ভোট? এর মানে কি এই যে কাল-রাত্রে তিনি মিসেস প্রিন্সের বিশ্বাস জন্মাতে পেরেছেন...তাঁকে সমর্থন করাই তিনি স্থির করেছেন? তা না হ'লে কি মিসেস প্রিন্স তাঁকে আমন্ত্রণ করতেন...আর ডাড্‌লে এবং ক্যাস্‌-ওয়েলকেও আমন্ত্রণ করতেন? কেন তিনি মিস মার্টিনের আসার জন্যে জোর করলেন...কিংবা সে শুধু ডোয়াইট প্রিন্সের শিষ্টাচার? তার অর্থ কি এই হওয়া সম্ভব।...

তাঁর চেতনার মধ্যে ওয়াল্ট ডাড্‌লের স্বর সবেগে প্রবিষ্ট হ'ল "তোমার

কি মনে হয় এর কিছু অর্থ আছে লরেন...জর্জ ক্যাস্ওয়েল যে আজ এখানে এসে গেলেন?"

শ-এর দেহ শক্ত হয়ে গেল। প্রশ্ন...প্রশ্ন...প্রশ্ন। যে-প্রশ্নগুলি তিনি নিজেই নিজেকে আগে কতবার জিজ্ঞেস করছেন, আবার ডাড্‌লে সেইগুলি জিজ্ঞেস ক'রে তাঁকে কি পাগল করবার চেষ্টা করছেন? তিনি রুক্ষভাবে বললেন, "এর কিছু অর্থ থাকবে কেন? এতে অস্বাভাবিকতা কিছুই নেই; তিনি মিঃ বুলার্ডের বন্ধু ছিলেন—তাঁর হাতে একটা প্লেন ছিল—তিনি উড়ে চ'লে এলেন। এর মধ্যে এইটুকুই রয়েছে। কিসে তোমার অন্য কিছু মনে হচ্ছে?"

তাঁর মনে হ'ল শেষের প্রশ্নটা না করলেই হ'ত। নিজেকে আর বেশী যন্ত্রণায় ফেলা কেন? মধ্যাহ্নভোজনের সময়ে জর্জ ক্যাস্ওয়েল যা বলেছেন তার প্রতেকটি কথা তিনি ওজন ক'রে দেখেছেন আর তা থেকে তাঁর হঠাৎ আসার পিছনে কিছুমাত্র উদ্দেশ্য আছে, তার বিন্দুমাত্র আভাসও পাওয়া যায়নি।

ডাড্‌লে বললেন, "শুধু একটিমাত্র সন্দেহ।"

দুর্দমনীয় কৌতূহলে শ জিজ্ঞেস করতে বাধ্য হলেন "তোমার সন্দেহটা কি?"

"বুঝেছ, এটা সম্ভবতঃ আজগুবি, কিন্তু বিক্রির খেলায় মানুষ অনুমানের প্রতিও মন দিতে শেখে।"

"তা হ'লে?"

ডাড্‌লের স্বর নেমে ভরাট ফিস ফিস হ'য়ে দাঁড়াল, তিনি বললেন, "তোমার এমন মনে হয় না ত, জর্জ নিজেই কোম্পানির মধ্যে ঢুকে পড়ার কথা ভাবছেন, তা মনে হয় কি?"

এ-ধারণা একেবারে এত হাস্যকর যে শ গলার একটা আওয়াজ ক'রে তা অগ্রাহ্য করলেন, কথা বলবার কষ্টও তিনি স্বীকার করলেন না। ডাড্‌লের কোন পাগলামী সন্দেহ ছাড়াই যথেষ্ট জরুরী প্রশ্ন সমস্ত রয়েছে।

ডাড্‌লেকেই তিনি পরিচারককে টাকা দিতে দিলেন, আর তিনি লক্ষ্য করলেন, এক ডলারের নোট দিয়ে ডাড্‌লে খুচরা কিছু ফেরৎ নিলেন না। তাঁর খরচের অঙ্কটা যে এত বেশি হয় তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। ডাড্‌লে এক বেকুব...বিক্রয় ম্যানেজার হিসাবে ঠিক আছেন, কিন্তু উপরের কর্তৃত্ব তাঁর দ্বারা কখনও চলবে না। ভগবানকে ধন্যবাদ যে তিনি বুদ্ধিশুদ্ধি হারিয়ে তাঁকে কার্যনির্বাহক ভাইস-প্রেসিডেন্টের পদ দেবার প্রস্তাব করেন নি।

ওয়ালিং-এর ভোটটি পাবার জন্যে তার সেটি প্রয়োজন। কিন্তু ডাড্‌লেকেও তাঁকে ধ'রে রাখতে হবে। দপ্তরে তাঁর কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নেবার সময় ছিল না... বড় বেশী অন্য সব প্রশ্ন উত্তর দিতে হয়েছিল...এখনও উত্তর দেবার রয়েছে। ডাড্‌লে কি তাঁকে সত্যি কথা বলেছেন...পুরাপুরি সত্যি? অল্‌ডার্‌সন কি অতটা দূর এগিয়ে যাবেন—একা তিনি ডাড্‌লের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে পিয়ার্সনের সেই টেলিফোনের খবরটি চেপে রাখবেন—যদি তিনি নিজেই প্রেসিডেন্ট পদ না চান? অবশ্যই তিনি চান! তিনি ডাড্‌লের চোখে ধূলা দিয়েছেন... না কি ডাড্‌লে মিছে কথা বলছেন? এমন হ'তে পারে কি ডাড্‌লে অল্‌ডার্‌সন আর ওয়ালিং-এর হাতের পুতুল...যে তাঁরা একে পাঠিয়েছেন যাতে...

মানুষ যেমন এক ভয়াবহ অস্ত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করে, সেই ভাবে আর একবার তিনি ভাবতে লাগলেন ডাড্‌লের ভোটটি সুনিশ্চিত করা কত সহজ হ'তে পারে। তাঁকে কেবল দুটি শব্দ উচ্চারণ করতে হবে মাত্র...একটি নাম ...শিকাগোর এক ভাড়াবাড়ির ডাকবাক্সের উপর নামটি...আর ডাড্‌লে তাঁর হাতের মুঠোয় এসে যাবেন। এ কি তিনি করতে পারবেন? যদি অবস্থা এতদূর গড়ায় সব কিছুই ডাড্‌লের ভোটের উপর নির্ভর করতে থাকে, তবে কি তিনি কারুর কাছে স্বীকার করতে পারবেন, বা এমন কি নিজের কাছেই চেঁচিয়ে বলতে পারবেন তাঁর ভয়ঙ্কর কৌতূহল একদিন তাঁকে এই হীন পরিণামে টেনে এনেছিল যে তিনি সে-রাত্রে ডাড্‌লের পিছু নিয়েছিলেন... যে-রাস্তার ওপারে এক অন্ধকার দরজার পাশে তিনি লুকিয়েছিলেন আর টানা পর্দায় সেই ছায়াগুলি নজর করেছিলেন?

শ নিজেকে ঝাঁকুনি দিয়ে সে-চিন্তা মন থেকে ঝেড়ে ফেললেন, তিনি জানলেন, তিনি কখনও তা করতে পারবেন না। প্রলোভনের সামনা-সামনি হওয়ায় তা নষ্টই হয়ে গেল। কোনও অজ্ঞাত কারণে হঠাৎ তাঁর মনে জর্জ ক্যাস্‌ওয়েলের চিন্তা এসে গেল, আর মনের মধ্যে এসে সেইটিই এক মহা তৃপ্তিকর জয়ের কষ্টিপাথরের মত জ্বলতে লাগল। জর্জ ক্যাস্‌ওয়েল একজন ভদ্রলোক...লঙ্ আইল্যাণ্ডের ক্যাস্‌ওয়েল পরিবার...কিন্তু লরেন শ-এর চেয়ে বেশী ভদ্রলোক নন।

বেলা ১-৪৭

জর্জ ক্যাস্‌ওয়েল দেখছিলেন এরিকা মার্টিন সুন্দর, স্পষ্টবক্তা মানুষ। তাই তিনি ঠিক করলেন তাঁর মনের মধ্যে সবার আগে যে-প্রশ্নটি জেগে রয়েছে,

তা তাঁকে জিজ্ঞেস করলে কোনও ক্ষতি হবে না। "ভাল কথা, মিস মার্টিন, আপনার জানার কোনও সম্ভাবনা আছে কি, এখানকার কাউকে আজ সকালে নিউইয়র্কের কোনও এক মিঃ পিল্‌চার টেলিফোনে ডেকেছিলেন কিনা ?"

মিস মার্টিন তাড়াতাড়ি বললেন, "এমন কোন ডাকের কথা আমি জানি না, তবে তার অর্থ এ নয় যে কোনও ডাক আসেনি। আপনি যদি চান তা হ'লে আমি সুইচবোর্ডের খাতা মিলিয়ে দেখবার ব্যবস্থা করতে পারি। দূর জায়গার সমস্ত টেলিফোনের ডাকেরই একটা বিবরণী রাখা হয়।"

তিনি বলতে শুরু করছিলেন, "আহা তার দরকার নেই—"আর তারপরই হঠাৎ নিজের কথা ঘুরিয়ে বললেন, "তাতে খুব বেশী অসুবিধে হবে কি, মিস মার্টিন ?"

"মোটেই নয়। আমায় শুধু একবার টেলিফোন করতে হবে এই মাত্র। আপনি কি এখনই জানতে চান ?"

ক্যাস্‌ওয়েল ইতস্তত ক'রে বললেন, "আপনাকে কষ্ট দিতে আমার খারাপ লাগছে, কিন্তু মিসেস প্রিন্সের বাড়ি পেঁাছবার আগে জানলে আমার সুবিধে হবে।"

তিনি বললেন, "মোড়ের পেট্রোল স্টেশনে সম্ভবতঃ টেলিফোন আছে।" গাড়িটি থামাবার জন্যে ঠিক গলিতে গিয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "কি নাম বললেন—পিল্‌চার ?"

"হাঁ, ব্রুস পিল্‌চার।"

ক্যাস্‌ওয়েল জানলার মধ্যে দিয়ে তাঁকে দেখতে লাগলেন, যে-সময়ে তাঁকে টেলিফোন করতে দেখলেন আর তারপর খবরটির জন্যে অপেক্ষা ক'রে রইলেন, তখন এক নাটকীয় অনিশ্চয়তার অনভ্যস্ত অনুভূতির অভিজ্ঞতা হ'ল তাঁর।

মিস মার্টিন যখন গাড়িতে ফিরে এলেন, তখন তিনি বললেন, "আজ সকালে নিউইয়র্কের কোনও মিঃ পিল্‌চারের কাছ থেকে টেলিফোন আসেনি। আর অর্ডার-বিভাগে একটি ছাড়া নিউইয়র্কের এমন কোনও টেলিফোনের ডাক ছিল না যা অচেনা। আমি ধ'রে নিচ্ছি এটা তা হবে না।"

"না, সেটি হবে কোম্পানির বড় কর্মীদের একজনের টেলিফোন—সম্ভবতঃ মিঃ শ কিংবা হয়ত মিঃ অল্ডার্‌সন।"

"দপ্তরের বোর্ড দিয়ে তেমন কোনও টেলিফোন আসেনি।"

"আপনাকে বহু ধন্যবাদ, মিস মার্টিন।"

"আপনার কাজ করায় আনন্দ আছে, মিঃ ক্যাস্‌ওয়েল।"

রাস্তা দিয়ে গাড়ি চালিয়ে যেতে যেতে ক্যাস্‌ওয়েল ক্রমেই বেশী টের পাচ্ছিলেন যে একটা নিরুৎসাহের ভাব জাগছে তাঁর মনে, তিনি যে বোকার কাজ করেছেন, সেই অনুভূতি বেড়েই চলেছে। তাঁর রওয়ানা হবার আগেই জানা উচিত ছিল, পিল্‌চার তাঁর রাগ ঠাণ্ডা হওয়ামাত্র বুঝতে পারবেন, এমন ক'রে তিনি পার পাবেন না। এক বড় ব্যাপারের উত্তেজনায় অনেক লোকই যেমন ফাঁকা ভয় দেখায়, এও তার চেয়ে বেশী কিছু ছিল না। পরে এসব লোক সেটি ভুলে যায়, সম্ভবতঃ পিল্‌চারও ভুলে গেছেন। তবু আজ বিকেলে সে-ঘটনা এখানে উল্লেখ করা হয়ত মন্দ হবে না বিস্তারিত সব ব্যাপার অবশ্য নয়, মাত্র সেইটুকু, যাতে নিশ্চিত হওয়া, পিল্‌চার যদি এতটা বোকা হন যে তিনি কিছু একটা করবার চেষ্টা শুরু ক'রে দেন, তবে তিনি বাধা পাবেন। অন্তত সেটা করলে তাঁর এই ভ্রমণের খানিকটা সার্থকতা হবে। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে আজ আর বেশী কিছু তিনি করতে পারবেন না। মধ্যাহ্ন-ভোজের টেবিলেই বোঝা গিয়েছিল শ বা ডাড্‌লে, দুজনেরই কেউই এখনও নূতন প্রেসিডেন্টের বিষয় ভাবতে আরম্ভ করেন নি। তাঁদের মন তখনও অ্যাভেরি বুলার্ডেই বড় বেশী আচ্ছন্ন হয়ে আছে...ওয়াল্ট ডাড্‌লে তাঁর সম্পর্কে সেই কত সব গল্প বললেন। এরিকা মার্টিনের বিস্মিত কণ্ঠস্বরে নীরবতা ভঙ্গ হ'ল, "ঐ যে মিঃ ওয়ালিং!"

আর একটা দাঁড়-করানো গাড়ির পিছনে তাঁরা থামলেন, আর মিস মার্টিন চোখ তুলে দেখলেন সাদা পাঁচিলের ফটকের মধ্যে ওয়ালিং-দম্পতি চ'লে গেলেন।

এরিকা মার্টিনের স্বরে যে হঠাৎ-দেখার অদ্ভুত উল্লাসের সুরটি তিনি শুনে-ছিলেন, তারই জন্যে তিনি ফিরে তাঁর দিকে তাকালেন। মনে হচ্ছিল যেন এরিকা মার্টিনের দৃষ্টি পাঁচিল ভেদ ক'রে চলে যাচ্ছে।

"মিস মার্টিন?"

চমকে মিস মার্টিনের অন্যমনস্কতা দূর হ'ল, "হাঁ?"

"আমরা ভিতরে যাবার আগে একটা জিনিস আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাই। প্রশ্নটি এমন যে এই মুহূর্তে তা অনুচিত বোধ হ'তে পারে—মিঃ বুলার্ডের মৃত্যুর পর এত শীঘ্র—কিন্তু আমি নিশ্চয় জানি আপনি বুঝবেন, আমার এই জিজ্ঞেস করায় শোক বা শ্রদ্ধা কোনটিরই অভাব সূচিত হচ্ছে না। এমন হওয়া খুবই সম্ভব যে আগামী কয়েকটা দিন আমি আপনার সঙ্গে কথা বলবার আর সুযোগই পাব না।"

"নিশ্চয় মিঃ ক্যাস্‌ওয়েল।"

তাঁর চোখে যে-আগ্রহ খেলে গেল তাতে আশ্বাস ছিল, আর ক্যাস্‌ওয়েল

বলতে লাগলেন, "আমরা দুজনেই জানি—আমার নিশ্চিত বিশ্বাস যে, আমার নিজের সেক্রেটারীর আমার কাজকর্ম সম্বন্ধে যতখানি ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে, মিঃ বুলার্ডের ব্যাপারে আপনারও ঠিক ততটাই ছিল—একজন উপযুক্ত লোককে তাঁর কার্যনির্বাহক ভাইস-প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ক'রে নেওয়ার বিষয়ে মিঃ বুলার্ডের দুশ্চিন্তা ছিল।"

"হাঁ, আমি তা জানি। আমি আশা করছিলাম যে মঙ্গলবারে বোর্ডের সভার আগে তিনি মন স্থির ক'রে নেবেন, তা হ'লে তা আধা-বছরের বিবরণীর মধ্যে দেওয়া যেতে পারত।"

ক্যাস্‌ওয়েল ঘাড় নেড়ে মনে মনে বললেন, তিনি ঠিকই অনুমান করেছিলেন যে মিস মার্টিন সমস্ত কাহিনীটি আগাগোড়া জানেন। তিনি বললেন, "আপনার ত জানা আছে মিঃ বুলার্ড কোম্পানির বাইরের জন কতক লোকের বিষয়ে বিবেচনা করছিলেন। কিন্তু কাল দুপুরে যখন তিনি আমার দপ্তর থেকে যান, তখন আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হ'ল তাঁর নির্বাচন নিঃসন্দেহে তাঁর নিজেরই কোনও লোকের উপর পড়বে। আমার অনুমান—আপনি তাঁকে এত ভালভাবে জানতেন ব'লে—যে সম্ভবতঃ গোড়া থেকেই আপনার তা জানা ছিল?"

মিস মার্টিন ধীরে ধীরে বললেন, "আমার কখনও মনে হয়নি মিঃ বুলার্ড বাইরের কোনও ব্যক্তিকে নিয়ে আসবেন।"

"মিস মার্টিন, ভাইস-প্রেসিডেন্টদের মধ্যে কাকে তিনি নির্বাচন করতেন?"

মিস মার্টিন কথা বলবার আগে যে দীর্ঘ বিরতি গেল, তা থেকে ক্যাস্‌-ওয়েল বুঝতে পারলেন অ্যাভেরি বুলার্ডের বাইরে কোনও কিছু চিন্তা করা তাঁর পক্ষে কত কঠিন। তিনি শেষে বললেন, "আমি জানি না, মিঃ ক্যাস্‌-ওয়েল। তিনি কখনও স্থির সিদ্ধান্ত করেন নি।"

"কিন্তু কোন ব্যক্তিটি তাঁর মনে মনে ছিল তা ত আপনি জানেন।" এটি প্রশ্নের চেয়ে উক্তিই বেশি ছিল।

"আমি কেবল আন্দাজ করতে পারি।"

"আপনার আন্দাজ আমাকে বলবেন, মিস মার্টিন?"

তিনি দেখলেন মিস মার্টিনের হাত কাঁপতে শুরু হয়েছে আর ক্যাসওয়েল সহানুভূতির বশে নিজের প্রশ্নটি ফিরিয়ে নেবার পূর্বেই স্টিয়ারিংয়ের চাকাটি ঘিরে তাঁর আঙ্গুলগুলি শক্ত হয়ে উঠেছে।"

"মিঃ ওয়ালিংই হতেন।"

ওয়ালিং? বোধ হয় এর কথাই ঠিক। তিনি তাঁর কার্যনির্বাহক ভাইস-প্রেসিডেন্ট হিসাবে শ-এর কথা ভাবছিলেন, কিন্তু ওয়ালিং-এর নির্বাচনই যে ঠিক,

সে-সম্ভাবনাও বেশ থাকতে পারে। হাঁ, তাঁর নিজের শক্তির সহায় হিসাবে ওয়ালিং-এর কার্যদক্ষতা আরও ভাল হবে। ওয়ালিং পরিকল্পনা ও উৎপাদনের দিকটা জানেন আর বিক্রয়ও বেশ ভাল বোঝেন...সেখানেই তাঁর সাহায্য সব চেয়ে বেশী দরকার হবে।

তিনি বললেন "ধন্যবাদ মিস মার্টিন। আপনার মানে, আপনার সাহায্য-স্পৃহার মূল্য যে কতটা আমি বুঝেছি তা আপনাকে জানাতে পারি না।"

মিস মার্টিন তাঁর চোখ এড়িয়ে রইলেন, কিন্তু এই অবস্থায় তাতে আশ্চর্য কিছু নেই। এ সম্পূর্ণই বোঝা যায়। অনেক বছর ইনি অ্যাভেরি বুলার্ডের সেক্রেটারী ছিলেন...তাঁর খুব কাছাকাছি ছিলেন...হাঁ তিনি আগে যা মনে করেছিলেন তার চেয়েও কাছে ছিলেন। মিস মার্টিন মস্ত সহায় হবেন...খুবই বড় সহায়...যখনই তিনি অ্যাভেরি বুলার্ডের মারা যাওয়ার ঘটনাটি মেনে নিতে পারবেন।

মিস মার্টিন গাড়ি থেকে বেরোবার সময়ে ক্যাস্‌ওয়েল দরজাটি ধ'রে রইলেন। এটা তাঁর স্বভাবগত ভদ্র শিষ্টাচারের দরুন হ'লেও তার সঙ্গে প্রকৃত শ্রদ্ধাও প্রকাশ পাচ্ছিল।

কেণ্ট কাউণ্টি, মেরীল্যাণ্ড

বেলা ১-৫৭

ফ্রেডারিক অল্ডার্‌সন দ্বিতীয়বার হেঁকে বললেন, "আর একবারটি বল না।"

টিলের দোকানের বারান্দায় লোকটির লম্বা পা দুখানি ধীরে ধীরে বিস্তৃত হ'ল। সে ঝকমকে রোদ থেকে এক চোখ বাঁচিয়ে অন্য চোখটি খুলল, আর প্রকাণ্ড এক হাই তুলে তার পাঁশুটে খোঁচা খোঁচা দাড়ি-বার-করা মুখে এক বিরাট গহ্বরের সৃষ্টি করল।

অল্ডার্‌সন বললেন, "তোমাকে বিরক্ত করতে খারাপ লাগছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় আমি হারিয়ে গিয়েছি। তোমার কি জানবার সম্ভাবনা আছে মিঃ জেসি গ্রিম কোথায় থাকেন?"

ধীরে ধীরে হাসি এসে লোকটির মুখ কুঁচকে গেল। সে বলল, "বেশ, কর্তা, আমি কোন কোন লোককে যা দেখেছি, ততটা আপনি হারান নি। আপনাকে এখন বলি কি—এখানে দোকানের ঠিক পাশ দিয়ে এই রাস্তাটি দেখছেন ত? শুধু এই রাস্তাটি ধ'রে চলে যান, আর চলতেই থাকুন, শেষে আর

যখন যেতে পারবেন না, সেইখানেই কাপ্তেন জেসির বাড়ি। আপনার তাতে ভুল হ'তে পারে না, কারণ বাড়িটি নূতন রং লাগান আর তিনি এক নূতন কারখানা তৈরি করাচ্ছেন। না কর্তা মশাই, আপনি যতটা ভেবেছিলেন ততখানি আপনি হারিয়ে যাননি। কাপ্তেন জেসির বাড়ি এখান থেকে এক মাইলের বেশি নয়।"

ফ্রেডারিক অল্ডার্‌সন বললেন "তোমাকে বহু ধন্যবাদ।"

মাত্র এক মাইল। তারপরই তিনি জেসির সঙ্গে কথা কইবেন এই হবে তাঁর শেষ সুযোগ। তিনি একবার ব্যর্থ হয়েছেন...ডাড্‌লেকে তিনি ধরবার আগেই ডাড্‌লে শ-এর দপ্তরে ঢুকে পড়েছিলেন। আবার ব্যর্থ হবার তাঁর সাহস নেই।

(১৪)

মিল্‌বার্গ, পেন্‌সিল্‌ভ্যানিয়া

বেলা ২-০৫

পুরাতন ট্রেড্‌ওয়ে ভবনের লাইব্রেরীতে মানুষগুলি আড়ষ্টভাবে বসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে তীব্র উত্তেজনা মিশ্রিত আশঙ্কার যে-আবহাওয়াটি বিরাজ করছিল তা মেরী ওয়ালিং প্রবলভাবে অনুভব করছিলেন। এই প্রথম কয়েক মিনিট ধ'রে যে-কথাবার্তা হ'ল, সেসব কথা চেষ্টাকৃত, তার কোন লক্ষ্য ছিল না, কোন সার্থকতা বা উদ্দেশ্যও ছিল না। অবশ্য আজ অপরাহ্নে এখানে কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে, তা প্রকাশ্যভাবে কেউই স্বীকার করেন নি—আর তিনি বুঝতে পারলেন সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরেও সেরকম কোন স্বীকৃতি থাকবে না—তবু তিনি নিশ্চয় জানতেন অন্য আর সকলেরও গোপনে তাঁরই মত এই বোধ রয়েছে যে, তাঁরা এই ঘর ছেড়ে যাবার পূর্বে ট্রেড্‌ওয়ে কর্পোরেশনের নূতন প্রেসিডেন্ট মনোনীত ক'রে নেওয়া হবে।

মেরীর আগে যে-ভয় হয়েছিল যে, তাঁর স্বামী প্রেসিডেন্টের পদে উন্নীত হ'লে তাঁর নিজের সুখের জলাঞ্জলি হয়ে যাবে, তা কমেনি। কিন্তু তার পরবর্তী আরও ভয়ঙ্কর যে-আশঙ্কা এসেছিল, ডন এখন যেটিকে স্পষ্টই তাঁর অদৃষ্টের লক্ষ্যসাধন মনে করছেন, তাতে পরাজয় ঘটলে তার প্রভাব তাঁর

মনের উপর কি হবে, তা তাঁর আগের সেই ভয়কে ছাপিয়ে গিয়েছিল। মেরী জেনেছিলেন যে এখন ডন তা না পেলে আর কখনও সুখী হবেন না— আর তাঁর সুখ মেরীর নিজের সুখের পক্ষেও নিতান্ত আবশ্যক।

যখনই মেরী ওয়ালিং তাঁর স্বামীর সঙ্গে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেন, সেই মুহূর্তেই তাঁর মনে আশঙ্কা জেগে উঠেছিল, কারণ তিনি দেখেন ইতিমধ্যেই লরেন শ কেমন ডেস্কের পাশে একখানি আসন দখল ক'রে নিয়েছেন, জুলিয়া ট্রেড্ওয়ে প্রিন্সের যতখানি কাছে থাকা কারুর পক্ষে সম্ভব, ততখানিই কাছে। একমুহূর্ত পরে যখন এরিকা মার্টিনের সঙ্গে জর্জ ক্যাস্ওয়েল এলেন, তখন শ সুকৌশলে তাঁকে নিজের এবং ডাড্লের মাঝখানে একটি চেয়ারে বসিয়ে নিলেন। এইভাবে—খানিকটা দৈবক্রমে আর খানিকটা, তিনি নিশ্চিত জানতেন যে, শ-এর ফন্দিতে—এখন পাশাপাশি শ, ক্যাস্ওয়েল ও ডাড্লের দৃঢ় ব্যূহের মুখামুখি হয়ে ডন একা বসেছিলেন। তিনি জানতেন এঁরা তিনজনে মধ্যাহ্নভোজন করেছেন, আর একথা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল যে কেবল জুলিয়া ট্রেড্ওয়ে প্রিন্সের ভোটটি যোগ দিতে পারলেই শুধু শ-কে প্রেসিডেন্ট করা যায়। ডন বলেছিলেন মিসেস প্রিন্সের সমর্থন তিনি নিশ্চয়ই পাবেন, কিন্তু স্বামীর এই নিশ্চিত ধারণা পোষন করা মেরী ওয়ালিং-এর পক্ষে কঠিন বোধ হয়েছিল। তাঁদের আসার সময়ে ডনকে মিসেস প্রিন্স যেভাবে অভ্যর্থনা করেন, তাতে সহজ শিষ্টাচার ছাড়া আর কিছুই ছিল না, আর গত কয়েক মিনিটের মধ্যে লরেন শ জুলিয়া ট্রেড্ওয়ে প্রিন্সের পাশে তাঁর বিশেষ সুবিধার স্থানটির পূর্ণ সুযোগ নিচ্ছিলেন।

মেরী ওয়ালিং-এর নিজেকে বাইরের লোকই মনে হচ্ছিল—প্রায় যেন এক দর্শক, যাঁর অংশ গ্রহণের অধিকার নেই—তাই তিনি তাঁর স্বামীর পিছনে কোণটিতে গিয়ে বসেছিলেন। বড় দেরিতে তাঁর মনে পড়ল যে স্বামীর মুখ তিনি দেখতে পাচ্ছেন না—ততক্ষণে এরিকা মার্টিন আগেই বিপরীত কোণের চেয়ারটি নিয়েছেন —কিন্তু তার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ এই সুবিধাও ছিল যে তিনি স্বামীর দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী ঘরটি লক্ষ্য করতে পারছিলেন, আর অন্য যে-কেউ তাঁর দিকে তাকা-লেই তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন।

একটা বিষয়ে তিনি এখন নিশ্চিত হয়েছিলেন—লরেন শ প্রেসিডেন্টের পদের জন্যে সংগ্রামে ডনকে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করছেন না। যখন ক্যাস্-ওয়েল অল্ডার্সনের নাম উল্লেখ করলেন, তখন শ-এর দৃষ্টি যেভাবে তাঁর স্বামীকে বিদ্ধ করল, তা থেকে স্পষ্টই বোঝা গেল যে ডনকে শ তাঁর আসল প্রতিদ্বন্দ্বীর সহকারী মাত্রই মনে করেন।

জুলিয়া ট্রেড্ওয়ে প্রিন্স বললেন, "আমারও দুঃখ হচ্ছে যে মিঃ অল্ডার্সন এখানে নেই। আপনি তাঁর সন্ধান পাননি, নয় কি, মিঃ ওয়ালিং?"

ডন নীরবে মাথা নাড়লেন আর মেরী ওয়ালিং-এর তাঁর চোখদুটি দেখতে পাবার ইচ্ছা জাগছিল। তিনি ভাবছিলেন, ডন কি বুঝতে পেরেছেন জুলিয়া ট্রেড্ওয়ে প্রিন্সের এই মন্তব্যেই, পরোক্ষভাবে হলেও, এই প্রথম স্বীকার করা হ'ল তাঁদের যে আমন্ত্রণ ক'রে একত্র করা হয়েছে, তার পিছনে একটা উদ্দেশ্য রয়েছে—আর শ-এর দৃষ্টির তাৎপর্য্য ডন জানেন কিনা, সেকথাও মেরীর মনে হচ্ছিল।

জুলিয়া ট্রেড্ওয়ে প্রিন্সের মন্তব্যটি যদি সত্যিই কোন উদ্দেশ্যের বশে হয়ে থাকে, তবে শীগ্গীরই সে-উদ্দেশ্য পরিত্যক্তও হ'ল। তিনি জর্জ ক্যাস্ওয়েলের দিকে ফিরে আবার একটি প্রশ্ন করলেন, তাঁর শুধু জোর ক'রে কথা-বার্তা চালিয়ে যাওয়া ছাড়া আর অন্য কোন অর্থই দেখা যায়নি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "আমি শুনলাম আপনি বিমানে এসেছেন, মিঃ ক্যাস্ওয়েল?"

"হ্যাঁ—আর খুব সৌখিনভাবে, আমার এক বন্ধু সৌজন্য ক'রে সারা দিনটির জন্যে তাঁর কোম্পানির বিমান আমাকে ব্যবহার করতে দিয়েছেন।"

ডাড্লে ব'লে উঠলেন, "জানেন এটা বেশ চালু হয়ে উঠেছে;" এমনভাবে তিনি বললেন যেন যতক্ষণ সম্ভব তিনি চুপ ক'রে থাকা সহ্য করেছেন। তিনি বলতে লাগলেন,—"বড় বড় কোম্পানির সব প্রেসিডেন্টেরই নিজস্ব আলাদা প্লেন রয়েছে। আমি এই NAM কমিটিতে গত বছরে ছিলাম—নিউঅর্লিয়ান্স-এ এক সভা হয়—আর তিন জন বড়কর্তা তাঁদের নিজের প্লেনে এলেন। বাপু, সেই হ'ল সত্যিকার জীবন, নিজের প্লেন থাকা।"

শ গলা ঝেড়ে বললেন, "আমার মনে হয় এ এক অপব্যয়, স্টক হোল্ডার-দের কাছে তার কৈফিয়ত দেওয়া কঠিন হ'তে পারে।"

ক্যাস্ওয়েল মৃদু প্রতিবাদে বললেন, 'আহা, তা অবশ্য জানি না। এখন-কার দিনে কর্পোরেশন-প্রেসিডেন্টদের যথেষ্ট সুবিধা দেবার কোনও পথ থাকা চাই। আয়কর যা রয়েছে, তাতে কেবল বেতন দ্বারা তা করা সম্ভব নয়।"

জুলিয়া ট্রেড্ওয়ে প্রিন্স চোখ তুলে তাঁর স্বামীর দিকে তাকালেন, তিনি দরজার চৌকাঠে হেলান দিয়েছিলেন। জুলিয়া বললেন, ' গত শীতে জামাই-কায় ডোয়াইটের ও আমার একটি লোকের সঙ্গে দেখা হয়, তিনি নিজের বিমানে উড়ে আসেন। তিনি কোন ইস্পাত কোম্পানির প্রেসিডেন্ট ছিলেন—মনে আছে ডোয়াইট?"

ডোয়াইট প্রিন্সের লম্বা মুখটি জোর ক'রে হাসায় কুঁচকে গেল, তিনি বললেন,

'হাঁ, তিনি অস্ত্রের ঘা-এর মূল্যে এক ডি.সি.৩ বিমান পেয়েছেন—তাতে আমার মনে হয় না তাঁর খুব সুবিধা হয়েছিল। আসলে—" তিনি থেমে ইতস্তত করতে লাগলেন, যেন তিনি যে-মনোযোগ পাচ্ছিলেন তা উপভোগ করছেন, "—আমার পক্ষে এটা বোঝা একটু কঠিন, আজকালকার দিনে কোন লোক একটা বড় কর্পোরেশনের প্রেসিডেন্ট হ'তে কেন চায়। আমার দিক থেকে বলতে গেলে তা এক শ্রেণীর আত্মহত্যা, যার মজুরীও খুবই কম পোষায়।"

এতে শ-এর মাথা খাড়া হয়ে উঠল, আর স্বামীর কাঁধ শক্ত হ'ল দেখে মেরী ওয়ালিং-এর বিস্ময় লাগেনি, কিন্তু জর্জ ক্যাস্ওয়েল চোখ আড় ক'রে ভ্রূকুঞ্চিত করায় তিনি হতবুদ্ধি হলেন।

ক্যাস্ওয়েল শীগ্গীরই তাঁর স্থৈর্য ফিরে পেয়ে বললেন, "আহা, ঠিক ততটা খারাপ নয়। কর্পোরেশনের সংগঠন ভাল হ'লে, কর্তৃত্বভার হস্তান্তর করার যথেষ্ট ব্যবস্থা থাকলে, যোগ্য ব্যক্তির উপর অতিরিক্ত চাপ পড়বার কোন কারণ নেই।

শ পুনরুক্তি করলেন, "যোগ্য ব্যক্তি ; " যেন এই কথাটাই বুঝিয়ে দিতে হবে। তিনি বললেন, "আর আজকাল যোগ্য ব্যক্তিই চাই বটে—আগে যেমন দরকার হ'ত, তা থেকে খুব স্বতন্ত্র ধরনের লোক।"

শ-এর অভিসন্ধিযুক্ত গলার স্বরে এক সতর্কবাণী ছিল আর মেরী ওয়ালিং উদ্বিগ্নভাবে তাঁর স্বামীর মাথার পিছন দিকে তাকালেন। তাঁর কাঁধ দুটি উঁচু হয়েছিল, আর নিজের করবদ্ধ হাত ছাড়া আর কিছুতেই তাঁর আগ্রহ দেখা যাচ্ছিল না।

জুলিয়া ট্রেড্ওয়ে প্রিন্স বললেন্ন, "আপনার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না, মিঃ শ।"

শ'কে বিস্মিত বোধ হ'ল, "এই কথাটিই আমি কাল সন্ধ্যায় বলেছিলাম।"

ক্যাস্ওয়েল যে চট ক'রে পাশে তাকালেন তাতে বিস্ময়বিমূঢ়তার কাছাকাছি একটা কিছু ছিল, কিন্তু শ মিসেস প্রিন্সের দিকে চেয়েছিলেন ব'লে সেটা দেখতে পাননি।

মিসেস প্রিন্স বললেন, "ও হাঁ। বেশ চমৎকার এক পরিকল্পনা। দেখুন—অর্থাৎ, আপনি যদি এদের সবাইকে এটি ব্যাখ্যা ক'রে দেন, মিঃ শ।"

উত্তেজনা ও প্রত্যাশায় এক নীরবতা দেখা দিল আর মেরী ওয়ালিং দেখলেন শ একটি পরিষ্কার রুমাল নাড়া দিয়ে বার করলেন। ঘরে বড় জোড় পাঁচ মিনিট তাঁরা ছিলেন, তার মধ্যে এই দ্বিতীয় বার তিনি শ'কে এই কাজ করতে দেখলেন।

শ বললেন, "দেখুন, এটা পরিকল্পনার চাইতে একটু বেশী। যে-যুক্তিটি আমি

দেখাচ্ছিলাম তা এই—অর্থাৎ, এক সময় অবশ্য ছিল যখন আমাদের বেশির ভাগ কোম্পানির প্রেসিডেন্ট উৎপাদনের দিক থেকে উপরে উঠে আসতেন। সে কালে তা সাধারণ কর্মকর্তার দায়িত্ব নেবার জন্য চমৎকার ব্যবস্থা ছিল, কারণ প্রেসিডেন্টের ডেস্কে যেসব সমস্যা এসে পড়ত, তার বেশির ভাগই হ'ত উৎপাদন সম্পর্কিত। পরে যখন বন্টনের সমস্যা বেশী গুরুতর হয়ে উঠল, তখন মধ্যে মধ্যে আমরা দেখেছি যে একজন প্রেসিডেন্ট বিক্রয়-ব্যবস্থা থেকে উপরে উঠলেন—আর সেও আবার বেশ সঙ্গতই ছিল। আজ কিন্তু আমাদের অবস্থা খুবই স্বতন্ত্র। প্রেসিডেন্টের দপ্তরে যেসব সমস্যা আসে, সেগুলির প্রকৃতি হ'ল প্রধানতঃ অর্থনৈতিক—উৎপাদন ও বন্টনের নিষ্পত্তি বেশির ভাগ সংগঠনের নিচের স্তরেই হয়ে থাকে। প্রেসিডেন্ট—তিনি যে স্টকহোল্ডারদের প্রতিনিধি, সেকথা সর্বদাই আমাদের স্মরণ রাখতে হবে—তাঁর অবশ্য এখন স্টকহোল্ডারদের মূল স্বার্থই অধিকাংশ চিন্তার বিষয় দাঁড়াবে।"

জুলিয়া ট্রেড্ওয়ে প্রিন্স জিজ্ঞেস করলেন, "আর আদর্শস্থানীয় স্টক-হোল্ডারের লভ্যাংশ ছাড়া আর কিছুতেই আগ্রহ নেই,"—প্রশ্নের চেয়ে তালিম দেওয়ার মতই তিনি একথা বললেন।

শ বললেন, "ঠিক তাই। অবশ্য আপনি এর ব্যতিক্রম, মিসেস প্রিন্স। আমরা যাকে বলতে পারি মালিকানার বোধ, আপনার এখনও সেটি আছে। সাধারণ স্টকহোল্ডার স্টক রাখাকে মালিকানা মনে করেন না—যেমন যে-ব্যাঙ্কে তাঁর সঞ্চয়ী হিসাব আছে, সেখানকার আংশিক মালিক নিজেকে তিনি মনে করেন না—বা তাঁর কতকগুলি ডিফেন্স-বণ্ড আছে ব'লেই নিজেকে সরকারের আংশিক কর্তা ভাবেন না। যখন তিনি ট্রেড্ওয়ে স্টক কেনেন, তখন তিনি টাকা খাটাতেই যান। তা করবার তাঁর একমাত্র কারণ, মুনাফা পাওয়া। সুতরাং উপরের স্তরে এখন কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণ অবশ্য এমন হওয়া চাই যেমনটি তার মালিকেরা চান—একটি অর্থকরী প্রতিষ্ঠান, যাতে তাঁরা টাকা খাটাতে পারেন আর নিরাপদ মুনাফা পেতে পারেন, নিরাপত্তার উপরই গুরুত্ব থাকবে। আসলে—অর্থাৎ, তুমি ত এটা জান ক্যাস্ওয়েল—যদি দশটি স্টকহোল্ডারকে জিজ্ঞেস কর আমাদের প্রধান কারখানাগুলি কোথায় আছে, একজনও তুমি পাবে না যিনি শহরের নাম পর্যন্ত করতে পারেন।"

জর্জ ক্যাস্ওয়েল বললেন, "তুমি একেবারে খাঁটি কথাটি বলেছ"— তিনি এতখানি জোরে সমর্থন দেওয়াতে মেরী ওয়ালিং নৈরাশ্যের দারুণ বেদনা অনুভব করলেন। ক্যাস্ওয়েল বলতে লাগলেন, "এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই যে কর্পোরেশন পরিচালনার গুরুত্ব আজকাল অর্থনৈতিকই হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার নিশ্চয়

মনে হয় সেই জন্যেই গত কয়েক বৎসরে টাকা খাটানো বা ব্যাঙ্কের কারবার থেকে কর্পোরেশন পরিচালনায় লোক আমদানি এত প্রচলিত হয়েছে।"

লরেন শ একটু ইতস্তত করলেন, যেন তাঁর মনে সতর্কতা জেগেছে,—তারপর তাড়াতাড়ি ব'লে চললেন, "হাঁ তেমন ঘটনা হয়েছে—যেখানে কর্পোরেশনের এতখানি দুর্ভাগ্য ছিল যে তাঁর প্রধান কর্মকর্তা এমন কাউকেই পাওয়া যায়নি যিনি আর্থিক নিয়ন্ত্রণ ও আধুনিক পরিচালনা-পদ্ধতির শিক্ষা পেয়েছেন। অনেক ক্ষেত্রেই অবশ্য তেমন লোক অনেক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই পাওয়া যায়।"

এ ছিল প্রত্যক্ষ আস্ফালন, সংগ্রামের আহ্বান, যুদ্ধসূচনার ইঙ্গিত; আর মেরী ওয়ালিং যখন দেখলেন তাঁর স্বামী এতে সাড়াই দিচ্ছেন না, তখন তাঁর মন দ'মে গেল। তিনি অনেকখানি ঝুঁকে প'ড়ে স্বামীর ভাবটি দেখবার চেষ্টা করলেন আর চোখ তুলতেই তাঁর দৃষ্টি জুলিয়া ট্রেড্‌ওয়ে প্রিন্সের সঙ্গে মিলিত হ'ল।

মিসেস প্রিন্স তাড়াতাড়ি বললেন, 'আহা মিসেস ওয়ালিং, ওখানে আপনার তেমন আরাম হচ্ছে না, নয়? আপনি এখানে আসুন না?"

এ-আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করা গেল না। আর মেরী ওয়ালিং এগিয়ে আসতেই জুলিয়া ট্রেড্‌ওয়ে প্রিন্স ডেস্কের ওদিকের চেয়ার থেকে উঠে প'ড়ে জানলার সামনে সোফায় তাঁর পাশে বসলেন।

ওয়াল্ট ডাড্‌লে খিটখিটে নালিশের স্বরে বললেন, "আমি তোমার কথা পুরাপুরি বুঝেছি ব'লে মনে হচ্ছে না লরেন; আমি বুঝতে পারছি যে আমাদের স্টকহোল্ডারদের খুশি রাখতে হবে, মুনাফা করতে হবে—কিন্তু আমি বুঝি না যে কেমন ক'রে তুমি একথা বলতে পার। বিক্রয় জরুরী নয়—কিংবা উৎপাদনও নয়।"

শ বললেন, "নিশ্চয় এগুলি জরুরী," অল্পবুদ্ধি ছাত্রের প্রতি শিক্ষকের যে-সহনশীলতা থাকে, তাঁর স্বরেও তা মাখান ছিল। তিনি আরও বললেন, "কিন্তু তুমি দেখতে পাচ্ছ না, ওয়াল্ট, সেগুলির নিজস্ব কোন রূপ নেই, লক্ষ্যসাধনের পথ মাত্র। তারপর এটি একটি পরিচালনার ব্যাপার। এক মুহূর্ত আগেই আমি বলেছি তুমি যখন প্রেসিডেন্টের স্তরে উঠবে, তার মধ্যে প্রধান গুরুত্ব হয়ে উঠবে অর্থনৈতিক ব্যাপারের। আয়করেরই একটি মাত্র উদাহরণ ধর। অধিকাংশ লোক যতটা বোঝে তার চেয়ে অনেক বেশী মাত্রায় কর্পোরেশন পরিচালনায় আয়কর বিভাগ প্রধান কার্য-সহায়ক হয়ে উঠেছে। আমাদের নিজেদের ক্ষেত্রে—অর্থাৎ যাতে আমাদের করের পরিস্থিতি

আরও অনুকূল হয়, সেই উদ্দেশ্যে মূল কোম্পানি ও আমাদের সম্পূর্ণ অধীন কতকগুলি শাখার মধ্যে নূতন সম্পর্ক গ'ড়ে তোলবার চেষ্টায় গত এক বছর আমি প্রচুর সময় দিয়েছি। এর মূলকথা হ'ল এই—যে আমাদের ছোট এক কারখানা থেকে আমরা যে মোট লাভ করব, সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক ধরনের একটি পদ্ধতি তার চেয়ে অনেক বেশী আমাদের নিট আয় বাড়িয়ে তুলবে।

"আর একটি দৃষ্টান্ত ধর—আমার স্থির বিশ্বাস যে এটিতে মিঃ ওয়ালিং-এর আগ্রহ হবে। ডন আর তাঁর সহকর্মীরা ওয়াটার স্ট্রীটে আমাদের ফিনিশের কাজে ব্যয় কমিয়ে খুবই দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন—কতকগুলি খরচ চমৎকার বাঁচিয়েছেন—কিন্তু, দুর্ভাগ্যের বিষয় এতে আমাদের নিট আয় সামান্যই বাড়বে। আমাদের তক্তার কারবারের পুঁজির মূল্যহ্রাস সম্পর্কে এক যে নূতন হিসাব-পদ্ধতি সরকারের কাছ থেকে অনুমোদন করিয়ে নেবার সৌভাগ্য হয়েছিল, তাতে যা আমাদের লাভ দাঁড়াবে, এ তার সিকির চেয়েও কম হবে। আমার কথার অর্থটি দেখতে পাচ্ছ, ওয়াল্ট—যে আজকাল উপরের পরিচালনা বেশির ভাগ অর্থনৈতিকই হওয়া চাই?"

ডাড্‌লে কি একটা বললেন আর শ তার মধ্যেই কথা ব'লে চললেন; কিন্তু ডনের আশাভরসা যে নির্মূল হয়েছে এই চিন্তায় মেরীর কান বন্ধ হয়ে গেল। শ যা বললেন তা সত্য। পৃথিবী বদলাচ্ছে। বুলার্ডেরা হেরে গেছেন আর শয়েরা জগতের উত্তরাধিকার পাচ্ছেন। হিসাব-রক্ষক ও গণনাকারীরাই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন, মাপবার স্লাইড-রুলই হয়ে পড়েছে রাজদণ্ড। ঝাঁকে ঝাঁকে ক্রমাগত বেড়ে উঠে সংখ্যার যাদুকরে পৃথিবী ভ'রে যাচ্ছে। তারা দশমিক বিন্দু দিয়ে পৃথিবীময় দাগ ছিটিয়ে দিচ্ছে, বার বার তারা এই কথাই প্রমাণ করছে যে এক কম্পটোমিটার সমেত কেরানী দ্বারা যা সত্য প্রমাণিত হয়, তা ছাড়া আর কিছুরই গুরুত্ব নেই।

জুলিয়া ট্রেড্‌ওয়ে প্রিন্স গলা ঝেড়ে বললেন, "আপনি কি বলতে চাইছেন, মিঃ শ, যে মিঃ বুলার্ডের ধরনের কর্পোরেশন-প্রেসিডেন্টদের আর কোন স্থান নেই?"

এই প্রথম অ্যাভেরি বুলার্ডের নাম উল্লেখ হ'ল, আর তা এল এক অপ্রত্যাশিত বজ্রপাতের মত। ঘরের মধ্যে সকলের চোখই শ-এর উপর গিয়ে পড়ল। মেরী কৃতজ্ঞচিত্তে লক্ষ্য করলেন যে ডন ওয়ালিং পর্যন্ত শ'কে তীব্রদৃষ্টিতে লক্ষ্য করছেন।

শ ডান হাতের তালুর মধ্যে তাঁর রুমালটি নিয়ে তাল পাকাচ্ছিলেন। কিন্তু মুহূর্ত দ্বিধার পর তিনি যখন কথা বললেন, তখন তাঁর হাতের আঙ্গুলে যে স্নায়বিক উত্তেজনা ধরা পড়েছিল, তাঁর কণ্ঠস্বরে তার কোনই চিহ্ন ছিল না।

তিনি বললেন, "আমি অবশ্য সাধারণভাবেই বলছিলাম—বিশেষ ক'রে ট্রেড্ওয়ে কর্পোরেশনের সম্পর্ক নয়।"

জুলিয়া ট্রেড্ওয়ে প্রিন্স খুশির স্বরে বললেন, "তবু আপনার দৃষ্টিভঙ্গি জানবার আমার আগ্রহ রয়েছে। আমি নিশ্চয় জানি অন্যদেরও তা আছে।"

রুমালটি শ-এর হাতের শক্ত মুঠায় একটা কঠিন পিণ্ডের মত হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তাঁর গলার স্বর তখনও সাবধানী, সহজ, "কেউ অস্বীকার করতে পারবে না যে মিঃ বুলার্ডের শ্রেণীর ব্যক্তিরা আমাদের অতীত যুগের শিল্পব্যবসায়ে বৃহৎ ভূমিকা নিয়েছিলেন। তাঁরা আমাদের বাণিজ্যের ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ের মধ্যে ছিলেন। ট্রেড্ওয়ে কর্পোরেশনের গোড়াপত্তন এবং প্রথম দিকের ক্রমবৃদ্ধিতে মিঃ বুলার্ডের নেতৃত্বের জন্যে তাঁর কাছে আমাদের ঋণ যে কত বেশী, সেকথা সর্বপ্রথম আমিই স্বীকার করব।"

যেভাবে শ অ্যাভেরি বুলার্ডকে সুদূর অতীতে পাঠিয়ে দিলেন তা এমনি অভিসন্ধিপূর্ণ যে, মেরী ওয়ালিং নিশ্চিত বুঝলেন তা ডনের নজর এড়াতে পারে না। তাঁর দিকে তাকাতেই মেরী দেখতে পেলেন তাঁর অদ্ভুত আধা-হাসি মিলিয়ে গেল, সেটি মেরীর মনে কোন পূর্বস্মৃতি জাগিয়ে তুলছিল বোধ হ'ল, তবু অস্থিরভাবে মনের মধ্যে তোলপাড় ক'রেও এটি আগে তিনি কখন দেখেছেন বা তাঁদের ঘনিষ্ঠ ভালবাসার অভিধানে তার বিশেষ অর্থই বা কি, তা তিনি স্মরণ করতে পারলেন না। তারপর হঠাৎ যখন তাঁর এই বোধ জাগল যে ডন কথা বলতে যাচ্ছেন, তিনি পাল্টা লড়াই করতে চলেছেন, তখন তিনি আর সব জিনিস ভুলে গেলেন। আশা নাই থাক বা থাক, তিনি চেষ্টা করবেন। মেরী জানতেন সেই চেষ্টার জন্যে তাঁর পরাজয় আরও বেশী খারাপ লাগতে পারে, কিন্তু স্বামীর প্রথম কথাগুলির জন্যে অপেক্ষা করার সময়ে যে-উল্লাসে তাঁর হৃদয় নেচে উঠেছিল, হতাশার চিন্তা সেটা ম্লান করতে পারেনি।

ডন বললেন, "তোমার কথা আমি যতটা বুঝেছি, লরেন, তোমার যুক্তি হ'ল এই কোম্পানিটি গ'ড়ে তোলবার পক্ষে অ্যাভেরি বুলার্ড উপযুক্ত ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু এখন কোম্পানি যখন গড়া হয়ে গেছে, তখন আমাদের অন্য ধরনের পরিচালনা দরকার, যাতে কোম্পানি স্টকহোল্ডারদের জন্য সব চেয়ে বেশী মুনাফা তুলতে পারে।"

মেরী ওয়ালিং তাঁর স্বামীকে একমনে লক্ষ্য করতে করতে তাঁর শান্তভাবটিতে আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তিনি আধাআধি রাগে দপ ক'রে জ্বলে উঠবেন—তারই প্রতীক্ষা করছিলেন, কিন্তু তাঁর স্বর স্পষ্টরূপেই আবেগশূন্য।

শ'কেও বিস্মিত দেখাচ্ছিল, আর তিনি ইতস্তত করায় বোঝা গেল তিনি কোন লুকানো ফাঁদের অনুসন্ধান করছেন। তিনি বললেন, "আমি যে ঠিক এই কথাগুলিতেই আমার বক্তব্যটি প্রকাশ করব, তা বুঝিনি। কিন্তু, হাঁ, মূলতঃ এই আমার বক্তব্য।"

ঘরের মধ্যে এক প্রত্যাশাজনিত স্তব্ধতা এসে গিয়েছিল। জর্জ ক্যাস্‌-ওয়েল তা ভঙ্গ ক'রে দ্বিধাভরে বললেন, আর অপ্রতিভভাবের কাছাকাছি একটা জড়িমায় তাঁর স্বর ঢাকা প'ড়ে গেল, "আমি জানি না আজ আমাদের এখানে কিছু চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করা যাবে কিনা—এ এত শীগ্গীর যে আমাদের কারুর পক্ষেই পরিস্থিতিটি স্পষ্টভাবে দেখা সম্ভব নয়। যতই হোক—" তিনি নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকাতেই হঠাৎ শক্ত হয়ে গেলেন, তাঁর চোখ দুটি ছিল নিশ্চল ও স্থিরদৃষ্টি। আর অনেকক্ষণ বিরতির পর তিনি মৃদুকণ্ঠে বললেন, "এ দৈবের মিল, অবশ্য—ঘটনাচক্রে আমার ঘড়ির দিকে নজর পড়ল—ঠিক আড়াইটা।"

মেরী দেখলেন যে তাঁরই মত অন্যেরাও শূন্যদৃষ্টিতে চেয়ে আছেন।

ক্যাস্‌ওয়েল কৈফিয়ত হিসাবে ফিস ফিস ক'রে বললেন, "ঠিক চব্বিশ ঘণ্টা। তিনি গতকাল আড়াইটায় মারা যান।"

মেরী ওয়ালিং-এর মন দ'মে গেল—তাঁর ভয় হ'ল ডন তাঁর সুযোগ হারিয়েছেন, আশঙ্কা হ'ল, এখন যে-দুঃখের ছায়া ঘরটিকে ঘিরে ফেলেছে, তা আর দূর করা যাবে না। তারপর তিনি শুনলেন, জুলিয়া ট্রেড্‌ওয়ে প্রিন্স কথা বলছেন, "অ্যাভেরি বুলার্ড মারা গেছেন। কোন কিছুই তার পরিবর্তন ঘটাতে পারবে না—যত দীর্ঘকালই আমরা এ-নিয়ে আলোচনা করি না কেন।"

তাঁর কণ্ঠস্বরে শক্তি ছিল, কিন্তু যখন তিনি মুখ ফেরালেন, তখন হেঁয়ালির মত একটা উল্‌টো ব্যাপার মেরী দেখলেন, তাঁর চোখে জল এসে ঝাপসা হয়ে গেছে। তিনি এখন জানলেন যে জুলিয়া কি করেছেন—তিনি ইচ্ছে ক'রেই ডনের জন্যে এই পরিস্থিতি সামলে দিয়েছেন—এতে তাঁর কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাস এল—কেবল তা হ্রাস পেয়েছিল এই অনুভূতিতে যে অপর একজন নারী যা করলেন, তিনি নিজে স্বামীর জন্যে তা করতে পারেন নি।

কিন্তু একটা জিনিস এখন স্পষ্ট হয়ে গেল। জুলিয়া ট্রেড্‌ওয়ে প্রিন্সের সমর্থন সম্বন্ধে ডনের কথা ঠিকই ছিল। তাঁর ভোট ও অল্ডার্‌সনের ভোটটি হ'লে তাঁর মাত্র আর একটি দরকার। কোথা থেকে সেটি আসবে? ডনের মখামুখি যে তিন ব্যক্তি বসেছিলেন, তাঁর চোখ তাঁদের চেহারাগুলি পরীক্ষা করল...শ, ক্যাস্‌ওয়েল আর ডাড্‌লে...ঘেঁষাঘেঁষি ও দৃঢ়সঙ্কল্প। তাঁদের দৃঢ়বদ্ধ প্রতিরোধের বেড়াজাল ভাঙ্গা ডনের পক্ষে কি ক'রে সম্ভব হ'তে পারে?

ডোয়াইট প্রিন্সই অপ্রত্যাশিতভাবে কথা কয়ে উঠলেন, "আমার প্রায়ই মিঃ বুলার্ডের ধরনের লোকেদের বিষয়ে আশ্চর্য লেগেছে। তিনি অনেকটা আমার বাবার মত ছিলেন, বুঝেছেন—সমগ্র জীবন একটি কোম্পানিকে দিতে প্রস্তুত—যেন ব্যবসায়ের দেবতার বেদিতে সর্বস্ব নিবেদেন করেছেন। আমি প্রায়ই নিজেকে এই প্রশ্ন করেছি যে, কিসের বশে তাঁরা এমন করেন—তাঁরা কি কখনও থেমে নিজেদের এই কথা জিজ্ঞেস করেন যে তাঁরা যা পান, তা কি সে-মূল্যের উপযুক্ত? আমার বোধ হয় তাঁরা তা করেন না।"

ডাড্‌লে তাঁর বিক্রয়-সভার অভ্যস্ত স্বরে বললেন, "কাজই মানুষকে চালিয়ে নিয়ে যায়। এই কথাই আমি সর্বদা আমার ছোকরাদের বলি—টাকাটাই গুরুতর নয়, গুরুতর হ'ল এই কৃতিত্বের অভ্যস্ত অনুভূতি।"

ডন ওয়ালিং সাগ্রহে লরেন শ-এর দিকে তাকালেন আর এক রহস্যভরা হাসিতে তাঁর চোখ দুটি সরু হয়ে গেল। তিনি বললেন "এখন থেকে কোম্পানির যে-রকম পরিচালনা তোমার মতে বরাবর হওয়া উচিত, লরেন, সেই প্রশ্নটিতে ফিরে যাওয়া যাক—এমন ধরনের পরিচালনা যে, তা সম্পূর্ণরূপে স্টকহোল্ডারদের আয়ের অঙ্ক অনুসারেই নিজের কাজের মূল্য বিচার করে। এই রকম পরি-চালনার নেতৃত্ব নেবার জন্যে...আমাদের এক সবল লোকের দরকার, নয় কি?"

লরেন শ ঘাড়ের কাছে রক্ত আসার সামান্য উত্তাপ অনুভব করলেন, "নিশ্চয়।"

ডন বললেন, "আর যোগ্য লোকের পক্ষেও ত এ-কাজ বিশাল হবে? তাঁর নিজেকে এর মধ্যে ঢেলে দিতে হবে—কাজ সম্পন্ন করবার জন্যে ব্যক্তিগত স্বার্থত্যাগ অনেক কবতে হবে?"

শ ইতস্তত করতে লাগলেন, তিনি সতর্ক, চোখের পলক পড়ছে না। শেষে জবাব দিলেন, "তিনি যদি যোগ্য লোক হন, তবে সেদিক থেকে কোনও দুশ্চিন্তা থাকবে না।"

ডন প্রশ্ন করলেন, "কিসের প্রেবণা তাঁব থাকবে?" এই প্রথম তাঁর স্বরে আক্রমণের তীব্র কঠোরতা এল। তিনি বললেন, "তুমি মানবে ত যে একটা প্রেরণা চাই?"

লরেন শ জোর ক'রে একটু কাষ্ঠহাসি ফুটিয়ে বললেন, "আমি ত বলব বছরে ষাট হাজার খানিকটা প্রেরণা বৈ কি।"

ডনের স্বর বিস্ময়াহত হ'ল, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "তাই বলবে তুমি? তুমি কি সত্যই মনে কর যে তেমন ধাতুর লোক টাকার বিনিময়ে নিজের জীবন বিক্রি ক'রে দিতে পারবে—কর বাদ দিয়ে বছরে ষাট হাজারের যা বাকী থাকে, তারই জন্যে?"

ডোয়াইট প্রিন্স অপ্রত্যাশিতভাবে কপট স্বরে ব'লে উঠলেন, "তাঁকে বোনাস হিসাবে সর্বদাই নিজের বিমান দেওয়া চলতে পারে।"

শ-এর ঘাড়ে রক্তের আভা দাগের মত ছড়িয়ে পড়ছিল। তিনি বললেন "অবশ্যই এতে টাকার চেয়ে বেশী কিছু জড়িত রয়েছে।"

ডন জিজ্ঞেস করলেন, "কি? এই মাত্র ওয়াল্ট যাকে বললেন, কৃতিত্বের অনুভূতি? তাতে কি তুমি সন্তুষ্ট হবে, লরেন? ধ'রে নাও, যেন তুমিই সেই ব্যক্তি, তুমিই ট্রেড্ওয়ে কর্পোরেশনের প্রেসিডেন্ট।"

ডন যা বললেন তার আঘাতের দোলায় মেরী ওয়ালিং-এর হৃদয় স্তব্ধ হ'ল, তাঁর দেহ শক্ত হয়ে গেল। এ প্রত্যাশা তিনি করেন নি ... যে একথা খোলাখুলি হয়ে যাবে...আর অটল নীরবতা থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল যে অন্যেরাও এটি প্রত্যাশা করেন নি।

ডন ওয়ালিং ঝুঁকে প'ড়ে বললেন, "মনে কর যে তোমাকে সামনের কুড়ি বছর—তোমার বাকী কর্মজীবনের সবটা—তুমি যা করবার প্রয়োজন আছে বলছ, তাই ক'রেই তোমাকে কাটাতে হবে। তুমি কি তোমার জীবন সফল মনে করবে, যদি তুমি লভ্যাংশ ওঠাতে পার তিন ডলারে—বা চার কিংবা পাঁচ বা ছয় বা সাতে? তুমি কি চাও যে এই কথাই তোমার মৃত্যুর পরে তোমার সমাধিপ্রস্তরে খোদাই করা থাকবে—ট্রেড্ওয়ে কর্পোরেশনের লভ্যাংশের হিসাব-বিবরণী?"

শ-এর মুখের নির্লিপ্ততার মুখোসেও রক্তের আভা এসে গিয়েছিল, কিন্তু মেরী দেখলেন, সে-রক্তিমাভা হার স্বীকার ক'রে অপ্রতিভ হওয়ার জন্যে নয়, মরিয়া ভাবের দরুন রাগেরই তা চিহ্ন ছিল।

আত্মরক্ষাপ্রয়াসী যোদ্ধার মত শ অন্যদিকে ঘুরে আক্রমণ এড়াবার চেষ্টায় বললেন, "এসব ত খুব ভাল কথা, মিঃ ওয়ালিং—এমন উচ্চ মনোভাব রাখা যে, টাকার গুরুত্ব নেই—কিন্তু যদি তুমি আগামী মাসে কর্মীসংঘের মুখপাত্রদের তাদের দাবি অনুযায়ী ঘন্টায় ছ সেন্টের বদলে কৃতিত্বের অনুভূতিটুকুই দেবার প্রস্তাব কর, তবে তুমি কতদূর এগোবে বলে ম'নে কর?"

জর্জ ক্যাস্ওয়েল মুখের একটা ভঙ্গি ক'রে অস্বস্তিভরে নিজের চেয়ার-টিতে স'রে বসলেন। শ এমন দুর্বলভাবে প্রশ্নটি এড়িয়ে যাওয়ায় তাঁর নৈরাশ্য মেরী বুঝতে পারলেন। ডনও কি তা দেখেছেন? তিনি কি বুঝেছেন যে ক্যাস্ওয়েলকে শ-এর দিক থেকে সরিয়ে আনা যেতে পারে—তাঁর মোট একটি যে-ভোট দরকার, সেটি ক্যাস্ওয়েলই তাঁকে দিতে পারেন?

ডন ওয়ালিং-এর দৃষ্টি তখনও শ-এর উপর নিবদ্ধ ছিল, তিনি প্রশ্ন

করলেন, "কি কৃতিত্বের অনুভূতি তুমি তাদের দিতে পারবে—এই চমৎকার আশা যে, যদি তারা বেতনবৃদ্ধির কথাটি বাদ দিয়ে উৎপাদনের দিকটা একটু জোরে চালাবার জন্যে শরীর পাত ক'রে দেয়, তবে আমরা লভ্যাংশ দু'ডলার থেকে দু'ডলার দশ সেন্টে ওঠাতে পারি?"

তাঁর স্বরে একটু হাসির রেশ ছিল, তা তাঁর শ্লেষবাক্যের তীক্ষ্ণতা একটু কমিয়েছিল, কিন্তু এখন তাঁর দৃষ্টি শ'কে ছেড়ে সারা ঘরটিতে বিচরণ করছিল ও তিনি কথাগুলি ধীরভাবে ওজন ক'রে বলতে লাগলেন, "আমি এ-বিষয় নিয়ে তামাসা করতে চাই না—তার পক্ষে এ বড় বেশী গুরুত্বপূর্ণ। লরেন যে বলছেন, স্টকহোল্ডারদের প্রতি আমাদের একটা দায়িত্ব রয়েছে, সে তিনি ঠিকই বলছেন—কিন্তু কেবল লভ্যাংশ দেওয়ার চেয়ে সে-দায়িত্ব আরও বড়। আমাদের এই কোম্পানি জীবন্ত রাখতে হবে। সেইটাই হ'ল জরুরী কথা—আর কোম্পানি হচ্ছে একজন মানুষের মত। কোন মানুষই শুধু টাকার জন্যে কাজ করতে পারে না। তা যথেষ্ট নয়। চেষ্টা করলে তার আত্মাকে উপবাসী রাখা যায়—ঠিক তেমনই ভাবেই একটা কোম্পানিকেও উপবাসে মেরে ফেলা যায়। হাঁ, আমি তা জানি, কখনও কখনও আমাদের কারখানার লোকগুলি আমাদের এই ধারণাই দেয় যে, তারা কেবল মাত্র আর এক দফা বেতন বৃদ্ধিই চায়—আর তারপর আর এক দফা এক দফা ক'রে চলতেই থাকে। তারা আমাদের এই ধারণাই দেয় যে, শুধু বেশী টাকা পাওয়াটাই তাদের কাছে একমাত্র সার্থক জিনিস। কিন্তু সেজন্যে আমরা তাদের দোষ দিতে পারি? ভগবান জানেন, আমরা তাদের এ-বিশ্বাস জন্মাবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি যে, আমাদের কাছে অর্থই হ'ল কাজের মূল্যের একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি।

"এই গত বছরেই আমরা যেটিকে এক 'তথ্যজ্ঞাপন-কর্ম্মসূচী' বলেছিলাম, তা নিয়ে কি করলাম দেখ। আমরা এক চলচ্চিত্র বার করলাম, তাতে আমাদের আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষণ ক'রে দেখান ছিল, আর তাই নিয়ে সব কারখানায় সভা করলাম। আমাদের আর্থিক বিবরণীর প্রতি লোকেদের বেশী আগ্রহ ছিল না—গোড়াতেই তা আমাদের জানা ছিল, সেই ভিত্তি নিয়েই আমরা আরম্ভ করি—সুতরাং আমরা কি করলাম? আমরা তাদের আগ্রহান্বিত হ'তে বাধ্য করবার চেষ্টা করলাম। ডলারগুলিকে আমরা কৌতুকচিত্রের ছদ্মবেশ পরালাম—ছোট ছোট ছবির ডলার লাফিয়ে কর্মীদের পকেট বইয়ের মধ্যে যাচ্ছে, আরও ছোট ছোট ছবির ডলার রাশি রাশি কাঠ টেনে নিয়ে আসছে আর কারখানা গ'ড়ে তুলছে—আর এক বড় মোটাসোটা ডলার ওয়াশিংটন যাত্রা করল, আর মার্কিন দেশরূপী স্যাম খুড়ো তাকে গিলে ফেললেন। হাঁ, এ

সবই খুব বাহাদুরির কাজ ছিল—শিল্পের ক্ষেত্রে পরস্পর বোঝাবুঝির উন্নতি কিভাবে করা যায়, তারই প্রকৃষ্ট আদর্শ হিসাবে কোন রকম একটা পুরস্কার পর্যন্ত পেয়েছিল। বোঝাবুঝি? তুমি কি জান যে এটি আমাদের লোকগুলিকে কি বুঝতে বাধ্য করল? কেবল একটা জিনিস—এই ভয়ঙ্কর, মর্মান্তিক কথা যে, এই কোম্পানির পরিচালকদের কাছে কেবলমাত্র ডলারগুলিরই মূল্য রয়েছে—ডলার—ডলার—আর কিছুই নয়।"

ধাঁ ক'রে ছুরি বসানোর মত শ ব'লে উঠলেন, "কিন্তু সে-কর্ম্মসূচী তো মিঃ বুলার্ডের ধারণা থেকেই হয়েছিল।"

মেরী ওয়ালিং-এর মন এত সম্পূর্ণ অভিভূত হয়ে পড়েছিল যে তাঁর সতর্কতা চ'লে গিয়েছিল, তাই শ এই বাধা দিতে তা বিস্ময়ের এক ধাক্কার মত লাগল। চট ক'রে তাঁর চোখ গিয়ে পড়ল তাঁর স্বামীর উপর। তিনিও কি অসতর্ক অবস্থায় ধরা প'ড়েছেন?

ডন ওয়ালিং বললেন, "না আমার মনে হয় না, এটিকে আমরা একা মিঃ বুলার্ডেরই ধারণা বলতে পারি। এ এমন এক জিনিস যা আজকের দিনে হাওয়ায় রয়েছে—শিল্পের ঊর্ধ্বস্তরে বহু লোক হাতড়ে বেড়াচ্ছেন, যেন তাঁরা জানেন যে তাঁদের কিছু হারিয়েছে, কিন্তু তা যে কি, সে তাঁরা নিশ্চিত জানেন না—আর এও জানেন না যে, ঠিক কিভাবে তাঁদের সেটি হারিয়েছে। মিঃ বুলার্ডও তাঁদেরই একজন ছিলেন। তিনি এক প্রকাণ্ড উৎপাদন-যন্ত্র গ'ড়ে তুলতে এত ব্যস্ত ছিলেন যে কেন তিনি তা গড়ছিলেন, সেদিকে তাঁর নজর হারিয়ে গিয়েছিল—যদি সত্যিই তা তিনি কখনও জেনে থাকেন। বোধ হয় তিনি তা জানতেন না।"

জুলিয়া ট্রেড্ওয়ে প্রিন্সের স্বর মেরী ওয়ালিং-এর কানের এত কাছে শোনা গেল যে, সেই নিস্তব্ধতায় ফিস ফিস কথারও শব্দ হ'ল বোমা ফাটার মত। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি নিজে কি তা জানেন, মিঃ ওয়ালিং?"

এর পরের নীরবতার মুহূর্তটিতে মেরী ওয়ালিং নিজের নিঃশ্বাস চেপে রইলেন। ডন কি এ-প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন? ডনের মুখে একটু হাসি উঁকি মারল...সেই এক হেঁয়ালিভরা পরিচিত হাসি, যার তাৎপর্য তিনি আগে বুঝতে পারেন নি। এখন হঠাৎ তাঁর স্মরণে এল যে, আগে তিনি এটি কখন দেখেছিলেন...সেই রাত্রে যখন তিনি তাঁদের বাড়িটির চূড়ান্ত পরিকল্পনা করেন...যখন তিনি অত অন্ধকারে হাতড়ান ও আনাড়ির ভাব দেখিয়ে মেরীর এত ভয় লাগিয়ে দেন যে, তাঁর উপর বিশ্বাসই প্রায় চ'লে যাবার মত হয়, সেই সময়ে হঠাৎ তিনি সমস্ত জিনিসটা ঠিকঠাক আর পরিষ্কার ক'রে দেন।

ডন বললেন, "হাঁ, আমার বোধ হয় আমি জানি। দেখুন, মিঃ বলার্ডের কাছে ব্যবসা ছিল একটা খেলা—খুব গুরুভার খেলা, কিন্তু তবুও সে-খেলা—যেমন সৈন্যের পক্ষে যুদ্ধ একটা খেলা। শুধু টাকার জন্যেই ভাবনা তাঁর কখনও ছিল না। আমি তাঁকে একবার বলতে শুনেছি যে ডলারগুলি খেলার জয়ের হিসাব রাখারই শুধু একটি পন্থা। নিজস্ব ক্ষমতার জন্যেও যে তাঁর বড় বেশী চিন্তা ছিল—শুধু ক্ষমতার জন্যেই ক্ষমতা—তাও আমার মনে হয় না। আমি জানি, বিরাট পুরুষ মাত্রেরই যে-কর্মশক্তি থাকে, তার ব্যাখ্যা করবার এইটিই সহজ উপায়—ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা—কিন্তু আমার বোধ হয় না, অ্যাভেরি বুলার্ডের ক্ষেত্রে সেকথা খাটত। যে-জিনিসটি তাঁকে চালিয়ে রেখেছিল, সে হ'ল তাঁর নিজের সম্বন্ধে প্রবল গর্ব—যা পৃথিবীর অন্য কোনও মানুষ করতে পারে না, সেই সব জিনিস করবার প্রচণ্ড ঝোঁক। যখন আর সবাই হাল ছেড়ে দেন, তখন তিনি কোম্পানীটি বাঁচালেন। যে-শিল্পে সবাই বলত কেবল ছোট ছোট কোম্পানিই কৃতকার্য হ'তে পারে, তাই নিয়ে তিনি এক বিরাট কর্পোরেশন গ'ড়ে তুললেন। যখন তিনি অসম্ভব কাজ করতেন, তখনই কেবল তিনি সুখী হতেন—আর নিজের গর্বকে তৃপ্তি দেবার জন্যেই শুধু তিনি তা করতেন। তিনি কখনও প্রশংসা বা তারিফ চাননি—এমন কি, বোঝাবুঝিও চাননি। তিনি নিঃসঙ্গ মানুষ ছিলেন, কিন্তু আমার মনে হয় না, তাঁর নিঃসঙ্গতা তাঁকে খুব পীড়া দিত। তিনি ছিলেন টাওয়ারের চূড়ার মানুষটি—রূপক হিসাবেও বটে, আর আসলেও বটে। তাই তিনি চাইতেন। তাঁর গর্ব মিটাবার জন্যে এরই প্রয়োজন হ'ত। এই ছিল তাঁর শক্তি—কিন্তু এ অবশ্য তাঁর দুর্বলতাও ছিল।"

মেরী ওয়ালিং অবাক হয়ে শুনছিলেন। এ-সমস্ত কথা আসছে কোথা থেকে...যে-কথাগুলি তিনি আগে কখনও বলতে পারতেন না, কিন্তু এখন এত সহজে তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে? যিনি কথা বলছেন, তিনি কি সত্যই ডন...সেই লোক যিনি আগে কখনও সেই রাতের অন্ধকারে প্রশ্নগুলির জবাব দিতে পারেন নি?

মেরী দেখতে লাগলেন তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। আর তাঁর সেই উঠে দাঁড়ানো দেখে মনে হচ্ছিল যেন তিনি এক অতিকায় দৈত্য, যে-শিকলে তিনি মাটির সঙ্গে বাঁধা ছিলেন তা তিনি ভেঙ্গে ফেলছেন...যে বাঁধনে বাঁধা থেকে তিনি অ্যাভেরি বুলার্ডের অন্ধ পূজারী হয়েছিলেন, তা খসিয়ে ফেলেছেন। তিনি এখন নিজে একা দাঁড়িয়ে রয়েছেন...মুক্ত।

ডন ওয়ালিং বলতে লাগলেন, "একটা জিনিস অ্যাভেরি বুলার্ড কখনও বোঝেন নি। তিনি কখনও একথা বুঝতেন না, অন্য লোকেদেরও গর্বিত হ'তে

হবে—একটি বিশাল কোম্পানির পিছনে যে-শক্তি থাকে তা কেবল একজন মানুষের গর্বের চেয়ে বেশী কিছু হওয়া চাই—সেটি হাজার হাজার লোকের গর্ব হওয়া দরকার। একটি কোম্পানি এক সেনাদলের মত—তা নিজের গর্বের বশেই সংগ্রাম ক'রে চলে। বেতনের চেকের জোরেই যুদ্ধ জয় করা যায় না। সারা পৃথিবীর ইতিহাসে কখনও অর্থলোভীদের নিয়ে মহান সেনাবাহিনী হয়নি। কোন লোককে এত টাকা দেওয়া সম্ভব নয় যে তারই জন্যে সে প্রাণ দেবে। টাকার চেয়ে বেশী কিছুই সে চায়। হয়ত অ্যাভেরি বুলার্ড তা একসময়ে জানতেন—হয়ত তিনি শুধু এটি ভুলেই গিয়েছিলেন—কিন্তু এইখানেই তাঁর ভুল হয়েছিল। গত কয়েক বছর তিনি একটু দিশাহারা হয়েছিলেন। এক বিশাল কোম্পানি গঠনে তিনি তাঁর সংগ্রামে জয়ী হয়েছিলেন। গঠন শেষ হয়ে গেল—অন্তত বর্তমান সময়ের জন্যে। তখন তাঁর গর্ব চরিতার্থ করবার জন্যে অন্য কিছু থাকা প্রয়োজন হ'ল—বেশী বিক্রয়—আরও মুনাফা—যা হোক কিছু। তখনই আমরা সেই ষোল শ' পর্যায়ের মত সব জিনিস করতে শুরু করলাম।"

তিনি ফিরে ডাড্‌লের মুখামুখি হয়ে বললেন, "ষোল শ' পর্যায়ের মাল বিক্রি করবার সময়ে তোমার ছোকরাদের কি গর্ব—যখন তারা জানে যে তার ফিনিশ নষ্ট হযে যাবে, চাকচিক্যের আবরণ খ'সে পড়বে আর পায়াগুলি আলগা হয়ে যাবে!"

ডাড্‌লে দ্বিধাভরে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে বললেন, "কিন্তু এ হ'ল কম দামের মাল। এর একটা প্রয়োজন রয়েছে। আমরা ত কাউকে ঠকাচ্ছি না। খরিদ্দারেরা জানে যে ঐ দামে তারা পেতে পারে না—"

ডন ওয়ালিং প্রশ্ন করলেন, "কারখানার লোকেরা যখন এগুলি তৈরি করে, তখন তাদের কেমন বোধ হয় মনে কর?" তাঁর দৃষ্টি ডাড্‌লে থেকে শ-এর উপর গিয়ে পড়ল, তিনি বলতে লাগলেন, "যে-পরিচালকেরা লভ্যাংশ বছরে এক পেনি বাড়াবার জন্যে ঐরকম বাজেমাল বিক্রি করা পর্যন্ত নামতে প্রস্তুত, তাঁদের সম্বন্ধে তারা কি ভাবে মনে হয়? তুমি কি জান যে পাইক স্ট্রীট কারখানায় এমন সব লোক আছে যারা ষোল শ' পর্যায়ের কাজ করতে অসম্মত হয়েছে—এরকম লোক আছে যারা অন্য কোন কাজে বদলী হবার জন্যে ঘন্টায় চার সেন্ট ছাঁটাই মাহিনা নিয়েছে?"

শ বললেন, "না এ আমার জানা ছিল না,"—আর তাঁর কণ্ঠস্বরের ক্ষীণতায় তাঁর বর্মে প্রথম ক্ষুদ্র ছিদ্রটির চিহ্ন পাওয়া গেল, "আমার মনে হয় না যদি আমরা এই পর্যায় ছেড়ে দিই, তবে খুব বেশী ক্ষতি হবে। যতই হোক, এটি আমাদের কারবারের এক ছোট ভাগ মাত্র।"

মেরী ওয়ালিং-এর মনের মধ্যে একটি স্বর যেন তাঁর স্বামীর উদ্দেশে চেঁচিয়ে উঠতে চাইছিল. তাঁকে তাড়া দিতে চাইছিল যে, তিনি চূড়ান্ত আঘাত হানতে এগিয়ে যান, যাতে তাঁর জয়লাভ সুনিশ্চিত হয়ে যায়। তিনি কি দেখতে পাচ্ছেন না, যে শ হেরে গেছেন...যে ক্যাস্‌ওয়েল ঘাড় নেড়ে সায় দিচ্ছেন...যে ওয়াল্ট ডাড্‌লে শুধু আদেশ পাবার অপেক্ষা করছেন?

কিন্তু ডন ওয়ালিং ফিরে জানলার বাইরে তাকালেন, আর তাঁর স্বর সুদূরাগত মনে হ'ল, যেন তা দূরে ট্রেড্‌ওয়ে টাওয়ারের সাদা চূড়ার শীর্ষ থেকে আসছে। তিনি বললেন, "হাঁ, আমরা এই পর্যায়টি ছেড়ে দেব। আমরা আর কখনও কোনও লোককে এমন কিছু করতে বলব না, যা তার নিজের সম্বন্ধে গর্ব নষ্ট ক'রে দেয়। একদিন আমরা নূতন এক পর্যায়ের কম দামের আসবাব করব—অন্য রকম আসবাব—এখন আমরা যা-কিছু তৈরি করছি, তা থেকে সেগুলির পার্থক্য হবে সেই পুরনো মিল্‌স গাড়ির সঙ্গে আধুনিক মোটরগাড়ির যতটা পার্থক্য, ততখানি। তা যখন আমরা করব, তখনই যথার্থ আমাদের বেড়ে ওঠা শুরু হবে।"

তাঁর কণ্ঠস্বর আবার ঘরের মধ্যে ফিরে এল, তিনি বলতে লাগলেন, "আমরা ব'লে থাকি যে, ট্রেড্‌ওয়ে এখন মস্ত কোম্পানি। তা নয়। আমরা নিজেদের ধাপ্পা দিচ্ছি। হাঁ, আমরা সব চেয়ে বড় আসবাব-প্রস্তুতকারীদের একজন, কিন্তু তার অর্থ কি দাঁড়ায়? কিছুই নয়। আসবাব-শিল্পে দু'লক্ষ কোটি ডলারেব কাছাকাছি রয়েছে, কিন্তু তা ছত্রিশ শ' উৎপাদনকারীব মধ্যে সম্পূর্ণ ভাগাভাগি হয়ে আছে। আমাদের মোট সংখ্যার প্রায় শতকরা তিন ভাগ আছে—এই মাত্র, মোটে শতকরা তিনভাগ। আর সমস্ত শিল্পের দিকে দেখুন—তার শতকরা কত ভাগ ঊর্ধ্বতন উৎপাদনকারীর হাতে আছে। জেনারেল মোটর্‌স যদি মোটর শিল্পের শতকরা তিন ভাগ পেয়েই বৃদ্ধি বন্ধ ক'রে ব'সে পড়ত, তবে কি হ'ত? আমরা ত বাড়তে আরম্ভই করিনি। মনে করুন, আমরা সমস্তটার শতকরা পনের ভাগ নিয়ে নিলাম—আর তা নয়ই বা কেন, বহু শিল্পেইত তা হয়েছে? শতকরা পনের ভাগ হ'লে ট্রেড্‌ওয়ে কর্পোরেশন আজ যা আছে তার পাঁচগুণ বড় হয়ে উঠবে। বেশ ত, আমি জানি, আসবাবের কারবারে আগে এমন হয়নি কিন্তু তার অর্থ কি এই যে, আমরাও তা করতে পারব না? না—কারণ ঠিক তাই আমরা করতে চলেছি।"

তাঁর স্বর সপ্তমে চ'ড়ে এমন মুহূর্তটিতে এসে পোঁছেছিল যে সবাই চেঁচিয়ে সমস্বরে সায় জানাবেন, এমন দাবি প্রকাশ পাচ্ছিল—আর ঠিক যখন সেই আওয়াজ নীরবতার ঘোর ভাঙ্গবে, তার আগের মুহূর্তে মেরী ওয়ালিং দেখেন যে তাঁর স্বামীর

মুখে এমনই হাসি এল যে তাতে উত্তেজনা দূর হয়ে গেল। নিমেষের মধ্যে যে তাঁর দৃষ্টি ঘরের চারদিকে ঘুরে গেল তারই মধ্যে তিনি দেখতে পেলেন তাঁর স্বামীর প্রতি যাঁরা চেয়ে আছেন, তাঁদের সকলেরই মুখে সে-হাসি প্রতিবিম্বিত হয়েছে...এমন কি শ-এর মুখে পর্যন্ত।

কয়েক মিনিট আগে মেরীর মনে হয়েছিল যে শ হেরে গেছেন, কিন্তু এক শেষ সংগ্রাম প্রতিরোধের অন্তিম বহ্নিশিখা তিনি প্রত্যাশা করেছিলেন। তা এল না। আপনা হ'তেই তিনি কি হয়েছে বুঝতে পারলেন। শেষের সেই মুহূর্তটি লরেন শ হঠাৎ টের পেয়েছেন যে ডন ওয়ালিং-এর মন থেকে একটি আগুনের স্ফুলিঙ্গ এসে তাঁর বুদ্ধিকেও প্রদীপ্ত করেছে—এ-স্ফুলিঙ্গ নিজে তিনি কখনও যোগাতে পারতেন না। এখন যেসব কীর্তি করবার জন্যে তাঁর প্রেরণা জ্বলে উঠেছে, সেগুলি তাঁর কল্পনার সীমার অনেকখানি বাইরে ছিল। শ-এর হাসির সামান্য হতবুদ্ধি ভাবটি মেরী ওয়ালিং বুঝতে পারলেন, কারণ তিনি নিজেও—বহুকাল আগেই—এটি রহস্যজনক অদ্ভুত ভেবেছিলেন যে, ডনের মন তাঁর নিজের মন থেকে কত অন্যরূপ।

জর্জ ক্যাস্‌ওয়েল উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে বললেন, "আমরা সবাই তোমার পিছনে আছি, ডন। আমি তোমায় সে-প্রতিশ্রুতি দিতে পারি।"

ওয়াল্ট ডাড্‌লে গুরুগম্ভীরভাবে ব'লে উঠলেন, "আজ্ঞে হাঁ, স্যর ডন, তুমি ঠিক জেন, আমরা আছি।"

শ নীরবে করমর্দন করলেন, কিন্তু তাতে এমন এক ইঙ্গিত ছিল যে আনুগত্যের প্রতিশ্রুতির জন্যে আর কথার প্রয়োজন ছিল না।

এখন জুলিয়া ট্রেড্‌ওয়ে প্রিন্সও উঠে দাঁড়িয়েছিলেন, তিনি বললেন, "আমার মনে হয় যে এই উপলক্ষের সম্মানে উপযুক্ত মদ্যপান দরকার। ডোয়াইট, তুমি কিছু মনে করবে কি—হাঁ, নিনা, কি ব্যাপার?"

দরজায় নিনা দাঁড়িয়েছিল, সে বললে "মিঃ ওয়ালিং-এর টেলিফোনে ডাক এসেছে। ভদ্রলোকটি বলছেন, তা বড় জরুরী।"

ডোয়াইট প্রিন্স এগিয়ে এসে বললেন, "পিছনের হলে একটি এক্সটেনশন আছে। আসুন, আমি আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি।"

মেরী দেখলেন, জুলিয়া তাঁকে কিছু বলতে যাচ্ছেন কিন্তু জর্জ ক্যাস্‌ওয়েল উঠে আসতে বাধা পড়ল।

তিনি বললেন, "দুঃখের বিষয় আমাকে চ'লে যেতে হচ্ছে। প্লেন অপেক্ষা ক'রে আছে, আর আমি—অর্থাৎ ছ'টার সময়ে এক বিয়েতে আমাকে নিউইয়র্ক ফিরতে হবে। সোমবারে অবশ্য আমি আসব।"

জুলিয়া বললেন, "আর মঙ্গলবার বোর্ডের সভার জন্যেও আপনি থেকে যাবেন।"

জর্জ ক্যাস্ওয়েল বললেন, "আমার দিক থেকে এ-ব্যাপার এখনই স্থির হয়ে গেল। কিন্তু আপনার কথাই ঠিক—বোর্ডের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াটুকু আমাদের দরকার।"

মেরী বুঝতে পারলেন যে, কোন অলক্ষিত মুহূর্তে জুলিয়া তাঁর হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়েছিলেন, আর পৃথিবীটা এখন ভাসা ভাসা মুখ আর ভেসে-চলা শব্দে ভরা এক অস্পষ্ট কুয়াশার মত হয়ে উঠেছিল...শ...ডাডলে ...এরিকা মার্টিন...সবাই সেই এক না-বলা-কথা স্বতন্ত্রভাবে বলেছেন...আর তার পর ধীরে ধীরে এই চেতনা জাগল যে অন্য একটি স্বর আর একটা কিছু বলছে। যে-মানুষটি আন্তরিকভাবে দৃঢ়মুষ্টিতে তাঁর হাতটি ধ'রে রয়েছেন, সে-স্বর তাঁরই কাছ থেকে আসছে বোধ হ'ল। মেরী এখন জুলিয়া ট্রেডুওয়ে প্রিন্সের সঙ্গে একা র'য়ে গেছেন।

জুলিয়া বললেন, "তোমার খুবই গর্ব হওয়া উচিত, মেরী।"

মেরী বললেন, "আমার গর্ব হচ্ছে—কিন্তু সে-সঙ্গে ভয়ও পাচ্ছি।"

"কারণ তুমি তাঁকে বোঝ না?"

বিস্ময়ে মেরীর মন শূন্য হয়ে গেল। জুলিয়া ট্রেডুওয়ে প্রিন্স জানতে পারলেন কি ক'রে...কি ক'রে কেউই বা জানবেন?

জুলিয়া বললেন, "এ-বিষয়ে ভাবনা ক'র না। ওঁকে তুমি কখনও সম্পূর্ণ বুঝতে পারবে না। সে-চেষ্টা করবে না। তা না করলেই তুমি বেশী সুখী হবে। তিনিও অধিক সুখী হবেন। তাঁকে না বোঝার জন্যে কখনো কখনো তোমার বড় নিঃসঙ্গ বোধ হবে, মেরী—যখন তিনি তোমাকে বন্ধ দরজার বাইরে রেখে দেবেন—যখন তোমার মনে হবে যে তিনি তোমাকে ভুলে গেছেন—কিন্তু তারপর দরজা খুলে যাবে ও তিনি ফিরে আসবেন, আর তুমি জানবে যে তোমার কত সৌভাগ্য যে, তুমি তাঁর স্ত্রী হয়েছিলে।"

মেরী মৃদুস্বরে বললেন, "আমি জানি, জানি।" তাঁর নিজের চোখের জল তিনি মোছ্বার চেষ্টা করলেন না, কারণ তিনি দেখলেন যে জুলিয়া ট্রেডুওয়ে প্রিন্সের চোখেও জলের দাগ রয়েছে। জুলিয়া যা বললেন, তাঁর স্মৃতি যখন তার প্রতিধ্বনি করল, তখনই কেবল তিনি বুঝতে পারলেন যে জুলিয়ার শেষের কথাগুলিতে অতীত কাল ছিল। এ কি সম্ভব যে জুলিয়া...

দূরে বাতাসের গুঞ্জনের মত একটা শব্দ এসে বাধা দিলে।

নিনা এসে দ্বিধাগ্রস্তভাবে তাঁদের সামনে দাঁড়াল, তার হাতে ছিল অনেকগুলি

গেলাস ও এক শ্যাম্পেনের খোলা বোতল ভর্তি একটা ট্রে। সে বললে, "মিঃ প্রিন্স বললেন আটটি গেলাস আনতে, কিন্তু—"
জুলিয়া বললেন, "ধন্যবাদ নিনা," আর তার হাত থেকে ট্রে নিয়ে সেটি ধীরে ধীরে ডেস্কের উপর রাখলেন।
মেরী ওয়ালিংকে দেওয়া গেলাসটিতে যখন তাঁর হাত ঠেকল, তখন চকিতে এক মুহূর্তের জন্যে তাঁর স্বামীর মনের রহস্য বুঝতে পারলেন। এখন তাঁর ভিতরে তা ঘ'টে গেল। কেন যে তিনি জানলেন, তা না বুঝেও তিনি জানলেন, আর যেন কোন স্বপ্নে করা কাজের মত তিনি গেলাসটি তুলে ধ'রে বলছিলেন, "অ্যাভেরি বুলার্ডের উদ্দেশে।"
দীর্ঘ এক মুহূর্ত গেল, এই মুহূর্তটি পুরাতন অশ্রু বা পুরাতন মদে পূর্ণ করা যায়নি। এর মধ্যে ছিল কেবল দুজন স্ত্রীলোকের নীরবতা—যাঁরা পরস্পরের মধ্যে এমন এক গোপন তথ্যের অংশ নিয়েছিলেন, যেটি এক জগতের শেষ ও আর একটি জগতের আরম্ভের মধ্যে যোগসূত্র এনেছিল।
জুলিয়া বললেন, "ধন্যবাদ।"
যখন ডন ওয়ালিং ঘরের মধ্যে ফিরে এলেন, তখন তাঁরা, যে-জানলাটি থেকে ট্রেড্ওয়ে টাওয়ার দেখা যেত, তারই ধারে দাঁড়িয়ে ছিলেন। অনেকক্ষণ তাঁদের মধ্যে একটিও কথা হয়নি। কথা বলবার প্রয়োজনই ছিল না।
তাঁরা একসঙ্গে ফিরে দাঁড়ালেন।
ডন বললেন, "দুঃখের কথা যে এতক্ষণ লাগল। যোগাযোগে কিছু অসুবিধা হয়েছিল। অন্যেরা চ'লে গেছেন?"
জুলিয়া ঘাড় নেড়ে সায় জানিয়ে বললেন 'ডোয়াইট কি ফিরে আসছেন?"
"আমার বোধ হয় তিনি এখনও ওয়াল্ট ডাড্লের সঙ্গে কথা কইছেন। আমি বাগানে তাঁদের গলা শুনলাম। লরেন শ গাড়িতে জর্জ ক্যাস্ওয়েলকে বিমানঘাঁটিতে পৌঁছে দিচ্ছেন।"
ডন ওয়ালিং বললেন "তখন ফ্রেড অল্ডার্সন ফোন করছিলেন। জানেন, তিনি তাজ্জব ব্যাপার করেছেন, জেসি গ্রিমের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে সারা পথ মেরীল্যাণ্ডে চ'লে গেছেন। তা ক'রে তিনি ভালই করেছেন, একটা ভুল বোঝাবুঝি পরিষ্কার হয়ে গেছে—কিন্তু আমি ধারণা করতে পারছি না যে তিনি আমার জন্যে অতটা কষ্ট করতে গেলেন কেন।"
জুলিয়ার চোখে কৌতুক ও আনন্দের দীপ্তি ফুটে উঠল, তিনি বললেন, 'অবশ্য এমন সম্ভব হ'তে পারে যে তিনি আপনার জন্যে তা করেন নি, তিনি কোম্পানির জন্যেই তা ক'রে থাকতে পারেন।"

ডনের মুখভাব কোমল হয়ে ধীরে ধীরে বালকের হাসি ফুটল। তিনি হেসে বললেন, "ভাল কথা আমি শিখে নেব। শুধু আমাকে *একটুখানি সময়* দিন।" আর এই কথা শুনে, না বুঝেও, মেরী ওয়ালিং-এর হৃদয় উল্লাসে নেচে উঠল।

ডনের বদল হয়নি। তাঁর বদল কখনও হবে না...মেরী যেন কখনও না ভাবেন যে তিনি বদলে যাবেন। জুলিয়া ঠিকই বলেছেন...তাঁকে বোঝবার চেষ্টা ক'র না...হাঁ, এইটাই সর্বদা তাঁর দোষ হয়েছে। যখন তিনি ডনকে বোঝবার চেষ্টা করেছেন, কেবল তখনই তাঁর ভয় হয়েছে। আর কখনও তিনি ভয় পাবেন না...কখনও নয়।

বেলা ৩-২০

ধীরে ধীরে কাত-করা থালার মত পৃথিবীর মাটি আবার যথারীতি সোজা হয়ে গেল, আর জর্জ ক্যাস্‌ওয়েল আরামে তাঁর আসনে পিছিয়ে বসলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে বিমানটি দক্ষিণ-পশ্চিম বাতাসে অনেকখানি উপরে উঠে মোড় ঘুরেছে, আর এখন তাঁরা আবার মিল্‌বার্গের উপর থেকে উড়ে পূর্ব-দিকে চলেছেন। মাটি থেকে তাঁরা মাত্র কয়েক শত ফুট উঁচুতে—হয়ত এখন হাজার ফুট পর্যন্ত হয়েছে—কিন্তু শহরের চেহারা এখন খুব অন্যরকম দেখাচ্ছে, দিগন্তের প্রান্তরেখা বিস্তৃত হওয়ার ফলে তা ছোট ও নগণ্য হয়ে গেছে। দৃষ্টি-সীমার কেন্দ্রস্থল হিসাবে তাঁর চোখদুটি ট্রেড্‌ওয়ে টাওয়ারটিকে সন্ধান ক'রে বার করল, তাও অদ্ভুত রকম নগণ্য হয়ে উঠেছে। বাস্তবিক তিনি এখন দেখেন যে, সেটি আর টাওয়ারই নয়।

বাদামী রঙের পেটির মত কাদা-ঘোলা নদী ঘুলঘুলির ধার থেকে আড়ালে স'রে গেল, আর পাহাড়ের কোলে ওদিকের উচ্ছ্বসিত মাটি উঁচুতে ওঠায় বিমানঘাঁটি তাঁর চোখের দৃষ্টিসীমার মাঝখানটিতে এল। তাঁদের ছাড়বার পূর্বে পথের পাশে যে-বিমানটি দেখেছিলেন, তা যেন এখন এক হলদে পোকা, সবুজ মাটির উপর আহার সংগ্রহ করছে...আর সরু ধূসর রেখার মত বড় রাস্তার দিকে যে কালো ছারপোকাটি চলেছে, সেটি হ'ল লরেন শ-এর গাড়ি।

জর্জ ক্যাস্‌ওয়েলের মুখে একটি হাসি ফুটতে লাগল, তা ছিল দ্বিধাগ্রস্ত ও অনিশ্চিত, তাতে কৌতুক না করুণা রয়েছে তা স্থির করা যাচ্ছিল না। লরেন শ-এর মত আগ্রহশীল এই যেসব যুবক জীবনকে এতখানি গুরুত্বের সঙ্গে নেয়, সব সময়কার মত এখনও তাই নিয়ে হাসবার লোভ তাঁর ছিল, তবু

তাঁদের জন্যে একটু দুঃখিত না হয়েও পারা যাচ্ছিল না। এত জিনিস রয়েছে যা এঁরা বোঝেন না...ডন কেন এতখানি বিভিন্ন...যা বিশ্বাসযোগ্য যুক্তির মধ্যে ফেলা যায় না, এমন একটা কিছু থাকার জন্যেই বিভিন্ন...একটা কিছু, যা ভাষায় ব্যাখ্যা করা অসাধ্য...যেমন, বেটোফেনের কোনও সমৃদ্ধ যন্ত্রসঙ্গীত-রচনা সিম্ফনি সঙ্গীতের সমতানের নিয়ম দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না, বা সেজানের একটি ছবি চিত্ররচনার নীতি আউড়ে বোঝান যায় না।

অবশ্য মানুষের যখন অল্প বয়স আর উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকে, তখন সে যে বাছাই করা কয়েক জনের মধ্যে একজন নয়, একথাটি মেনে নিতে বাধ্য হয়ে সে নিরুৎসাহ হয়ে পড়ে...কিন্তু যখন বয়স আর জ্ঞান বৃদ্ধি হয়, তখন এই কথা জেনে অনেক সান্ত্বনা পাওয়া যায় যে, এখনও এমন সব লোক জন্ম-গ্রহণ করছেন যে, সাধারণ পর্যায়ের শক্তির উপাসনা জননী বসুন্ধরাকে এখনও বন্ধ্যা ক'রে দেয়নি...যে, অ্যাভেরি বুলার্ড এবং ডন ওয়ালিং এবং আর সকলে যাঁরা বৃহৎ কোম্পানি, বিশাল প্রতিষ্ঠান ও বিরাট জাতিসমূহ গঠন করেছেন, তাঁদের মত মানুষ সর্বকালেই হবেন। না, সকল সৌধের চূড়ায় যে-সমস্ত লোক ব'সে আছেন, তাঁদের সবাই সেই ছাপের মানুষ নয়.........
তাঁদের সংখ্যা চারদিকে ছড়িয়ে পড়বার মত যথেষ্ট নয়...সুতরাং ফকির. ধাপ্পাবাজ এরাও রয়েছে...পরভৃত শেয়াল ও শকুনিগুলি...ব্রুস পিল্‌চারেরা।

জর্জ ক্যাস্‌ওয়েল যখন শ'কে পিলচারের কীর্তির কথা বলেন, তখন শ কিরকম হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন, সেই কথা মনে ক'রে সুকঠোর পরিতৃপ্তিতে তাঁর হাসি কঠিন হয়ে উঠল। তিনি তাঁকে ব'লে ঠিকই করেছিলেন...হাঁ, এ শ-এরই একটি অংশ...এমন সব মানুষ যে আছে, সেকথা শেখা...অর্থের জন্যে পাগল ও লোভে উন্মত্ত...সাধারণ লোক যত ভাবে, তত বেশী অবশ্য না থাকলেও, এত আছে যে মানুষকে সতর্ক থাকতে শেখাতে হবে...শ-এর যে তেমন শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে, তা অবশ্য নয়, কিন্তু তবু এ-শিক্ষা শিখতে ত কারও কষ্ট নেই।

হাঁ, শ লোক ভাল...কিন্তু একটু কাঁচা...তাঁর দুর্ভাবনা হচ্ছে যে তিনি অর্থনৈতিক পরিচালনার গুরুত্ব স্বীকার করিয়ে নেবার জন্যে এত প্রবল চেষ্টা করেছিলেন ব'লে ওয়ালিং-এর ভুল ধারণা জন্মে থাকতে পারে। দুর্ভাবনার কোনও কারণ নেই...প্রেসিডেন্ট প্রত্যাশাই ক'রে থাকেন যে তাঁর ভাইস-প্রেসিডেন্টেরা নিজেদের বৈশিষ্ট্যগুলির প্রাধান্য দেবেন...আর শ ঠিকই বলছিলেন ...কারবারের আর্থিক দিকটা হ'ল গুরুতর...তাতে প্রচুর মনোযোগ দরকার। ওয়ালিং-এর সেই সমস্ত পরিকল্পনার টাকা তাঁরা কখনও কেবল আয় থেকে

যোগাতে পারবেন না...অনেক বন্ধকীপত্র বেচে দিতে হবে...এই শরৎকালে ঋণপত্র বার করতে হবে...সম্ভবতঃ আসছে বছর আর একবার...বাজার তার উপযুক্ত দেখা গেলেই সাধারণ ঋণপত্র।

জর্জ ক্যাস্‌ওয়েলের আঙ্গুলগুলি অভ্যাসের শিক্ষায় তাঁর অজ্ঞানেই তাঁর নোটবইটির সন্ধান ক'রে তার সীলমাছের চামড়ার মলাটে যে ছোট সোনার পেন্সিলটি আটকান ছিল, সেটি বার ক'রে নিল। একটি পাতা উলটে খালি পৃষ্ঠা পেয়ে লিখে রাখার কথা তাঁর মনে এসে গেল। তিনি লিখে নিলেন—কোন এক সপ্তাহান্তে ওয়ালিংদের আসবার জন্যে নিমন্ত্রণ করতে হবে, কিটিকে সেই কথা বলবার স্মারকলিপি...শীঘ্র একসময়ে...কিন্তু এই সপ্তাহশেষে বা তার পরেরটিতেও নয়...হোয়েলার্স কাপের রেসের বাজী মিটে যাওয়া অবধি অপেক্ষা করতে হবে।

বেলা ৩-৩২

ওয়াল্টার ডাড্‌লে চুপি চুপি নিজের বাড়িতেই অনধিকার প্রবেশকারীর মত পা টিপে টিপে ভোজনকক্ষের মধ্যে দিয়ে গিয়ে রান্নাঘরের দরজাটি খুললেন, প্রথমে তিনি তা কেবল সেইটুকুই ফাঁক করলেন যাতে তিনি নিশ্চিত হ'তে পারেন যে, তিনি একা রয়েছেন। তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে তিনি ঠাণ্ডা ও ক্ষীণ দীপ্তিময় ঘরটির দিকে চেয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন, যেন তার সাদা রঙ প্রতিফলিত হয়ে তাঁর মনের কালো অন্ধকার ঘুচিয়ে দেয়।

তাঁর হৃদয়ের দোলা কমল। তিনি আবার নিঃশ্বাস নিতে পারলেন। দৃঢ়চিত্তে তিনি ওদিকে দেয়ালের কাছে গিয়ে ছোট সাদা এনামেল-করা দরজাটি খুললেন। তিনি মুষ্টিবদ্ধ হাত ভিতরে চালিয়ে দিলেন, ভিতরে গিয়ে আঙ্গুলগুলি ছেড়ে গেল ও মোচড়ানো এক ডেলা হলদে কাগজ কালো সুড়ঙ্গপথে নিচে চ'লে গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দূরে এক আগুনের শিখা উঠে চট ক'রে আলাদা আলো হয়ে গেল, আর চুল্লিতে টেলিগ্রামটি পুড়ে শেষ হয়ে গেল।

আগুন জ্ব'লে ওঠার মত দপ ক'রে এই অনুশোচনার শিখা জ্ব'লে উঠল যে তিনি সেটি আর একবার পড়েন নি। কিন্তু তার দরকার ছিল না। তাঁর মনে ছিল, চিরদিনই তাঁর স্মরণ থাকবে। যখন ইচ্ছা, তখনই তিনি তা পড়তে পারবেন, সর্বদাই এটি তাঁর মনে থাকবে:

মিঃ জে. ওয়াল্টার ডাড্‌লে
ট্রেড্‌ওয়ে কর্পোরেশন মিলবার্গ পেন্‌সিল্‌ভ্যানিয়া
এক বিরাট পুরুষের মৃত্যুতে সমগ্র শিল্পটির যে-ক্ষতি হ'ল
সেজন্যে আমার গভীরতম সহানুভূতি জানাই
ইভা হার্ডিং

মিল্‌বার্গ, পেন্‌সিল্‌ভ্যানিয়া

বেলা ৩-৪৩

এরিকা মার্টিন দেরাজের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিলেন, তাঁর আংটিহীন আঙ্গুল-গুলি সহজেই কোমল ক্রেপ ও সাটিন এবং গরম কাশ্মীরী পশমী কাপড়ের মধ্যে চ'লে গিয়ে শেষে কঠিন ঠাণ্ডা কাচ ও ব'সে-যাওয়া নরম চামড়ার ফ্রেমে গিয়ে ঠেকল।

সন্তর্পণে সেটি তিনি লুকানো জায়গাটি থেকে বার করলেন। অ্যাভেরি বুলার্ড কখনও জানতেন না যে তিনি এই ছবিটি রেখে দিয়েছিলেন। এই ছবিটি ছিল, নিউইয়র্কের এক ফটো-ব্যবসায়ী তাঁর যে কতকগুলি ছবি করেছিলেন, তার মধ্যে তাঁর বাতিল-করা একটি। তিনি সেটিকে সব চেয়ে বেশীক্ষণ মন দিয়ে দেখেছিলেন, কিন্তু শেষকালে তিনি সেটি ডেস্কের ওদিকে সরিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, "এটিকে দূর ক'রে দেওয়াই ভাল, মিস মার্টিন। এতে আমাকে বড় ভারিক্কি মানুষের মত দেখাচ্ছে, লোকেদের ভুল ধারণা দেবার আমার সাহস নেই, জান ত।" তারপর তিনি হাসতে লাগলেন এবং এরিকা মার্টিনও হাসলেন। আর তাঁদের এমন এক সঙ্গে হাসার ঘটনা এত কম বার হয়েছিল যে তার প্রত্যেকটি তাঁর স্মরণ ছিল, কিন্তু এই বারটি অন্য অন্য বারের চেয়ে বেশী মনে ছিল...ছবিটি যখন অগ্নিকুণ্ডের তাকে ছিল তখন তা বড় ঘন ঘন ও বড় স্পষ্টভাবে মনে পড়ত। সেইজন্যেই তিনি অনেকমাস আগে এটিকে লুকিয়ে রেখেছিলেন।

তিনি হাত দিয়ে ছবিটি ওঠালেন আর তাঁর অন্তরের ভাষায় যে-কথাগুলি ব্যক্ত হ'ল, তা তাঁর মুখে যেকথা বলা যেত, তার চেয়ে স্পষ্ট হ'ল, "আমার উপর রাগ ক'র না, অ্যাভেরি, যে আমি ডন ওয়ালিং হবেন তা অনুমান করেছি। আমি জানতাম তুমি কখনো চাওনি যে তোমার মনে কি আছে,

তা অনুমান করি—কেন তুমি এমন চাইতে, তা জানি না ; কিন্তু আমি জানি যে তুমি তাই চাইতে—কিন্তু এবার আমাকে স্বীকার করতেই হ'ল যে আমি জানি। অন্য কোন উপায় ছিল না। তুমি কি তা দেখতে পাচ্ছ না ? আর আমি ঠিকই করেছি, নয় কি ?"

অ্যাভেরি বুঝেছেন। তিনি মানবধর্মীই ছিলেন। তা স্বীকার করতে তিনি এত ভয় পেতেন কেন ? তাঁরা দুজনেই এত ভয় পেতেন কেন ?

নিউইয়র্ক শহর

বেলা ৩-৫০

ফুলের দোকানের খামখেয়ালী বুড়ো লোকটি সন্দেহের দৃষ্টিতে কুড়ি ডলারের নোটখানির দিকে তাকাল। জলের দাগটি সে বুড়ো আঙ্গুলের ডগা দিয়ে ঘ'সে শেষ পর্যন্ত দৈবের ঝুঁকি নেওয়াই ঠিক করল। সে বললে, "সমস্ত জিনিসের সব শুদ্ধ হ'ল বার ডলার ষাট সেন্ট—ফুলগুলি, আর পেন্‌সিল্‌ভ্যানিয়ার এই জায়গাটিতে তা পাঠাবার খরচ। আপনি যদি একটি কার্ড দিতে চান, মিস, তবে ঐখানে ডেস্কের উপরে তা পাবেন।"

অ্যান ফিনিক সব কটি কার্ড দেখল। একটি খুব সুন্দর কার্ড ছিল, সেটিই একেবারে ঠিক হ'ল...এক সেই বড় জাহাজের ছবি, সি-গাল পাখী উড়ছে, এবং সবাই বিদায় জানাবার ধরনে হাত নাড়ছে······আর ছাপা হরফে লেখা রয়েছে 'এক আশ্চর্য বন্ধুকে বঁ ভয়াজ' কথাটি ত ফরাসী। এর মানেটা যেন কেউ চ'লে যাচ্ছে। তাইত তিনি করছেন, নয় কি ? তিনি ফরাসী হাওয়াই পছন্দ করতেন। বড় মানুষ সবাই এরা ফরাসীর নামে পাগল।

বেলা ৩-৫৫

লুইগি ক্যাসোনি জানত যে সে ভাগ্যবান লোক। তার উপর এই আশীর্বাদ থাকার দরুন শুধু যে তার প্রার্থনাগুলি পূর্ণ হ'ত, তাই নয়, সে সৌভাগ্যবানও ছিল। কোনও মানুষ যখন খুব চালাক না হয়, তখন সে যে ভাগ্যবান, একথা জানা তার পক্ষে পরম সান্ত্বনা। দুটির মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে বোধ হ'ত। সে যদি চালাক হ'ত, তবে সে মিঃ বুলার্ডের ফুলের জন্যে যে-টাকা সংগ্রহ করেছে তা গুণতে আর এক টুকরা কাগজে সব কটি নাম লিখতে তার

এতক্ষণ লাগত না। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি ক'রে ফেলবার সামর্থ্য যদি তার থাকত, তবে মিঃ ওয়ালিং আর তাঁর স্ত্রীকে পঁচিশ-তলায় নিয়ে যাবার জন্যে সে সেখানে থাকত না। এ এক বড় জরুরী কাজ করা গেল। যখন বুড়ো ডিউকের মৃত্যুতে তাঁর স্থান নেবার জন্যে কোন ছেলে ছিল না, তখন ভায়াটোরেন-জোত্তে ফোয়ারার ধারে যে-লোকগুলি বসেছিল, তারা মাথা নেড়ে বলেছিল যে এ খারাপ হবে। তারা ঠিকই বলছিল। সেবার বসন্তকালে গাছের জলপাই-গুলি, ডিউক দুর্গপ্রাসাদে থাকার সময়ে যেমন হ'ত, তার তুলনায় মাত্র আধাআধি ভরেছিল—আর সেই বছরেই পিয়েত্রোর একটি ভেড়ীরও যমজ বাচ্চা হয়নি—আর সেবারই অ্যাঞ্জেলিনো এক সিসিলিবাসীকে বিয়ে করবার জন্যে পালিয়ে যায়, আর মারিয়ার গাধা পাহাড় থেকে প'ড়ে গিয়ে সমুদ্রে পাথরে আছাড় খেয়ে মরে যায়। গ্রামে এমন কোন লোক ছিল না যে তার দীর্ঘ বয়সের মধ্যেও মনে করতে পারত যে একটি বসন্তকালের মধ্যে অতগুলি বিপদ কখনও ঘটেছে।

লুইগি মনে করল, হাঁ, সে বড়ই ভাগ্যবান লোক যে সে এমন দেশে বাস করছে যেখানে দুর্গপ্রাসাদটির জন্যে সর্বদাই এক নূতন ডিউক রয়েছেন।

লুইগির মনে একটি অন্ধকার ছায়া এল, ভূমধ্যসাগর থেকে বাতাস এলে সমুদ্রের মেঘের পৃথিবীর উপর ছায়া যেমন ভায়াটরেনজোর উপরে যেত, তেমনই দ্রুত তা চ'লে গেল। এটা বড়ই খারাপ যে ঘন্টা বাজানো যাবে না, কিন্তু এই একটা জিনিস মার্কিন দেশে এরা বোঝে না...যে ঘন্টার শব্দে একই সঙ্গে দুঃখ ও আনন্দ দুই জানানো যেতে পারে।

বেলা ৩-৫৬

যে-দপ্তরটি অ্যাভেরি বুলার্ডের ছিল তার মধ্যে প্রবেশ করার পর প্রথম কয়েক মুহূর্ত মেরী ওয়ালিং-এর মনে হচ্ছিল যে তাঁদের উপস্থিতিতে প্রায় অন্যায় কিছুই রয়েছে, যেন এইভাবে মৃত্যুর এলাকায় প্রবেশ ক'রে তাঁরা অশ্রদ্ধার দোষে দোষী হয়েছেন। তিনি জানতেন যে ডনেরও সেইরকম বোধ হচ্ছিল, কারণ তিনি আড়ভাবে বললেন, "আমি অবশ্য মঙ্গলবার পর্যন্ত সত্যি সত্যিই উপরে উঠব না।"

মেরী বললেন, "তুমি আমাকে নিয়ে আসাতে আমি খুশী হয়েছি। এখন আমি তোমাকে এইখানে কল্পনা করতে পারব।"

ডন বললেন, তাঁর স্বর এমন ছিল যেন তিনি প্রতিবাদই চাইছেন, "সম্ভবতঃ খুব বেশী কল্পনাই লাগবে। তুমি কখনো ভাবনি যে এমন একটা কিছু ঘ'টে যাবে, নয় কি?"

মেরী বললেন, "না,"—কারণ তাঁর মনে হচ্ছিল যে তাঁর এই কথা বলাই ডন চান। তিনি বললেন, "জুলিয়ার বাড়িতে তুমি আশ্চর্য ক'রে দিয়েছিলে। তুমি যা বলেছিলে, তার প্রত্যেকটি কথা আমার সব সময়েই মনে থাকবে।"

ডন তাঁর কোমরের বক্র ভাগটি বাহু দ্বারা জড়িয়ে বললেন "থাকবে?" তাঁর দিকে চোখ তুলে মেরী তাঁর দোষ স্বীকারের ছেলেমানুষী হাসিটি দেখতে পেলেন। ডন বললেন, "জান, এখানে আসতে আসতে সারা পথই আমি মনে করবার চেষ্টা করেছি যে কি ছাইভস্ম আমি বলেছি। আমি কোনও পাগলের মত অঙ্গীকার ত করিনি, না তা করেছি?"

মেরী হেসে বললেন "শুধু সমগ্র এক নূতন জগৎ।" এই আশাতে তাঁর নিঃশ্বাস রোধ হয়ে যাচ্ছিল যে এই মুহূর্তটি স্থায়ী হবে; এই যে আশ্চর্য অংশীদারি, এই যে-মুহূর্তে স্বামীর মন তাঁরই, যখন তিনি সম্পূর্ণ বুঝতে পারছেন, তা থেকে যাবে।

কিন্তু দরজা বন্ধ হচ্ছিল। ডনের মুখ গম্ভীর হ'ল, তিনি বললেন, "হে ভগবান, কিন্তু করবার আছে অনেক কিছু! বোধ হয় জুলিয়ার বাড়িতে তাঁর সঙ্গে আমার কথা বলা উচিত ছিল। সোমবার সকালেই কতকগুলি জিনিস তাঁকে দিয়ে শুরু করিয়ে দেওয়া উচিত ছিল।"

"কাকে গো?"

"লরেন শ। তিনিই অবশ্য কার্যনির্বাহক ভাইস-প্রেসিডেন্ট হবেন।"

"তিনি হবেন—?" ব'লে মেরী বিস্ময়ে থেমে গেলেন।

"কি হ'ল?"

"কিছু না। আমি—অর্থাৎ আমি কখনো মনে করিনি যে তাঁকে তোমার ভাল লাগত, এই মাত্র।"

দরজাটি এখন পুরাপুরি বন্ধ হ'ল। ডন বললেন, "কোথা থেকে তোমার এরকম ধারণা হ'ল? বেজায় দক্ষ লোক—শ। খুব বেশী কল্পনা নেই বোধ হয়—কিন্তু সময়ে সময়ে সে একটা সুবিধা। এ-জায়গাটিতে খুব বাড়াবাড়ি রকম কল্পনা থাকারও সম্ভাবনা হয়ে পড়ে। আমার পা দুটি মাটিতে আবদ্ধ রাখবার জন্যে একজন কাউকে আমার দরকার হবে।"

মেরী অস্ফুটস্বরে বললেন, "আমি জানি।"

উত্তেজনার অধৈর্যে ডন বললেন, "আচ্ছা, এস আমরা এখান থেকে বেরিয়ে পড়ি। ওহো—মিস মার্টিনের জন্যে একটি চিঠি রেখে যাওয়া ভাল।"

তিনি এক টুকরা কাগজ ও একটা কালো পেন্সিল পেয়ে গেলেন। তিনি যখন লিখলেন, মেরী তা লক্ষ্য করতে লাগলেন।

সোমবার সকাল ন'টায় কার্যনির্বাহক সমিতির সভা আহ্বান করবেন।

ম্যাক্‌ডোনাল্ড ওয়ালিং

মেরী জুলিয়ার স্বর শুনতে পাচ্ছিলেন...ওকে তুমি কখনো সম্পূর্ণ বুঝতে পারবে না...সে-চেষ্টা ক'র না...না করলেই তুমি বেশী সুখী হবে।

জুলিয়া ঠিকই বলেছিলেন।

ডন জিজ্ঞেস করলেন, "প্রস্তুত?"

মেরী বললেন, "প্রস্তুত"—আর তাঁরা একসঙ্গে অন্ধকার বারান্দার মধ্যে বেরিয়ে পড়লেন।

এই উপন্যাস সম্পর্কে

"যখন অ্যাভেরি বুলার্ড ম'রে প'ড়ে যান, তখন তিনি এক গুরুতর কার্য অসমাপ্ত রেখে গিয়েছিলেন। ট্রেডওয়ে কর্পোরেশনের প্রেসিডেন্ট ও পরিচালন-প্রতিভারূপে কার্যনির্বাহক ভাইস-প্রেসিডেন্টের পদটি পূর্ণ ক'রে যেতে তিনি পারেন নি। তাঁর পরে সিংহাসন পাবার জন্যে কোনও যুবরাজ প্রস্তুত ছিলেন না। তার পরবর্তী ছাব্বিশ ঘন্টায় যা ঘটেছিল, ক্যামেরন হলি তাঁর হৃদয়গ্রাহী উপন্যাস শিল্পপতির আসন (Executive Suite) গ্রন্থে তারই কাহিনীটি বিবৃত করেছেন।

"এ-উপন্যাসটি হ'ল এক বড় উৎপাদন কর্পোরেশনের উর্ধ্বতন কর্মী নিয়ে, আর আমি যতদূর জানি, মার্কিন কথাসাহিত্যে এটি অদ্বিতীয়। মার্কিন ব্যবসায়ীদের সম্পর্কে অল্পই ভাল উপন্যাস রয়েছে, তার বেশির ভাগই শ্লেষাত্মক; সেগুলি বাইরের লোকেদের দ্বারা রচিত, তাঁরা মার্কিন ব্যবসায়ীদের অতি সুস্পষ্ট দোষগুলিকে প্রচণ্ড বিরাগের দৃষ্টিতে দেখেন, আর নির্ব্বাহী দপ্তরের মধ্যে কার্যনির্বাহক প্রধানদের মাথায় কি হচ্ছে সে-বিষয়ে বেশী কিছু না জেনেই তাঁদের সম্বন্ধে লিখে থাকেন। কিন্তু ক্যামেরন হলি ভিতরের লোক, তিনি নিজেই কর্পোরেশনের এক সফল কর্মকর্তা। তিনি প্রামাণ্য জ্ঞান নিয়েই লিখেছেন।

"শিল্পপতির আসন...মার্কিন জীবন-ধারায় এক সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অংশের অতিশয় চিত্তাকর্ষক পর্যালোচনা, মার্কিন সাহিত্যে সচরাচর এই অংশটি অবহেলা করা হয়। কাহিনীর গতিবেগ প্রচণ্ড, চরিত্রচিত্রণ স্থূলরূপে কার্যকরী আর অন্তরালের প্রতিদ্বন্দ্বিতা, হিংসা, ছলকৌশল ও আপোষনিষ্পত্তির দৃশ্যগুলি আকর্ষণীয় হয়েছে।

"শিল্পপতির আসন গ্রন্থে মিঃ হলি সব চেয়ে এক প্রয়োজনীয় জিনিস এইটিই করেছেন যে, তিনি বৃহৎ ব্যবসায়ের নাটকীয়তাটুকু ফুটিয়ে তুলেছেন, অথচ তাতে কল্পনার রং চড়ান নি...আমার বিশ্বাস যে অনেক ব্যবসায়ী, যাঁরা আধুনিক কথাসাহিত্য সাধারণতঃ পড়েন না, তাঁরা তৃপ্তি ও এক পরিচয়ের অনুভূতি নিয়ে শিল্পপতির আসন পাঠ করবেন।"

নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকায় অর্ভিল প্রেস্কটের লেখা।

লেখক পরিচিতি

মাঝে মাঝে পাঠক-সমাজের এই সৌভাগ্য হয় যে তাঁরা এমন এক লেখক আবিষ্কার করেন, যিনি কোনও এক বৃত্তিতে জীবনের বৃহৎ অংশ কাটিয়ে তারপর সেই সম্পর্কে ভাল উপন্যাস লিখতে প্রবৃত্ত হয়েছেন। এই ঘটনা হয়েছিল এ. জে. ক্রোনিন ও চিকিৎসা-ব্যবসায় সম্পর্কে এবং উইলিয়াম ম্যাক্‌ফি ও সমুদ্র সম্পর্কে; ক্যামেরন হলি ও বৃহৎ ব্যবসায় সম্বন্ধেও সেই ব্যাপারই হয়েছে। খুব সম্প্রতি-কাল পর্যন্ত মিঃ হলি এক বৃহৎ ব্যবসায় কর্পোরেশনে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ছিলেন, আর গ্রন্থ রচনায় তাঁর প্রথম মুখ্য প্রচেষ্টা হ'ল একটি বড় আকারের উপন্যাস, ব্যবসায়ের শান্ত বহিরাকৃতির পিছনে যে-নাটক থাকে, ব্যবসায়ের উচ্চস্তরের যে গুরুতর সত্যকে প্রায়ই বিকৃত বা বিদ্রূপাহত করা হয়, এ তাই নিয়ে।

কিন্তু এমন ধারণাও দেওয়া উচিত নয় যে এই তাঁর প্রথম রচনার অভিজ্ঞতা। তাঁর কথাসাহিত্য বহু পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে এবং বর্তমানে কলিয়ার্স পত্রিকার জন্যে বিশেষভাবে ব্যবসায়মূলক বিষয় নিয়ে তিনি এক গল্পসমষ্টি রচনা করছেন। এইটি তাঁর প্রথম উপন্যাস, আর একটি মাত্র সাহসিক প্রয়াসে তিনি, যে সামাজিক উপন্যাস লেখকেরা তাঁদের বক্তব্য বিষয় যথার্থই জানেন, নিজেকে তাঁদেরই ক্ষুদ্র দলটির অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

মার্কিন ব্যবসায় নিয়ে শ্লেষাত্মক রচনার সঙ্গে আমরা সকলেই পরিচিত। এটি দেশীয় জিনিসও বটে আর বাহির থেকে আমদানীও বটে, অজ্ঞ ও মন্দ লেখা থেকে সিন্‌ক্লেয়ার লুইস ও জন পি. মার্কোয়াণ্ডের সেরা গ্রন্থ পর্যন্ত তার সীমা বিস্তৃত। কিন্তু শ্রেষ্ঠ আদর্শগুলির মধ্যেও, যেমন শেষের দুজনের বেলায়, শ্লেষই হ'ল কেবল কাহিনীর অংশ। অবশেষে এই একজন গ্রন্থকার এলেন, যিনি এই সত্য উদ্‌ঘাটিত করতেই কৃতসঙ্কল্প যে, ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যসাধন মাত্রেই স্থূল লোভ ও শোষণ নয়, এবং শিল্পীর পক্ষে রং ও পট যেমন, শ্রেষ্ঠ সৃজনীশক্তিসম্পন্ন কোনও কোনও লোকের পক্ষে ব্যবসায়ের মাধ্যমটিও তেমনিই।

এই কার্য সম্পন্ন করবার পক্ষে মিঃ হলির, তাঁর নিছক রচনাপ্রতিভা ছাড়াও, দুটি উৎকৃষ্ট গুণ ছিল। প্রথমতঃ, ব্যবসায়ের জ্ঞান তাঁর সত্যিই হয়েছিল,

"পরিবেশ" আয়ত্ত করবার জন্যে তাঁকে কোথাও এক দপ্তরে গিয়ে দু সপ্তাহ কাটাতে হয়নি। দ্বিতীয়তঃ, তিনি বুঝেছিলেন যে ভাল উপন্যাস হ'তে গেলে পুস্তকটি মানুষদের বিষয়ে হওয়া চাই, খালি ব্যবসায়ের ক্রিয়াকলাপের বিষয়ে নয়, আর তাঁর মানুষগুলিকেও তিনি জানতেন।

তার ফলে এমন এক উপন্যাস রচিত হয়েছে যা দৃষ্টিভঙ্গি বা সত্যকে ক্ষুণ্ন না ক'রেও দেখিয়েছে যে, ব্যবসা হ'ল মানুষের জীবন কাটাবার এক পরম সম্মানজনক ও সামাজিক কল্যাণকর পন্থা। মিঃ হলির সর্বশেষ উপন্যাস Cash McCall এক ব্যবসায়ের পরিস্থিতি সম্পর্কে, আর সেটি লিটারারি গিল্ডের নির্বাচন পেয়েছে।

পার্ল পুস্তকাবলী

[প্রত্যেকটি প্রথম সংস্করণের মুদ্রণসংখ্যা পঁচিশ হাজার]

হে যুদ্ধ, বিদায়— আর্নেস্ট হেমিংওয়ে। সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখকের বিশ্ববিখ্যাত A Farewell to arms উপন্যাসের সার্থক অনুবাদ। দশ মাসে ২৩ হাজার কপি নিঃশেষিত। ২৭২ পৃষ্ঠা, মূল্য এক টাকা। (PB-7)

সেতুর ওপারে মুক্তি— জেম্‌স এ, মিচেনার। খালি হাতে বহুসংখ্যক রাশিয়ান ট্যাঙ্ক ধ্বংস ক'রে অবশেষে বিপর্যস্ত বিভ্রান্ত হাঙ্গেরিয়ান নরনারী সীমান্তে "আন্দোর সেতু" পার হ'য়ে আশ্রয় লাভের আশায় অস্ট্রিয়ায় উপস্থিত হ'লে সাংবাদিকরা তাদের মর্মান্তিক যে-বিবরণ পান তারই ভিত্তিতে রচিত। পুস্তকটি পৃথিবীকে স্তম্ভিত করেছে। ২৬৪ পৃষ্ঠা, মূল্য পঁচাত্তর নয়া পয়সা। (PB-5)

আমার জীবনকথা— হেলেন কেলার। মূক, বধির এবং অন্ধ একটি মেয়ে কিভাবে নিজের অদম্য ইচ্ছা-শক্তিতে এবং এক করুণাময়ী মহিলার অশ্রান্ত সাহায্যে কথা বলতে ও পড়তে শিখে, উচ্চশিক্ষা পেয়ে, জনসেবা ও নিজের পূত চরিত্রের মাধ্যমে অগণিত হৃদয় জয় করল তারই রসঘন কাহিনী। ১১৯ পৃষ্ঠা, মূল্য পঁচাত্তর নয়া পয়সা। (PB-10)

নববধূর আগমন— স্টিফেন ক্রেন। লেখক সম্পর্কে এইচ. জি. ওয়েল্‌স বলেছেন, "অনস্বীকার্যভাবে তিনি এ-যুগের শ্রেষ্ঠ লেখক" সেই শ্রেষ্ঠত্বের ছাপ প্রত্যেকটি গল্পের মধ্যেই আছে। ২১৭ পৃষ্ঠা, মূল্য পঁচাত্তর নয়া পয়সা। (PB-4)

ভারত-ই আমার দেশ—সিনথিয়া বোল্‌জ। ভারতে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বতন রাষ্ট্রদূত চেস্টার বোল্‌জের কন্যা পিতার সঙ্গে এদেশে থাকার সময় দিল্লীতে ও শান্তিনিকেতনে শিক্ষালাভকালীন ও গান্ধীজীর সেবাগ্রাম প্রভৃতি বহুস্থানে ভ্রমনকালীন যে-অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন তারই হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা। ১১৫ পৃষ্ঠা, মূল্য পঁচাত্তর নয়া পয়সা। (PB-14)

শান্তির নব দিগন্ত—চেস্টার বোল্‌জ। রাষ্ট্রদূত বোল্‌জ এশিয়ার বহুস্থানে ভ্রমণ করেছেন। এই পুস্তকে তিনি লেনিন, সান ইয়াৎসেন ও গান্ধীর নেতৃত্বে এশিয়ার তিনটি সুবৃহৎ দেশের নবজাগরণের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, একমাত্র গান্ধীবাদই আধুনিক পৃথিবীকে রক্ষা করতে পারবে। ৪৩৬ পৃষ্ঠা, মূল্য এক টাকা। (PB-13)

রূপান্তর—ফ্রেড্‌রিক লিউইস অ্যালেন। ১৯০০ থেকে ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আমেরিকার অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি, আচার-ব্যবহার, পোশাক-পরিচ্ছদ, চিন্তাজগৎ প্রভৃতিতে যে যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটেছে তারই বিস্তারিত বিবরণ, চিত্তগ্রাহী গল্পের ধরনে লেখা। ৩২৪ পৃষ্ঠা, মূল্য পঁচাত্তর নয়া পয়সা। (PB-6) .

রাশিয়ায় যৌথকৃষি—ফিডর বেলফ। উক্রেনের গ্রামাঞ্চলে যৌথকৃষি ও যৌথ-খামারের বাস্তব বর্ণনা। লেখক স্থানীয় ব্যক্তি, একটি যৌথখামারের সভাপতি হিসাবে কয়েক বছর কাজ করেছিলেন। ২০৪ পৃষ্ঠা, মূল্য পঞ্চাশ নয়া পয়সা। (PB-8)

ফিলিপাইনে কৃষিসংস্কার—অ্যাল্‌ভিন এইচ. স্ক্যাফ। ফিলিপাইনে 'হাক'-বিদ্রোহের উত্তেজনাপূর্ণ কাহিনী। লেখক বনে-জঙ্গলে ঘুরে বিবরণ সংগ্রহ করেছেন। ১২২ পৃষ্ঠা, মূল্য পঞ্চাশ নয়া পয়সা। (PB-11)

টমাস পেন-এর রাজনৈতিক রচনাবলী—ফরাসী বিপ্লব ও আমেরিকান বিপ্লবের চিন্তা-নায়কের বিশ্ববিখ্যাত এবং অবিস্মরণীয় কতকগুলি রাজনৈতিক স্পষ্টভাষণের সমষ্টি; গণতান্ত্রিক যুগে প্রত্যেক ব্যক্তির অবশ্য পঠনীয়। ২৪০ পৃষ্ঠা, মূল্য পঞ্চাশ নয়া পয়সা। (PB-3)

যোগী আর শাসনকর্তা—আর্থার কোয়েস্‌লার। বুদ্ধিবিদগ্ধ এবং রসসমৃদ্ধ লেখনীর জন্য কোয়েস্‌লার-এর নাম এখন পৃথিবীর সর্বত্র পরিচিত। তাঁর অনবদ্য রচনাশৈলীর মাধ্যমে "ঔপন্যাসিকের প্রলোভন", "পাঠকের বিপত্তি", "ফরাসী ফ্লু", "১৯৪২-এর ঝাঁটানো মাল" প্রভৃতি রচনাগুলি অতি অবশ্যই পাঠক-চিত্ত জয় করতে সমর্থ হবে। পরিশেষে বহু আধুনিক বিষয়ের মূল্যবান টীকা সমেত। ২৬২ পৃষ্ঠা, মূল্য পঞ্চাশ নয়া পয়সা। (PB-1)

মার্কিন শাসনপদ্ধতি—আর্নেস্ট এস. গ্রিফিথ। গণতন্ত্রের স্বর্গ আমেরিকা-যুক্তরাষ্ট্রের শাসনপ্রণালীর বিস্তারিত সর্বাত্মক আলোচনা; রাজনীতির ছাত্রদের এবং অন্যান্য সকলেরই উপযোগী। ১৬৫ পৃষ্ঠা, মূল্য পঞ্চাশ নয়া পয়সা। (PB-12)

শিল্পপতির আসন—ক্যামেরন হলি। আধুনিক আমেরিকার একটি বৃহৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠানের মৃত প্রধানের স্থান কে অধিকার করবেন, সেই প্রশ্নকে কেন্দ্র ক'রে রুদ্ধশ্বাস ঘটনা-প্রবাহ নিয়ে এই চিত্তাকর্ষক উপন্যাসটি পাশ্চাত্য জগতে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। ৩৬০ পৃষ্ঠা, মূল্য এক টাকা। (PB-9)

প্রেম মৃত্যুহীন—আরভিং স্টোন। 'যে-প্রেম সম্মুখপানে চলিতে চালাতে' জানে মেরী টড-এর সেই মৃত্যুজয়ী প্রেমের অনুপ্রেরণা কিভাবে কাঠুরে উকিল কুৎসিতদর্শন 'বুড়ো এবি' লিংকনকে আমেরিকা-যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসাবে হোয়াইট হাউসে-এ এবং ইতিহাসের অমর আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করল—মর্মস্পর্শী সেই ঘটনাগুলিকে আশ্রয় ক'রে দুইখণ্ডে সম্পূর্ণ এই সুবৃহৎ উপন্যাস অসাধারণ খ্যাতি অর্জন করেছে। প্রথমখণ্ড ২৪৯ পৃষ্ঠা, মূল্য এক টাকা। দ্বিতীয় খণ্ড ৩৫২ পৃষ্ঠা, মূল্য এক টাকা। (PB-2)